মাসুদ রানা

লেনিন গ্রাদ

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

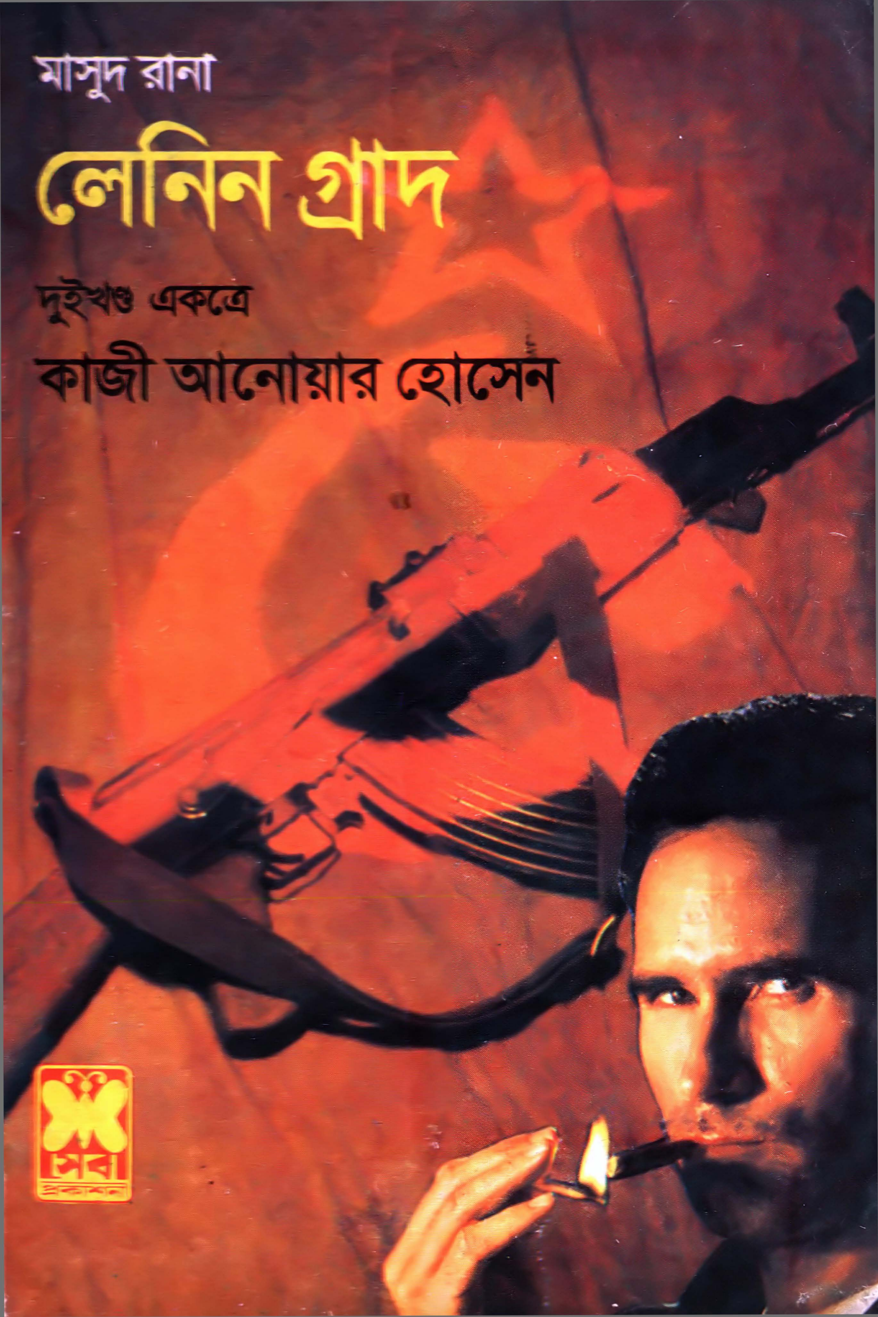

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

লেনিন গ্রাদ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবার সাথে কিলারও উঠেছে
ডুবোজাহাজ লেনিনগ্রাদে। অলক্ষে থেকে
একের পর এক হামলা চালাচ্ছে যখন যার ওপর খুশি।
মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ম্যানিয়াক একজন—
খুনের নেশায় নিজেকেও ধ্বংস করে দিতে দ্বিধা নেই যার।
প্রথম দিকে বোকা বনে গেল রানা। কিন্তু তারপরই
[illegible] এক জাল পাতল অতি সাবধানে।
আরও একটা খুন করার
কিংবা আরও মারাত্মক কোন বিপদে ফেলার
আগেই ধরতে হবে খুনীকে—প্রমাণ সহ।
কিন্তু রানা কি ভাবতে পেরেছিল
শেষ মুহূর্তে পিস্তল বের করে বসবে খুনী?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

□□□□ □□□□ – □□□, □□□

(□□□□গ্র□□ -□,□

(□□□□ □□□□ □ □□□□□□ (□□□□□

স্ক্যা□□ □ □□□□□ □□□□□ □ □□ □□□

□□ □□□□□’□ (□□□□□□□ (Boi lover's polapan)
facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

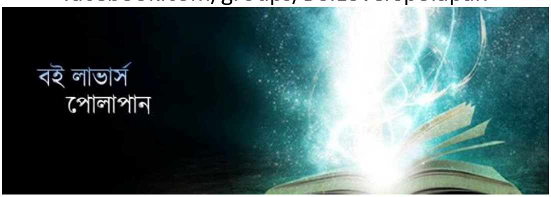

□□□□□ (□□□□ ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

BanglaPDF.net (□□□□□□□□□□□.(□□)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

মাসুদ রানা

লেনিনগ্রাদ

(দুই খণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7111-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

বত্রিশ টাকা

Masud Rana
LENINGRAD
[Part-I&II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

লেনিনগ্রাদ-১	৫—৯৫
লেনিনগ্রাদ-২	৯৬—২০৮

সেবা প্রকাশনী এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি *সোহানা *অগ্নিশপথ জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল *দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল-১।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

লেনিনগ্রাদ-১

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৮৩

এক

ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি এখনও, বালির ওপর সাবধানে পা ফেলে আটলান্টিকের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। মনটা ভাল নেই।

পুব আকাশে ক্ষীণ আলোর আভাস লক্ষ করা গেলেও মাথার ওপর ঘন কালো অন্ধকার। বোধহয় মেঘ করেছে। ঝিরঝিরে বাতাস লাগছে চোখে-মুখে, ঠাণ্ডা। সমুদ্র প্রায় শান্তই বলা যায়। পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাবার আওয়াজ, কিন্তু একটা সী-গালও চোখে পড়ল না। স্যুইম-স্যুট পরে এসেছে রানা, সূর্যোদয় দেখে গোসলটাও সেরে নেবে। ভিজে বালির ওপর বসে পড়ল। কাছাকাছি কোথাও থেকে ভেসে এল মিষ্টি মেয়েলি গলার হাসি। বুক ঠেলে বেরিয়ে এল ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস।

রিও গাল্লেগস, আর্জেন্টিনা।

সরকারী আমন্ত্রণে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির চীফ হিসেবে বুয়েনস আইরেসে এসেছিল ও। রাজধানীর উচ্চবিত্ত মহলে অপরাধ প্রবণতা দিনকে দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো অপরাধীদের নিত্য-নতুন কৌশলের সাথে এঁটে উঠতে পারছে না, তাই মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের কোন প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য চাওয়া দরকার। অভিজ্ঞ আর দক্ষতার রেকর্ড-পত্র ঘেঁটে গোটা পাঁচেক ফার্মের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া হয়েছে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে। কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার পর বুয়েনস আইরেসে একটা শাখা খুলতে রাজি হয়েছে রানা।

ইচ্ছে ছিল কাজ সেরে দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কুয়েজা ইরোরার কথা। ইরোরা চোখ-ঝলসানো রূ নী নয়, নেহায়েতই সাদামাঠা—কিন্তু তার মত সরল আর ভাল মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। বছর দুই আগে লন্ডনে ওদের পরিচয় হয়েছিল। নিজের অজান্তে কিছু বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিল ইরোরা, বিপদ যখন টের পেল তখন আর নিজেকে রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে রানা। এরকম অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় উদ্ধারকারী কিছু সুযোগ নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু রানার মধ্যে সে-ধরনের কোন প্রবণতা দেখতে না পেয়ে যেমন আশ্চর্য হয়েছে তেমনি কৃতজ্ঞ বোধ করেছে মেয়েটা। নিজের দেশে বেড়িয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রানাকে, কিন্তু সময়াভাবের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল রানা।

কাল দুপুরে রিও গাল্লেগসে পৌঁছেছে ও। উঠেছে হোটেল ইন্টারকনে। ইচ্ছে ছিল বিকেলের দিকে ইরোরার ঠিকানায় সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে। মেয়েটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা হয়নি ওর, তাই হোটেলে পৌঁছেই খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছিল। প্রশ্ন শুনে হোটেল ম্যানেজার যা বলল, তাতে মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। মালটি-মিলিওনিয়ার বাপের একমাত্র আদরের দুলালী ইরোরা। দেশ-জোড়া পরিচিতি এবং সুনাম রয়েছে পরিবারটির। কিন্তু এই অল্প কিছুদিন হলো হঠাৎ ইরোরার বাবা মেয়েকে চরিত্রহীন, লম্পট এবং আধবুড়ো এক কোটিপতি ব্যবসায়ীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছেন। এই বিয়েতে রাজি ছিল না ইরোরা, কিন্তু বাপ তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ইরোরা, কিন্তু ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে তোলে। এরপর তার বাবা প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন, বিয়েতে রাজি না হলে ইরোরাকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং ত্যাজ্য-কন্যা করা হবে। শেষ পর্যন্ত বিয়েতে মত দেয় ইরোরা। বিয়েটা হয়েছে মাসখানেকও হয়নি, শোনা যাচ্ছে এরই মধ্যে নাকি লম্পট স্বামী ইরোরার ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেছে। সব শুনে তখুনি ইরোরার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছিল রানার, তার এই বিপদে সাহায্য করার জন্যে ছটফট করে উঠেছিল মনটা। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে বুঝল, এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে ইরোরার মন অস্থির হয়ে ওঠে। এখন হয়তো সে স্বামীর সংসারে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেবার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করলে হয়তো কুপথ থেকে স্বামীকে ফিরিয়েও আনতে পারবে। সাহায্য চাইলে আলাদা কথা ছিল, গায়ে পড়ে কিছু করতে যাওয়া উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে ঠিক করল রানা, ইরোরার সাথে সে দেখাই করবে না। দেখা করে লাভ কি! এই পরিস্থিতিতে ইরোরাকে কিভাবে সাহায্য করা যায় ভেবে পেল না ও। মনে মনে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল—ফুলের মত নিষ্পাপ কিছু মেয়ে পুরুষের নির্যাতন সহ্য করার জন্যেই জন্মায়।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ওর, শেষ রাতের দিকে আজেবাজে স্বপ্নও দেখেছে। হোটেল থেকে স্যুইম-স্যুট পরে বেরোবার সময় ঠিক করে ফেলেছে, এখানে আর নয়, আজই রিও গাল্লেগস ছাড়বে।

সূর্য ওঠার পরও অনেকক্ষণ সৈকতে বসে থাকল রানা। অন্যমনস্ক, বিষণ্ন—আশপাশে কি ঘটছে সে-ব্যাপারে খেয়াল নেই। মন জুড়ে আছে ইরোরা। তার শান্ত, নিষ্পাপ, বড় বড় চোখ জোড়া করুণ আবেদন ভরা দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করল রানা।

খানিক দূর থেকে দু'জন লোক যে ওর ওপর নজর রাখছে, ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না ও।

কাছেই হোটেল, পানি থেকে উঠে ভিজে কাপড় নিয়েই এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। এলিভেটরে চড়ে তিনতলায় উঠে এসে দাঁড়াল নিজের স্যুইটের সামনে। কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলল। সিটিং রূমে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজার দিকে পিছন ফিরানো একটা চেয়ারে একজন লোককে বসে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ও।

তালা খোলার ক্লিক শব্দে রানার উপস্থিতি টের পেয়েছে লোকটা, ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে মুখ করল সে। লম্বায় বোধহয় রানার চেয়ে ইঞ্চি কয়েক বেশিই হবে, একহারা গড়ন, চেহারায় অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুর ভাব। ঠোঁটে লেগে রয়েছে অকারণ বিদ্রূপের হাসি। বলল, 'আসুন, কমরেড রানা। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না রানা। চেহারা দেখে এবং ইংরেজী উচ্চারণ শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা রাশিয়ান। কে.জি.বি.? ও আর্জেন্টিনায়, একথা জানল কিভাবে? মতলবখানা কি? একা, নাকি সাথে আরও লোকজন আছে? নিশ্চয়ই তল্লাশি চালিয়েছে? পিস্তলটা কি পেয়ে গেছে? এই রকম আরও অনেক প্রশ্ন জাগল রানার মনে। শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠলেও, চেহারায় রাগ বা সতর্কতার কোন ভাব ফুটল না। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তারপর শান্ত ভাবে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল। দরজায় তালা না লাগিয়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল ছোট্ট বারের সামনে। একটা গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে তাতে খানিকটা অ্যাপল জুস ঢালল ও। বারের ওপর কনুই রেখে ঢিল করে দিল শরীর, আরাম করে দাঁড়াল। তারপর চুমুক দিল গ্লাসে। নিঃশব্দে কেটে গেল ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড।

তারপর পিছন থেকে জানতে চাইল লোকটা, 'কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, কমরেড রানা?'

এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করল রানা। বারের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে এগোল বাথরুমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল, 'ফিরে এসে যদি দেখি তুমি আছ, ঘাড় ধরে বের করে দেব।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

বেসিনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। স্ক্রু খুলে বেসিনটা একটু উঁচু করে ধরল ও, পিছন দিকটা হাতড়াতেই টেপ দিয়ে আটকানো ওর প্রিয় সঙ্গী পয়েন্ট থ্রী-টু ওয়ালথার পি.পি.কে. ঠেকল আঙুলে। সেটা বের করে ভাল মত পরীক্ষা করল ও। ঠিকই আছে।

কাঁচের শেলফে পিস্তলটা রেখে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল রানা। গা থেকে সাগরের লোনা পানি ধুয়ে ফেলার ফাঁকে চিন্তা করতে লাগল। মাসুদ রানা আর্জেন্টিনায়, এ খবর যোগাড় করা কে.জি.বি.-র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। প্রায় সব এয়ারপোর্টেই ওদের লোক থাকে। কোন হোটেলে উঠেছে, সেটা জেনেছে ওকে অনুসরণ করে। স্যুইটের চাবি যোগাড় করা একটু কঠিন—হয়তো হোটেল কর্মচারীদের মধ্যে নিজেদের লোক আছে, নয়তো ঘুষ দিয়ে স্পেয়ার কী বাগিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? পুরানো শত্রুতার ছুতো ধরে প্রতিশোধ নিতে চায়? পেশার খাতিরে অনেক সময়েই রাশিয়ার শত্রুদেশকে সাহায্য করতে হয়েছে ওর, কে.জি.বি. সেটাকে কখনও ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে থাকলে ওর মাথায় টুস করে একটা গুলি সেঁধিয়ে দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারত। অন্তত সে চেষ্টাই করত। এত কষ্ট করে ওর হোটেল স্যুইটের ভেতর ঢুকে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করত না। নাকি ভুগিয়ে মারতে চায়, একটু একটু

করে? সেক্ষেত্রে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে ওকে। হোটেলের ভেতর কারও ওপর টরচার চালানো সম্ভব নয়। আর জোর করে অন্য কোথাও যদি ওকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে, লোকটা একা আসেনি। এতক্ষণে নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করল রানা। সৈকত থেকে হোটেলে ফেরার সময় এতই চিন্তামগ্ন ছিল যে পিছনটা দেখে নেবার কথা মনে ছিল না ওর।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সেটা কোমরে জড়িয়ে নিল ও। পিস্তল হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল সিটিং রূমে। সেই একই চেয়ারে একই ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটা। রানার হাতে পিস্তল দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখের চেহারা। পরমুহূর্তে মুচকি একটু হাসল সে। 'আহা, কমরেড, ওসবের কি দরকার ছিল! আমাকে আপনি শত্রু হিসেবে নিচ্ছেন কেন! আমি আপনার শত্রু নই, একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি...'

কথা না বলে তর্জনী নেড়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল রানা। চেহারায় অসহায় একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল লোকটা, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেরি করল না। খাড়া তর্জনী দিয়ে শূন্যে একটা ছোট বৃত্ত রচনা করল রানা, এটা ঘুরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করল লোকটা। দু'পা এগিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে পকেট থেকে বের করে আনল একটা ল্যুগার। পিছিয়ে এসে বলল, 'ফেরো।'

ফিরল লোকটা। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি লেগে থাকলেও চেহারায় অবাক ভাবটুকু লুকাতে চেষ্টা করল না। 'কোথায় ছিল ওটা?' রানার হাতের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সে, 'বাথরূমটা তো ভালমতই দেখেছিলাম!'

জবাব দিল না রানা। 'নাম?' ল্যুগারটা ড্রয়ারে ভরে রাখল ও।

'কোনানিয়েভ। ভিক্টর কোনানিয়েভ।'

'কে.জি.বি.?'

মাথা ঝাঁকাল কোনানিয়েভ।

'তোমার সাথে আর কে কে আছে?'

'আমরা তিনজন এসেছি, বাকি দু'জন এতক্ষণে পৌঁছে গেছে বাইরের করিডরে। আপনাকে অনুসরণ করে সৈকতে গিয়েছিল ওরা।'

চট্‌ করে ভিড়ানো দরজার দিকে একবার তাকাল রানা। 'কি চাও তোমরা?'

অলস ভঙ্গিতে একটু পিছিয়ে গেল কোনানিয়েভ, আবার বসল চেয়ারে। চেহারায় উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। 'আপনি শুধু শুধু বিচলিত হচ্ছেন, কমরেড রানা। বিশ্বাস করুন, আমাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। আমরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

'তাই?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল রানা। 'তা উপলক্ষটা কি?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। বড়কর্তা হুকুম দিলেন, বললেন, যাও কমরেড মাসুদ রানাকে এখুনি আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো, অমনি আমরা চলে এলাম।'

'ডাক দিলেই আমি যাব, তোমার বড়কর্তা সেটা ধরে নিলেন কিভাবে?'

কোনানিয়েভের নিষ্ঠুর চেহারায় কাঠিন্য মেশানো ক্ষীণ একটু রহস্যময় হাসি ফুটল, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল সে, 'তিনি জানেন, তাঁর আদেশ আমরা যে-

কোন মূল্যে পালন করি।'

'তারমানে কি নিজের ইচ্ছেয় না গেলে তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল কোনানিয়েভ। 'ছি-ছি, এ আপনি কি বলছেন! বড়কর্তার কাছ থেকে জেনেছি, আপনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আত্মমর্যাদাসচেতন ভদ্রলোক। পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছেন, আমরা যেন আপনার সাথে কোন রকম অভদ্র ব্যবহার না করি। তবে সেই সাথে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, আপনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। আপনাকে সাথে করে না নিয়ে গিয়ে আমাদের উপায় নেই।'

'তা, তোমাদের বড়কর্তাটি কে?'

'আপনার পরিচিত। কর্নেল রুবল।'

নামটা শোনামাত্র বুকের রক্ত ছলকে উঠল রানার। অতীতের নানা টুকরো ঘটনার কথা ভিড় করে এল মনে। কে.জি.বি. চীফ জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে নিয়ে রুমানিয়া থেকে পালিয়ে আসছিল ও, খবর পেল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কর্নেল রুবল জেনারেলকে খুন করার জন্যে নিজেই রওনা হয়ে গেছে। সেবারই প্রথম নিজের চোখে কর্নেল রুবলকে দেখতে পায় ও। রানার সাথে এঁটে উঠতে না পেরে শেষে ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছিল দুর্ধর্ষ লোকটা। ইচ্ছে করলে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত রানা, কিন্তু অকারণ হত্যায় রুচি নেই বলে সুযোগটা হাতে পেয়েও নেয়নি। সে-সময় রাশিয়ান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর কে.জি.বি.-র মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করছিল রুবল, সবার ধারণা ছিল তুর্গেই তুর্গেনিভ মুক্ত বিশ্বে পালিয়ে এলে কে.জি.বি.-র চীফ হিসেবে তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, কে.জি.বি. চীফ হিসেবে তাকে দেখা গেল না। বিফলতা বড় বেশি বেজেছিল কর্নেল রুবলের বুকে। জানা গেল, তুর্গেই তুর্গনিভকে রাশিয়া থেকে পালাতে সাহায্য করার অপরাধে রানাকে শায়েস্তা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। উঠেপড়ে লেগেও গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রানাকে নাগালের মধ্যে পায়নি। বরং রানাই একবার খবর পেল, কি এক কাজে লন্ডনে এসে ফেঁসে গেছে কর্নেল রুবল, ধরা পড়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটি শাখা MI5-এর হাতে। সাথে সাথে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করে রানা। ভাগ্যিস MI5 কর্নেল রুবলের আসল পরিচয় জানতে পারেনি তখনও, জানলে দুনিয়া কাঁপানো স্ক্যান্ডাল তৈরি হতো, তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত ব্যাপারটা নিয়ে, মহা বিপদে পড়ত সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শেষ হয়ে যেত কর্নেল রুবলের ক্যারিয়ার। কে তাকে বাঁচিয়েছে সে-কথা কর্নেলকে জানাবার কোন চেষ্টা করেনি রানা, কিন্তু খবর নিয়ে আসল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল সে। সেই থেকে রানার পিছনে লাগা বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু রানা তাকে এখনও একবিন্দু বিশ্বাস করে না। এই কর্নেল রুবল সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়। নানান ঘটনায় লোকটাকে যতটুকু চিনেছে রানা, গল্পগুলো বিশ্বাস করেছে সে। যতদূর জানা যায়, তার মত সৎ এবং নিষ্ঠুর লোক সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে আর একজনও নেই। ঝুঁকি নেবার আশ্চর্য একটা প্রবণতা আছে

লোকটার মধ্যে, ভয় আর বিপদ কাকে বলে জানে না। মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও লোকটা সম্পূর্ণ ধীর-স্থির আর নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে। তার মত বুদ্ধিমান স্পাইও নাকি গোটা রাশিয়ায় আর একজন নেই। সেই কর্নেল রুবল আর্জেন্টিনায়, এই রিও গাল্লেগসে? কেন? এদিকে কোথাও বড়সড় ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে নাকি? ওকেই বা হঠাৎ তার দরকার পড়ল কেন? তবে কি প্রতিশোধ নেবার আশা এখনও ছাড়েনি কর্নেল রুবল? মস্ত বিপদ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল ও, কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে?

'আমাকে কি জন্যে দরকার তার?' জানতে চাইল রানা।

'বলেননি,' জানাল ভিক্টর কোনানিয়েভ। 'শুধু বলেছেন, অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার, দেরি করলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।'

কঠিন একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে—কার?'

'এই যা, সে-কথা জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না!' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল কোনানিয়েভ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'শুনেছি কে.জি.বি.-র ওপর আপনার আস্থা একটু কম। কিন্তু তাই বলে আপনি যদি আমাদেরকে ছোটলোক ভেবে বসেন, আমরা সত্যি সত্যি মনে দুঃখ পাব। আপনাকে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে অপমান করব, বা আপনার কোন ক্ষতি করব—এতটা নীচ আমরা নই।'

'কথা একটু কম বলো,' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'কোথায় সে?'

কোনানিয়েভের চেহারায় উৎসাহের ভাব ফুটল। 'এই তো কাছেই, গাড়িতে এখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তাহলে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি…'

'আমি যেতে না চাইলে কি করবে তোমরা?'

'অসহায় বোধ করব,' গোবেচারা ভঙ্গিতে বলল কোনানিয়েভ। 'কিন্তু যাবেন না কেন?'

'কেউ ডাকলেই অমনি ছুটব, আমার সম্পর্কে তোমাদের এই রকম ধারণা কেন হলো?'

'যাবেন না, তারমানে কি ধরে নেব ভয় পেয়েছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কোনানিয়েভ।

মনে মনে একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল রানা। যেতে না চাইলে এদের পক্ষে সম্ভব নয় যে জোর করে নিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু অনুরোধটা রক্ষা না করলে কর্নেল রুবল মনে করবে, মাসুদ রানা ভয় পেয়েছে। আবার গেলেও সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। গোখরা সাপকেও হয়তো বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু কর্নেল রুবল তারচেয়েও ভয়ঙ্কর। দ্বিধায় পড়ে গেল ও। লক্ষ্য করল, চেহারায় কৌতুক মেশানো কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে কোনানিয়েভ।

'ঠিক আছে, চলো!' অনেকটা ঝোঁকের মাথাতেই বলে বসল রানা। বাঘা স্পাই কর্নেল রুবলকে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না, যেতে চাওয়ার সেটাও একটা কারণ।

'ধন্যবাদ, কমরেড রানা,' পরম স্বস্তির একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল কোনানিয়েভ। 'আপনি আমাদের অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই দিলেন।'

কথাটা তেমন পছন্দ হলো না রানার। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায়

নেই।

কোনানিয়েভের প্রতিবাদ কানে না তুলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা। ল্যুগারটা ফিরিয়ে দিয়ে ধূসর রঙের একটা স্যুট পরল ও। ব্রেকফাস্ট সারতে ইচ্ছে করেই একটু বেশি সময় নিল। বলেছে বটে যাবে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। এখনও সময় আছে, না করে দেবে নাকি? উঁহুঁ, সেটা হাস্যকর হয়ে যাবে।

বাকি দু'জন করিডরেই অপেক্ষা করছিল। রানাকে নিয়ে নিচে নেমে এল ওরা। হোটেলের বাইরে একটা জাপানী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, রানাকে মাঝখানে নিয়ে কোনানিয়েভ আর অপর একজন লোক ব্যাক সীটে বসল। তৃতীয় লোকটা বসল ড্রাইভিং সীটে। কোনানিয়েভের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

তিন মিনিটের মধ্যে শহর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল গাড়ি। রাস্তার দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ, দূরে দেখা গেল পাহাড়ের মাথা। আরও এক মিনিট পর হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি। ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, কয়েকটা গ্রাম ছাড়িয়ে এসে নির্জন মাঠের এক ধারে ছোট্ট একটা ভিলার সামনে থামল গাড়ি। বন্ধ দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল। দারোয়ান লোকটাকে দেখে রানার মনে সংশয়ের মাত্রা বাড়ল বৈ কমল না। একটা ওভার-কোট পরে আছে লোকটা, বাইরে থেকে টের পাওয়া গেল, ভেতরে লুকানো রয়েছে কারবাইন।

ভেতরে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় থামল জাপানী হোন্ডা। রানাকে নিয়ে গাড়ি থেকে শুধু কোনানিয়েভ নামল। গোটা চারেক ধাপ টপকে একটা দরজার সামনে থামল ওরা। কলিং বাটন টিপতেই খুলে গেল দরজা। আরও একজন ওভারকোট পরা লোক দেখা গেল। লোকটার একটা হাত পকেটের গভীরে সেঁধিয়ে আছে। চোখে সতর্ক, সন্দিহান দৃষ্টি। একেবারে নিচু গলায় কথা বলল সে, 'কর্নেল আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, কমরেড কোনানিয়েভ।'

রানাকে নিয়ে সিটিং রূমে ঢুকল কোনানিয়েভ, সেখান থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একটা করিডরে। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল, কবাট খোলা, পর্দা ঝুলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল কোনানিয়েভ, রানার দিকে ফিরে বলল, 'ভেতরে যান, কমরেড।'

পর্দা সরাতে গিয়েও কি ভেবে ক্ষান্ত হলো রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়ল, মুখটা কাছে সরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিল কোনানিয়েভকে, যেন গোপনে কিছু জানাতে চায়। রানার ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল কোনানিয়েভ। ঠিক এই অবস্থায় মুঠো পাকানো ডান হাত দিয়ে লোকটার পাঁজরে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছিল কোনানিয়েভ, তার শার্টের কলার ধরে ফেলে আটকে রাখল রানা। ব্যথায় তো বটেই, বিস্ময়েও বিহ্বল দেখাল লোকটাকে। তার নাকের সামনে মুঠো পাকানো হাত নেড়ে বলল রানা, 'ফের যদি অনুমতি না নিয়ে আমার কামরায় ঢোকো, এক ঘুসিতে আমি তোমার সব ক'টা দাঁত ফেলে দেব।' বলে আর দাঁড়াল না ও, ঘুরে পর্দা সরাল, ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ছোট্ট একটা ঘর। জানালার পাশে মাঝারি একটা ডেস্ক, দু'ধারে একটা করে চেয়ার। সাদা দেয়ালে কোন ক্যালেন্ডার বা পেইন্টিং নেই। ডেস্ক আর চেয়ার ছাড়া আর কোন ফার্নিচারও দেখল না রানা। পায়ের ওপর পা তুলে ওধারের চেয়ারে বসে আছে একজন লোক। কামড়ে ধরে আছে একটা টোবাকো পাইপ। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। এত সামনে থেকে এই প্রথম দেখছে রানা, তবু বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই লোকই সেই দুর্ধর্ষ স্পাই-কর্মকর্তা কর্নেল রুবল।

রানাকে দেখে লোকটার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন অনেক দিন পর প্রিয়জনকে দেখে আন্তরিক খুশি হয়েছে সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা!'

করমর্দনের ফাঁকে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রানা। মাঝারি গড়ন, স্বাস্থ্যটা অত্যন্ত ভাল, বয়স পঞ্চাশ কি বাহান্ন, কপালটা গম্বুজের মত। চিবুকটা ভোঁতা, দেখে ধারণাই করা যায় না এই লোক প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী।

'বসুন,' বলল লোকটা। 'আমাকে বা আমার ফটো দেখেননি আপনি, কাজেই পরিচয় দেবার দরকার আছে, কি বলেন? আমি রুবল।'

ডেস্কের এধারের একমাত্র চেয়ারটায় বসল রানা। 'দরকার ছিল না,' বলল ও। 'লোকের পেছনটা দেখে সামনেটা কেমন হবে আন্দাজ করতে পারি আমি।'

'কবে? কোথায়?' সংক্ষেপে জানতে চাইল কর্নেল রুবল।

'আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছিলেন…'

'দেখে ফেলেছিলেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল দেখে বোঝা গেল বেশ একটু অবাক হয়েছে কর্নেল। 'কিন্তু…'

'কিন্তু গুলি করিনি কেন, এই তো? করিনি, কারণ, আপনি আমাকে শত্রু মনে করলেও আমি আপনাকে ঠিক তা ভাবতে পারিনি। আমি আমার দেশের কাজ করছিলাম, আপনি করছিলেন আপনার। ভাগ্যচক্রে তখন আমরা বিপক্ষ দলের হয়ে খেলছিলাম। তারমানে এই নয় যে আপনাকে দেখলেই আমার গুলি করতে হবে। তাছাড়া আমি জানি ওই একটা জিনিস মেরে শেষ করা যায় না—শত্রু। একজনকে মারলে তার জায়গায় আরেকজন আসে। কাজেই এটাকে খেলা হিসাবে নেয়াই আমার পছন্দ। তাছাড়া, সব যদি মেরে শেষ করে ফেলি, শক্তি পরীক্ষাটা হবে কার সঙ্গে? বুদ্ধিমান শত্রুকে মেরে ফেলার মত বেরসিক আমি অন্তত নই।'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' মুচকি একটু হাসল কর্নেল রুবল। চেয়ারে বসে হাতের পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে। 'ডাক দিতেই চলে এসেছ, সেজন্যে আমি সম্মানিত বোধ করছি, রানা। লেট্‌স্ বি ফ্রেন্ডস্—ও-কে? কি খাবে বলো। মদ তো ছেড়ে দিয়েছ—কফি, না চা?'

'দাওয়াত করে নিয়ে এসে শুধু কফি বা চা? শুনেছি তোমাদের আর্থিক অবস্থা সুবিধের যাচ্ছে না, কিন্তু এতটা খারাপ ধারণা করিনি। ধন্যবাদ, ওসব কিছু লাগবে না।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফ্লাইট ধরতে হবে। কেন ডেকেছ বলো।'

'ফ্লাইট? কোথায় যাচ্ছ? জরুরী কোন কাজ?' কেমন যেন চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে।

'দেশে ফিরব। খুব জরুরী কোন কাজ নেই, কিন্তু পরিমাণে অনেক বলে ফিরে যাওয়াটা খুব জরুরী। কেন?'

'তোমাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে,' অত্যন্ত সাবধানে, ভেবেচিন্তে বলল কর্নেল। সারাক্ষণ কি যেন খুঁজছে রানার মুখে। 'হঠাৎ একটা ঠেকায় পড়ে গেছি, তোমার সাহায্য দরকার।'

'কে.জি.বি. আমার সাহায্য চাইছে? তুমি দেখছি হাসালে!'

'না, রানা, ঠাট্টা নয়।' সিরিয়াস দেখাল কর্নেলকে। 'নেহাত বেকায়দায় না পড়লে এভাবে তোমার সাহায্য চাইতাম না…'

'তোমরা বেকায়দায় পড়েছ তো আমার কি?' বলল রানা। 'সময় অসময়ে বেকায়দায় তো আমাদেরকে পড়তে হয়, কই, আমরা কখনও তোমাদের সাহায্য চেয়েছি?'

কেমন যেন থমকে গেল কর্নেল। রানা এই রকম আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নেবে তা যেন সে আশা করেনি। 'চাওনি, চাইলে হয়তো পেতে,' বলল সে। 'আমরাও এতদিন চাইনি, কিন্তু এখন ভাবছি, চাইলে হয়তো পাব। অতীতের কথা মন থেকে মুছে ফেলে আমরা তো পারস্পরিক সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি…'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে দিল রানা। 'রক্ষে করো! এত বড় বড় বুলি আমার ধাতে সয় না।'

একটু যেন লালচে হয়ে উঠল কর্নেলের চেহারা। 'অন্তত বিপদটা কি সেটা তো শুনবে?'

'কোন আগ্রহ নেই,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল রানা। 'ঝামেলার কোন ব্যাপারে নিজেকে আমি জড়াতে চাই না এই মুহূর্তে।'

'কেন?' খুব নরম সুরে প্রশ্ন করল কর্নেল রুবল।

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও রাজি নই আমি।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল, কিন্তু সাথে সাথে কিছু বলল না। একটু পর ধীরে ধীরে শুরু করল সে, 'এমন তো নয় যে কারও অনুরোধই তুমি রাখো না। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরো। ওদের অনেক কাজ তুমি করে দিয়েছ। আমরা কি অন্যায় করলাম?'

'পছন্দ-অপছন্দের একটা ব্যাপার আছে, সেটা তুমি ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছ। তবে আসল কথা সেটা নয়। আমি আমার দেশের স্বার্থে কাজ করি, তুমি জানো। ওদের কাজ করে দিলে যখন আমাদের কিছু স্বার্থ উদ্ধার হয়…'

রানার কথাটা যেন লুফে নিল কর্নেল। 'সে প্রস্তাব তো আমারও! তুমি আমাকে সাহায্য করলে বিনিময়ে আমিও তোমাকে…'

'ধন্যবাদ, তোমার সাহায্য আমার দরকার নেই।' আবার রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'এবার আমাকে উঠতে হয়।'

'প্লীজ, রানা!' কর্নেলের চেহারায় আবেদনের ভাব ফুটে উঠল। 'অতীতে যা হবার হয়েছে—আমি তোমার পেছনে লেগেছি, ভুলে যাও; তুমি আমাকে ঘোলাপানি খাইয়েছ, তা নিয়েও আমার মনে কোন রাগ নেই। আমার সাথে বন্ধুত্ব করলে

তোমার ক্ষতি নয়, লাভই হবে। অন্তত সমস্যাটা কি সেটা একটু মন দিয়ে শোনো।'

ব্যাপারটা কি জানলে ক্ষতি নেই, ভাবল রানা। 'ঠিক আছে। কিন্তু কম কথায়। আর, শুনতে রাজি হওয়ার মানে এই নয় যে তোমার কোন কাজ আমি করে দেব।'

ঝিক করে উঠল কর্নেলের মুক্তোর মত দাঁত। হাসিটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, 'তোমার তো জানার কথা, সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই।' এটা যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি সেটা রানাকে বুঝতে দেবার জন্যে এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে। তারপর শুরু করল, 'শোনো তাহলে। নর্থপোলে আমাদের একটা ওয়েদার স্টেশন আছে। নাম, ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলি। ওদের কাছ থেকে একটা এস.ও.এস. পাওয়া গেছে, তারপর আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। মানবতার খাতিরে হলেও ওদেরকে উদ্ধারের জন্যে তুমি যদি একটা চেষ্টা করো…'

'এর মধ্যে বেকায়দাটা কোথায়? তোমরা একটা সুপার-পাওয়ার, চাইলেই সব হাতের কাছে পেয়ে যাও—একটা রেসকিউ টীম পাঠিয়ে দিলেই তো পারো।'

'তা পারি। পাঠাচ্ছিও। কিন্তু সেই টীমের সাথে তোমার মত একজন মাস্টার স্পাই দরকার আমাদের। কেন দরকার সে কথা তোমাকে আমি পরে বিস্তারিত জানাব। এর মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার আছে। মুশকিল হয়েছে, দরকারের সময় হাতের কাছে উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না আমি যার ওপর নির্ভর করা যায়। হাতে সময়ও কম। সেজন্যেই তোমাকে এত করে…'

'এবং আমি সেটা পছন্দ করছি না,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ডেকে নিয়ে এসে চা অফার করেছ, সেজন্যে ধন্যবাদ। চললাম।'

রানা ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল কর্নেল রুবল। 'প্লীজ, রানা! আমাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যেয়ো না!'

হেসে ফেলল রানা। 'আরে! তুমি দেখছি ভাল নাটকও জানো!' ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে হাসিটা চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল। 'দুঃখিত, কর্নেল রুবল। আমি তোমার কোন কাজে লাগছি না।'

কর্নেলের চেহারা থেকে শুধু আবেদন নয়, সমস্ত ভাবাবেগের ছাপ মুছে গেল। অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা দেখাল তাকে। রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অ্যাশট্রেতে পাইপের ছাই ঝাড়তে শুরু করল সে। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা ঠেলে সরিয়ে দেয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, রানা?' সম্পূর্ণ শান্ত সুরে জানতে চাইল সে।

'জানতাম, এবার তুমি হুমকি দিয়ে কথা বলবে।'

'ধরো, তোমাকে আমি যদি বিদায় না দিই?' অ্যাশট্রে থেকে রানার চোখে তাকাল কর্নেল রুবল। এমন সুরে প্রশ্নটা করল যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি। 'আমার অনুমতি ছাড়া এই ভিলা থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে না।'

জোর করা হাসিটা রানার মুখে মানিয়ে গেলেও, ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। রেগে গেছে ও। 'এই তো, চলে যাচ্ছি আমি, পারলে বাধা দাও।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল দরজার দিকে।

শিরদাঁড়া বরাবর শিরশিরে একটা অনুভূতি নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল

রানা পিছন থেকে কর্নেল বলল, 'এক সেকেন্ড, রানা। দেখো তো, এদেরকে চিনতে পারো কিনা?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখল, ডেস্কের ওপর একটা এনভেলপ রয়েছে, সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা ফটো বের করছে কর্নেল রুবল। জিজ্ঞেস করল, 'কার ছবি?'

'কার নয়, বলো কাদের। এদেরকে আমার চেয়ে তুমিই ভাল চেনো। চলে তো যাবেই, যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে যাও, প্লীজ।'

ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা। অনুভব করল, হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। অসম্ভব ধূর্ত এই কর্নেল রুবল। কে জানে কি শয়তানী বুদ্ধি এঁটে বসে আছে!

রুবলের হাত থেকে ফটোটা নিল ও। একটা পরিবারের গ্রুপ ফটো। মা-বাবা আর দুটো শিশু সন্তান। প্রথমটায় চিনতে পারল না রানা, পরমুহূর্তে ঝট্ করে তাকাল কর্নেলের দিকে। 'আজামাত কিরিম, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে এরা। তাসখন্দে থাকে। এদের ফটো আমাকে দেখাবার উদ্দেশ্য?'

'সত্যি-মিথ্যে জানি না, কেউ কেউ বলে এই আজামাত কিরিম্ নাকি একবার তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কি একটা অ্যাসাইনমেন্টে তুমি বোধহয় একবার তাসখন্দে গিয়েছিলে, তাই না? একদল ইসরায়েলি এজেন্ট তোমাকে ধাওয়া করেছিল, শেষ মুহূর্তে তুমি ধরাও পড়ে গিয়েছিলে। তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে এই আজামাত কিরিম আর তার স্ত্রীই নাকি তোমাকে সাহায্য করে। কথাটা সত্যি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করেই বুঝল রানা, ঘটনাটা পুরোপুরি জানে রুবল। চেপে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বলল, 'সত্যি।'

'আমি তাহলে ধরে নিতে পারি, যদিও ঋণ অনেক আগেই পরিশোধ করেছ, এই আজামাত কিরিমের প্রতি তুমি এখনও কিছুটা কৃতজ্ঞ—পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ?'

'সে-সব তোমার কোন ব্যাপার নয়,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'ওদের ফটো আমাকে দেখানোর পিছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'আজামাতের স্ত্রী জানতে চায়, তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা। আর বেঁচে না থাকলে, স্বামীর লাশটা সে শেষ একবার দেখতে পাবে কিনা।'

চোখ-মুখ কঠোর, থমথমে হয়ে উঠল রানার। 'পরিষ্কার করে বলো।'

'স্টেশন নভেলিতে অনেক লোক আছে, তাদের মধ্যে একজন হলো আজামাত কিরিম,' বলল কর্নেল। 'বিপদ হয়েছে টের পেয়ে কান্নাকাটি করছে ওর ছেলে-মেয়েরা। টেলিফোনে ওর স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমার। তোমার কথা শুনে বলল, মাসুদ রানা তাদের এই বিপদের কথা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না।'

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে চেয়ার টেনে বসে পড়ল রানা। এই শীতেও ঘাম চিকচিক করছে ওর কপালে। নিচু গলায় বলল, 'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

ঠিক বুঝতে না পেরে জানতে চাইল কর্নেল, 'সব কথা মানে?'

'তোমাদের স্টেশন নভেলি সম্পর্কে। স্টেশনটার কাজ কি? কারা আছে

ওখানে? এস.ও.এস-এ কি জানানো হয়েছে? যা জানো সব।'

'তারমানে কি…' কেমন যেন বিহ্বল দেখাল কর্নেলকে, 'তোমার সাহায্য পাচ্ছি আমি?'

'না,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তোমাকে নয়, আজামাত কিরিমকে সাহায্য করব আমি। সম্ভব হলে। তবে তার আগে আমার জানতে হবে এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কি উপকার আশা করতে পারে আমার দেশ।'

বিজয়ের আনন্দে কর্নেলের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না। এতই অবাক হয়েছে সে, রানাকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল। একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, মাসুদ রানা সম্পর্কে যা শুনেছি তা দেখছি ষোলো আনা সত্যি। কিন্তু যার মন এই রকম কোমল, অনেক আগেই মারা পড়া উচিত তার, কিভাবে সে স্পাই হিসেবে এত নাম করে? এই রহস্যের কোন কিনারা করতে পারল না কর্নেল রুবল।

কিন্তু সময় নষ্ট করল না, নড়েচড়ে বসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সে। খুঁটিনাটি বাদ দিল না কিছুই।

দুই

পোল্যান্ড।

বন্দর শহর গদানস্ক থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে রাস্তাটা। একদিকে বাল্টিক সাগর, একজোড়া রাশিয়ান গানবোট টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আরেক দিকে গভীর বনভূমি, গাছপালার ফাঁকে ত্রিভুজ আকৃতির তাঁবু আর সামরিক ইউনিফর্মের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। সোভিয়েত দূতাবাসের একটা গাড়িতে রয়েছে রানা, সাথে বিশেষ অনুমতি-পত্রও আছে, তবু সিকিউরিটির কড়াকড়ি ওর জন্যে এতটুকু শিথিল করা হলো না। কমপিউটার তার ভাঁড়ারে ওর ছবি ও আঙুলের ছাপ আগেই যোগাড় করে রেখেছে, প্রথম চেকপোস্টে ওকে থামিয়ে সদ্য তোলা আঙুলের ছাপের সাথে মেলানো হলো আগের ছাপ। এরপর প্রতি আধ মাইল অন্তর একটা করে চেকপোস্ট, পাঁচ মাইল পেরোতে দশবার থামতে হলো ওকে। পোল্যান্ডের ভেতর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাইভেট রাস্তা এটা, সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর লোকজন ছাড়া আর কারও ব্যবহারের অনুমতি নেই। রাস্তার শেষ মাথায় ওদের সাবমেরিন ঘাঁটি। কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ডিপলোম্যাটিক ব্যাগের লেবেল সাঁটা থাকায় রানার ব্রিফকেসটা খুলতে পারল না ওরা।

বেশিদূর দেখা যায় না, হিমেল বাতাসের সাথে তুষার কণার ছুটোছুটি দৃষ্টিপথকে ঝাপসা করে তুলেছে। পতপত করে সোভিয়েত পতাকা উড়িয়ে ছুটে চলল গাড়ি। খানিক দূর থেকে দেখা গেল বিশাল খিলানের নিচে সাবমেরিন ঘাঁটির খোলা গেট। গেটের দু'পাশে দু'সারিতে দাঁড়িয়ে আছে চৌকো মুখো, গম্ভীরদর্শন

মিলিটারি পুলিস। এবার জবরদস্ত শীত পড়েছে ইউরোপে, প্রত্যেকের পরনে ভারী ওভারকোট। ওভারকোটের চওড়া কাঁধে ঝুলছে চকচকে কারবাইন। দু'সারি মিলিটারি পুলিসের ঠিক মাঝখানে থামল গাড়ি। দ্রুত নামল সিভিল ড্রেস পরা শোফার, প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করতে লাগল সে। গাড়ি থেকে নামার সময় তার কাছ থেকে নিখুঁত একটা স্যালুট উপহার পেল রানা। কিন্তু লক্ষ করল. তাতে করে মিলিটারি পুলিসদের পাথরে খোদাই করা চেহারায় বা হিম-শীতল চাহনিতে কোনরকম ভাবান্তর ঘটল না। বিশালদেহী না হলেও, খুদে লিলিপুটিয়ানও নয় রানা, তবু এদের সামনে নিজেকে তার নেহাতই ছোট আর দুর্বল বলে মনে হলো। শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন রক্ত-মাংসের এক একটা মতিঝিলের ডি.আই.টি বিল্ডিং। সন্দেহটা আবার একবার উঁকি দিল ওর মনে—অনুরোধে ঢেকি গিলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর কোন ফাঁদে পড়ে যায়নি তো সে?

টেলিফোনে আগেই রানার পরিচয় এবং আসার খবর জেনেছে, তবু সমস্ত কাগজ-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মিলিটারি পুলিস। হাত বদল হতে হতে সিকি মাইল দূরে চৌকো একটা বিল্ডিঙের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। একটু বিরক্ত হলেও, আশ্চর্য হলো না রানা। এই সাবমেরিন ঘাঁটিতে স্বদেশী সিভিলিয়ান-দেরই প্রবেশ নিষেধ, তার ওপর রানা একজন বিদেশী নাগরিক। ওকে তো সন্দেহের চোখে দেখা হবেই।

দশ মিনিট পর কাগজ-পত্র ফিরে এল। তরুণ একজন মিলিটারি পুলিসের সাথে হুড খোলা একটা জীপে চড়ল রানা। দূতাবাসের গাড়িটাকে এতক্ষণে নিজের ঠিকানায় ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। মাইল দু'য়েক পেরিয়ে জীপ এসে থামল একেবারে বাল্টিক সাগরের কিনারে। সামনেই জেটি। জেটির শেষ মাথায় মিশমিশে কালো কি যেন একটা ভেসে আছে, দেখতে অনেকটা তিমি মাছের পিঠের মত। রানা বুঝল, এই হলো লেনিনগ্রাদ—আণবিক শক্তিচালিত রাশিয়ান সাব-মেরিন।

একপাশে কাঁচ দিয়ে ঘেরা সারি সারি অনেকগুলো অফিস কামরা, গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোবার সময় একবার থামল রানা। দৃষ্টি এবং মনোযোগ দুটোই সাবমেরিনের ওপর। এই প্রথম একটা রাশিয়ান নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দেখছে ও। আর সব সাবমেরিনের সাথে এর প্রায় কোন মিলই নেই। লম্বায় এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার দূর-পাল্লার সমুদ্রগামী সাবমেরিনগুলোর মতই, মিল বলতে এইটুকু। ডায়ামিটারের দিক থেকে আর সব ডুবোজাহাজের দ্বিগুণ এটা। প্রচলিত সাবমেরিনের চেহারায় বোট-বোট একটা ভাব থাকে, কিন্তু লেনিনগ্রাদ নিখুঁত একটা টিউবের মত দেখতে। ইংরেজী অক্ষর 'ভি' আকৃতির বো নয়, এর নাক যেন ঠিক ভূ-গোলকের অর্ধেক। বো থেকে একশো ফিট পিছনে প্রকাণ্ড কনিং-টাওয়ার, ডেক ছাড়িয়ে বিশ ফিট পর্যন্ত উঠে গেছে। টাওয়ারের মাঝামাঝি দূরত্বে, গা ফুঁড়ে ডান দিকে বেরিয়ে এসেছে মোটা খাটো শক্ত চেহারার অকজিলিয়ারি ডাইভিং প্লেনগুলো। একটু এগোলে আরও পিছনে কি আছে দেখতে পেত ও, কিন্তু উৎসাহ বোধ করল না। গায়ে ওভারকোট নেই, ঠাণ্ডায় হি-হি শুরু করেছে।

জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে গেটের দিকে ফিরে গেছে মিলিটারি পুলিস। ব্রিফকেসটা হাত

বদল করে সারি সারি অফিস কামরার দিকে এগোল রানা। প্রতিটি দরজায় একটা করে নেমপ্লেট। কমান্ডার রাইকভ লেখা নেমপ্লেটটা খানিক দূর থেকেই দেখতে পাওয়া গেল। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে চলে গেল দৃষ্টি। এক কোণে ডেস্ক আর কাঠের চেয়ার, আরেক কোণে এক সেট সোফা। তিনজন লোককে দেখল রানা। তিনজনই প্রকাণ্ড, যেন একই গরিলা পরিবারের সদস্য। নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে ওরা। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, একটু চাপ দিতেই খুলে গেল সেটা। হাসি আর কথা থেমে গেল, প্রত্যেকটি গরিলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে।

ভেতরে ঢুকল রানা। তিনজনের একজন উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা লম্বা করে দিল। 'ড. মাসুদ রানা?' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি লেফটেন্যান্ট ইউরি রুস্তভ, লেনিনগ্রাদের একজন এক্সিকিউটিভ।' ডান পাশে বসা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'ভিক্টর পিনিন, অফিসার।' তারপর ফিরল বাঁ দিকে। 'ম্যাক্সিম গ্যাকো, অফিসার। আপনার অপেক্ষাতেই আমরা এখানে বসে। আমাদের কমান্ডার একটু ব্যস্ত আছেন, সেটা মিটিয়েই আপনার সাথে কথা বলবেন। বসুন, ড. রানা।'

পিনিনের সাথে হ্যান্ডশেক করে গ্যাকোর দিকে তাকাল রানা, ডান হাতটা নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল তার দিকে। প্রায় একই সাথে বিষম দুটো ধাক্কা খেলো রানা। প্রথমে লক্ষ করল, ম্যাক্সিম গ্যাকো ওর বাড়ানো হাত ধরার জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। লোকটা কেমন যেন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল। পরক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল রানা, এবং সেই সাথে প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ, এ-ব্যাটা তো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে!

যেন রানার মনের কথা ধরতে পেরেই মুচকি একটু হাসল গ্যাকো। রানার বাড়ানো হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'আমার চেনা একজন লোকের সাথে আপনার চেহারার অদ্ভুত মিল আছে, ড. রানা। তাই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলাম। বসুন, বসুন।'

ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে রানার। নয়াদিল্লী, সোভিয়েত দূতাবাস। সমস্ত অ্যালার্ম সিস্টেম অচল করে দিয়ে দূতাবাসের ভেতর ঢুকে পড়েছিল ও। উদ্দেশ্য ছিল একটা ফাইল চুরি। ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় এই গ্যাকোর হাতে ধরা পড়ে যায় ও। ধস্তাধস্তির পর জুডোর প্যাঁচে কাবু করে গ্যাকোকে একটা বাথরুমের ভেতর বেঁধে রেখে বেরিয়ে এসেছিল ও। তার মুখে রুমাল গুঁজে দেবার আগে গ্যাকো বলেছিল, বেঁচে থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকো।

দেখা হবি তো হ, কিন্তু এই জায়গায়? যেখানে ওর ডাক্তার ছদ্ম-পরিচয়টা বজায় থাকা দরকার! মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ করল না রানা। গ্যাকো যে ওকে চিনতে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন মুখ খুলবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

ব্রিফকেসটা পায়ের কাছে রেখে ওদের তিনজনের সামনে একটা সোফায় বসল রানা। তারপর এক এক করে তিনজনের দিকে তাকাল। লেফটেন্যান্ট রুস্তভের

চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তি আছে; গ্যাকোর চেহারায় আছে কর্কশ, নিষ্ঠুরতার ছাপ; আর পিনিনের চোখে-মুখে ফুটে আছে শিশুর সারল্য। শুধু গরিলা নয়, হাসি-খুশি একটা পরিবার—একটু পরই তার প্রমাণ পেল রানা।

'এক মিনিট,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথাটা একটু কাত করে কি যেন ভাবতে শুরু করল লেফটেন্যান্ট। 'একটা জটিল অঙ্ক কষছি।'

রানা লক্ষ্য করল, হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে পিনিন। আর গ্যাকো সকৌতুকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্টের দিকে।

'ইউরেকা!' লেফটেন্যান্টের চেহারায় যেন আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটল। 'হিসেব মিলে গেছে!' তর্জনী নেড়ে রানাকে একটু সামনে ঝুঁকে আসতে ইঙ্গিত দিল সে। 'আমি ধরেই নিচ্ছি তুমি ডাক্তার— মানে, রুগী মারো। বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড়, কিন্তু পেশায় তুমি আমার চেয়ে বড়। ডাক্তার হুকুম দিলে নিজের পেশাব পর্যন্ত খেতে হয়, ইয়ার্কি নয়! তারমানে, আমরা সমান সমান, কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নই। কাজেই তোমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ুক বা না ছিঁড়ুক, তুমি আমার বন্ধু, পরস্পরকে আমরা তুমি বলে সম্বোধন করব। ঠিক আছে?'

হেসে ফেলে মাথা ঝাঁকাল রানা। লেফটেন্যান্টের বলার ভঙ্গিতে কৌতুক আছে, কিন্তু স্থূলতা নেই।

'আপনার অঙ্কে অবশিষ্ট নেই, কিন্তু আমাদের অঙ্কে আছে, লেফটেন্যান্ট,' সরল চেহারার পিনিন এক গাল হেসে বলল। 'আমাদেরকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই ডাক্তারের, কিন্তু ডাক্তারকে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে আমাদের। উনি কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলেই তাকে ধরে-বেঁধে তেতো কুইনাইন খাওয়াতে পারেন, ইঞ্জেকশন দিতে পারেন, অথবা এই শীতের দিনে গায়ে বালতি বালতি পানি ঢালতে পারেন। শখ চাপলেই ভয়ঙ্কর আরও অনেক কিছু করতে পারেন উনি, কাজেই ওঁকে আমরা আপনি বলে সম্মান দেখাব, আর আবদার করব, উনি যেন আমাদেরকে ছোট ভাই হিসেবে দয়া করে তুমি বলেন।'

লেফটেন্যান্ট রুস্তভ আর গ্যাকো দু'জনেই হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে গ্যাকো বলল, 'বোকার মত কথা বলিস কেন, পিনিন? ডা. মাসুদ রানা বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট বা সমান সমান হবেন, বড় তো হতেই পারেন না!' রানার দিকে ফিরল সে। 'এত অল্প বয়সে আপনি ডিগ্রী নিলেন কিভাবে?' তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল। চেহারায় অবিশ্বাস।

'চেহারা দেখে সবার বয়স আন্দাজ করা যায় না,' বলল রানা। 'আমি উপযুক্ত বয়সেই ডিগ্রী নিয়েছি। এবং তোমাদের চেয়ে বড়ই হব।'

চমৎকার একটা ঘরোয়া ভাব আছে পরিবেশটায়, দু'মিনিটের মধ্যে রানাকে ওরা আপন করে নিল। অন্য সবার চেয়ে ওকে একটু বেশি করে এবং খুঁটিয়ে লক্ষ করছে বটে গ্যাকো, কিন্তু সবার হাসির সাথে সে-ও প্রতিবার গলা মেলাল, দু'একটা কৌতুক করতেও পিছিয়ে থাকল না, যেন রানার ওপর কোন কালেই কোন রাগ বা আক্রোশ ছিল না তার। কথার ফাঁকে এক সময় রিস্টওয়াচ দেখল রানা। চারটে পঁয়তাল্লিশ, আরেকটু পরেই সন্ধে নামবে। ঠিক সাড়ে চারটের সময় লেনিনগ্রাদের কমান্ডার লিউ রাইকভকে টেলিফোন করার কথা রুবলের। অবশ্য

রানা যে আসছে সে-খবর ক্যাপ্টেনকে আজ বিকেলের আগেই জানানো হয়েছে। ওদের কথা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে বলা কঠিন। লেনিনগ্রাদের কমান্ডার হিসেবে লিউ রাইকভ শুধু ডিরেক্টর অব আন্ডারসী ওঅরফেয়ারের নির্দেশ মানতে বাধ্য।' কর্নেল রুবল কে.জি.বি. এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি হিসেবে যে অনুরোধটা তাঁকে করবে সেটা তিনি রক্ষা করবেন এমন আশা খুবই কম। আরোহী হিসেবে রানাকে তিনি লেনিনগ্রাদে নিতে চাইবেন বলে মনে হয় না। সব কথা যদি স্কিপারকে খুলে বলতে পারত রুবল, তাহলে তাঁর সম্মতি আদায় করা হয়তো কিছুটা সহজ হত, কিন্তু গোপনীয়তার খাতিরে অ্যাসাইনমেন্টের আসল উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চেপে রাখার দরকার আছে। কমান্ডারকে রাজি করাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো রুবলকে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাতে সময় লাগবে বেশি। শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা মুশকিল। রানাকে যদি নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে কমান্ডার লিউ রাইকভের নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে, সেখানে কর্নেল রুবল পাত্তা নাও পেতে পারে।

'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' সিগারেটের খোলা প্যাকেটটা রানার সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল লেফটেন্যান্ট, 'নাও।'

'ধন্যবাদ, আমার চলে না,' বলল রানা। 'আপত্তি না থাকলে আমার তরফ থেকে কফি খেতে পারো সবাই। আসার পথে কাছেপিঠে কোথাও একটা ক্যান্টিন দেখেছি।'

'কিন্তু তুমি খাওয়াবে, সেটা কি ভাল দেখায়?'

'আমার মতলব তোমাদেরকে ঋণী করে রাখা। লেনিনগ্রাদে যতক্ষণ থাকব, তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার।'

লেনিনগ্রাদে রানার থাকার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল রুস্তভ, বলল, 'যা শীত পড়েছে, কফি খেতে কোন আপত্তি নেই আমার। আমার মনে হয়, পিনিনও আপত্তি করবে না।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পিনিন। তার সাথে লেফটেন্যান্টও উঠল, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ডেস্কের সামনে। ওদের দিকে পিছন ফিরে ফোনের রিসিভার তুলল সে।

'আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে, রানা?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল গ্যাকো।

'মজার কথা শুনবে? ওই ফাইলটায় যা পাব বলে আশা করেছিলাম তা ছিল না। ঘরে নিয়ে গিয়ে খুলে একেবারে বেকুব বনে গিয়েছিলাম।'

চট্ করে লেফটেন্যান্টকে একবার দেখে নিল গ্যাকো। ফোনে কথা বলছে সে। 'তুমি ডাক্তার, এ আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল করেছে বড়কর্তারা,' নিচু গলায় বলল গ্যাকো। 'ঘটনাটার কথা এখন যদি আমি ক্যাপ্টেনকে জানাই, কেমন হবে সেটা?'

'ক্যাপ্টেন বড়কর্তাদের জানাবেন,' বলল রানা। 'এবং বড়কর্তারা বলবেন, মাসুদ রানা লোক ভাল নয় সে আমরাও জানি। কিন্তু ঠেকার কাজটা ওকে দিয়েই

চালিয়ে নিতে হবে।'

রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল গ্যাকো। তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, 'ঠেকার কাজটা কি জানতে পারি?'

'চাঁদ ধরার চেষ্টা কোরো না, গ্যাকো,' উপদেশের সুরে বলল রানা। 'ব্যাপারটা তোমাদের ক্যাপ্টেনও জানছেন না।'

'মনে রেখো, তোমার ওপর নজর রাখব আমি,' গ্যাকোর নিষ্ঠুর চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল। 'কি বলেছিলাম মনে আছে তো? বেঁচে থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকো!'

'অ্যাই, মজার কোন গল্প হলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে!' চোখ পাকিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, এগিয়ে এসে বসে পড়ল নিজের সোফায়।

গ্যাকোর চেহারা থেকে এক নিমেষে হিংস্র ভাবটুকু অদৃশ্য হয়ে গেল। সহজ সুরে হেসে উঠল সে, বলল, 'ড. রানাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি সত্যি ডাক্তার, নাকি ডক্টর। ডাক্তার হলে ওর হাতে এ পর্যন্ত ক'টা রুগী মারা গেছে।'

'কাজটা ভাল করোনি,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভারী হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের প্রকাণ্ড মুখ। 'কারও প্রফেশন্যাল সিক্রেসী জানতে চাওয়া উচিত নয়।' রানার দিকে ফিরল সে। হেসে বলল, 'কমান্ডার মস্কোর সাথে কথা বলছেন, তোমাকে আরও খানিক ধৈর্য ধরতে হবে।'

'আমার কোন তাড়া নেই,' বলল রানা। 'তবে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে সাবমেরিন নিয়ে চলে যেয়ো না তোমরা।' লক্ষ করল, ওর কথায় লেফটেন্যান্টের চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ট্রেনিং পাওয়া, সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক, এটাই স্বাভাবিক।

কামরায় ফিরে এল পিনিন, পিছু পিছু এল ট্রে হাতে একজন ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা। তেপয়ের ওপর ওদের জন্যে কফি সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা। নিজের কাপে চুমুক দিয়ে মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা, 'তোমাদের ক্যাপ্টেন বোধহয় সিকিউরিটির ব্যাপারে খুব কড়া?'

'চেহারায় হাসি হাসি ভাবটা জিইয়ে রেখে লেফটেন্যান্ট বলল, 'বলে যাও। আদর্শ শ্রোতা হিসেবে আমাদের জুড়ি নেই।'

রানা বুঝল, সিকিউরিটি কেন, কোন ব্যাপারেই একজন বিদেশী লোকের কাছে মুখ খুলতে রাজি নয় এরা।

'এবার নিয়ে নর্থপোলে ক'বার যাওয়া হবে তোমাদের?' কফি শেষ করে জানতে চাইল ও।

একই রকম প্রতিক্রিয়া হলো তিনজনের। রানার প্রশ্ন শুনে চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলল না ওরা, বা কেউ কারও দিকে তাকালও না। তিনজনই ইঞ্চি কয়েক করে ঝুঁকে পড়ল রানার দিকে। এই সময় ট্রে আর কাপ-পিরিচ নিয়ে যাবার জন্যে কামরায় ফিরে এল বেয়ারা। শরীর ঢিল করে আছে ওরা তিনজন, হাসি হাসি ভাব কারও চেহারাতেই এতটুকু ম্লান হলো না। বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই শান্ত, হালকা সুরে জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা একটা টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন। তুমি জানলে কিভাবে?'

কোটের ভেতরের পকেটে ঢোকাবার জন্যে ডান হাতটা তুলছে রানা, মাঝপথে আটকে গেল সেটা। রুস্তভের ডান হাত ওর কব্জির ওপর আঁটসাঁট হাতকড়ার মত চেপে বসল।

'কিছু সন্দেহ করছি তা নয়,' লেফটেন্যান্টের মুখের হাসি অম্লান, গলায় ক্ষমা-প্রার্থনার সুর। 'কিন্তু আমরা সাবমেরিনাররা খুব বিপজ্জনক জীবন কাটাই তো, তাই একটু বেশি নার্ভাস।'

খালি হাতটা দিয়ে রুস্তভের কব্জি ধরল রানা, হ্যাঁচকা এক টানে সেটা নিজের কব্জি থেকে ছাড়িয়ে আনল। কাজটা সহজ হলো না, গায়ের জোর ও কৌশল ব্যবহার করতে হলো ওকে। 'টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন? তা বটে!' এমনভাবে হাসল ও, যেন খুব মজা পেয়েছে। 'দুনিয়ার সবাই জানে তোমরা কোথায় যাচ্ছ। তোমাদের টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন মুক্ত বিশ্বের সাংবাদিকরা ফাঁস করে দিয়েছে। পকেট থেকে আমি রিভলভার বা গ্রেনেড নয়, একটা খবরের কাগজ বের করতে যাচ্ছিলাম।'

'কিসের ওপর ডক্টরেট করেছ, রানা?' বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি ডলছে রুস্তভ। চেহারায় হাসির জায়গায় এখন ব্যথার ছাপ। 'ওয়েট-লিফটিং?' আহত কব্জিটা চোখের সামনে তুলে ধরে কি যেন পরীক্ষা করল সে। 'খবরের কাগজ? কোথাকার?'

'পশ্চিম জার্মানীর,' বলে কোট-পকেট থেকে কাগজটা বের করে রুস্তভের হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

ভাঁজ খুলে প্রথম পৃষ্ঠার ওপর চোখ রাখল রুস্তভ। খুঁজতে হলো না, সাত কলাম দু'ইঞ্চি হেডিংটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এল চোখে। দশ সেকেন্ড পড়ল সে, তারপর তাকাল গ্যাকোর দিকে। 'মিশন আর ডেসটিনেশন গোপন রাখার জন্যে আমাদেরকে দিয়ে শপথ করানো হয়, অথচ দেখো কাণ্ড, এখানে সব লেখা আছে পরিষ্কার।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন, লেফটেন্যান্ট,' ভারী গলায় বলল গ্যাকো।

'আমারও তাই ধারণা,' বলল পিনিন।

'তাহলে শোনো, হেডিং আর সাব-হেডিংগুলো পড়ে শোনাই—''স্টেশন নভেলিকে উদ্ধারের জন্যে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন তলব। নর্থ-পোলের দিকে লেনিনগ্রাদের নাটকীয় যাত্রা''। আরে সর্বনাশ!' চমকে উঠল রুস্তভ। 'লেনিনগ্রাদের একটা ছবিও ছেপেছে ওরা! স্কিপারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই লোকটাকে তো চিনতে পারছি না। ছবিটা ঝাপসা উঠেছে… দেখো তো, গ্যাকো, চিনতে পারো কিনা?'

তেপয়ের ওপর বিছানো কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল গ্যাকো। প্রথমে হেডিং পড়ল সে, বিড়বিড় করে বলল, 'আয়হায়!' তারপর ছবির দিকে তাকাল। 'আরে, স্কিপারের পাশে এটা তো আপনার ছবি, লেফটেন্যান্ট!'

'তাই তো!' প্রায় আঁতকে উঠল পিনিন।

গম্ভীর দেখাল রুস্তভকে। 'শুভেচ্ছা সফরে আমরা যেবার ইউরোপে গিয়েছিলাম ছবিটা বোধহয় তখন তোলা হয়েছে, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার

বলল সে, 'এখানটায় কি লিখেছে শোনো—"সাগর বা আর্কটিকের ইতিহাসে এই রকম বিপজ্জনক উদ্ধার প্রচেষ্টা আর বোধহয় হয়নি"…'

'বিপজ্জনক, লেফটেন্যান্ট?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল গ্যাকো। 'স্কিপার কি তাহলে শুধু যারা যেতে রাজি হবে তাদের নিয়ে রওনা হবেন?'

'সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, সবাই স্বেচ্ছাসেবক হতে চায়।'

'কই, আমাকে তো জিজ্ঞেস করেননি!'

'আমাকেও না!' বলল পিনিন।

'শুধু বোধহয় তোমরা দু'জনই বাদ পড়েছ,' বলে মুচকি একটু হাসল রুস্তভ। 'এবার দয়া করে একটু চুপ করো, তোমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার কথা বলছেন। শোনো—"কালকের কাগজে পাঠকদের আমরা জানিয়েছিলাম, আর্কটিকের একমাত্র সোভিয়েট মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন, ড্রিফ্‌ট আইসস্টেশন নভেলি একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। খবরটা জানার পর সারা দুনিয়ার সংবাদপত্রসেবীরা হতভম্ভ হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর আসার পর এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে মূলবান ষাটটি ঘণ্টা। দুনিয়ার চাঁদি থেকে পাঠানো নভেলির অস্পষ্ট এস. ও. এস. প্রথম ধরা পড়ে নরওয়ের একজন রেডিও অপারেটরের কানে।

' "পরবর্তী মেসেজ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে ব্যারেন্ট সাগরের একটা ব্রিটিশ ট্রলারের রেডিওতে ধরা পড়ে। এই মেসেজে দুর্ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা গেছে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতের দিকে ফুয়েল-অয়েলে আগুন ধরে গেলে স্টেশনের প্রায় সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। অয়েল-ফুয়েলের রিজার্ভ আর ফুড স্টোর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় আশঙ্কা করা হচ্ছে, পঞ্চাশ ডিগ্রী ফ্রস্ট আর টোয়েনটি-বিলো টেম্পারেচারে এদের পক্ষে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়।

' "স্টেশনে লোকজন প্রি-ফেব্রিকেটেড ঘরে থাকত, সবগুলো ঘর ধ্বংস হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

' "ড্রিফ্‌ট আইসস্টেশন নভেলি তৈরি করা হয় এই বছরেরই গ্রীষ্মে, এই মুহূর্তে তার পজিশন আন্দাজ ৮৫·৪০′ উত্তর, ২১·৩০′ পূর্বে। এলাকাটা নর্থ পোল থেকে মাত্র তিনশো মাইল দূরে। যদিও, পোলার আইস প্যাক ঘড়ির কাঁটার মত সারাক্ষণ ঘোরে বলে এর সঠিক পজিশন নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই।

' "রাশিয়া, ব্রিটিশ আর মার্কিন এয়ারফোর্সের দূর-পাল্লার সুপারসনিক বম্বারগুলো একনাগাড় ত্রিশ ঘণ্টা ধরে পোলার আইস প্যাকের ওপর তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু ড্রিফট স্টেশনের পজিশন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, আর্কটিকে এই সময় দিনের আলোর অনুপস্থিতি, এবং অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার জন্য নভেলিকে খুঁজে বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিমানগুলো বাধ্য হয়ে যে যার ঘাঁটিতে ফিরে গেছে।" '

'ওই সব আধুনিক বম্বারে এমন সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, চোখ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন পড়ে না পাইলটদের,' বলল গ্যাকো। 'ড্রিফট স্টেশনের রেডিও অপারেটর মেসেজ পাঠানো চালু রাখলে সেটাকে বীকন হিসেবে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পজিশনে পৌঁছে যেতে পারে ওগুলো।'

'কে জানে, রেডিও অপারেটর হয়তো মারা গেছে,' বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'কিংবা তার রেডিওই হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা চালু রাখার জন্যে হয়তো ফুয়েলের দরকার হয়। পাওয়ার হিসেবে অপারেটর কি ব্যবহার করত তার ওপর নির্ভর করে...'

'ডিজেল-ইলেকট্রিক জেনারেটর,' বলল রানা। 'তার হাতে নাইফ সেলের অতিরিক্ত একটা ব্যাটারি আছে। সেগুলো হয়তো ইমার্জেন্সীর জন্যে রেখে দিয়েছিল। পুরানো টাইপের একটা জেনারেটরও আছে, হাত দিয়ে চালাতে হয়, কিন্তু তার রেঞ্জ খুবই কম।'

প্রথমে পিনিন, তারপর গ্যাকোর দিকে তাকাল রুস্তভ, বলল, 'এত কথা যে কাগজে নেই, এরা দু'জন তার সাক্ষী!'

মুচকি হেসে বলল রানা, 'কোত্থেকে জেনেছি এসব এখন তা আর আমার মনে নেই।'

রানার চোখে একবার তাকাল রুস্তভ, চেহারায় কোন ভাব নেই। তারপর চোখ নামিয়ে মন দিল কাগজে। 'এখানে লিখেছে—"বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, মার্কিনীদের সবচেয়ে শক্তিশালী আণবিক শক্তিচালিত আইসব্রেকার লভো এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে গ্রীনল্যান্ডের থিউল থেকে নর্থ পোলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে পর্যবেক্ষকরা মোটেও আশাবাদী নন। বছরের এই শেষ দিকে এরই মধ্যে আইস প্যাক পুরু আর মোটা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে, যা ভেদ করা মানুষের তৈরি কোন জলযানের পক্ষে সম্ভব নয়।

' "নভেলিকে খুঁজে বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর মস্কো সরকার এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লেনিনগ্রাদকে পাঠিয়ে শেষ একটা চেষ্টা করে দেখা হবে। লেনিনগ্রাদই এখন দুর্ভাগা লোকগুলোর একমাত্র ক্ষীণ আশা। কিন্তু অভিজ্ঞ মহল সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে, লেনিনগ্রাদের সফল হবার সম্ভাবনা নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া উচিত হবে না। শুধু যে পোলার আইস প্যাকের নিচ দিয়ে কয়েকশো মাইল পেরোতে হবে লেনিনগ্রাদকে তাই নয়, নভেলিকে খুঁজতে হলে আইস প্যাক ভেদ করে কোথাও না কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে হবে তাকে। সন্দেহ নেই, তার জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানে রওনা হতে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। খবরে প্রকাশ, এই মুহূর্তে পোল্যান্ডের গদানস্কে রয়েছে সাবমেরিনটি। আশা করা হচ্ছে, আজ সন্ধে সাতটায় রওনা হয়ে যাবেন কমান্ডার লিউ রাইকভ।" '

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়ল লেফটেন্যান্ট, এক সময় মুখ তুলে বলল, 'বিশেষ আর কিছু লেখেনি। লেনিনগ্রাদের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি ছেপেছে, আমাদের এই বাহন নাকি সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর গর্ব, আমরা নাকি এক একটা রত্ন, ইত্যাদি-ইত্যাদি।'

'দুনিয়ার চাঁদিতে বসে কি করে লোকগুলো?' জানতে চাইল পিনিন। 'মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন বলতে কি বুঝি আমরা?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে আরও লাল হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের মুখ। 'আমার মনে হয় প্রশ্নটা আমাকে নয়, এই মাসুদ রানাকে করলে সন্তোষজনক একটা উত্তর পেয়ে

যাবে তুমি।'

'এ ব্যাপারে খুব সামান্যই জানি আমি,' বলল রানা। 'মিটিওরোলজিস্টরা আজকাল আর্কটিক আর অ্যান্টার্কটিকাকে বিশাল একজোড়া আবহাওয়া তৈরির কারখানা বলে মনে করেন। অ্যান্টার্কটিকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমরা, কিন্তু আর্কটিক সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। জানি না, কিন্তু জানতে চাই। তাই সুবিধে মত একটা বরফের স্তর বা স্তূপ বেছে নিয়ে সেটার ওপর ঘর বানায় মানুষ, সেই ঘরে রাজ্যের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ঢোকে টেকনিশিয়ানরা। এভাবে তৈরি হয়ে গেল মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন। এটা এখন মাস ছ'য়েক বা ওই রকম সময়ের জন্যে দুনিয়ার মাথার ওপর বরফের সাথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই ধরনের স্টেশন আরও দু'একটা আছে তোমাদের, সেগুলো প্রায় সবই পুব সাইবেরিয়ান সাগরে। মার্কিনীদের আছে গোটা দশ-বারো। ব্রিটিশরাও একেবারে পিছিয়ে নেই।'

'আচ্ছা,' জানতে চাইল গ্যাকো, 'বরফের রাজ্যে ওরা ক্যাম্প ফেলে কিভাবে? সিস্টেমটা কি?'

'সবার সিস্টেম এক রকম নয়। তোমাদের লোকেরা কাজটা শীত কালে করতে পছন্দ করে, তখন জমাট বাঁধা বরফের ওপর প্লেন ল্যান্ড করানো যায়। প্রথমে আইস প্যাকের ওপর তল্লাশি চালানো হয়, ভাল এক টুকরো বরফের খোঁজে। বরফ জমাট বেঁধে, জোড়া লেগে বিশাল একটা মাঠ হয়ে উঠলেও বিশেষজ্ঞরা দেখে বলতে পারেন গলা শুরু হলেও কোন অংশটা গলবে না বা ভাঙবে না। জায়গা বাছাইয়ের পর স্কি প্লেনে করে পোর্টেবল ঘর, ইকুইপমেন্ট, স্টোর এবং মানুষ নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যায় ক্যাম্প।

'মার্কিনীরা গরমের দিনে জাহাজের সাহায্যে কাজটা সারে। ওরা সাধারণত লিটভা ব্যবহার করে, ওটা একটা নিউক্লিয়ার-এঞ্জিনড আইসব্রেকার। গরমের দিনে আইস প্যাক অতটা পুরু থাকে না, বরফ ভেঙে পথ করে নেয়া সহজ। ভেতর দিকে ঢুকে গিয়ে পছন্দ মত একটা বরফ-টুকরোর ওপর খালাস করে সব, তারপর আয়োজন করে বরফ জমাট বাঁধতে শুরু করার আগেই ফিরে আসে। তোমাদের ড্রিফট আইসস্টেশন নভেলি এই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। এই এলাকায় এটাই তোমাদের একমাত্র আইস স্টেশন। এই কাজে মার্কিনীরা তোমাদেরকে ধার হিসেবে লিটভাকে দিয়েছিল। মিটিওরোলজিক্যাল রিসার্চে সবাই উপকার পায় বলে এই একটা বিষয়ে সবাই সবাইকে সাহায্য করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। তোমাদের লোকজন আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে আইস প্যাকের গভীরে চলে যায় লিটভা, ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ডের উত্তরে। নভেলি এরই মধ্যে তার আদি পজিশন থেকে বেশ অনেকটা সরে গেছে—পোলার আইস প্যাক, যে কিনা আর্কটিক সাগরের ঠিক মাথাটা দখল করে বসে আছে, পৃথিবীর ঘোরার সাথে ঠিকমত পাল্লা দিয়ে সারতে পারে না। মন্থর একটা পশ্চিমমুখো গতি এসে যায় তার। এই মুহূর্তে স্পিটসবার্জেনের প্রায় চারশো মাইল উত্তরে থাকার কথা নভেলির।'

রানা থামতেই বেজে উঠল টেলিফোন। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল পিনিন। অপরপ্রান্তের কথা শুনে ফিরে এল সে, বলল, 'ডা. রানার কাগজ-পত্র আর ব্রিফকেস চেয়ে পাঠাল।'

চোখের প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। পকেট থেকে কাগজ-পত্র বের করে পিনিনের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'ব্রিফকেসটা সাবধানে রেখো, বিদেশ-বিভূঁইয়ে ওটাই আমার একমাত্র সম্বল।'

গ্যাকোর উদ্দেশ্যে চোখ মটকে লেফটেন্যান্ট বলল, 'ওতে নিশ্চয়ই ঝাঁঝাল সব ওষুধ-পত্র আছে।'

ব্রিফকেস আর কাগজ-পত্র নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পিনিন।

গ্যাকো জানতে চাইল, 'আপনি কি নেভীতে আছেন, ডাক্তার সাহেব?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। নেভীর সাথে জড়িত আছি।'

'আলগাভাবে, কোন সন্দেহ নেই!' ফোঁড়ন কাটল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'আচ্ছা, ডাক্তার, এত থাকতে তুমি আর্কটিকে ছুটি কাটাতে যাচ্ছ কি মনে করে? জানো না, ঠাণ্ডা ওখানে মানুষখেকো বাঘের মত পায়চারি করে?'

'যাচ্ছি, কারণ নভেলিতে ওরা যারা বেঁচে আছে তাদের মেডিকেল এইড দরকার হবে। অবশ্য আমরা পৌঁছে যদি কাউকে জ্যান্ত পাই তবেই।'

'কিন্তু সেজন্যে তো আমাদের নিজেদেরই বদ্যি রয়েছে! আর একজন ওঝার কি দরকার ছিল?'

'বদ্যি বা ওঝা নয়, ইডিয়েট—ডাক্তার!' কপট তিরস্কারের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট।

'ডাক্তারই বোঝাতে চেয়েছি আমি। তবে, মুখ ফস্কে ওগুলো বেরিয়ে গেছে বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রানা বলল, 'ওখানে ওদের বেশির ভাগেরই অ্যাডভান্সড এক্সপোজার, ফ্রস্ট বাইট এবং সম্ভবত গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হবার ভয় আছে। এসব রোগ সম্পর্কে আমাকে একজন স্পেশালিস্ট বলতে পারো।'

'বলেন কি! এসব রোগ সম্পর্কে আবার স্পেশালিস্টও হওয়া যায়?'

মুচকি হেসে বলল রুস্তভ, 'এখানে আমরা ডা. মাসুদ রানাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে বিচার করতে বসিনি, কাজেই ওকে এত কড়া জেরা করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তারচেয়ে, আমার তরফ থেকে আরেক দফা কফি খেতে কারও আপত্তি আছে কিনা বলো।'

পদস্থ কর্মকর্তা আর সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই হাসি-খুশি, ঘরোয়া সম্পর্ক রানার কাছে একেবারে নতুন নয়। সাধারণত এয়ারফোর্সে এই জিনিসটা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। দক্ষ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি অধস্তনদের সাথে সহনশীল, সকৌতুক আচরণ করেন, সম্ভবত এই জন্যে যে তাতে কাজের একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়।

দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ার পর আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর ডাক পড়ল রানার। নীল কোট পরা একজন নাবিক ঢুকল কামরায়, বলল, 'ক্যাপ্টেন পাঠালেন, লেফটেন্যান্ট। ডা. রানার জন্যে তিনি তাঁর কেবিনে অপেক্ষা করছেন।'

রানাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় লেফটেন্যান্ট রুস্তভ বলল, 'তোমার ভাগ্য বটে! তুমিই প্রথম বিদেশী যে লেনিনগ্রাদে পা ফেলছ।'

মাথা নেড়ে দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'মানুষ হিসেব যন্ত্রের চেয়ে আমি ছোট

নই। আমার পায়ের ধুলো পড়ছে, সেজন্যে লেনিনগ্রাদেরই ধন্য হওয়া উচিত।'

একটু থমকে, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। বুঝল, শুনতে স্পর্ধার মত লাগলেও কথাটা অন্তরের অনুভূতি আর উপলব্ধি থেকে বলেছে ডা. রানা কেন যেন বিদেশী লোকটার প্রতি তার মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব এসে গেল।

বাইরে তুষারপাত আগের চেয়ে একটু কমেছে, হিম-শীতল উত্তুরে বাতাস কাপড়-চোপড় ভেদ করে ওদের গায়ে যেন হুল ফোটাতে শুরু করল। জেটির মাথায় মস্ত একটা কংক্রিটের চাতাল, সেটা পেরিয়ে সবচেয়ে কাছের গ্যাংওয়েয়ের মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। ফ্লাড-লাইটের আলোয় ডকইয়ার্ড কর্মীরা কাজ করছে। ফরওয়ার্ড হ্যাচে টর্পেডো ভরা চলছে। রানাকে নিয়ে আফটার গ্যাংওয়েতে চলে এল লেফটেন্যান্ট। ক্যানভাস ঢাকা আফটার হ্যাচের পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা, ইস্পাতের একটা মই বেয়ে নেমে এল ঝকঝকে তকতকে, গরম এঞ্জিন রুমে। চারদিকে বিরাট বিরাট সব মেশিনারি আর ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল। ফ্লোরেসেন্ট বাতির আলো উজ্জ্বল রোদের মত, কিন্তু ঠাণ্ডা, কোথাও একরত্তি ছায়া পড়েনি।

'আমার চোখে পট্টি বাঁধবে না?' জানতে চাইল রানা।

'দরকার নেই,' মুচকি হেসে বলল লেফটেন্যান্ট। 'তোমাকে এতে চড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারমানে, তোমাকে বিশ্বাসও করা হয়েছে—এখানে কি দেখলে না দেখলে তা কাউকে তুমি বলতে যাবে না। আর যদি তুমি ভুয়া হও, এখান থেকে সোজা জেলে চলে যাবে, এসে যায় এমন কিছু কাউকে রিপোর্ট করার কোন সুযোগই পাবে না আর কোনদিন।'

কালো রাবার দিয়ে মোড়া ডেক, হাঁটলে শব্দ হয় না। ছোটখাটো পাহাড় আকৃতির দুটো মেশিনকে ডান পাশে রেখে এগোল ওরা। দেখেই চিনল রানা, টারবো-জেনারেটর—বিদ্যুৎ পয়দা করে। এক সার ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে দিয়ে চলে এল দরজার কাছে, সেখান থেকে খুব সরু আর লম্বা একটা প্যাসেজে। প্যাসেজটা পেরোবার সময় পায়ের তলায় বেশ ভারী একটা কাঁপুনি অনুভব করল রানা লেনিনগ্রাদের নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বোধহয় ওদের ঠিক পায়ের নিচেই কোথাও আছে। প্যাসেজ-ওয়ে ডেকে গোল আকারের হ্যাচ দেখা গেল, এগুলো নিশ্চয়ই সীসা দিয়ে আটকানো কাঁচের জানালার আবরণ, যাকে ইন্সপেকশন পোর্ট বলা হয়—অনেক নিচের নিউক্লিয়ার ফারনেসে পৌঁছুবার একমাত্র এবং সবচেয়ে সহজ পথ।

প্যাসেজের শেষ মাথায় আরেকটা ভারী দরজা। সেটা পেরিয়ে লেনিনগ্রাদের কন্ট্রোল সেন্টারে চলে এল ওরা। ওদের বাঁ দিকে পার্টিশন দেয়া রেডিও-রুম, ডান দিকে এক ব্যান্ডের ট্রানজিস্টর রেডিও থেকে শুরু করে ছোট মোটর বোট আকারের অসংখ্য মেশিন আর ডায়াল লাগানো প্যানেল—এসবের ব্যবহার সম্পর্কে কোন ধারণা থাকা তো দূরের কথা, আগে কোনদিন এসব দেখেওনি রানা। ওদের সামনে বড় একটা চার্ট টেবিল। আরও সামনে চলে গেল দৃষ্টি, কন্ট্রোল-সেন্টারের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পেরিস্কোপ স্ট্যান্ডে রয়েছে একজোড়া পেরিস্কোপ। আর কোন সাবমেরিনে এত বড় কন্ট্রোল রুম দেখেনি ও, অথচ এক ইঞ্চি জায়গা ফালতু পড়ে নেই কোথাও। বাল্ক হেড আর ডেক হেডও বিচিত্র সরু-মোটা ওয়্যার, কেব্‌ল্‌

আর পাইপের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেছে।

কন্ট্রোল রূমের ফরওয়ার্ড পোর্ট আধুনিক জেট এয়ারলাইনারের ফ্লাইট ডেকের মত দেখতে। দুটো আলাদা ইওক কন্ট্রোল কলাম, ওগুলোর সামনে থরে থরে সাজানো রয়েছে হাজার রকম ডায়াল বসানো বিভিন্ন আকারের প্যানেল। ইওক জোড়ার পিছনে গদি মোড়া দুটো চেয়ার।

কন্ট্রোল প্ল্যাটফর্ম এবং কন্ট্রোল রূম থেকে সামনের দিকে এগোবার জন্যে যে প্যাসেজটা আছে তার উল্টো দিকে পার্টিশন দিয়ে ঘেরা আরেকটা কামরা দেখা গেল। ভেতরে কি আছে তার কোন আভাস পাওয়া গেল না। প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোল লেফটেন্যান্ট, তার বাঁ দিকে প্রথম যে দরজাটা পড়ল সেটার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল সে। দু'সেকেন্ড পর দরজা খুলে গেল। দোর-গোড়ায় মাঝ-বয়সী একজন ভদ্রলোককে দেখল রানা, দেখেই ধারণা করল, ইনিই কমান্ডার লিউ রাইকভ, লেনিনগ্রাদের স্কিপার।

ছোটখাট, একহারা গড়নের মানুষ কমান্ডার রাইকভ। গোলাপী সাদা রঙের মুখ, তেলতেলে, চকচক করছে। শরীরের তুলনায় মুখটা একটু বেখাপ্পা রকমের ভারীই বলা চলে। মাথার বাঁ দিকে, খুব নিচুতে সিঁথি কেটেছেন, খুলি কামড়ে ধরা চ্যাপ্টা টুপির মত লাগল চুলগুলোকে। রানাকে দেখেই তিনি হাসলেন না, অথচ তাঁর মুখে কিছু রেখা অনেক আগেই তৈরি হয়ে আছে যা দেখলেই বোঝা যায়, হাসি জিনিসটা তাঁর প্রতি মুহূর্তের সাথী। কোন পার্টিতে, বৈঠকে, ক্লাবে এই ধরনের হাসিখুশি টাইপের লোকেরাই আসর মাত করে রাখে। এরা যত না বুদ্ধিমান তারচেয়ে বেশি হয় কৌতুক-রসের যোগানদার। অন্তত প্রথম দর্শনে কমান্ডার লিউ রাইকভ সম্পর্কে এই রকমই একটা ধারণা হলো রানার। কিন্তু ধারণাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল ও। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে একজন তরলমতি জোকারকে বেছে নেয়া হয়েছে, এ হতে পারে না। ভদ্রলোকের কোথায় কি বৈশিষ্ট্য আছে, এবার তার খোঁজ শুরু করল রানা। প্রথমেই নজর পড়ল চোখ। আর যাই হোক, ক্যাপ্টেনের চোখ জোড়ায় হাসি বা কৌতুকের ছিটেফোঁটাও নেই। চোখাচোখি হতেই নিজের অজান্তেই গা ছম ছম করে উঠল রানার। এমন ঠাণ্ডা দৃষ্টি আর কখনও অনুভব করেনি ও। একজন ডেন্টিস্ট যেভাবে তার প্রোব ব্যবহার করে, একজন সার্জেন যেভাবে তার ল্যানসেট কাজে লাগায়, একজন বিজ্ঞানী যেভাবে তার ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে, ক্যাপ্টেন লিউ রাইকভ ঠিক সেভাবে ব্যবহার করেন তাঁর চোখজোড়া। চতুর বা ধূর্ত লোক নয়, অনুসন্ধানী চোখ। মাপজোক করার যন্ত্র।

প্রথমে তিনি রানাকে মাপলেন, তারপর ওজন ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যেই বোধহয় চোখ বুলালেন হাতে ধরা কাগজগুলোর ওপর। কি ভাবছেন, চেহারায় তার কোন আভাসই ফুটল না। 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আমরা দুঃখিত, ডা. রানা। সাড়ে ছ'টায় রওনা হচ্ছি আমরা। ইউরি,' শেষের কথাটা লেফটেন্যান্ট রুস্তভকে বলা হলো। 'তার আগে সব সেরে নিতে পারবে তো?'

'টর্পেডো লোড করতে কি রকম সময় লাগে তার ওপর নির্ভর করছে, ক্যাপ্টেন।'

'আমরা মাত্র ছ'টা নিচ্ছি।'

লেফটেন্যান্টের একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। জানতে চাইল, 'ওগুলো কি টিউবে ভরা হবে?'

'র‍্যাকে। ব্যালেন্স ঠিক থাকে কিনা চেক করে দেখে নিতে হবে, তারপর অ্যাডজাস্ট করা যাবে।'

'কোন স্পেয়ার থাকছে না?'

'না।'

মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লেফটেন্যান্ট। রানাকে পথ দেখিয়ে নিজের কামরায় নিয়ে এলেন কমান্ডার, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। 'আমার লোকেরা আপনার খাতির-যত্ন করেছে তো?' ভাঁজ খোলা একটা টুল দেখিয়ে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ক্যাপ্টেনের কেবিনটা টেলিফোন বুদের চেয়ে সামান্য বড় হবে। একটা বাঙ্ক, একটা ফোল্ডিং ওয়াশবেসিন, ছোট একটা ডেস্কের ওদিকে হাতল ছাড়া চেয়ার, একটা ফোল্ডিং ক্যাম্প টুল, একটা লকার, বাঙ্কের ওপর কিছু ক্যালিব্রেটেড রিপিটার-ইনস্ট্রুমেন্ট ডায়াল—ব্যস, আর কিছু নেই। কেউ যদি কনুই বা হাঁটুতে চোট খেতে চায়, কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেমক্কা এক পাক ঘুরলেই মনের আশা পূরণ হয়ে যাবে।

'এক কাপ কফি খাইয়েছিলাম, সেটা ওরা ওই কফি খাইয়েই শোধ দিয়েছে,' বলল রানা।

কমান্ডারের চেহারায় হাসি খেলে গেল, কিন্তু সে হাসি চোখ দুটোকে স্পর্শ করল না। বললেন, 'আমরা সাবমেরিনাররা আসলে সুযোগ-সন্ধানী!' ডেস্কের ওধারে গিয়ে চেয়ারে বসলেন তিনি। গলার আওয়াজ শান্ত এবং মৃদু, উচ্চারণ ভঙ্গি অত্যন্ত মার্জিত। 'আপনার কাগজ-পত্র দেখলাম। মস্কোর সাথেও কথা হলো। কিন্তু তবু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। কে আপনি, ডা. রানা? কি আপনি?'

'এর উত্তর কর্নেল রুবল বা মস্কোর কাছ থেকে নিশ্চয়ই পেয়েছেন, কমান্ডার। আমি একজন বাংলাদেশী ডাক্তার, নেভীর সাথে জড়িত...'

'ন্যাভাল ডক্টর?'

'না, ঠিক তা নয়...'

'সিভিলিয়ান?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

কমান্ডারের গালে হাসির রেখাগুলো থাকল বটে, কিন্তু চেহারায় হাসি নেই। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে আপনমনে মাথা দোলালেন তিনি। 'কিসের ডাক্তার আপনি?'

'চরম যে-কোন পরিবেশ বা আবহাওয়ায় মানুষের শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তার ওপর রিসার্চ করছি আমি। প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরমে মানুষ যে-ধরনের অসুবিধের মধ্যে পড়ে, আমি তার চিকিৎসা করি। মহাশূন্যে ওজনহীনতার শিকার হয় লোকে, এর উল্টোটাও ঘটে, যেমন সাবমেরিন থেকে পালাবার সময় মানুষের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে—এদের অসুবিধে দূর করার জন্যে প্রেসক্রিপসন লিখতে

পারি।'

'এর আগে সাবমেরিনে চড়ে গভীর সাগরে গেছেন কখনও?'

'যেতে হয়েছে।'

কমান্ডারকে আগের চেয়েও ম্রিয়মান দেখাল। একজন বিদেশী—খারাপ। একজন বিদেশী সিভিলিয়ান—খুব খারাপ। কিন্তু একজন বিদেশী সিভিলিয়ান যার কিনা সাবমেরিন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে—সর্বনাশ! 'ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলি সম্পর্কে আপনার এই যে আগ্রহ, সেটার কারণ কি, ডা. রানা?'

'সোভিয়েত সরকারের কিছু কর্মকর্তা আমাকে ওখানে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন।'

'তা জানি। কিন্তু অনুরোধটা আপনাকে কেন, ডা. রানা?'

'আর্কটিক সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, বোধহয় তাই। এক্সপোজার, ফ্রস্ট বাইট বা গ্যাংগ্রিনের শিকার লোকগুলোকে আমি হয়তো বাঁচাতে পারব, যা হয়তো সাবমেরিনের নিজস্ব ডাক্তারের পক্ষে কঠিন হবে।'

'ঘণ্টা কয়েকের নোটিশে আপনার মত ডাক্তার হাফ-ডজন যোগাড় করতে পারি আমি,' গলার সুর এতটুকু না চড়িয়ে বললেন কমান্ডার। 'তারা কেউ বিদেশী তো হবেই না, সিভিলিয়ানও নয়।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি, 'উঁহুঁ, আপনিও আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছেন না, ডা. রানা।'

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। আবার চেষ্টা করল রানা, 'এই ধরনের মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন সম্পর্কেও আমার প্রাথমিক একটা ধারণা আছে, কমান্ডার। তাছাড়া, নভেলির কমান্ডান্ট আজামাত কিরিম আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পুরানো বন্ধু।'

'আই সি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ক্যাপ্টেন রাইকভ। 'অথচ শুধু আপনি নিজেকে একজন সাধারণ ডাক্তার বলে দাবি করছেন?'

'অনেক বিষয়েই কিছু কিছু টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আমার. বলল রানা। 'কাজেই নানা ধরনের কাজে লাগতে আমার কোন অসুবিধে হয় না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন রাইকভ।

'কিন্তু আপনি যদি সাধারণ একজন ডাক্তারই হবেন, এই সার্টিফিকেটের ব্যাখ্যা কি হবে?' কাগজগুলো এখনও হাতে রেখেছেন কমান্ডার, তা থেকে একটা টেনে বের করে ডেস্কের ওপর দিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

মেসেজটা পড়ল রানা।

'ডা. মাসুদ রানার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আপনি তাকে সম্পূর্ণ, রিপিট, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। সাবমেরিন আর ক্রুদের জীবন বিপন্ন না করে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য সহযোগিতা দিতে হবে তাকে।'

মেসেজের নিচে লেখা রয়েছে চীফ অফ ন্যাভাল অপারেশন, মস্কো, ইউ.এস.এস.আর।

'চীফ অব ন্যাভাল অপারেশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' মুচকি হেসে মেসেজটা ফেরত দিল রানা। 'এই রকম একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পাবার পর আর কি চান আপনি, কমান্ডার? উদ্বিগ্ন হবার আর কি কারণ থাকতে পারে আপনার?'

'আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, মস্কোর এই মেসেজও আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন কমান্ডার রাইকভ। 'লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর। আমি যদি মনি করি আপনাকে আরোহী হিসেবে নিলে লেনিনগ্রাদকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হবে, সি.এন.ও.-র অর্ডার আমি অগ্রাহ্য করতে পারি। স্পটে রয়েছি আমি, তিনি নন। তাঁর অর্ডার না মানলে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু সরাসরি তাঁর কাছে নয়।'

এই লোক ভাঙবে তবু মচকাবে না, এইটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। সেই সাথে বুঝল, ওকে আরোহী হিসেবে নিতে না চাওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত বা রাজনীতিগত কোন কারণ নেই, কমান্ডার রাইকভ তাঁর সাবমেরিন আর ক্রুদের নিরাপত্তার কথাই শুধু ভাবছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন কিছু বলার জন্যে রানার মাথার ভেতর কাজ শুরু হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে জানতে চাইল ও, 'দরজাটা কি সাউন্ডপ্রুফ, কমান্ডার?'

দেখাদেখি কমান্ডারও রানার গলার স্বর নকল করে ফিসফিস করে বললেন, 'তা বলতে পারেন।'

'যা বলছি, চাপের মুখে পড়ে বলছি,' শুরু করল রানা। 'এর জন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না।'

'কেউ আপনাকে দায়ী করবে না।'

'শুনুন তাহলে। আইস স্টেশন নভেলি এয়ার মিনিস্ট্রির সম্পত্তি, কিন্তু কোয়ালিফায়েড মিটিওরোলজিস্ট বলতে ওখানে আছে মাত্র দু'জন লোক। বাকি সবাই ওঅর মিনিস্ট্রির লোকজন।'

লাশ, নাকি জ্যান্ত একটা মানুষ, কমান্ডারকে দেখে বোঝা কঠিন। চোখের পাতা পড়ছে না, এক চুল নড়ছেন না, চেহারায় কোন ভাবও নেই। শীতল একটা পরিবেশ তৈরি এবং কিভাবে বজায় রাখতে হয়, ভালই জানা আছে তাঁর।

'ওঅর মিনিস্ট্রির লোকজন এখানে যারা আছে তারা কেউ সাধারণ কর্মী নয়, প্রত্যেকে যার যার ক্ষেত্রে দক্ষ বিজ্ঞানী। রাডার, রেডিও, ইনফ্রারেড এবং ইলেকট্রনিক কমপিউটর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এরা। একটা মিসাইল ছোঁড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কাউন্ট-ডাউন সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়, এ তো আপনি জানেনই। মার্কিনীরা যে কাউন্ট-ডাউন সিগন্যাল ব্যবহার করে, সেটা কি তা আপনাদের ওঅর মিনিস্ট্রি জেনে গেছে। কিভাবে জেনেছে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ আমারও তা জানা নেই। নভেলিতে বিশাল আকারের একটা ডিশ এরিয়াল আছে, যেটা কিনা ওই ধরনের যে-কোন সিগন্যাল ধরে অ্যামপ্লিফাই করতে পারে, শুরু হবার প্রায় সাথে সাথেই। এরপর ওই বিয়ারিঙে লং রেঞ্জ রাডার আর ইনফ্রায়েড হোম-ইন ব্যবহার করে, রকেট রওনা হবার তিন মিনিটের মধ্যে ওটা কত উঁচুতে আছে, গতি এবং কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা যাবে। গোটা ব্যাপারটা সামলায় কমপিউটর, কাজেই কোথাও একচুল ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এর এক মিনিটের মধ্যে রাশিয়ার সমস্ত অ্যান্টি-মিসাইল স্টেশনে পৌঁছে যাবে তথ্যটা। আর এক মিনিটের মধ্যে সলিড-ফুয়েল ইনফ্রারেড হোমিং অ্যান্টি-মিসাইল রকেট রওনা

হবে। এরপর আকাশ পথেই কোথাও, অনেক উঁচুতে থাকতে, বাধা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া যাবে মার্কিন মিসাইল। ম্যাপের দিকে এক নজর তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন, মার্কিনীদের মিসাইল ঘাঁটির প্রায় দোর-গোড়াতেই রয়েছে স্টেশন নভেলি।'

'এ বিষয়ে এই প্রথম শুনছি আমি।'

আমিও, মনে মনে বলল রানা। গল্পটা এই মাত্র বানিয়েছে ও। ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিতে ওরা যদি পৌঁছতে পারে, ও মিথ্যে কথা বলেছে বুঝতে পেরে কমান্ডার নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু তা নিয়ে এখুনি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ওর একমাত্র কাজ ওখানে পৌঁছানো।

'ওখানে কি হচ্ছে সে-সম্পর্কে স্টেশনের বাইরে বোধহয় খুব বেশি হলে আট-দশজনের ধারণা আছে,' বলল রানা। 'এখন আপনি জানলেন। আপনার দেশের জন্যে এই স্টেশনের অস্তিত্ব কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, আশা করি আপনাকে তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। ওখানে খারাপ কিছু যদি ঘটে থাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সামলে নিয়ে আবার স্টেশনটাকে চালু করতে হবে।'

'তবু আমি বলব, আপনি সাধারণ কোন ডাক্তার নন,' এই প্রথম হাসল কমান্ডারের চোখ। দেশের স্বার্থ উদ্ধার হবে বুঝতে পেরে লেনিনগ্রাদে রানার উপস্থিতি মেনে নিতে এখন তাঁর আর কোন আপত্তি নেই।

মৃদু নক হলো দরজায়। অনুমতি পেয়ে কেবিনে ঢুকল ম্যাক্সিম গ্যাকো। কমান্ডার তার আসার কারণ জানতে চাইলেন না দেখে রানা ধরে নিল, আগেই বোধহয় তাকে আসতে বলে রেখেছিলেন।

'সাড়ে ছ'টার মধ্যে আমরা রওনা হতে পারব তো?' জানতে চাইল রানা।

'কাজ বলতে বাকি আছে টর্পেডো লোড করার পর স্কাভার পাশে ভিড়ে কিছু ফুড-স্টোর আর কিছু অতিরিক্ত আর্কটিক কাপড়-চোপড় নেয়া। আমরা বোধহয় সাড়ে ছ'টার কিছু আগেই রওনা হতে পারব।'

একটু অবাক দেখাল গ্যাকোকে, খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল সে, 'কিন্তু স্যার, আপনি বলেছিলেন, প্লেনগুলো চেকিং আর আন্ডারওয়াটার ট্রিম অ্যাডজাস্ট করার জন্যে উপসাগরে একটা স্লো-টাইম ডাইভ দেবেন। সামনের টিউবে টর্পেডো না থাকায় ব্যালেন্স ঠিক নাও থাকতে পারে।'

'কথাটা বলেছিলাম ডা. রানার সাথে আলাপ করার আগে,' শান্ত সুরে জানালেন ক্যাপ্টেন রাইকভ। 'এখন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টেশন নভেলিতে পৌঁছুতে চাই। ইমিডিয়েট ট্রিম চেকিং দরকার কিনা সেটা দেখব আমি। দরকার না থাকলে সাগরে পৌঁছে কোন এক সময় চেক করে নিলেই হবে।' একটু থেমে প্রসঙ্গ বদল করলেন ক্যাপ্টেন। 'একজিকিউটিভ আর এঞ্জিনিয়ারের কেবিনে ডা. রানার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, গ্যাকো।' রানার দিকে ফিরলেন। 'আপনার ব্রিফকেস এরই মধ্যে ওখানে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'তালাটা নিয়ে কি খুব বেশি ভুগতে হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

কমান্ডারের চেহারায় গোলাপী ভাবটুকু একটু বাড়ল বলে মনে হলো। 'ব্রিফকেসে কমবিনেশন লক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম। খুলতে পারিনি বলেই তো

সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। মস্কোর সাথে আরও কিছু কথা আছে আমার, কাজেই কেবিন পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যেতে পারছি না। ভাল কথা, ডিনার রাত আটটায়।'

'ডিনারে আমি থাকছি না, ধন্যবাদ।'

'লেনিনগ্রাদে কেউ সী-সিকনেসে ভোগে না, এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'ব্যাপারটা তা নয়। পেট ভরার চেয়ে আমার বরং ঘুমটাই বেশি দরকার। একটানা পঞ্চাশ ঘণ্টা প্লেনে উড়তে হয়েছে। ভাল ঘুম হয়নি।'

'তাই?' মৃদু হেসে জানতে চাইলেন কমান্ডার। রানার মনে হলো, প্রায় সারাক্ষণই হাসছেন তিনি। সেই সাথে ভাবল, এমন কিছু লোকও পাওয়া যাবে যারা বোকার মত তাঁর এই হাসিটার ভুল ব্যাখ্যা করে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। 'তাহলে তো খুবই ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তা, পঞ্চাশ ঘণ্টা আগে কোথায় ছিলেন আপনি, ডা. রানা?'

'অ্যান্টার্কটিকায়।'

গ্যাকোর পিছু পিছু কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রানা। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

তিন

ঘুম ভাঙার পর শরীরটাকে তাজা, ঝরঝরে লাগল রানার। রিস্টওয়াচ দেখল, সাড়ে ন'টা। তারিখ দেখে বুঝল, সন্ধে থেকে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেছে ওর।

কেবিনটা অন্ধকার। কট থেকে নেমে কয়েক সেকেন্ড হাতড়াতে হলো, তারপর বোতাম টিপে আলো জ্বালল। লেফটেন্যান্ট রুস্তভ বা এঞ্জিনিয়ার অফিসার, দু'জনের কাউকেই দেখল না কেবিনে। ও ঘুমিয়ে পড়ার পরে এসে ওর ঘুম ভাঙার আগে আবার তারা বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল ওর। কোথাও কোন শব্দ, ঝাঁকি, দোলা বা গতির লক্ষণ নেই। ও যেন ঢাকায় ওর নিজের বাড়ির বেডরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘটনাটা কি? লেনিনগ্রাদ এখনও রওনা হয়নি কেন?

দাড়ি কামানো দরকার, কিন্তু সেটা এড়িয়ে গিয়ে ফোল্ডিং বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে নিল ও। শার্ট ট্রাউজার আর জুতো পরে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। কেউ নেই প্যাসেজে। কয়েক ফিট সামনে স্টারবোর্ডের দিকে একটা দরজা খোলা দেখে এগোল সেদিকে। ভেতরে ঢুকেই বুঝল, এটা অফিসার্স ওয়ার্ডরুম। একজন লোক এখনও তার ব্রেকফাস্ট শেষ করেনি। ভোজন রসিক বোধহয় একেই বলে। লোকটার সামনে তিনটে প্লেট—একটায় ডজন খানেক সেদ্ধ ডিম, একটায় সের পাঁচেক ভাজা মাছ, আরেকটায় চিংড়ির কাকলেট পাহাড়ের মত

উঁচু হয়ে আছে। ধীরেসুস্থে, খাদ্য-বস্তুর প্রতিটি কণার স্বাদ নিয়ে চিবাচ্ছে। লোকটার সমস্ত আচরণে অলস একটা ভঙ্গি আছে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে খোলা একটা পত্রিকার পাতায়। বয়সে রানার চেয়ে বছর দশেক বেশি হবে, আকারে দ্বিগুণ। এরই মধ্যে পাক ধরেছে জুলফিতে। লেনিনগ্রাদের আর সবার মত এই লোকের মুখেও হাসি হাসি একটা ভাব আছে। তবে চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তিও লক্ষ করার মত। রানাকে দেখতে পেয়েই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

'আপনি নির্ঘাৎ ডাক্তার রানা। আমি রুডেনকো, মিখাইল রুডেনকো। বসুন, ডা. রানা; বসুন!' রুডেনকোর চেহারা বা গলার সুরে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

'ব্যাপারটা কি বলুন তো?' হ্যান্ডশেক সেরে জানতে চাইল রানা। 'থেমে আছি কেন আমরা?'

দুঃখে শোকে কাতর দেখাল রুডেনকোকে। 'আধুনিক যুগটাকে নিয়ে এই এক জ্বালা হয়েছে! শুধু ছোটো, ছোটো, উদভ্রান্তের মত ছোটো! আরে বাবা, এত ছুটোছুটি করে পৌঁছুচ্ছটা কোথায় শুনি? এই আমি আপনাকে বলে রাখলাম, নির্ঘাৎ...'

'মাফ করবেন। এখুনি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে হবে আমার।'

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রানা, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বাধা দিল রুডেনকো। 'শান্ত হোন, ডা. রানা। খোলা সাগরেই রয়েছি আমরা। নির্ঘাৎ খিদে পেয়েছে আপনার? বসুন, আমি আপনার ব্রেকফাস্ট আনিয়ে দিচ্ছি। এই, কে আছ!'

'সাগরে? অন দি লেভেল? কিন্তু আমি তো কিছুই টের পাচ্ছি না।'

'তিনশো ফিট নিচে থাকলে টের পাবার কথাও নয়। কিংবা হয়তো চারশো ফিট নিচে রয়েছি আমরা। টের পাবার দরকারটাই বা কি? এসব ব্যাপার মেকানিকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল নয়?'

'কোথায় রয়েছি আমরা বলতে পারেন, মিস্টার রুডেনকো?'

'নির্ঘাৎ পারি,' দাঁত বের করে হাসল রুডেনকো। 'শেষবার চেক করার সময় আমরা নরওয়েজিয়ান সী-তে ছিলাম। বার্জেনের কাছাকাছি।'

'আপনার সাথে আমি কথা বলছি আজ মঙ্গলবার সকালে?' ওকে বোকা বোকা দেখাল কিনা বলতে পারবে না রানা, কিন্তু নিজেকে ওর তাই লাগল।

'নির্ঘাৎ। কিন্তু এটা জানার পর আপনি যদি হিসেব করে বের করতে পারেন আমাদের স্পীড কত, দয়া করে সেটা গোপন রাখবেন।' ডাক শুনে টেবিলের সামনে সাদা জ্যাকেট পরা একজন স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়িয়েছে, তার দিকে ফিরে রুডেনকো বলল, 'সাসকিন, ইনি আমাদের মেহমান, কাজেই সাবধান! এমন কিছু খেতে দিও না যাতে দেশে ফিরে উনি আমাদের বদনাম করতে পারেন।'

'ডাক্তার সাহেব, একমাত্র আপনিই যা একটু খারাপ বলেন, আর কেউ তো'

'পুরানো প্যাচাল বাদ দাও!' ধমক লাগাল রুডেনকো। রানার উদ্দেশে চোখ মটকে হাসল সে। তারপর চেহারাটা আবার গম্ভীর করে তুলে সাসকিনকে বলল, 'খারাপ না বললে এত ভাল খাবার তোমার হাত থেকে বেরুত?

সাসকিনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ও, তাহলে এই ব্যাপার!'

'প্রশংসা করেছি, কাজেই ওর খাবার আর মুখে দেয়া যাবে না!' হতাশায় রুডেনকো একেবারে মুষড়ে পড়ল।

রানার অর্ডার নিয়ে প্যান্ট্রির দিকে চলে গেল সাসকিন।

'আপনি তাহলে ডাক্তার রুডেনকো?' জানতে চাইল রানা।

'নির্ঘাৎ। লেনিনগ্রাদের রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার। ফাঁকি-জুকি দিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছিলাম দিনগুলো, কিন্তু তা বুঝি আর কপালে সইল না। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তৈরি হতে হবে।'

'ভুল বুঝেছেন, ডা. রুডেনকো,' হেসে উঠে বলল রানা। 'আমি কারও সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসিনি।'

'সে আমি জানি, কথাটা ঠাট্টা করে বললাম!' এত তাড়াতাড়ি এবং ব্যস্ততার সাথে বলল রুডেনকো পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, এর মধ্যে কমান্ডার রাইকভের হাত আছে। তিনি হয়তো তাঁর অফিসারদের ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, ডা. রানার সাথে কথা বলার সময় সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। 'কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, ডা. রানা। আমাদের এই সাবমেরিনে রুগীর বড় অভাব। কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাকে রুগী হিসেবে পাবার জন্যে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই আসুন, আমরা একটা চুক্তিতে আসি। প্রথম রুগী আপনার, পরেরটা আমার। রাজি? যদিও প্রথম রুগী পাবার জন্যে নির্ঘাৎ মাস তিনেক অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। কিন্তু অত দিন নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সাথে থাকবেন না!'

'রোগী পাবার জন্যে আমি লালায়িত নই, ডা. রুডেনকো,' বলল রানা। 'আমি ভাবছি, আপনার তাহলে সময় কাটে কিভাবে?'

'আমার আসল কাজ হলো র‍্যাডিয়েশন আর অ্যাটমসফেরিক পলিউশন চেক করা, এ দুটো বিষয়ে স্পেশালিস্ট বলতে পারেন আমাকে। আর মাঝে মধ্যে লেকচার ঝাড়ি।'

'লেকচার?'

'কাজ না করলে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাব না?' কথার ফাঁকে হাত এবং মুখ চালু রেখেছে ডা. রুডেনকো। ডিম, মাছ, মাংস টপাটপ তার মুখের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'সারাদিন তো বসেই আছি, তাই সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক এবং কখনও কখনও চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে থাকি। শ্রোতারা বেশিরভাগই ঘুমায়, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে খোশ-গল্প করে।'

'বোঝা গেল, খুব আরামেই আছেন আপনি।'

'কিন্তু লেকচার ঝেড়েই বা আর কতটা সময় কাটানো যায়! তাই আইস মেশিনটাকে হবি হিসেবে নিয়েছি।'

'আইস মেশিন?'

'পরে দেখাব আপনাকে।'

রাজকীয় ব্রেকফাস্ট সারল রানা। বিরাম নেই, একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে ডা. রুডেনকো। রানা এবার উঠে যাবে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল সে

'কমান্ডার বলেছেন, আপনি যদি ঘুরেফিরে সব দেখতে চান, আমি যেন আপনার গাইড হই। তা, দেরি করে লাভ কি?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'আগে আমি দাড়ি কামাব, কাপড় পরব, তারপর কথা বলব ক্যাপ্টেনের সাথে।'

একটু মনঃক্ষুণ্ণ দেখাল রুডেনকোকে। বলল, 'আমরা চার-পাঁচদিন পর একবার দাড়ি কামাই। আপনি রোজ কামালেও অবশ্য আমাদের বলার কিছু থাকবে না। আর কাপড়-চোপরের কথা যদি বলেন, শার্ট প্যান্টই আমাদের ইউনিফর্ম। ভাল কথা, ক্যাপ্টেন বলে দিয়েছেন কোন ব্যাপারে আপনার যদি কোন প্রশ্ন বা কৌতূহল থাকে, জানালেই তিনি তার ব্যাখ্যা দেবেন।'

'ধন্যবাদ।'

আধ ঘণ্টা পর সাগরের নিচে এই শহরটাকে দেখার জন্যে রুডেনকোর সাথে বেরুল রানা। এর আগে যেসব সাবমেরিন দেখেছে ও লেনিনগ্রাদের তুলনায় সেগুলোকে প্রস্তর যুগের বলে ধারণা হলো ওর। প্রথমেই লেনিনগ্রাদের আকারের কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রকাণ্ড নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরকে জায়গা দেয়ার জন্যে খোলটা এত বড় করে তৈরি করা হয়েছে যে এর ভেতর তিন হাজার টনের যে-কোন সারফেস শিপ অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে। সাধারণ সাবমেরিনে থাকে একটা ডেক আর লোয়ার হোল্ড, কিন্তু লেনিনগ্রাদে রয়েছে তিন তিনটে ডেক। রুডেনকো রানাকে নিয়ে প্রথমে এল তার সিক-বে-তে। সার্জারীর জন্যে অত্যাধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে এখানে। সিক-বে-তে কেবিন আছে, কিন্তু রোগী নেই। কেবিনগুলোর দেয়ালে সাঁটা হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতাদের নানান হাস্যকর অভিব্যক্তির ছবি। সেগুলোর দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রুডেনকো বলল, 'এগুলো আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ। লোভ দেখাবার জন্যে রেখেছি। কিন্তু তবু রুগী পাই না।'

অফিসার্স কোয়ার্টার আর ওয়ার্ডরুমের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে এক ডেক নিচে ক্রুদের লিভিং কোয়ার্টারে চলে এল ওরা চকমকে টালির তৈরি ওয়াশরুম আর বাঙ্করুমের পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ঢুকল ক্রু মেস রুমে।

'জাহাজের হার্ট বলতে এটাকেই বুঝি আমি,' হাত নেড়ে চারদিক দেখাল রুডেনকো। 'রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, প্রজেক্টর, মুভি থিয়েটার, কফি মেশিন, আইসক্রীম মেশিন, লাইব্রেরী, সবগুলো ইনডোর গেমের সরঞ্জাম—কি নেই এখানে? হার্ট বলতে আপনি যদি নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরকে বোঝেন, আমি আপনার সাথে একমত হব না। বেশি খাওয়ার কুফল সম্পর্কে এখানেই আমি ভাষণ দিই।' আট-দশজন লোক খাবার টেবিলে বসে কফি আর ধূমপান করছে, রুডেনকোর চড়া গলা শুনে তারা হাসতে লাগল। গ্যাকো আর লেফটেন্যান্ট রুস্তভের মধ্যে যা আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, এই লোকগুলোর মধ্যেও তাই দেখা গেল—হাসি-খুশি, আচরণে কোনরকম গাম্ভীর্য, অস্থিরতা বা নার্ভাসনেসের চিহ্ন নেই। এক এক করে প্রত্যেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রুডেনকো, জানাল ডা. রানা বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ নেভীর একজন ডাক্তার, সোভিয়েত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে কিছু দিন আমাদের সাথে থাকবেন। সন্দেহ নেই, ভাবল

রানা, ক্যাপ্টেন রাইকভের শিখিয়ে দেয়া কথা আউড়ে গেল রুডেনকো। মনে মনে খুশিই হলো ও। এখন আর সাবমেরিনারদের মধ্যে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে অকারণ কোন কৌতূহল থাকবে না।

মেস হল থেকে বেরিয়ে ছোট একটা কম্পার্টমেন্টে ঢুকল ওরা।

'এয়ার-পিউরিফিকেশন রুম,' বলল রুডেনকো। 'এর নাম ভ্যাসিলি কুজভ। আমাদের জাদুর বাক্সের খবর কি, কুজভ?'

'খবর ভাল, ডাক্তার সাহেব। সি.ও. রিডিং স্টেডি অন থারটি-পার্টস-এ-মিলিয়ন।' একটা লগ বুকে কিছু টুকল সে, তাতে খস খস করে সই করল রুডেনকো। তারপর দু'একটা কথা বলে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কম্পার্টমেন্ট থেকে।

'কলমের এক খোঁচায় অর্ধেক দিনের কাজ সারা হয়ে যায় আমার,' বলল রুডেনকো। 'গমের বস্তা, মাংস, গোল আলুর বস্তা, একশো রকমের টিনজাত খাবার—এসব দেখার আগ্রহ আছে আপনার?'

'নেই। কেন বলুন তো?'

'আমাদের পায়ের নিচে, ফরওয়ার্ড ডেকের অর্ধেক জায়গা দখল করে আছে ওগুলো। ওই স্টোরেজ হোল্ড আসলে ছোটখাট একটা স্টেডিয়াম। এত খাবার কেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন। উত্তরটা হলো, সংখ্যায় আমরা একশো জন, তিন মাস ধরে খেতে হলে প্রায় সবই সাবাড় হয়ে যাবে। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে কমপক্ষে তিন মাস যাতে সাগরে থাকতে পারি তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। স্টোরেজ হোল্ডে আমরা যাব না, অত খাবার এক জায়গায় জড়ো করা অবস্থায় দেখলে আমার খিদে নষ্ট হয়ে যায়। তারচেয়ে, চলুন, রান্নাঘরে ঢুঁ মারা যাক।'

রুডেনকোর পিছু পিছু গ্যালিতে চলে এল রানা। মাঝারি একটা কামরা, সমস্ত তৈজসপত্র স্টেনলেস স্টীলের তৈরি, ঝলমল করছে। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সাদা কোট পরা মোটাসোটা এক লোক ঘুরে দাঁড়াল। তার পাশ থেকে স্টুয়ার্ড সাসকিন নিচু গলায় কি যেন বলল তাকে। রুডেনকোকে দেখে হাসল সাদাকোট। 'লাঞ্চের নমুনা চাখতে এলেন বুঝি, ডা. রুডেনকো?'

'না। ডা. রানা, এর নাম ইলারিয়ন কাপুসটির, চীফ কুক—আমার পেটের দুশমন। অ্যাই, লাঞ্চ হিসেবে কি ধরনের বিষ খাওয়াচ্ছ আজ তোমরা?'

চীফ কুকের চেহারায় হাসির প্লাবন বয়ে গেল। 'বিষ নয়, ডাক্তার সাহেব, পুষ্টি। ক্রীম সুপ, গরুর কোমরের মাংস, রোস্ট করা আলু আর যত ইচ্ছে আপেল পাই।'

শিউরে ওঠার ভান করে রানাকে জিজ্ঞেস করল রুডেনকো, 'লেনিনগ্রাদে আমরা সবাই কেন মোটা হয়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারছেন তো?' রানাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাত তুলে দশ ইঞ্চি মোটা একটা ব্রোঞ্জ টিউব দেখাল। গ্যালির ডেক থেকে লম্বায় চার ফিট হবে সেটা। টিউবের মুখে ভারী একটা ঢাকনি রয়েছে, তিন জোড়া স্ক্রু দিয়ে আটকানো।

'প্রেসার কুকার?' জানতে চাইল রানা।

'দেখে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে ওটা আমাদের আবর্জনা খায়।

আগেকার দিনে কয়েক ঘণ্টা পর পর পানির নিচ থেকে মাথা তুলতে হত সাবমেরিনকে, তখন আবর্জনা ফেলা কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু আজকাল আমরা হপ্তার পর হপ্তা, কখনও মাসের পর মাস পানির তলায় থাকি, কাজেই আবর্জনা ফেলার নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই টিউব লেনিনগ্রাদের একেবারে নিচে পর্যন্ত গেছে। টিউবের নিচের প্রান্তে ভারী একটা দরজা আছে, ওয়াটারপ্রুফ। এখানের এই দরজা, মানে ঢাকনি, আর নিচের সেই দরজা বোতাম টিপে খোলা যায়, কিন্তু এমনই ব্যবস্থা করা আছে দুটো দরজা একসাথে খুলবে না। যদি খোলে, নির্ঘাত লেনিনগ্রাদের সর্বনাশ! চীফ কুকের সহকারী সাসকিন নাইলনের ব্যাগে আবর্জনা ভরে, সেই সাথে ভরে একটা আস্ত দশ ইঞ্চি ইঁট…'

'ইঁট?'

'ইঁট। কাপুসটিন, শেষ গোণার সময় জাহাজে ক'টা ছিল?'

'এক হাজারের কিছু বেশি, ডাক্তার সাহেব।'

'আবর্জনার সাথে ব্যাগে ইঁট দেয়া হয়, কারণ তা না হলে ওগুলো পানির ওপর ভাসতে থাকবে। এমন কি শান্তিকালীন সময়েও আমরা চাই না কেউ আমাদের পজিশন জানুক। এক একবারে তিন কি চারটে ব্যাগ টিউবে ভরা হয়। তারপর বন্ধ করা হয় ওপরের ঢাকনি। নিচের ঢাকনি খুলে যায়, পাম্প করে পানিতে বের করে দেয়া হয় ব্যাগগুলোকে। ওগুলো বেরিয়ে গেলে আবার বন্ধ হয়ে যায় নিচের দরজা সহজ, তাই না?' রানার হাত ধরে টান দিল রুডেনকো। 'আসুন, আসুন, এখনও অনেক ঘোরাঘুরি বাকি!'

গ্যালি থেকে বেরিয়ে ভারী একটা ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। এক একটা ক্ল্যাম্পের ওজন হবে পনেরো-বিশ-সের, মোট আটটা। সবগুলো নামিয়ে খোলা হলো দরজা। ভেতরে ঢুকে আবার সেগুলোকে জায়গা মত বসাতে হলো।

'ফরওয়ার্ড টর্পেডো স্টোরেজ রুম,' ফিসফিস করে বলল রুডেনকো। ষোলোটা বাঙ্ক, কয়েকটা টর্পেডো র‍্যাকের একেবারে গা ঘেঁষে। সাত-আটটা বাঙ্কে লোকজন রয়েছে, সবাই ঘুমে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, মাত্র ছ'টা টর্পেডো,' বলে চলল রুডেনকো। 'নিয়ম হলো, এখানে বারোটা আর টর্পেডো টিউবে ছ'টা থাকতেই হবে। কিন্তু এই ছ'টাই এখন আমাদের সম্বল।'

'কেন?'

'সবে শেষ হয়েছে সোভিয়েত মহড়া, জানেন তো?' রানা মাথা ঝাঁকাতে আবার শুরু করল রুডেনকো, 'ওই মহড়ায় নতুন ধরনের টর্পেডো নিয়ে হাজির ছিলাম আমরা—রেডিও-কন্ট্রোলড টাইপ। ওগুলোর মধ্যে থেকে দুটো টর্পেডো ঠিক মত কাজ করেনি। আমাদের অ্যাডমিরাল হুকুম দিলেন, সবগুলো টর্পেডো নামিয়ে চেক করতে হবে। গদানস্ক ফিরে এসে চেকিঙের কাজ শুরু হলো। স্কাভা আমাদের ডিপো শিপ, ওতে এক্সপার্টরাও থাকে। চেকিঙের কাজ চলছিল, এই সময় ড্রিফ্ট আইস স্টেশনের খবর এল। সাথে সাথে চেকিঙের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কমান্ডার রাইকভ জোর দিয়ে বললেন, কম করেও ছ'টা টর্পেডো ফিরিয়ে দিতে হবে জাহাজকে।' ফিক করে হাসল রুডেনকো। 'সাবমেরিনের কমান্ডাররা

টর্পেডো ছাড়া কোথাও বেরুতে চান না।'

'তবে কি এই টর্পেডোগুলো কাজ নাও করতে পারে?'

'অকেজো কিনা তা জানতে হলে ওগুলোকে ব্যবহার করতে হবে।'

'চেকিঙের কাজ তাহলে বন্ধ রাখা হয়েছে কেন?'

'বন্ধ রাখা হয়েছে, কারণ কোথায় ত্রুটি আছে বের করার জন্যে একনাগাড়ে ষাট ঘণ্টা খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা। একটু এদিক-ওদিক হলে টর্পেডো বিস্ফোরিত হতে পারে, তাই ক্লান্ত লোকদের দিয়ে চেকিঙ না করানোই ভাল।'

এরপর দুটো ভারী দরজা পেরিয়ে ফরওয়ার্ড টর্পোডো রূমে চলে এল ওরা। সরু একটা কামরা, টিউবে টর্পেডো ভরা আর নামানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি জায়গা রাখা হয়নি। খাড়া দুটো ব্যাংকে তিনটে করে টিউব, ইস্পাতের ভারী ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করা মুখ। মাথার ওপর লোডিং রেইল, সাথে মোটা চেইন ঝুলে আছে। কোন বাঙ্ক নেই, তারমানে এখানে কেউ শোয় না।

লেনিনগ্রাদের পিছন দিকে এসে মেস হলে ঢুকল ওরা, ওদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন নাবিক। বলল, ডা. রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। লোকটার পিছু পিছু চওড়া সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রূমে চলে এল রানা। ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ল ডা. রুডেনকো। রেডিও রূমের বাইরে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কমান্ডার লিউ রাইকভ।

'মর্নিং, ডক্টর। নিদ্রাদেবীর আরাধনায় কোন খুঁত থেকে যায়নি তো?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ব্যাপার কি, কমান্ডার?' ব্যাপার যে সত্যি কিছু একটা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমান্ডার হাসছেন না।

'নভেলি সম্পর্কে মেসেজ আসতে শুরু করেছে। আগে অবশ্য ডিকোড করতে হবে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।'

কেমন যেন একটা ভয় ভয় লাগল রানার। কমান্ডার কি ডিকোড করার আগেই মেসেজের অর্থ ধরতে পেরেছেন? 'এর মধ্যে আমরা তাহলে পানির ওপর উঠেছিলাম?'

জানতে চাইল ও। পানির নিচে ডুব দেবার প্রায় সাথে সাথে সাবমেরিন তার রেডিও কন্টাক্ট হারিয়ে ফেলে।

'গদানস্ক ছেড়ে আসার পর? না। এই মুহূর্তে তিনশো ফিট পানির নিচে রয়েছি আমরা।'

'এটা কি রেডিও মেসেজ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'নয়তো কি? সময় বদলেছে, ডা. রানা। ট্র্যান্সমিট করার জন্যে আজও আমাদেরকে পানির ওপর মাথা তুলতে হয়, কিন্তু সাগরের গহীন তলা, যেখানে পর্যন্ত আমরা নামতে পারি, সেখান থেকেও রিসিভ করতে কোন অসুবিধে নেই। রাশিয়ার কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, ব্যবহার করছে এক্সট্রিমলি লো ফ্রিকোয়েন্সি, যেটা কিনা এই গভীরতায় অনায়াসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আসুন, ডা. রানা, মেসেজ ডিকোড হবার আগে ড্রাইভারদের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

কয়েকজন কন্ট্রোল-সেন্টার ক্রুর সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো।

এখানে ডা. রুডেনকোর সাথে কমান্ডার রাইকভের একটা মিল দেখতে পেল রানা। অফিসার এবং সাধারণ কর্মী, সবার সাথে সহজ, হাসি-খুশি, দিলখোলা ব্যবহার, সবাই আলাদাভাবে যাতে মনে করে, সেই বোধহয় কমান্ডারের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। সবশেষে পেরিস্কোপ স্ট্যান্ডের কাছে বসা একজন অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। বয়স এত কম, মনে হলো এখনও হাইস্কুলে পড়ছে।

'ইউরি ওসিপভ,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'এমনিতে ওকে আমরা এক কানাকড়িও দাম দিই না, কিন্তু জাহাজ একবার বরফের নিচে পৌঁছুলে আমাদের মধ্যে ওই হয়ে ওঠে সবচেয়ে দামী লোক। আমাদের নেভিগেশন্যাল অফিসার কি হে, আমাদের খোঁজ-খবর কিছু আছে, নাকি হারিয়ে গেছি?'

প্লটিং টেবিলের দিকে তাকাল ওসিপভ। কাঁচের ভেতর নরওয়েজিয়ান সী-র চার্ট, বিন্দুর মত খুদে একটা আলোর কণা দেখিয়ে বলল সে, 'ওখানে রয়েছি আমরা, ক্যাপ্টেন। জাইরো আর সিন্‌স্ চেকিঙে রয়েছে, পজিশনে চুল পরিমাণ ভুল হবারও সম্ভাবনা নেই।'

'সিন্‌স্?' জানতে চাইল রানা।

'শিপ'স ইনার্শিয়াল নেভিগেশনাল সিস্টেম—এস.আই.এন.এস.। এককালে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল গাইড করার জন্যে এই ডিভাইস ব্যবহার করা হত, ইদানীং সাবমেরিনকে গাইড করার জন্যে ওটার সাহায্য নেয়া হচ্ছে, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে। আমি শুধু শুধু মুখ খরচ করব না, সুযোগ পেলে ওসিপভই আপনার কান ঝালাপালা করে ছাড়বে।' চার্ট টেবিলের দিকে তাকালেন রাইকভ। 'আমরা কি খুব আস্তে-ধীরে যাচ্ছি, ডা. রানা?'

'লেনিনগ্রাদের এই স্পীড, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল রানা। 'এ যেন চোখের নিমেষে কোত্থেকে কোথায় চলে এসেছি!'

'বাল্‌টিক সাগর পেরিয়ে আসতে যতটা সময় লাগবে বলে আশা করেছিলাম ততটা লাগেনি, আটটার আগেই আমরা উত্তর সাগরে পড়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল ট্রিম অ্যাডজাস্ট করার জন্যে স্লো টাইম ডাইভের আয়োজন করব, কিন্তু তার আর দরকার পড়েনি। নাকের দিকে বারোটা টর্পেডো কম থাকাতেও লেনিনগ্রাদের পিছনটা ভারী হয়ে ডেবে যায়নি। আমাদের এই বাহন আসলে এতই বড়, এখানে সেখানে দু'দশ টন কমবেশি হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। কাজেই…'

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে একজন নাবিকের হাত থেকে একটা সিগন্যাল শীট নিলেন কমান্ডার। সাবধানে, ধীরেসুস্থে পড়লেন সেটা। তারপর ঝট্ করে মুখ তুললেন, হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন কন্ট্রোল সেন্টারের নির্জন এক কোণে। রানা এগিয়ে আসছে দেখে ওর দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। এখনও তাঁর মুখে হাসি নেই।

'দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'মেজর আজামাত কিরিম, স্টেশন নভেলির কমান্ডার…কাল বললেন, আপনার খুবই ঘনিষ্ঠ পুরানো বন্ধু?'

রানা অনুভব করল, ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে মেসেজটা নিল ও, পড়তে শুরু করল।

'গ্রীনিচ মীন সময় শূন্য-নয়-চার-পাঁচে ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির আরেকটা মেসেজ পাওয়া গেছে—খুবই দুর্বল আর ভাঙা ভাঙা, ডিসাইফার করা অত্যন্ত

কঠিন। এর আগের ব্রডকাস্ট রিসিভ করেছিল ব্রিটিশ ট্রলার ওপিয়া, এটাও ওই ওপিয়াই রিসিভ করেছে। মেসেজের যতটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায়, মেজর আজামাত কিরিম, অফিসার কমান্ডিং, এবং অপর তিনজন লোক, যাদের নাম বলা হয়নি, হয় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, নয়তো মারা গেছে। এই চারজনের মধ্যে কে কে মারা গেছে, কিংবা কিভাবে মারা গেছে তার কোন আভাস পাওয়া যায়নি। আর সবাই, এদেরও সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি, পোড়া শরীর নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ধুঁকছে। খাবারদাবার, ফুয়েল, আবহাওয়া এবং পরিবেশগত অবস্থা বা শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে মেসেজে যা বলা হয়েছে তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। জীবিতরা একটা ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, কারণ আবহাওয়া খারাপ। তুষার ঝড়—শব্দ দুটো পরিষ্কার ধরা গেছে। মেসেজ রিসিভ করার পরপরই আইস স্টেশন নভেলির সাড়া পাবার চেষ্টা করে ওপিয়া, কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর অনুরোধে ফিশিং গ্রাউন্ড ছেড়ে লিস্নিং পোস্ট হিসেবে কাজ করার জন্যে ব্যারিয়ারের দিকে এগোচ্ছে ওপিয়া।'

রানার হাত থেকে মেসেজটা নিয়ে নিচু গলায় আবার বললেন ক্যাপ্টেন রাইকভ, 'দুঃখিত, ডা. রানা।'

'আজামাত কিরিমকে যতটুকু চিনি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'সহজে হার মানার লোক সে নয়। নভেলিতে যদি একজন লোকও বেঁচে থাকে, তার আজামাত কিরিম হবারই সম্ভাবনা—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। চেষ্টা করলে তাকে আমরা হয়তো বাঁচাতে পারব। যেভাবেই হোক, নভেলির পজিশন জানতে হবে!'

'সেটা হয়তো ওরা নিজেরাও জানে না,' রাইকভ বললেন। 'জানেনই তো, ওটা একটা ড্রিফটিং স্টেশন। ওখানে আবহাওয়ার যা অবস্থা, শেষবার পজিশন জানার পর হয়তো কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া, আমাদের জানা মতে, ওদের সেক্সট্যান্ট, ক্রনোমিটার এবং রেডিও ডিরেকশন ফাইন্ডার আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'এক হপ্তা আগের পজিশন জানলেও চলবে,' বলল রানা। 'কি গতিতে এবং কোন্ দিকে ভেসে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে ওদের একটা ধারণা না থাকার কোন কারণ নেই। আনুমানিক একটা কিছু হলেও চলবে। ওপিয়াকে বলা দরকার, ওরা যেন কোন বিরতি না নিয়ে ট্র্যান্সমিটার চালু রাখে। চেষ্টা করলে এখন শুধু ওরাই নভেলির সাড়া পেতে পারে। পজিশন চেয়ে ডাকতে থাকুক। এখন আপনি যদি পানির ওপর মাথা তোলেন, ওপিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'সন্দেহ আছে। ওপিয়া আমাদের প্রায় হাজার মাইল উত্তরে। আমাদের সিগন্যাল ধরবে, অত বড় রিসিভার নেই তার—মানে আমাদের ট্র্যান্সমিটার খুবই ছোট।'

'বড় ট্র্যান্সমিটারের কোন অভাব নেই বি.বি.সি.-র, আপনাদের নৌ-বাহিনীর সদর-দফতরেও অনেক আছে,' বলল রানা। 'যাকে ইচ্ছে অনুরোধ করুন, সে যেন ওপিয়ার সাথে যোগাযোগ করে জানায়, নভেলির কাছ থেকে তার পজিশন জানতে হবে।'

'কাজটা ওরাও সরাসরি করতে পারে।'

'অবশ্যই পারে। কিন্তু উত্তরটা ওরা শুনতে পাবে না। ওপিয়া পাবে—যদি কোন উত্তর থাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার রাইকভ। 'এখুনি আমরা পানির ওপর উঠব।' বলে হন হন করে ডাইভিং স্ট্যান্ডের দিকে এগোলেন তিনি।

নিজের কেবিনে ফিরে এসে কটে শুয়ে পড়ল রানা।

চার

'ওই দেখা যায় ব্যারিয়ার,' বললেন কমান্ডার রাইকভ।

উত্তর দিকে চলেছে লেনিনগ্রাদ, তার সিলিন্ডার-আকৃতির প্রকাণ্ড কাঠামো একবার সম্পূর্ণ পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে বিশাল এক একটা ঢেউয়ের মাথায় চেপে উঠে আসছে পানির ওপর। প্রচণ্ড শক্তি রাখে নিউক্লিয়ার-পাওয়ারড এঞ্জিন, কিন্তু এই মুহূর্তে তার বিশাল জোড়া-প্রপেলারকে খুব আস্তেই ঘোরাচ্ছে সে, স্পীড তিন নটেরও কম। ওরা ব্রিজের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তিরিশ ফিট নিচে দুনিয়ার সেরা সোনার-ইকুইপমেন্ট লেনিনগ্রাদের চারদিকে পানিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, তবু ভাসমান কোন বরফের চাঁইয়ের সাথে ধাক্কা লাগার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, তাই স্পীড বাড়াবার কোন ঝুঁকি নিচ্ছেন না কমান্ডার। দুপুরের আর্কটিক আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে, আলো এত কম যে মনে হয় সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। ব্রিজ থার্মোমিটার বলছে, সী টেম্পারেচার আটাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, এয়ার টেম্পারেচার ষোলো ডিগ্রী ফারেনহাইট। উত্তর থেকে ধেয়ে আসা জোর বাতাস ইস্পাত রঙের ঢেউয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাদা মুকুট।

ঢেউয়ের মাথা থেকে বাতাসের হাতে চলে এসেই শক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে পানি, কনিং-টাওয়ারের খাড়া গায়ে বুলেটের গতিতে আছাড় খাচ্ছে সেগুলো।

ডাফ্‌ল কোট আর অয়েলস্কিনের ভেতর ঠক ঠক করে কাঁপছে ওরা। ক্যানভাস উইন্ড-ডজারের আড়ালে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ক'জন। কমান্ডার রাইকভের লম্বা করা হাত অনুসরণ করে দূরে তাকাল রানা। সাগরের একটানা গর্জন আর কনিং-টাওয়ারের গায়ে বরফ ভাঙার কান ফাটানো আওয়াজ সত্ত্বেও তাঁর দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল ও।

দু'মাইলের কিছু এদিকে গোটা উত্তর দিগন্ত জুড়ে ধূসর-সাদা রঙের মোটা একটা রেখা দেখা গেল। দূর থেকে মনে হলো রেখাটা কোথাও ভাঙেনি, সবখানে সমান আর মসৃণ। এর আগেও এই রেখা দেখেছে রানা, ওখান থেকেই পোলার আইস ক্যাপ-এর শুরু, যে বরফের টুপি দুনিয়ার মাথার দিকটাকে ঢেকে রেখেছে। বছরের এই সময়ে ওই বরফ জমাট বেঁধে দুনিয়ার ওদিকে আলাস্কা পর্যন্ত বিশাল একটা নিরেট অবিচ্ছিন্ন টুকরো হয়ে আছে। এই টুকরোর নিচ দিয়েই যেতে হবে

ওদেরকে। যেতে হবে কয়েকশো মাইল দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া একদল লোককে খুঁজে বের করার জন্যে, যারা হয়তো এই মুহূর্তে মারা যাচ্ছে, কিংবা এরই মধ্যে মারা গেছে।

শেষ রিলে করা রেডিও মেসেজ পেয়েছে ওরা উনপঞ্চাশ ঘণ্টা আগে। তারপর থেকে অটুট হয়ে আছে নিস্তব্ধতা। আইসস্টেশন নভেলির সাড়া পাবার জন্যে ব্রিটিশ ট্রলার ওপিয়া গত দু'দিন থেকে প্রায় বিরতিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উত্তরের শূন্য খাঁ-খাঁ বরফের মরুভূমি থেকে নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছু আসছে না। কোন কথা নয়, কোন শব্দ নয়, নয় কোন সিগন্যাল, এমনকি দুর্বোধ্য কোন ফিসফাসও শুনতে পাওয়া যায়নি।

আঠারো ঘণ্টা আগে আণবিক শক্তিচালিত মার্কিন আইসব্রেকার লভো ব্যারিয়ারের কিনারায় পৌঁচেছিল। বরফ ভেঙে ভেতরে ঢোকার জন্যে আদা-জল খেয়ে বেপরোয়া একটা চেষ্টা চালায় ওরা। শীতের এই শুরুতে আইস ক্যাপের বরফ এখনও তত পুরু আর ঘন হয়ে ওঠেনি, যেমন উঠবে মার্চের দিকে। অত্যন্ত মজবুত আর শক্তিশালী বলে লভোর সুখ্যাতি আছে, আঠারো ফিট উঁচু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে সে। আবহাওয়া ভাল থাকলে বরফ ভেঙে সেই একেবারে নর্থ পোল পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তার। কিন্তু ভাসমান বরফের আকার আর ঘনত্ব সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক বেশি হওয়ায় তার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ব্যারিয়ার থেকে আইস ক্যাপের ভেতর দিকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়েছিল সে, তারপর বিশ ফিট উঁচু আর সম্ভবত একশো ফিট গভীর একটা পাঁচিলের সামনে বাধা পেয়ে অভিযান বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেষ ক'মাইল পেরোতে গিয়ে পর পর কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয়েছে তার বো'র, এবং পিছু হটে আইস প্যাক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণে লড়ছে সে।

মার্কিনীরা এখানেই থেমে থাকেনি। রাশিয়ানদের সাথে তারাও লং-রেঞ্জ বম্বারের সাহায্যে গোটা এলাকার ওপর ব্যাপক তল্লাশী চালিয়েছে। গভীর মেঘ আর প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্লেনগুলো তাদের অস্বাভাবিক শক্তিশালী রাডার নিয়ে কম করেও একশো বার যাওয়া আসা করেছে। কিন্তু কোথাও একটা রাডার সাইটিঙের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের বি-ফিফটিটু বম্বারের ব্যর্থতা সংশ্লিষ্ট মহলের সবাইকে অবাক করে দেয়। বলা হয়, ঘন অন্ধকারেও নাকি দশ হাজার ফিট উঁচু থেকে একটা ঘরের সন্ধান বের করতে পারে তার রাডার। বি-ফিফটিটু-র ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, আগুন লাগার পর ঘরগুলোর বোধহয় আর কোন অস্তিত্বই নেই। বরফের ঢিবি আর বরফ মোড়া ঘর, রাডারের চোখ বোধহয় আলাদাভাবে এগুলোকে সনাক্ত করতে পারেনি। কেউ কেউ জানিয়েছে, তাদের ধারণা, তল্লাশীটা ভুল জায়গায় চালানো হয়েছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এসেছে বম্বারের পাইলটদের কাছ থেকে—এলাকার ওপর ঘন মেঘ আর তুষারের মাতামাতিতে বাধা পেয়ে ছত্রাখান আর দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে রাডারের ওয়েভ। কারণ যাই হোক, আইসস্টেশন নভেলিকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনভাবে হারিয়ে গেছে, যেন কোন কালে তার কোন অস্তিত্বই

ছিল না।

'এখানে দাঁড়িয়ে বরফে জমতে থাকার কোন মানে হয় না.' সাগরের গর্জন আর বরফ ভাঙার আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল কমান্ডার রাইকভের গলা। 'বরফের তলায় ঢুকতে যখন হবেই, এখুনি ঢুকে পড়া ভাল।' বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন তিনি। ওদিকে, সিকি মাইল দূরে একটা চওড়া আকৃতির ট্রলারকে দেখা গেল। গত দু'দিন থেকে আইস প্যাকের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ওপিয়া—যান্ত্রিক কান পেতে শুনছে, অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু আর তার অপেক্ষা করার উপায় নেই, এবার তাকে ফিরে যেতে হবে নিজের ঠিকানায়। তার ফুয়েলের রিজার্ভ শেষ হয়ে এসেছে।

'এই মেসেজটা পাঠাও ওদের,' পাশে দাঁড়ানো নাবিককে বললেন ক্যাপ্টেন। 'ডাইভ দিতে যাচ্ছি আমরা, বরফের তলা দিয়ে এগোব। আগামী চারদিনের মধ্যে বেরোবার ইচ্ছে নেই, চোদ্দ দিন থাকার মত প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি।' রানার দিকে ফিরলেন। 'এই সময়ের মধ্যে ওদেরকে যদি খুঁজে না পাই...' কথাটা তিনি শেষ করলেন না।

সম্মতি জানাবার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা, কমান্ডার আবার মেসেজটা বলতে শুরু করলেন, 'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা রইল। কামনা করি আপনারা যেন নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন।'

সিগন্যালম্যানের ল্যাম্প মেসেজটা পাঠাতে শুরু করল। তারপর, ওপিয়া থেকে একটা উত্তরও এসে পৌঁছুল।

'কি বলল ওরা?' জানতে চাইলেন কমান্ডার।

'ওই বরফের নিচে মাথা সামলে রাখবেন। গুড লাক অ্যান্ড গুড বাই।'

'সবাই নিচে,' বললেন কমান্ডার।

মই বেয়ে ছোট একটা কম্পার্টমেন্টে নেমে এল রানা, তারপর একটা হ্যাচের ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে আরেকটা মই বেয়ে নামল সাবমেরিনের প্রেশার হালে। এরপর আরেকটা হ্যাচ, আরেকটা মই—পৌঁছুল লেনিনগ্রাদের কন্ট্রোল ডেকে। ওকে অনুসরণ করে এল কমান্ডার আর সিগন্যালম্যান। সবার পিছু পিছু এল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, ওপরের ভারী, ওয়াটারপ্রুফ দরজা দুটো তাকেই বন্ধ করতে হয়েছে।

সাবমেরিনের ডাইভ দেয়ার মুহূর্তটি খুব নাটকীয় করে দেখানো হয় সিনেমায়। কিন্তু কমান্ডার রাইকভের ডাইভিং টেকনিক অত্যন্ত সাদামাঠা। কোনরকম ব্যস্ততা নেই, উত্তেজনা নেই, চোখ কুঁচকে থাকা লোকজন কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল না, রুদ্ধশ্বাসে কেউ বলল না, 'ডাইভ, ডাইভ, ডাইভ,' ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল না ঘণ্টা। হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোন ধরলেন রাইকভ, শান্ত গলায় বললেন, 'ক্যাপ্টেন বলছি। বরফের নিচে যেতে চাইছি আমরা। এখন ডাইভ দেব।' মাইক্রোফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তিনশো ফিট।'

সাগরের দিকে খোলা সমস্ত হ্যাচ, সারফেস ওপেনিং এবং ভালভ বন্ধ আছে কিনা চেক করার জন্যে আলোর সারিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল চীফ ইলেকট্রনিক টেকনিশিয়ান। সবগুলো ডিস্ক লাইট নিভে গেছে, স্লট লাইটগুলো

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এবার এক এক করে, আগের চেয়েও অলস ভঙ্গিতে, সবগুলো আলো চেক করল সে, তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলল, 'স্ট্রেইট লাইন শাট, স্যার।' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। জোরাল হিস হিস শব্দ করে ব্যালাস্ট ট্যাংক থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল বাতাস।

দশ মিনিট পর এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন কামান্ডার। এই দু'দিনে নাবিক এবং মানুষ হিসেবে তাঁকে চিনে নিয়েছে ও। ভদ্রলোককে দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে ওর, রীতিমত শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। ক্রুদের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছেন তিনি, তারা তাঁকে একাধারে বিশ্বস্ত বন্ধু, অভিভাবক এবং লীডার হিসেবে গ্রহণ করেছে। সবাই জানে তিনি সদাহাস্যময়, হৃদয়টা কোমল এবং মহৎ। সাবমেরিন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী তিনি, খুঁটিনাটি বৈসাদৃশ্য তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে তার কোন উপায়ই নেই। ক্রুদের মুখে শুনে ইতিমধ্যে জেনেছে রানা, ক্যাপ্টেনের সবচেয়ে বড় গুণ, চরম বিপদেও তিনি উত্তেজিত বা বিচলিত হতে জানেন না। লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, লেনিনগ্রাদের একজিকিউটিভ অফিসার, যে কিনা কারও প্রশংসা করতে জানে না, তার মুখ থেকে শোনা গেছে, লিউ রাইকভ নাকি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাবমেরিন অফিসার। কথাটা সত্যি হলে খুশি হবে রানা, কারণ এই পরিস্থিতিতে সেই রকম একজন লোকই দরকার ওর।

'বরফের নিচে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা, ডা. রানা,' বললেন তিনি। 'কেমন লাগছে আপনার?'

'সাপের গর্তে ঢুকছি নাকি ইঁদুরের গর্তে, চোখে দেখতে পেলে বোধহয় একটু স্বস্তি বোধ করতাম।'

রানা যেমন কথায় বা আচরণে বুঝতে দেয়নি সে ক্যাপ্টেনকে পছন্দ করে, তেমনি ক্যাপ্টেনও রানাকে বুঝতে দেননি তিনিও রানাকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। যদিও রানার সাথে কথা বলার ভঙ্গি এবং পরিমাণ লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। মধুর একটু হেসে শুরু করলেন তিনি, 'ইচ্ছে করলেই দেখতে পারি আমরা। লেনিনগ্রাদে আমাদের সাথে রয়েছে দুনিয়ার সেরা চোখ। এই চোখ নিচের দিকে দেখতে পায়, চারদিকে চোখ বুলায়, সামনে-পিছনে তাকায়, সোজা ওপর দিকে নজর ফেলে। নিচের দিকটা দেখে যে চোখ তার নাম ফ্যাদোমিটার বা ইকো-সাউন্ডার। এর কাজ আমাদেরকে জানানো, কীলের নিচে পানির গভীরতা কতটুকু। এই মুহূর্তে আমাদের কীলের নিচে পাঁচ হাজার ফিট পানি রয়েছে, কাজেই কোন আন্ডারওয়াটার প্রজেকশনের সাথে ধাক্কা লাগার কোন সম্ভাবনাই নেই, তারমানে, এই চোখের ব্যবহার এই মুহূর্তে একটা ফরম্যালিটি বৈ কিছু নয়। কিন্তু দায়িত্ব-সচেতন কোন নেভিগেশন অফিসার বোতাম টিপে এই চোখ বন্ধ করে রাখবে না। সামনে এবং চারদিকে নজর রাখার জন্যে আমাদের রয়েছে একজোড়া সোনার চোখ।'

মিটিমিটি হাসছে রানা।

'একটা সোনার ওপর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে, আরেকটা বো-র দু'দিকে, পনেরো ডিগ্রী পথের ওপর তল্লাশী চালাচ্ছে। সব শুনতে পায়, সব দেখতে পায়; গাঁজা নয়, নিরেট বাস্তব। বিশ মাইল দূরে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ওপর কেউ একটা

হাতুড়ি ফেলুক, আমরা জানতে পারব। এটাও. ফরমালিটি ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধ-জাহাজ নয়. ওপরে ভেসে থাকা বরফের চাপে নিচের দিকে নেমে আসা আইস স্ট্যাল্যাকটাইট খুঁজছে সোনার। যদিও বরফের নিচে পাঁচটা আর পোলের দিকে দুটো অভিযানে এ পর্যন্ত কোথাও একটা আন্ডারওয়াটার স্ট্যাল্যাকটাইট বা দু'শো ফিটের বেশি গভীর রিজ দেখিনি আমরা। এই মুহূর্তে আমরা তিনশো ফিট নিচে রয়েছি। তবু, চোখ জ্বেলে রাখাই সবদিক থেকে ভাল।' কথা শেষ করে মৃদু হাসলেন কমান্ডার। তারপর বললেন, 'আপনার মুচকি হাসি দেখে বোঝা গেছে, এসব বিষয়ে আপনি ভালই জানেন। বাধা দিয়ে আমাকে কথা বলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেননি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

এ প্রসঙ্গে কথা খরচ না করে জানতে চাইল রানা, 'বরফের সাথে না হোক, একটা তিমির সাথেও তো ধাক্কা লাগতে পারে?' আসলে রসিকতা করল ও।

'আরেকটা সাবমেরিনের সাথে ধাক্কা লাগতে পারে,' কথাটা বলার সময় কমান্ডারের মুখে হাসি দেখা গেল না। 'তার মানে হবে, দু'দলেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া। রাশিয়া আর আমেরিকা দুনিয়ার চাঁদির ওপর যেভাবে আনা-গোনা শুরু করেছে, আন্ডারওয়াটার পোলার আইস ক্যাপ ব্যস্ত চৌরাস্তা হয়ে উঠতে যাচ্ছে।'

'তারমানে কি সত্যি...'

'দশ হাজার বর্গ মাইল আকাশে দুটো প্লেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা কতটুকু? কাগুজে হিসেবে দেখা যাবে, কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ এ বছর এরই মধ্যে এ-ধরনের দুর্ঘটনা তিন-তিনটে ঘটে গেছে। তাই সোনার চোখ খোলা রাখি আমরা। কিন্তু ওপর দিকে নজর রাখে যে চোখ সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেখবেন, আসুন।'

রানাকে নিয়ে কন্ট্রোল রুমের আফটার-স্টারবোর্ড প্রান্তে চলে এলেন কমান্ডার। এখানে ডা. রুডেনকো একজন লোককে সাথে নিয়ে কাঁচ-ঢাকা একটা আই-লেভেল মেশিনের ওপর ঝুঁকে আছে। মেশিনের বাইরের দিকে দেখা গেল সাত ইঞ্চি চওড়া কাগজের একটা রিবন, ঘুরছে। কালি লাগানো একটা স্টাইলাস সেই রিবনের ওপর সরু, সরল রেখা টানছে। হাত বাড়িয়ে ক্যালিব্রেটেড কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করল রুডেনকো।

'সারফেস ফ্যাদোমিটার,' কমান্ডার বললেন। 'আইস মেশিন বলে এক ডাকে চেনে সবাই। এটা ডা. রুডেনকোর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, অপারেট করার জন্যে দু'জন ট্রেনিং পাওয়া লোক আছে আমাদের, কিন্তু কোর্ট-মার্শাল না করা পর্যন্ত ডাক্তারকে এটা থেকে আলাদা করা যাবে না বলে অগত্যা তার হাতেই সঁপে দিয়েছি।' দেঁতো হাসি দেখা গেল কমান্ডারের মুখে, কিন্তু চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যেও স্টাইলাসের ওপর থেকে সরল না। 'ইকো-সাউন্ডিং মেশিনের মতই কাজ করে এটা। বরফের গায়ে লেগে ফিরে আসে প্রতিধ্বনি—ওখানে যদি বরফ থাকে। সরু কালো রেখাটা দেখছেন, ওটার মানে হলো, ওপরে খোলা পানি রয়েছে। আমরা যখন বরফের নিচে চলে যাব, ওপর দিকে খাড়া একটা গতি যোগ হবে স্টাইলাসে, তাতে শুধু যে বরফের উপস্থিতি টের পাব তাই নয়, বরফ ওখানে কতটুকু পুরু তাও জানতে পারব।'

'চমৎকার।'

'তারচেয়েও বেশি। বরফের নিচে এটা হয়ে উঠতে পারে লেনিনগ্রাদের জীবন অথবা মৃত্যুর কারণ। ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির জন্যে এটা জীবন-মৃত্যু তো বটেই। নভেলির পজিশন যদি শেষ পর্যন্ত আমরা জানতেও পারি, তার কাছে পৌঁছুতে হলে আমাদেরকে বরফের এই ছাদ ফুঁড়ে ওপরে উঠতে হবে। বরফ কোথায় পাতলা তা একমাত্র এই মেশিনই আমাদেরকে জানাতে পারে।'

'বছরের এই সময়ে তবে কি খোলা পানি থাকে না? কিংবা এক-আধটা ফাঁক-ফোকর?'

'আমরা একে বলি পলিনাইয়া। নেই। মনে রাখতে হবে, আইস প্যাক কখনোই নিশ্চল নয়, এমনকি শীতকালেও নয়। সারফেস-প্রেশারের অদল-বদল কদাচ বরফকে ভেঙে মাঝখানে খোলা পানি এক্সপোজ করতে পারে। শীতের সময় ওখানে যে এয়ার টেম্পারেচার, খোলা পানি কতক্ষণ তরল থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গায়ে পাতলা বরফের একটা চামড়া পড়ে যায়, এক ঘণ্টা মধ্যে সেই চামড়া এক ইঞ্চি পুরু হয়ে ওঠে, দু'দিন পর দেখা যায় সেটা এক ফুট পুরু হয়ে গেছে। এই রকম একটা পলিনাইয়ার দেখা যদি মেলে, যার বয়স তিন দিনের বেশি নয়, তাহলে সেটা ভেঙে বরফের ওপর উঠে যাবার ভাল সুবিধে হতে পারে।'

'কনিং-টাওয়ার একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না?'

'আমরা নাবিকরা ওটাকে সেইল বলি। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের সেইল বিশেষ ভাবে মজবুত করে তৈরি করা হয় শুধু এই একটা কারণে, যাতে আর্কটিক বরফ ভেঙে ওপর দিকে উঠতে পারে। যদিও, অপারেশনটা খুব সাবধানে, আস্তে-ধীরে সারতে হয়। কারণ, ধাক্কাটা প্রেশার হালেও গিয়ে পৌঁছায়।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে প্রশ্ন করল রানা, 'লেনিনগ্রাদ যদি খুব জোরে ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা করে, প্রেশার হালের কি হবে? যতটুকু বুঝি, হঠাৎ করে স্যালাইনিটি এবং এয়ার টেম্পারেচারে পরিবর্তন দেখা দিলে এর দরকার হতে পারে। আপনি হয়তো শেষ মুহূর্তে টের পেলেন পাতলা বরফেব নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে সরে গেছেন আরেক দিকে, এবং আপনার মাথার ওপর রয়েছে দশ ফিট নিরেট বরফ?'

'এ নিয়ে কথা তো বলবেনই না, চিন্তাও করবেন না। ঘাড়ের ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে তাতে দুঃস্বপ্ন দেখা পোষাবে না আমার।' ভাল করে তাকাল রানা, কিন্তু কমান্ডারের চেহারায় হাসির কোন আভাস পেল না। আগের চেয়ে নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আমরা যখন বরফের নিচ দিয়ে যাই, ক্রুদের সবাই এক-আধটু ভয় পায়ই। অন্তত আমি পাই। জানি, আমাদের এটা দুনিয়ার সেরা সাবমেরিন, কিন্তু একশো একটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। রিয়্যাক্টর, স্টীম টারবাইন কিংবা জেনারেটারে যদি কোন গোলমাল দেখা দেয়, ধরে নিতে হবে আমরা শেষ। খোলা সাগরে এসব কোন সমস্যা নয়, ভুস করে পানির ওপর ভেসে উঠতে পারি কিংবা সারফেসের কাছাকাছি থেকে ডিজেল ব্যবহার করে এগোতে পারি। কিন্তু ডিজেল ব্যবহার করতে হলে বাতাস দরকার হবে, এবং আইস প্যাকের নিচে ওই জিনিসটা

নেই। কাজেই, খারাপ কিছু একটা যদি ঘটেও, আমাদেরকে যেমন করে হোক একটা পলিনাইয়া খুঁজে বের করতে হবে ওপরে ওঠার জন্যে. যদিও বছরের এই সময় সেটা পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবার, পলিনাইয়াটা পেতে হবে আমাদের স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবার আগেই।'

'এসব কথা শুনে খুব উৎসাহ বোধ করছি!'

'আসলে ঘাবড়াবার কিছু নেই,' অনেকক্ষণ পর এই আবার কমান্ডারের মুখে হাসি দেখল রানা। 'এ-ধরনের কিছু ঘটেনি কখনও, ঘটবেও না। ওহে, ডাক্তার রুডেনকো, কিছু খবরাখবর দেবে নাকি?'

'এই যে, ক্যাপ্টেন,' সাড়া দিল ডাক্তার রুডেনকো, 'প্রথম বরফের চাঁই! আরেকটা! আসুন না, দেখে যান। ডা. রানা, আপনিও আসুন। আরেকটা।'

আইস-মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। স্টাইলাস থেকে এখন মৃদু একটা হিস হিস শব্দ বেরিয়ে আসছে। খানিক আগে পর্যন্ত কাগজের ওপর হরাইজন্টাল রেখা আঁকছিল, এখন রেখাটা ঘন ঘন ওপর-নিচে ওঠা নামা করছে। এর মানে হলো, ওদের মাথার ওপর দিয়ে সাবমেরিনের পিছন দিকে সরে যাচ্ছে বরফের চাঁই। একটা করে বরফের নিচে আসে জাহাজ,. কাগজের ওপর সরল রেখাটা উঁচু-নিচু হতে থাকে। বরফের ভাসমান দ্বীপ একের পর এক আসছেই, একসময় কাগজে আর সরল রেখার কোন অস্তিত্বই থাকল না।

'আইস প্যাকের তলায় চলে এসেছি,' বললেন কমান্ডার। 'এবার আমরা লেনিনগ্রাদকে আরও গভীরে নিয়ে যাব। তারপর খুলে দেব ওর সমস্ত বাঁধন।'

লেনিনগ্রাদের সমস্ত বাঁধন খুলে দেবার অর্থ পরদিন খুব সকালে টের পেল রানা। কাঁধে হাতের মৃদু স্পর্শ পেয়ে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল ও। চোখ মেলতেই ওভারহেড লাইটে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। আলো একটু সয়ে আসতে দেখল, চেহারায় ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ।

'দুঃখিত, ডা. রানা,' গলার আওয়াজে কিন্তু না আছে দুঃখ, না আছে ক্ষমা-প্রার্থনার সুর। 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

'পৌঁছে গেছি? কোথায়?'

'৮৫·৩৫´ উত্তর, ২১´·২০´ পুব—শেষ হিসেবে ড্রিফট স্টেশন নভেলির পজিশন। পোলার আইস ভেসে যাওয়ার গতি মনে রেখে নতুন করে এই আনুমানিক হিসেব বের করা হয়েছে। উঠে পড়ো।'

'এরই মধ্যে?' রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলাল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম?'

'আমরা অলস, এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। ক্যাপ্টেন আশা করছেন, সাথে থেকে তুমি আমাদের কাজ-কর্ম দেখবে।'

'এই এলাম বলে।' নভেলির পজিশনে পৌঁছে গেছে মানে লেনিনগ্রাদ এবার বরফ ভেদ করে মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করবে। নভেলির সাথে রেডিও যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র, তবু যদি যোগাযোগ হয় বা যখন হবে. ওখানে রানা উপস্থিত থাকতে চায়।

কন্ট্রোল রুমে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় প্রায় ছিটকে প্যাসেজওয়ের দেয়ালে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল রানা। হ্যান্ড-রেইল ধরে শেষমুহূর্তে সামলে নিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে আরেক দিকে কাত হয়ে পড়ল লেনিনগ্রাদ, যেন কোন ফাইটার প্লেন হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে শুরু করেছে। রানার জানামতে, কোন সাবমেরিনের এই আচরণ করার কথা নয়।

'আমার নাচ দেখবে বলে ডেকে এনেছ?' জানতে চাইল রানা, 'সামনে কোন বাধা ছিল, লেনিনগ্রাদ বোধহয় সেটা এড়াল, তাই না?'

'নিশ্চয়ই সম্ভাব্য কোন পলিনাইয়া। কিংবা বরফ ওখানে পাতলা দেখা গেছে। এ-ধরনের একটা কিছু দেখা গেলেই কুকুর যেমন তার লেজকে ধাওয়া করে সেটাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে, আমরাও প্রায় তাই করি। এর জন্যে ক্রুদের মধ্যে আমরা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি, বিশেষ করে তারা যখন সুপ বা কফি খায়…'

'ক্রুদের মধ্যে আমি থাকলে বিদ্রোহ করতাম।'

কন্ট্রোল রুমে ঢুকে রানা দেখল, দু'পাশে নেভিগেটর আর একজন লোককে নিয়ে প্লটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কমান্ডার রাইকভ, কি যেন গভীর মনোনিবেশের সাথে লক্ষ করেছেন তিনি। আরও সামনের দিকে সারফেস ফ্যাদোমিটারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন গলায় বরফের ধরন ঘোষণা করছে।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন কমান্ডার। 'মর্নিং, ডা. রানা। ইউরি, মনে হয় এখানে হয়তো একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে প্লটিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট। কাঁচ ঢাকা টেবিলের নিচে একটা চৌকো চার্ট দেখা গেল, বিন্দুর মত একটা আলোর কণা সেই চার্টের ওপর জ্বলজ্বল করছে। আলোর কণা চার্টের ওপর দিকে এগিয়ে এসেছে, কেউ একজন পেন্সিলের সরু ডগা দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছে পথটাকে। কাগজের ওপর তিনটে লাল ক্রস চিহ্ন দেখল রানা। দুটো একেবারে গা ঘেঁষে। আইস মেশিনের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, সাথে সাথে চার্টের ওপর পড়ল চার নম্বর ক্রস চিহ্ন। রানা লক্ষ করল ডা. রুডেনকো নয়, আইস মেশিনে অন্য লোক রয়েছে।

মুখ তুলল লেফটেন্যান্ট। 'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। হয়তো একটা সম্ভাবনা। তবে খুব সরু লাগছে আমার কাছে।'

'আসলেও তাই,' বললেন কমান্ডার। 'কিন্তু গত এক ঘণ্টায় ভারী বরফের মধ্যে এটাই প্রথম ব্রেক। তাছাড়া, আরও যত উত্তরে যাব, পাতলা বরফের দেখা পাবার সম্ভাবনা ততই কমে আসবে। এটাকেই খুঁচিয়ে দেখা যাক। স্পীড?'

'এক নট,' সবচেয়ে অল্প-বয়েসী অফিসার ওসিপভ বলল।

কমান্ডার অর্ডার দিলেন, 'অল ব্যাক ওয়ান থার্ড।'

ক্ষিপ্র হাতে একজন ক্রুকে ডাইভিং-স্ট্যান্ড বাকেট সীটের সাথে সেফটি বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। টেলিগ্রাফের দিকে ঝুঁকে পড়ে এঞ্জিন রুমকে নির্দেশ দিল সে, 'লেফট ফুল রাডার।'

প্লট চেক করার জন্যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন রাইকভ। আলোর কণা

আর ট্রেসিং পেন্সিল ফিরে আসছে, ফিরে আসছে চারটে ক্রস চিহ্ন দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। 'অল স্টপ,' বললেন তিনি। 'রাডার অ্যামিডশিপ।' একটু বিরতি, তারপর আবার, 'অল অ্যাহেড ওয়ান থার্ড। নো। অল স্টপ।'

'স্পীড জিরো,' বলল ওসিপভ।

'টোয়েনটি-ওয়ান···টোয়েনটি ফিট।' ডাইভিং অফিসারের দিকে তাকালেন কমান্ডার। 'কিন্তু ধীরে-সুস্থে, ধীরে-সুস্থে।'

জোরাল একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল। লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ব্যালাস্ট খালি হওয়ার আওয়াজ?'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'ব্যালাস্ট খালি হচ্ছে বটে, কিন্তু আওয়াজটা পাম্পের। ব্যালাস্ট থেকে পাম্প করে বের করে দেয়া হচ্ছে পানি—সব এক সাথে নয়, রয়ে-সয়ে। এতে করে ওপরে ওঠার গতি নিজেদের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে, সাবমেরিনের কীলও সমান রাখা সহজ হয়, সামনের দিকে ঝুঁকে বা পিছন দিকে ডেবে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। স্টার্ট বন্ধ করা একটা সাবকে, কীল সমান রেখে ওপরে তোলা অনভিজ্ঞদের কাজ নয়। সাধারণ কোন সাব এই টেকনিক কাজে লাগাবার কথা ভাবতেই পারে না।'

পাম্পের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ট্যাংকে পানি ফিরে আসার শব্দ পেল ওরা। ডাইভিং অফিসার ওপরে ওঠার গতি কমিয়ে আনল। শব্দটা নিস্তেজ হতে হতে মিলিয়ে গেল।

'সিকিউর ফ্লাডিং,' বলল ডাইভিং অফিসার। 'স্টেডি অন ওয়ান হানড্রেড ফিট।'

'আপ পেরিস্কোপ,' পাশে দাঁড়ানো ক্রু-ম্যানকে বললেন কমান্ডার।

টেনে অন করা হলো একটা ওভার হেড লিভার, হাই-প্রেশার অয়েলের হিসহিস শুনতে পেল সবাই, সেই সাথে স্টারবোর্ড পেরিস্কোপকে তার খোপ থেকে ওপরে তুলতে শুরু করল হাইড্রলিক পিস্টন। চকচকে সিলিন্ডার আকৃতির পেরিস্কাপ বেরিয়ে এল, হাতল ধরে ঝুঁকে পড়লেন কমান্ডার, চোখ রাখলেন আই-পীসে।

'একে অন্ধকার, তার ওপর আমরা রয়েছি সাগরের কয়েকশো ফিট নিচে, বরফের তলায়—কি দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল রানা।

'বলা মুশকিল। সাগরের তলা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আছে। এটা একটা দুর্লভ ঘটনা। আকাশে চাঁদ থাকতে পারে, তারা থাকতে পারে—হ্যাঁ, তারার আলোও অনেক গভীর পর্যন্ত নেমে আসে। শুধু হয়তো ক্ষীণ একটু আলোর আভাস মাত্র, তবু পাতলা বরফ ভেদ করে নেমে আসতে পারে।' রানার দৃষ্টি কমান্ডারের দিকে আকৃষ্ট করল লেফটেন্যান্ট। 'লক্ষণ ভাল না। হ্যান্ড-গ্রিপ মুচড়ে পেরিস্কোপ লেন্সটাকে ওপর দিকে তাক করছেন উনি। আর পাশের ওই বোতামটা ফোকাসিঙের জন্যে। তারমানে, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।'

সিধে হলেন কমান্ডার। 'ঘন কালো অন্ধকার। হাল আর সেইল ফ্লাডলাইট

অন।' এক সেকেন্ড পর আবার তিনি আই-পীসে চোখ রাখলেন। প্রায় সাথে সাথে সিধে হলেন আবার, 'কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্যামেরা অন।'

লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল রানা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সাদা একটা স্ক্রীনের দিকে তাকাল। 'ক্লোজসার্কিট টিভি, ডাক্তার। ডেকের ওপর বসিয়ে কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে ক্যামেরাটাকে, ওপর আর চারদিকে নজর বুলাতে পারে—রিমোট-কন্ট্রোলড।'

ঝাপসা, ধূসর আর ছায়াহীন দেখাল টিভি স্ক্রীন। 'নতুন একটা ক্যামেরা কিনলেই পারতে!' বলল রানা।

'এরচেয়ে নতুন আর দামী ক্যামেরা বাজারে নেই,' হেসে উঠে বলল লেফটেন্যান্ট। 'ঝাপসা লাগছে পানির জন্যে। বিশেষ একটা টেম্পারেচার আর লবণাক্ত পরিবেশে ফ্লাডলাইটের আলো পেলেও ক্যামেরার চোখে কিছু ধরা পড়ে না। ঘন কুয়াশার মধ্যে হেডলাইট জেলে গাড়ি চালাবার মত অবস্থা আর কি।'

'ফ্লাডলাইট অফ,' শান্ত সুরে বললেন কমান্ডার। টিভি স্ক্রীন সাদা হয়ে গেল। 'ফ্লাডলাইট অন।' আগের মতই ধূসর আর ঝাপসা দেখাল আলোকিত পর্দা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কি বুঝছ, ইউরি?'

'বেতন কাটা হবে না, এই অভয় দিলে আমি একটু কল্পনার আশ্রয় নিতে পারি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'স্ক্রীনের বাঁ কোণে ওটা বোধহয় ঝাপসা মত আমি সেইলের মাথাটা দেখতে পাচ্ছি। বড় বেশি অন্ধকার, ক্যাপ্টেন।'

কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি পজিশনে স্থির আছি?'

'বলতে পারছি না,' প্লট থেকে মুখ তুলে বলল ওসিপভ। 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'ভ্যালেনকভ?' আইস মেশিনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

'পাতলা বরফ, ক্যাপ্টেন। এখনও।'

'জানাতে থাকো। ডাউন পেরিস্কোপ।' ভাঁজ করে হাতলটা ওপরে তুলে দিলেন কমান্ডার, ফিরলেন ডাইভিং অফিসারের দিকে। 'এমনভাবে ওপরে ওঠাও, সেইলের ওপর আমরা যেন এক ঝুড়ি ডিম রেখেছি, তার একটাতেও চিড় ধরাতে চাই না।'

আবার শোনা গেল পাম্পের আওয়াজ। কন্ট্রোল রুমের চারদিকে তাকাল রানা। সবাই শান্ত, স্থির এবং যে যার কাজে মগ্ন। একেবারে নিচু গলায় বারবার আওড়াচ্ছে ভ্যালেনকভ: 'পাতলা বরফ, পাতলা বরফ।' রানার মনে হলো, বাতাসে টান টান হয়ে থাকা উত্তেজনাটুকু হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে।

'নাইনটি ফিট,' ডাইভিং অফিসার জানাল।

'পাতলা বরফ, পাতলা বরফ।'

'ডেক ফ্লাড অফ, সেইল ফ্লাড অন।' এখনও কমান্ডারের কথায় বা চেহারায় উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। 'ক্যামেরা ঘোরাতে থাকো। সোনার?'

'অল ক্লিয়ার,' সাথে সাথে জবাব দিল সোনার অপারেটর। 'অল ক্লিয়ার অল রাউন্ড।' কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর হঠাৎ উত্তেজিত সুরে জানাল সে,

'না—থামুন! কন্ট্যাক্ট ডেড অ্যাসটার্ন।'

দ্রুত জানতে চাইলেন কমান্ডার, 'কত কাছে?'

'এত কাছে যে আন্দাজ করা কঠিন। খুব বেশি কাছে।'

'শি ইজ জাম্পিং!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানাল ডাইভিং অফিসার। 'এইটি ফিট, সেভেনটি ফাইভ। হয় আরও ঠাণ্ডা একটা পানির স্তর নয়তো অতিরিক্ত লবণাক্ততার মধ্যে গিয়ে পড়েছে লেনিনগ্রাদ।'

'ভারী বরফ! ভারী বরফ!' গলার শিরা ফুলে উঠল ভ্যালেনকভের।

'ফ্লাড ইমার্জেন্সী!' কমান্ডার গলার আওয়াজ এবার অর্ডারের মতই শোনাল।

হঠাৎ তৈরি বাতাসের চাপ অনুভব করল রানা। নেগেটিভ ট্যাংকের পথ খুলে দিয়েছে ডাইভিং অফিসার এবং ইমার্জেন্সী ডাইভিং ট্যাংকে টন টন পানি ঢুকছে। কিন্তু দেরি যা হবার হয়ে গেছে। সবাইকে টলিয়ে দিয়ে ওপরের বরফের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো লেনিনগ্রাদ। ঝন ঝন কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল, সবগুলো ওভারহেড লাইট নিভে গেল। ভারী পাথরের মত পতন শুরু হলো সাবমেরিনের।

'ব্লো নেগেটিভ টু দি মার্ক!' ডাইভিং অফিসার জানাল।

দু'শো ফিট, আড়াইশো ফিট—এখনও নেমে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। কারও মুখে কথা নেই, এক চুল নড়ছে না কেউ, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ডাইভিং স্ট্যান্ডের দিকে। পরিষ্কার বোঝা গেছে, কোন আন্ডারওয়াটার প্রেশার রিজের সাথে ধাক্কা খেয়েছে লেনিনগ্রাদের পিছনটা, একই সময় ওপরের ভারী বরফের সাথে টক্কর খেয়েছে তার সেইল। পিছনে যদি লেনিনগ্রাদ ফুটো হয়ে বা ফেটে গিয়ে থাকে, যতক্ষণ না কোটি কোটি টন পানির চাপে এটা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হচ্ছে ততক্ষণ তার এই পতন থামবে না।

'তিনশো ফিট,' জানাল ডাইভিং অফিসার। 'সাড়ে তিনশো—এবার মন্থর হয়ে আসছে নামার গতি। থামছে।'

এখনও নামছে লেনিনগ্রাদ, অলস ভঙ্গিতে চারশো ফুট মার্ক পেরিয়ে আসছে কাঁটা। এই সময় এক হাতে টুল কিট, আরেক হাতে ল্যাম্প নিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকল গ্যাকো।

'সব সময় আমি এর বিরোধিতা করে এসেছি,' বলল সে। মনে হলো প্লটের ওপর ঝুলে থাকা নষ্ট ল্যাম্পের সাথে কথা বলছে। কারও দিকে না তাকিয়ে সেটা মেরামত করতে লেগে গেল। 'সাগরের গভীরে নাক গলাবার অনুমতি দেয়া হয়নি মানুষকে। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই আমি বলে রাখলাম, যতই নতুন নতুন ডুবোজাহাজ বানাও, প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নেবে,সব চুরমার হয়ে যাবে...'

'তুমি যদি বকবকানি না থামাও, সত্যিই তাই হবে,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন কমান্ডার, যদিও তাঁর চেহারায় রাগ বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মনে মনে তিনি বোধহয় খুশিই হয়েছেন, টান টান উত্তেজনার মধ্যে গ্যাকোর কথাগুলো পরিবেশে খানিকটা হালকা ভাব এনে দিল। 'হোল্ডিং?' ডাইভিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটা আঙুল খাড়া করে নিঃশব্দে হাসল ডাইভিং অফিসার। মাথা ঝাঁকিয়ে হাত বাড়ালেন ক্যাপ্টেন, মাইক্রোফোন ধরে মুখের সামনে টেনে নিয়ে এলেন।

'ক্যাপ্টেন বলছি।' চেহারায় বা বলার ভঙ্গিতে কোন রকম ব্যস্ততা বা অস্থিরতা নেই। 'ধাক্কা লাগার জন্যে দুঃখিত। কি ক্ষতি হয়েছে না হয়েছে এখুনি রিপোর্ট করো।' তার পাশের একটা প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল, হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ অন করলেন তিনি। সিলিঙের আড়াল থেকে ভেসে এল লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে ওঠার ঘড়ঘড় শব্দ।

'ম্যানুভারিং রুম।' আপার-লেভেল এঞ্জিন রুমের পিছন দিকে ওটা। 'সরাসরি আমাদের মাথার ওপরে লেগেছে ধাক্কাটা। এক বাক্স মোমবাতি, কিছু ডায়াল আর গজ লাগবে। চিন্তার কিছু নেই, মাথার ওপর এখনও ছাদ আছে।'

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। সামলাতে পারবে তো?'

'পারব, কমরেড ক্যাপ্টেন।'

আরেকটা সুইচ অন করলেন কমান্ডার। 'স্টার্ন রুম?'

'এখনও জাহাজের সাথে আছি তো আমরা?' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে, অত্যন্ত সাবধানে জানতে চাইল একজন লোক।

'আছ,' আশ্বাস দিয়ে বললেন রাইকভ। 'রিপোর্ট করার আছে কিছু?'

'রাজ্যের নোংরা কাপড় নিয়ে পোল্যান্ডে ফিরতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেন। ধাক্কা লাগায় বোধহয় অপমান বোধ করেছে, সেই থেকে ওয়াশিং মেশিনটা চালু হতে চাইছে না।'

মৃদু হেসে সুইচ অফ করে দিলেন কমান্ডার। চেহারায় উদ্বেগের কোন ছাপ নেই। রানা ভাবল, লোকটার মুখের কোথাও নিশ্চয়ই ঘাম শুকাবার মেশিন লুকানো আছে। ওর নিজের অবস্থা···হাতের কাছে তোয়ালে থাকলে এতক্ষণে বোধহয় ভিজে যেত সেটা।

লেফটেন্যান্ট রুস্তভের সাথে কথা বলছেন কমান্ডার। 'কপাল মন্দ, বুঝলে! স্রোতের বহুমুখী ধারা, ওখানে ওটা থাকার কথা ছিল না। টেম্পারেচারের আকস্মিক পরিবর্তন, হবার ছিল না। তার ওপর একটা প্রেশার রিজ, ওখানে থাকতে পারে বলে আশাই করিনি।'

'এখন আমরা···'

লেফটেন্যান্টের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর দিলেন কমান্ডার, 'আবার চেষ্টা করব।'

রানার ইচ্ছে হলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরু আর কপালের ঘাম মোছে, কিন্তু গর্ব ক্ষুণ্ন হবে ভেবে ক্ষান্ত হলো ও। দু'শো ফিটে উঠে এল লেনিনগ্রাদ। এখানে পনেরো মিনিট স্থির করে রাখা হলো তাকে। সদ্য জমাট বাঁধা পলিনাইয়ার আউটলাইন নিখুঁতভাবে প্লটে না দেখা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন না কমান্ডার। এরপর তাঁর নির্দেশে লেনিনগ্রাদকে একটা বাউন্ডারি লাইনের ঠিক বাইরের পজিশনে নিয়ে আসা হলো। ধীরে-সুস্থে ওপরে ওঠার নির্দেশ দিলেন তিনি।

'ওয়ান হানড্রেড টোয়েনটি ফিট,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডাইভিং অফিসার। 'ওয়ান হানড্রেড টেন।'

'ভারী বরফ,' ভ্যালেনকভের গলা। 'ভারী বরফ।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। এরপর আবার যখন কন্ট্রোল রুমে

আসবে, মনে মনে ভাবল রানা, তোয়ালের কথা ভুলবে না। রাইকভ বললেন, 'স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যাবার গতি হিসেব করতে যদি ভুল হয়ে থাকে, আবার একটা ধাক্কা খাব আমরা।' গ্যাকোর দিকে ফিরলেন তিনি, এখনও সে ল্যাম্প মেরামতের কাজে ব্যস্ত। 'তোমার জায়গায় আমি হলে মেরামতের কাজটা আপাতত স্থগিত রাখতাম। কারণ, খানিক পর হয়তো আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তাছাড়া, হাতে আমাদের অত বেশি স্পেয়ারও নেই।'

'ওয়ান হানড্রেড ফিট,' বলল ডাইভিং অফিসার। তার চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে, কিন্তু গলার সুরে হালকা একটা ভাব।

'পানির রঙ পরিষ্কার হয়ে আসছে,' হঠাৎ বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'দেখুন!'

ঘোলা রঙের পানি খুব বেশি না হলেও বেশ খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। টিভি স্ক্রীনে সেইলের ওপরের কোণ দেখা গেল। পরমুহূর্তে আরও কিছু দেখতে পেল ওরা—সেইলের ওপর মাত্র বারো ফিট ওপরে, কদর্য চেহারার আইস রিজ।

ট্যাংকে পানি ঢুকতে শুরু করল। কি করতে হবে বলে দিতে হলো না ডাইভিং অফিসারকে। প্রথম বার এক্সপ্রেস এলিভেটরের মত ছুটে গিয়ে আরেক ধরনের পানির স্তরের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল লেনিনগ্রাদ, একজন সাবমেরিনারের জীবনে এই ধরনের ঘটনা একবার ঘটলেই যথেষ্ট। 'নাইনটি ফিট,' রিপোর্ট করল সে। 'এখনও উঠছে।' ট্যাংকে আরও পানি ঢুকল। তারপর আওয়াজটা থেমে গেল। 'আমরা থামছি। ঠিক নাইনটি ফিটের মাথায়।'

'রাখো ওখানে, আর বলতে হবে না,' টিভি স্ক্রীনের দিকে চোখ রেখে বললেন কমান্ডার। 'গা ভাসিয়ে সরে যাচ্ছি আমরা···আশা করি, পলিনাইয়ার ভেতর।'

'তা যাচ্ছি,' বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'কিন্তু আইস রিজ আর সেইলের মাথা, এই দুইয়ের মাঝখানে দুই ফিটের বেশি ফাঁক আছে বলে মনে হয় না···'

'ভ্যালেনকভ?' রিপোর্ট চাইলেন কমান্ডার। কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে নাকের ডগা চুলকালেন তিনি।

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন। গ্রাফের চেহারা কেমন যেন বিদঘুটে দেখাচ্ছে···না, আমরা এড়াতে পেরেছি!' কন্ট্রোল রুমে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এই প্রথম একজনের কথায় এবং চেহারায় উত্তেজনা ফুটে উঠতে দেখল রানা। 'পাতলা বরফ! পাতলা বরফ!'

টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকাল রানা। পর্দার ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যাচ্ছে বরফের খাড়া কিনারা, সেই সাথে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ওপর দিকের পরিষ্কার পানি।

'আস্তে-ধীরে, আস্তে-ধীরে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'আইস ওয়ালের দিকে ঘোরাও ক্যামেরা, তারপর সোজা ওপর দিকে তোলো।'

পাম্পের আওয়াজ শোনা গেল। মাত্র দশ ফিট দূরে বরফের পাঁচিল ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

'এইটি-ফাইভ ফিট,' ডাইভিং অফিসার রিপোর্ট করল। 'এইটি।'

'ব্যস্ততার কিছু নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন কমান্ডার। 'স্রোতের আড়ালে চলে এসেছি আমরা।'

'সেভেনটি-ফাইভ ফিট।'

পাম্প থামাতেই ট্যাংকে পানি ঢুকতে শুরু করল।

'সেভেনটি ফিট।'

প্রায় অচল হয়ে এসেছে লেনিনগ্রাদ, ওপর দিকে এতই ধীর গতিতে উঠছে যে টের পাওয়া কঠিন। ওপর দিকে মুখ তুলল ক্যামেরা, মসৃণ বরফের একটা সিলিং ওটাকে স্পর্শ করার জন্যে নেমে আসছে। আরও পানি ঢুকল ট্যাংকে, সাবমেরিনের গতি আরও একটু কমল। মাথার ওপর বরফের সিলিং, লেনিনগ্রাদের সেইল ধাক্কা খেলো তার সাথে। মৃদু একটা ঝাঁকি অনুভব করল রানা। লেনিনগ্রাদ স্থির হয়ে গেল।

'বিউটিফুলি ডান,' ডাইভিং অফিসারের প্রশংসা করলেন কমান্ডার। 'এবার বরফের গায়ে একটু চাপ দিয়ে দেখা যাক।'

যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে স্টার্ট নিল পাম্প। ট্যাংক থেকে পানি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে হালকা হতে শুরু করল জাহাজ, একটানা বাড়তেই থাকল পজিটিভ বয়্যান্সি। কিন্তু বরফের সিলিং যেমন ছিল তেমনি থাকল। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে, পাম্প করে বের করে দেয়া হলো আরও পানি, তবু অবস্থা আগের মতই, কিছুই ঘটছে না।

নিচু গলায় লেফটেন্যান্টকে বলল রানা, 'মেইন ব্যালাস্ট খালি করছ না কেন? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েকশো টন পজিটিভ বয়্যান্সি পেতে পারো। বরফের সিলিংটা চল্লিশ ইঞ্চি পুরু হলেও নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে চাপ লাগলে না ভেঙে পারে না।'

'সেই সাথে লেনিনগ্রাদও ভাঙবে,' গম্ভীর সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'হঠাৎ করে ওই পরিমাণ বয়্যান্সি পেলে সোডাওয়াটারের বোতল থেকে ছিপি যেমন ছিটকে বেরিয়ে যায়, সেই রকম লাফ দিয়ে বরফ ভেদ করে শূন্যে উঠে যাব আমরা। প্রেশার হাল হয়তো বা ধাক্কাটা সামলে নেবে, আমি ঠিক জানি না—কিন্তু কোন সন্দেহ নেই রাডার একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

শান্তভাবে ডাইভিং স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কমান্ডার, নিঃশব্দে চেক করলেন ডায়ালগুলো। এরপর কি করবেন তিনি, আন্দাজ করতে পারল না রানা। তবে উনি যে সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন, ইতিমধ্যে সেটা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে ও।

'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়,' ডাইভিং অফিসারকে বললেন। 'পিছনে এত চাপ নিয়ে এখন যদি উঠে যাই, এটা আর ডুবোজাহাজ থাকবে না, উড়োজাহাজ হয়ে যাবে। আমরা যা আন্দাজ করেছি, তারচেয়ে অনেক বেশি পুরু এই বরফ। একটানা চাপ দিয়ে দেখা হয়েছে, কাজ হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ একটা গুঁতো মারলেই হাসিল হবে কাজ। পানি ভরে আশি ফিট বা কাছাকাছি নামিয়ে আনো। ব্যালাস্ট ট্যাংকে হুস করে খানিকটা বাতাস ভরো, তারপর ষাঁড়ের মত একটা গুঁতো দাও। কপালের লিখন কি বলে দেখা যাক।'

দু'শো চল্লিশ টন ওজনের এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট যে-ই বসিয়ে থাকুক লেনিনগ্রাদে, মনে মনে তার গুষ্টি উদ্ধার করেছে রানা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সেটা

আর কাজ করছে না। এক-আধটু বাতাস যাও বা আছে, সাংঘাতিক গরম লাগছে তার স্পর্শ। একে একে সবার মুখে তাকাল ও, বুঝল, বাতাসের অভাবে কমবেশি সবাই ভুগছে। শুধু কমান্ডার লিউ রাইকভ বাদে। তাঁর শরীরে শুধু ঘাম শুকানোর মেশিনই নয়, সম্ভবত একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারও আছে। আচ্ছা, বরফের গায়ে গুঁতো মারার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তাঁর কি মনে ছিল, লেনিনগ্রাদ তৈরি করতে মার্কিন ডলারের হিসেবে খরচ পড়েছে একশো বিশ মিলিয়ন ডলার, মানে, পাঁচশো চল্লিশ কোটি টাকা?

লেফটেন্যান্ট রুস্তভের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে, তার চেহারায় উদ্বেগের আর কোন চিহ্ন নেই। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে গ্যাকো, চোখাচোখি হবার ভয়ে কারও দিকে তাকাচ্ছে না সে। কমান্ডার থামার পর নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে আছে কন্ট্রোল রুমে।

সবার দৃষ্টি টিভি স্ক্রীনের ওপর স্থির হয়ে আছে। সেইল আর বরফের মাঝখানে একটা ফাঁক তৈরি হলো। পতনের গতি সামাল দেবার জন্যে চালু করা হলো পাম্প। বরফের ওপর ফ্লাডলাইটের আলো প্রথম দিকে উজ্জ্বল দেখালেও, লেনিনগ্রাদ যত নিচে নামতে লাগল টিভির পর্দায় ম্লান হয়ে এল আলোটা, কিন্তু আকারে বাড়তে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পর স্থির হয়ে গেল সাবমেরিন।

'হ্যাঁ, এখুনি,' কমান্ডার বললেন। 'আবার স্রোতের মধ্যে পড়ার আগেই।'

প্রচণ্ড চাপের মুখে হিস হিস আওয়াজ করে কমপ্রেসড এয়ার ঢুকতে শুরু করল ব্যালাস্ট ট্যাংকে। অলস ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল লেনিনগ্রাদ, বরফের ওপর ছোট আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আলোটা।

'মোর এয়ার,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

প্রতি মুহূর্তে ওপরে ওটার গতি বাড়ছে লেনিনগ্রাদের। সেইল আর বরফের মাঝখানে ফাঁকটা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। পনেরো ফিট, দশ ফিট।

এক হাত দিয়ে প্লটিং টেবিলের কিনারা অপর হাত দিয়ে ওভারহেড গ্র্যাব বার ধরল রানা। স্ক্রীনে দেখা গেল, ওদের দিকে ধেয়ে আসছে বরফ। হঠাৎ করে ছবিটা কাঁপতে আর নাচতে শুরু করল, তীব্র এক ঝাঁকি খেলো লেনিনগ্রাদ। আরও কিছু আলো নিভে গেল। ফাঁপা একটা প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সাবমেরিনের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। ছবিটা আবার ফুটল স্ক্রীনে, বরফের নিচে এখনও ইতস্তত করছে সেইল। পরমুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠে একদিকে হেলে পড়ল লেনিনগ্রাদ। পায়ের তলায় ডেকের চাপ অনুভব করল ওরা। টিভি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেইল, তার জায়গায় দেখা গেল অস্বচ্ছ সাদাটে একটা ভাব।

'ফরটি ফিট! ফরটি ফিট!' রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করল ডাইভিং অফিসার। মাপটা ধরা হয় কীল লেভেল থেকে, কীল আর সেইলের ডগা পর্যন্ত মোট ষাট ফিট। তারমানে বরফ ভেদ করে উঠে এসেছে লেনিনগ্রাদ।

সঙ্কটের সময় কেউ তেমন অস্থির হয়নি, কাজেই বিপদ কেটে যেতেও কারও চেহারায় উল্লেখ করার মত স্বস্তির ভাব ফুটল না। মৃদু কণ্ঠে কমান্ডার বললেন, 'ঝামেলা গন!'

পকেট থেকে রুমাল বের করল রানা, মুখের ঘাম মুছে কমান্ডারকে জিজ্ঞেস

করল, 'এই রকম কি প্রায়ই ঘটে?'

'আরে না!' সহাস্যে বললেন তিনি। ফিরলেন ডাইভিং অফিসারের দিকে। 'একবার যখন উঠতে পেরেছি, লক্ষ রাখতে হবে আবার যেন তলিয়ে না যাই।'

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড ট্যাংকে আরও কমপ্রেসড এয়ার ভরা হলো তারপর ডাইভিং অফিসার জানাল, 'তলিয়ে যাবার আর কোন ভয় নেই, ক্যাপ্টেন।'

'আপ পেরিস্কোপ।'

লম্বা, চকচকে সিলভার টিউব মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে উঠে এল খোপ থেকে। আই পীসে চোখ রাখলেন ক্যাপ্টেন। তিন সেকেন্ড পর সিধে হলেন আবার। 'ডাউন পেরিস্কোপ।' রানার দিকে ফিরলেন। 'বাতাসের ছোঁয়া পেতে না পেতে লেন্সের পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। কিছুই দেখলাম না।' ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলেন। 'চল্লিশ ফিটে স্থির তো?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

'গুড।' কোয়ার্টারমাস্টারের দিকে ফিরলেন তিনি। গায়ে একটা অয়েল স্কিন চড়াচ্ছে সে। 'তাজা একটু বাতাস চলবে নাকি, লুতিকভ?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।' কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল কোয়ার্টার-মাস্টার। 'তবে, একটু বোধহয় সবুর করতে হবে।'

'না বোধহয়,' বললেন কমান্ডার। 'তুমি ভাবছ, ব্রিজ আর হ্যাচওয়ে গুঁড়ো বরফের গাদায় আটকে গেছে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'বরফ এত মোটা ছিল, তাতে বড় বড় ফাটল ধরাই স্বাভাবিক, সেগুলো জায়গা না পেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে ব্রিজ থেকে।'

একটা হ্যাচ খোলা হলো, হঠাৎ বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় কানে ভোঁ ভোঁ একটা আওয়াজ পেল রানা। দূর থেকে ভেসে এল আরেকটা হ্যাচ খোলার আওয়াজ। ভয়েস টিউব থেকে বেরিয়ে এল কোয়ার্টারমাস্টার লুতিকভের গলা, 'অল ক্লিয়ার আপ টপ।'

'অ্যান্টেনা তোলো,' নির্দেশ দিলেন কমান্ডার। রুস্তভের দিকে ফিরলেন। 'ইউরি, ট্র্যান্সমিট শুরু করতে বলো। আঙুল অসাড় না হওয়া পর্যন্ত থামতে নিষেধ করে দেবে। এখান থেকে কোথাও নড়ব না আমরা, যতক্ষণ ড্রিফট স্টেশন নভেলির সাড়া না পাই।'

'এখনও কেউ যদি ওখানে বেঁচে থাকে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, তা বটে।' কিন্তু রানার দিকে তিনি তাকাতে পারলেন না।

পাঁচ

লেনিনগ্রাদের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে রানা। আড়চোখে গ্যাকোর দিকে তাকাল একবার। সে-ও কাঁপছে, কিন্তু তার দাঁত দু'পাটি পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে কিনা বুঝতে পারল না। ওর নিজের দাঁত খট-খট

আওয়াজ করছে, গ্যাকোর দাঁত বাড়ি খেলেও শব্দটা শুনতে পাচ্ছে না।

এই যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছে ওরা, এর জন্যে এককভাবে রানাই সম্পূর্ণ দায়ী। ড্রিফট স্টেশন নভেলির ওয়েভ লেংথ বরাবর ট্র্যান্সমিশন চালু হবার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু যখন কোন সাড়া-শব্দ মিলল না, কমান্ডারকে ডেকে একটা সাজেশন দিল রানা। বলল, নভেলি হয়তো আমাদের কল শুনতে পাবে, কিন্তু পাওয়ার কম হয়ে যাওয়ায় উত্তর পাঠাতে পারবে না। তবে, ওরা যে আমাদের কল শুনতে পেয়েছে সেটা জানাবার জন্যে বিকল্প একটা ব্যবস্থা নিতে পারে। ড্রিফ্‌ট স্টেশনগুলো সাধারণত রকেট, রেডিও সনডেস এবং রকুনস রাখে। দলের একজন হয়তো হারিয়ে গেল, এই সময় দেখা গেল রেডিও কমিউনিকেশন কাজ করছে না, তখন রকেট ছুঁড়ে হারানো লোকটাকে ক্যাম্পের দিক নির্দেশ দেয়া হয়। সনডেস হলো রেডিও সহ বেলুন, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য যোগাড় করার জন্যে আকাশের দিকে বিশ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে। আর রকুনস আসলে রেডিও রকেট, বেলুন থেকে ছোঁড়া হয়, সনডেসের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। এই রকম চাঁদের আলোয় ওই বেলুন একটা যদি ছাড়া হয়, কম করেও বিশ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। তার ওপর বেলুনের সাথে যদি ফ্লেয়ার থাকে, এর দ্বিগুণ দূরত্ব থেকেও দেখতে পাওয়া যাবে। রানার কথায় যুক্তি আছে টের পেয়ে প্রথম দফায় ব্রিজ থেকে নজর রাখার জন্যে কে রাজি আছে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার। নিজের নাম প্রস্তাব করে রানা, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। ওকে সঙ্গ বা পাহারা দেবার জন্যে নিজে থেকেই রাজি হয় গ্যাকো।

পোলার আইস ক্যাপ—এ যেন অদ্ভুত অচেনা এক আলাদা জগৎ। নিরেট শক্ত বরফের রাজ্যে কোন কিছুরই নির্দিষ্ট কোন আকার বা আকৃতি নেই। নিঃস্ব, শূন্য, নিষ্প্রাণ আর জনমানবহীন। গা ছম ছম করতে লাগল রানার। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু তারাও নেই। এর কারণ কি বুঝতে পারল না ও। দক্ষিণ দিগন্তরেখার খুব কাছে ঘোলাটে, কুয়াশা ঢাকা চাঁদ কালো পোলার আইস ক্যাপের ওপর তার রহস্যময় আলো ফেলেছে। বরফের ওপর চাঁদের আলো লক্ষ-কোটি মোমবাতির মত জ্বলজ্বল করার কথা, কিন্তু তা করছে না। আকাশের এত নিচে চাঁদ, তার আলো বরফের এবড়োখেবড়ো শরীর আর ছোট বড় ঢিবিতে লেগে লম্বা আকৃতির ছায়া ফেলেছে। হাজার হাজার তুষার ঝড়ের অত্যাচারে কর্কশ, অনুজ্জ্বল হয়ে আছে বরফের গা, আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা কবেই হারিয়ে ফেলেছে।

বরফের গা কামড়ে একটা তুষার ঝড় বইছে। বরফের কুচিগুলো সাংঘাতিক ছুঁচাল, ইস্পাতের তৈরি খুদে বর্শার মত। ঝড়ের প্রকোপ হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে উঠলে ব্রিজে ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও হামলা চালাচ্ছে তুষার কণা আর বরফের কুচি। তখন লেনিনগ্রাদের ব্রিজ ছাড়া বাকি অংশ দেখতে পাওয়া যায় না। সমতল নিরেট বরফের লেভেল থেকে বিশ ফিট ওপরে রয়েছে ওরা। ব্রিজ থার্মোমিটারে ফ্রস্টের হিসেব পাওয়া গেল:-২১° এফ.-৫৩°।

রক্ত চলাচল চালু রাখার জন্যে ডেকের ওপর পা ঠুকছে ওরা, মুঠো করা হাত দিয়ে ঘুসি চালাচ্ছে যে যার বুকে। ক্যানভাস উইন্ডব্রেকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তুষার ঝড়ের আকস্মিক হামলা বা প্রচণ্ড শীত, কোনটা থেকেই রেহাই

পাচ্ছে না। গগলস পরিষ্কার রাখার জন্যে দু'চার সেকেন্ড পর পর আঙুল দিয়ে ডলতে হচ্ছে কাঁচ। দিগন্তরেখার প্রতিটি অংশে নজর বুলাচ্ছে ওরা। এই নিঃস্ব, বৈরী বরফের রাজ্যে কোথাও না কোথাও একদল লোক মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, ওদের মুহূর্তের অমনোযোগিতা বা গগলস ঝাপসা হয়ে থাকার মত সামান্য একটা কারণে এ-যাত্রা তাদের বেঁচে যাবার শেষ আশা চিরতরে নিভে যেতে পারে।

চোখের পলক ফেলতেও ভয় করছে রানার, যদি কিছু দেখার সুযোগ হারায়। শেষ পর্যন্ত ব্যথা শুরু হলো চোখে। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। পালা করে নজর রাখার নির্দিষ্ট আধ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল। কিছুই দেখতে পায়নি ওরা। ব্রিজে ওঠার সময় কোন কথা হয়নি গ্যাকোর সাথে, দু'জনের আরেক দলকে দায়িত্ব দিয়ে কন্ট্রোল রুমে নেমে আসার সময়ও তার সাথে কোন কথা হলো না।

রেডিও রুমের বাইরে কমান্ডার রাইকভের সাথে দেখা হলো রানার, একটা ক্যানভাস টুলে বসে আছেন। অতিরিক্ত কাপড়-চোপড়, ফেস কভারিং আর গগলস খুলে স্টুয়ার্ড তথা চীফ কুকের সহকারী সাসকিনের হাত থেকে গরম এক মগ কফি নিল রানা। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় হাত আর পায়ে ব্যথা শুরু হলো, কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ ফুটতে দিল না ও

'আরে, আপনার কপালে রক্ত কেন? কাটল কিভাবে?' চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন রাইকভ।

'কিছু না, উড়ন্ত বরফ কুচির শত্রুতা,' ঠাট্টার সুরে বললেও, খুব ক্লান্ত আর হতাশ দেখাল রানাকে। 'ক্যাপ্টেন, ট্র্যান্সমিট করতে গিয়ে আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। নভেলির লোকদের যদি মাথা গোঁজারই ঠাঁই না থাকে, কিভাবে আমরা ওদের সিগন্যাল পাব বলে আশা করতে পারি? খাবার আর আশ্রয় ছাড়া ঘণ্টা কয়েকের বেশি কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ওখানে। আমি আর গ্যাকো মাত্র আধ ঘণ্টা ছিলাম, মরতে মরতে ফিরে এসেছি।'

'কি জানি!' চিন্তিত দেখাল কমান্ডারকে। 'অ্যামুন্ডসেনের কথা ভাবুন, ভাবুন স্কট আর পেয়ারীর কথা। তারা সেই একেবারে পোল পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল।'

'সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ছিল তারা, ক্যাপ্টেন। আর তা না হলে, সূর্য ওদের ওপর রোদ ঢেলেছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, ওখানে আধ ঘণ্টা থাকা মানেই জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়া।'

কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাইকভ, চেহারায় কোন ভাব নেই। 'আপনি বলছেন, ওদের কোন আশা নেই?'

'যদি আশ্রয় হারিয়ে থাকে, প্রাণও হারিয়েছে।'

'কিন্তু আপনি আমাকে বলেছেন,' মৃদু কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিলেন কমান্ডার, 'ট্র্যান্সমিটারে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে ওদের কাছে নাইফ সেলের একটা ইমার্জেন্সী পাওয়ার প্যাক আছে। এই ব্যাটারি নাকি যে-কোন আবহাওয়ায় অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকতে পারে। দিন কয়েক আগে ওরা যখন ওদের প্রথম এস. ও. এস. পাঠাল, নিশ্চয়ই এই ব্যাটারিই ব্যবহার করেছে। সেটা তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার কথা নয়!'

কমান্ডার যা বলতে চান তা এতই পরিষ্কার যে রানার আর উত্তর দেয়ার

প্রয়োজন করে না। ব্যাটারি শেষ হয়নি, শেষ হয়ে গেছে মানুষ।

'আমি আপনার সাথে একমত ' শান্তভাবে বলে চললেন ক্যাপ্টেন। 'অযথা সময় নষ্ট করছি। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে আমাদের হয়তো ফিরে যাওয়াই উচিত। ওরা সাড়া না দিলে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।'

রানার দু'হাতের ভেতর গরম মগটা লাফালাফি করছে। চুমুক দেবার সময় ঠোঁট পুড়ে গেল ওর। দ্রুত মাথা নাড়ল ও। বলল, 'একটু ভুল হলো। ওরা সাড়া না দিলেও ওদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।'

কমান্ডারের ভুরু কুঁচকে উঠল। 'কিভাবে?'

'নভেলির ওদেরকে আমরা যদি রেডিওর সাহায্যে জাগাতে না পারি, এই এলাকার চারদিকে বিশ মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে তল্লাশি চালাবার মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে।'

'কি! কি বললেন?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কমান্ডারের। এমন চোখে তাকালেন, রানাকে যেন তিনি এই প্রথম দেখছেন। 'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন আপনি!'

কমান্ডারের হতভম্ব ভাবটাকে গ্রাহ্য না করে আবার বলল রানা, 'তবু যদি ওদেরকে না পাই, আরেকটা পলিনাইয়া ধরে আরেক এলাকায় উঠব আমরা, আবার তল্লাশি চালাব। ওদের খোঁজ পাবার জন্যে দরকার হলে গোটা শীতকালটা এখানে থেকে যেতে পারি আমি।'

কয়েক সেকেন্ড কমান্ডারের মুখে কোন কথা যোগাল না। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'তা সম্ভব নয়, ডা. রানা। এই মধ্য শীতে আমার লোকদের আমি পোলার আইস ক্যাপে তল্লাশি চালাতে পাঠার, তাও পায়ে হেঁটে...' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি,... 'উঁহুঁ। ক্রুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনাকে কেউ তা খেলতে বলছেও না, কমান্ডার রাইকভ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

'হোয়াট? তারমানে আপনি একা যাবেন?' চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমান্ডার। 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল রানা, 'মস্কো থেকে আমার সম্পর্কে আপনাকে কি বলা হয়েছে, মনে আছে তো, কমান্ডার? লেনিনগ্রাদ আর ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে আমাকে, তাই না? লেনিনগ্রাদ এখানে আছে, তাতে তার বা ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে এ-কথা আপনি বলতে পারেন না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত লেনিনগ্রাদ এখানে থাকুক। আরও সাহায্য দরকার আমার...'

'কিন্তু এর আমি কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না!' ডেকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কমান্ডার, হঠাৎ মুখ তুলে রানার চোখে তাকালেন। 'এই আপনি বলছেন, ওদের কোন আশা নেই, তারপরই আবার বলছেন, ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে গোটা শীতকালটা এখানে কাটিয়ে দিতে পারেন।' হঠাৎ থমকে গিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এরা তো সোভিয়েত ইউনিয়নের লোক, আপনার স্বদেশী কেউ নয়, ভাই-বেরাদার হওয়া তো দূরের

কথা। এদের ব্যাপারে এত কেন মাথা ব্যথা আপনার? নিজের জীবন বিপন্ন করতে চাইছেন, কারণ বা স্বার্থটা কি?'

ওখানে আমার একজন বন্ধু আছে, যে একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, যাকে সাহায্যের কোন সুযোগ ছাড়তে রাজি নই আমি—কিন্তু হাস্যকর আর অবিশ্বাস্য শোনাবে বলেই হোক, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই হোক কথাগুলো বলল না রানা। 'কাজ হাতে নিয়ে সেটা অর্ধেক সেরে অর্ধেক ফেলে রাখা আমার নীতি নয়। স্বীকার করছি, এ-ব্যাপারে সোভিয়েত নেভীর নীতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

ঠাণ্ডা চোখে দীর্ঘ পনেরো সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমান্ডার রাইকভ। তারপর ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে। 'সোভিয়েত নেভী এত সহজে অপমান বোধ করে না, ডা. রানা। আমার পরামর্শ, সময় থাকতে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিন। সত্যিই যদি নর্থ পোলের দিকে হাঁটা দিতে চান, এই ঘুমটা আপনার কাজে লাগবে।'

'আর আপনি? আপনি তো সারা রাত বিছানার ধারেও ঘেঁষেননি।'

'আমি বরং আরেকটু অপেক্ষা করি,' ইঙ্গিতে রেডিও-রুমটা দেখালেন তিনি। 'ইন কেস যদি কোন সিগন্যাল আসে।'

'কি পাঠাচ্ছে ওরা? স্রেফ কল সাইন?'

'সেই সাথে পজিশন আর রকেটের অনুরোধ। সাড়া পাওয়া গেলে সাথে সাথে জানাব আপনাকে। গুড নাইট, ডা. রানা। না, ভুল হলো। গুড মর্নিং।'

সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে গরম পানি দিয়ে গোসল সারল রানা। অফিসার্স ওয়ার্ডরুমে ঢুকে দেখল ডেক অফিসার আর ব্রিজ ওয়াচার লেফটেন্যান্টকে বাদ দিয়ে লেনিনগ্রাদের সব ক'জন অফিসার ব্রেকফাস্ট টেবিলে উপস্থিত। নিস্তেজ, নিরানন্দ একটা পরিবেশ, সবাই কেমন যেন মনমরা। কেউ কেউ এইমাত্র নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল, চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে। কেউ কেবিনের দিকে হাঁটা দিল, পড়ে পড়ে ঘুম দেবে। তেমন কোন কথা হচ্ছে না, দায়সারা গোছের হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ সারছে সবাই। খাবারের ব্যাপারেও তেমন আগ্রহ নেই কারও। ভোজন রসিক ডা. রুডেনকোকেও ম্রিয়মান লাগল, চেহারা দেখে মনে হলো, কোন কিছুতেই আজ তার রুচি নেই। নভেলির সাড়া পাওয়া গেছে কিনা জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না। বোঝাই যায়। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পাঁচ ঘণ্টার ওপর হলো একটানা ট্র্যান্সমিট করা হচ্ছে। কেউ কাউকে স্মরণ করিয়ে দিল না, কিন্তু সবাই উপলব্ধি করতে পারছে, শেষ এস. ও. এস. পাঠাবার পর এই যে এতগুলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এরপর আর ওদের বেঁচে থাকার কোন আশা নেই।

ওয়ার্ডরুমের নিস্তব্ধ পরিবেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। একে একে কেটে পড়তে শুরু করল সবাই। প্রথমে বেরিয়ে গেল ডা. রুডেনকো, যাবার সময় বিড়বিড় করে বলে গেল, সিক বে-তে একজন রোগী আছে। তার পিছু পিছু গেল লেফটেন্যান্ট বুলিন, টর্পেডো অফিসার। যাবার আগে কমান্ডারের সাথে কিছু কথা বলল সে। গত দু'দিন থেকে তার লোকজন দিনে বারো ঘণ্টা করে খাটছে, কিন্তু

টর্পেডোগুলোয় এখনও কোন ত্রুটি খুঁজে পায়নি তারা। আরেকজন অফিসার লেফটেন্যান্ট রুস্তভকে ছুটি দেয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল, রুস্তভ ব্রিজ থেকে চারদিকে নজর রাখতে গেছে। শুতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গেল আরও তিনজন অফিসার। ব্রেকফাস্ট টেবিলে থাকল মাত্র তিনজন—কমান্ডার রাইকভ, রানা আর ওসিপভ। সারাটা রাত জেগে আছেন কমান্ডার, কিন্তু লক্ষ করল রানা, তাঁর চোখ লাল হয়নি, চেহারায় ঘুম বা ক্লান্তির কোন ছাপও নেই।

স্টুয়ার্ড সাসকিন নতুন করে এক পট কফি নিয়ে এসে কাপে ঢালছে, এই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে ঝড়ের গতিতে ওয়ার্ডরুমে ঢুকল কোয়ার্টার মাস্টার। দরজাটা ভাঙল না, তার কারণ অস্বাভাবিক মজবুত সেটা।

'ওদেরকে আমরা পেয়েছি!' চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'ওরা সাড়া দিয়েছে!' হঠাৎ বুঝল, এভাবে চিৎকার করাটা উচিত হচ্ছে না। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এরপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল সে, 'ড্রিফট স্টেশন নভেলির সাথে রেডিও যোগাযোগ হয়েছে, ক্যাপ্টেন!'

রেডিও রুমে সবার আগে ঢুকলেন কমান্ডার রাইকভ, কিন্তু তার কারণ প্রতিযোগিতার শুরুতে রানা আর ওসিপভের চেয়ে এক পা এগিয়ে ছিলেন তিনি। দু'জন অপারেটর তাদের ট্র্যান্সমিটারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, কানে এয়ারফোন। একজনের কপাল ট্র্যান্সমিটার ছুঁই ছুঁই করছে, আরেকজন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার ভঙ্গিতে একদিকে কাত করে আছে মাথা। প্রথম জন মেসেজ প্যাডে কি যেন লিখছে লক্ষ করে তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল ওরা।

'ডি. এস. এম.,' বারবার এই তিনটে অক্ষর লিখছে অপারেটর। ডি. এস. এম.—ড্রিফট স্টেশন নভেলির আনসারিং কল সাইন, জানে রানা। চোখের কোণ দিয়ে কমান্ডারকে দেখতে পেয়ে প্যাডের ওপর কলম চালানো বন্ধ করল অপারেটর।

'সিগন্যাল পাওয়া গেছে, ক্যাপ্টেন—কোন সন্দেহ নেই। অত্যন্ত দুর্বল আর ছাড়াছাড়া, কিন্তু…'

'সিগন্যালের কথা বাদ দাও!' ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমতি পায়নি, তবু ধমকের সুরে কথা বলল ওসিপভ। চেষ্টা করেও গলার উত্তেজিত ভাবটুকু গোপন করে রাখতে ব্যর্থ হলো সে। 'বিয়ারিং পেয়েছ কিনা সেটাই আসল কথা। পেয়েছ?'

দ্বিতীয় অপারেটর ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এতক্ষণে তাকে চিনতে পারল রানা। পিনিন। বিষণ্ন এবং তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে ওসিপভের দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, 'নিশ্চয়, লেফটেন্যান্ট। ওদের বিয়ারিং পেয়েছি আমরা। সবচেয়ে আগে ওই কাজটাই সেরেছি। ও ফরটি-ফাইভ, এক আধ চুল এদিক ওদিক হতে পারে। বলাই বাহুল্য, ওটা উত্তর-পুব দিকে।'

'ধন্যবাদ, পিনিন,' শুকনো, ঠাণ্ডা গলায় বললেন কমান্ডার। 'ও ফরটি-ফাইভ উত্তর-পুব দিকেই—নেভিগেটিং অফিসার বা আমার তা জানা আছে। পজিশন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সহকর্মীর দিকে ফিরল পিনিন। লোকটার মাথায় মস্ত একটা টাক,

চকচক করছে। 'কিছু জানা গেল, মিশকিন?'

'কিচ্ছু না!' ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল মিশকিন। 'বিশ-পঁচিশ বার পজিশন জানতে চাইলাম, কিছুই বলে না। বারবার শুধু নিজের কল সাইন পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের সিগন্যাল শুনতে পাচ্ছে না সে। আমরা যে শুনছি, তাই হয়তো জানে না। এমনও হতে পারে, রিসিভ করার জন্যে এরিয়্যাল সুইচ অন করেনি।'

'তা সম্ভব নয়,' ক্যাপ্টেন বললেন।

'এই লোকের বেলা সম্ভব,' জোর দিয়ে বলল পেনিন। 'প্রথম দিকে আমরা ভেবেছিলাম সিগন্যালটাই দুর্বল। তারপর মনে হলো, সম্ভবত অপারেটরই দুর্বল বা অসুস্থ। তাও নয়। আসলে অপারেটর লোকটা একেবারে আনাড়ী।'

'বুঝলে কিভাবে?'

'বোঝা যায়। ধরুন...' হঠাৎ থেমে গেল পিনিন, শক্ত হয়ে উঠল তার পেশী, হাত উঠিয়ে মিশকিনের কনুই ছুঁলো সে।

ওপর-নিচে মাথা দোলাল মিশকিন। বলল, 'পেয়েছি। লোকটা বলছে, "পজিশন জানা নেই"।'

সাথে সাথে কেউ কিছু বলল না। লোকটা নভেলির পজিশন দিতে পারেনি, সেটা এই মুহূর্তে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে রেডিওরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ওসিপভ। কয়েক সেকেন্ড পর তার গলা শোনা গেল। ব্রিজ টেলিফোনে দ্রুত কথা বলছে সে।

কমান্ডার রাইকভ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'বেলুনের কথা বলছিলেন। নভেলিতে থাকার কথা। ওগুলো মুক্ত বেলুন, নাকি বন্দী?'

'দু'রকমই।'

'বন্দীগুলো কাজ করে কিভাবে?'

'লক খুলে দিলে উইঞ্চ ঘুরতে থাকে, নাইলন কর্ড নিয়ে উঠে যায় বেলুন। কর্ডের গায়ে একশো আর হাজার ফিটের মাপ লেখা আছে।'

'ওদেরকে পাঁচ হাজার ফিট পর্যন্ত একটা বন্দী বেলুন ছাড়তে বলব আমরা। সাথে ফ্লেয়ার থাকবে। ওরা যদি ত্রিশ বা চল্লিশ মাইলের ভেতর কোথাও থেকে থাকে, সেটা আমাদের দেখতে পাবার কথা...কি ব্যাপার, মিশকিন?'

'আবার সিগন্যাল পাঠাচ্ছে। খুব ভাঙা ভাঙা, অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে না। "দোহাই লাগে, তাড়াতাড়ি করো"। দু'বার শোনা গেল—"দোহাই লাগে, তাড়াতাড়ি করো"।'

'এটা পাঠাও,' বললেন রাইকভ। বেলুন ছাড়ার অনুরোধ জানিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ তৈরি করে দিলেন তিনি। 'একেবারে আস্তে-ধীরে পাঠাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্র্যান্সমিট করতে শুরু করল মিশকিন।

ছুটে রেডিওরুমে ফিরে এল ওসিপভ। 'চাঁদ ডোবেনি,' দ্রুত কণ্ঠে বলল সে। 'দিগন্তরেখার ওপর দু'এক ডিগ্রী এখনও আছে। একটা সেক্সট্যান্ট নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি আমি, মুন-সাইট নেব। ওদেরকেও তাই নিতে বলুন। তাতে করে অক্ষাংশের ব্যবধানটুকু জানতে পারব আমরা। যদি বুঝি আমাদের ও ফরটি-ফাইভে রয়েছে

ওরা, তল্লাশীর এলাকা এক মাইলের মধ্যে ছোট হয়ে আসবে।'

'ভাল সাজেশন, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বললেন ক্যাপ্টেন। আরেকটা মেসেজ ডিকটেট করলেন তিনি। প্রথমটার পরপরই সেটা ট্র্যান্সমিট করল মিশকিন।

এরপর উত্তরের জন্যে অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা। এক দুই করে দশ মিনিট কেটে গেল। একে একে সবার দিকে তাকাল রানা। বিষণ্ণ, ম্লান এবং অন্যমনস্ক দেখাল সবাইকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রত্যেকে এরা লেনিনগ্রাদের রেডিওরুমে থাকলেও সবার মন পড়ে রয়েছে ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলিতে।

অবশেষে আবার প্যাডের ওপর জ্যান্ত হয়ে উঠল মিশকিনের হাত। কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। এবারও তার গলার সুরে কোনরকম উত্তেজনা বা ভাবাবেগের রেশ থাকল না, কিন্তু কেমন যেন কাঁপা শোনাল। বলল, '...''সব বেলুন পুড়ে গেছে। চাঁদ নেই''।'

'চাঁদ নেই!' শব্দ দুটো ওসিপভের মুখে হাহাকারের মত শোনাল, 'তারমানে নিশ্চয়ই ওদের আকাশে খুব মেঘ করেছে। কিংবা তুমুল ঝড়...'

'না,' বলল রানা। 'এখানকার স্থানীয় আবহাওয়ায় ওরকম আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায় না। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের ভেতর সবখানে একই রকম আবহাওয়া থাকবে। ওদের আকাশ থেকে চাঁদ ডুবে গেছে। শেষবার ওরা নিজেদের যে পজিশন জানিয়েছিল সেটা ছিল আন্দাজ করা, বড় রকমের ভুল ছিল তাতে। আমরা যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে কম করেও একশো মাইল উত্তর-পূব দিকে রয়েছে ওরা।'

মিশকিনকে নির্দেশ দিলেন রাইকভ, 'রকেট আছে কিনা জিজ্ঞেস করো।'

'লাভ?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা যেখানে আছে বলে ধারণা করছি সেখান থেকে রকেট ছোঁড়া হলে আমাদের দিগন্তরেখার ওপর উঠবে না সেটা। আর যদি ওঠেও, আমরা দেখতে পাব না।'

'তবু, আশা করতে দোষ কি?'

'যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছি, ক্যাপ্টেন,' জানাল মিশকিন। 'খাবার সম্পর্কে কি যেন বলছিল, কিন্তু শোনা গেল না।'

'জিজ্ঞেস করো এমন কোন রকেট আছে কিনা যেটা এখুনি ছুঁড়তে পারবে? কুইক!'

পরপর চারবার মেসেজটা পাঠাল মিশকিন। তারপর একটা জবাব পেল। '...''দু'মিনিট''। হয় লোকটা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে নয়তো তার ব্যাটারির অবস্থা শেষ। এইটুকুই—''দু'মিনিট''।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। পিছু নিল রানা। কোট আর বিনকিউলার নিয়ে ব্রিজে উঠে এল ওরা। সাথে সাথে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল ওরা। দেখতে দেখতে তুষার কণায় সাদা হয়ে গেল কাপড়-চোপড়। কাঁপা হাতে জাইরোরিপিটার কম্পাসের ক্যাপ খুললেন রাইকভ, ও ফরটি-ফাইভ-এর লাইন দেখে নিয়ে ওয়াচার লোক দু'জনকে কোথায় আর কি দেখতে হবে জানিয়ে

দিলেন।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল। দু'মিনিট। পাঁচ মিনিট। বরফ কুচি-ভরা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা করতে শুরু করল রানার চোখ। মুখের খোলা অংশ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে। বুঝল, বিনকিউলার নামাবার সময় ওটার সাথে খানিকটা চামড়াও উঠে আসবে।

ক্রিং-ক্রিং ফোন বেজে উঠল। বিনকিউলার নামালেন রাইকভ, চামড়া-ওঠা লালচে দুটো বৃত্ত দেখা গেল তাঁর চোখের চারপাশে। জানতে পেরেছেন বলে মনে হলো না—ব্যথা শুরু হবে আরও পরে। রিসিভার তুলে কিছু শুনলেন, চেহারা দেখে মনের ভাব টের পাওয়া গেল না। রিসিভার রেখে ফিরলেন রানার দিকে। 'রেডিওরূমে চলুন, ডা. রানা।' ওয়াচারদের দিকে তাকালেন। 'তোমরাও। রকেট ছোঁড়ার পর তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে।'

বিষণ্ণ মনে নিচে নেমে এল ওরা। একটা গ্লাস গজে নিজের চেহারা দেখে গম্ভীরভাবে মাথা দোলালেন রাইকভ। 'মাথা গোঁজার ঠাঁই ওদের না থেকেই পারে না। কিছু ঘর টিকে গেছে। তা না হলে অনেক আগেই মারা যেত ওরা।' রেডিওরূমে ঢুকলেন তিনি। 'যোগাযোগ আছে?'

'এই আছে, এই নেই,' বলল পিনিন। 'আশ্চর্য ব্যাপার, ক্যাপ্টেন। এ ধরনের দুর্বল যোগাযোগ একবার কেটে গেলে তা আর জোড়া লাগে না, একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু এ লোকটা বারবার ফিরে আসছে।'

'হয়তো ব্যাটারি নেই-ই আর,' বলল রানা। 'হয়তো শুধু একটা হ্যান্ড-অপারেটিং জেনারেটর আছে, তাও এক একবারে দু'পাঁচ সেকেন্ডের বেশি চালাবার শক্তি নেই তার।'

'হতে পারে,' বলল পেনিন। 'মিশকিন, শেষ মেসেজটা বলো ক্যাপ্টেনকে।'

'বলল, "ক্যান্ট লেট মেনি টুরস্"। কিছু বুঝলাম না। আমার মনে হয় আসলে মেসেজটা এই রকম হবে—"ক্যানট লাস্ট মেনি আওয়ার্স"। এছাড়া আর কি হতে পারে বুঝতে পারছি না।'

রানার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রাইকভ। মিশকিনকে বললেন, 'প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, কল সাইন পাঠাতে বলো ওদেরকে। বলো, খুব বেশি হলে ছয় ঘণ্টার মধ্যে আবার আমরা যোগাযোগ করব, চার ঘণ্টার মধ্যেও করতে পারি। 'বেয়ারিং, পিনিন। কতটুকু নিখুঁত ছিল ওটা?'

'সম্পূর্ণ, ক্যাপ্টেন। বারবার চেক করে দেখেছি। ফরটি-ফাইভ।'

রানাকে নিয়ে রেডিওরূম থেকে কন্ট্রোল সেন্টারে বেরিয়ে এলেন কমান্ডার। পিছনে ওসিপভ।

'ড্রিফট স্টেশন নভেলি চাঁদ দেখতে পাচ্ছে না। ডা. রানার কথা মত আবহাওয়ার অবস্থা সবখানে যদি প্রায় সমান হয়, ওদের চাঁদ দেখতে না পাবার কারণ হলো, ওদের আকাশ থেকে সেটা ডুবে গেছে। আমাদের চাঁদ কতটা ওপরে সেটা জানি, ওদের বেয়ারিংও জানা আছে—তাহলে নভেলির মিনিমাম দূরত্ব কতটুকু, ওসিপভ?'

'ডা. রানা যা বললেন, একশো মাইল,' দ্রুত হিসেব কষে বলল ওসিপভ।

'কমপক্ষে।'

'এই জায়গা ছেড়ে ও ফরটি বরাবর একটা কোর্স ধরব আমরা। একশো মাইল এগিয়ে আরেকটা পলিনাইয়া পাবার চেষ্টা করব। একজিকিউটিভ অফিসারকে ডেকে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি হতে বলো।' রানার দিকে ফিরে হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'ক্রস-বেয়ারিং নেবার সুযোগ পাব আমরা। তার সাথে নিখুঁতভাবে হিসেব করা একটা বেস লাইন থাকলে, তল্লাশীর এলাকা একশো গজের মধ্যে ছোট হয়ে আসবে।'

'বরফের নিচে একশো মাইল মাপবেন কিভাবে?' জানতে চাইল রানা। 'মানে, মাপটা কতটুকু নিখুঁত হবে?'

'কাজটা ইনার্শিয়াল-নেভিগেশন কমপিউটরের। তার হিসেব কতটুকু নিখুঁত, বললে বিশ্বাস করবেন না। রাশিয়ার উপকূল থেকে ডাইভ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান উপকূলের যেখানে মাথা তুলতে চাই তার পাঁচশো গজের মধ্যে পৌঁছুতে পারি। মাত্র একশো মাইল পেরোবার বেলায় খুব বেশি হলে বিশ গজ এদিক-ওদিক হতে পারে।'

রেডিও এরিয়্যাল নামিয়ে ফেলা হলো, বন্ধ করে দেয়া হলো হ্যাচগুলো, পলিনাইয়ার মাথা থেকে নিচে নেমে এসে ও ফরটি কোর্সে রওনা হতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না লেনিনগ্রাদের। ডাইভিং স্ট্যান্ডে বসে সিগারেট ফুঁকছে হেলমসম্যান দু'জন, কিচ্ছু করছে না। অটোমেটিক ইন্টারলকের সাথে ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম জাহাজের স্টিয়ারিং কন্ট্রোলস পরিচালনা করছে। এই প্রথম জাহাজের এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত ভারী একটা কাঁপুনি অনুভব করা গেল। মেসেজে বলা হয়েছে—'ক্যানট লাস্ট মেনি আওয়ার্স'। ফুল স্পীডে ছুটছে লেনিনগ্রাদ।

সারাটা সকাল কন্ট্রোলরূম ছেড়ে বেরুল না রানা। ডা. রুডেনকোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বেশিরভাগ সময়টা কাটাল ও। সিক-বে-তে মিনিট দশেক কাটিয়ে আইস মেশিনের সীটে এসে বসেছে রুডেনকো। নভেলিতে যে বা যারা এখনও টিকে আছে তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এই আইস মেশিনের ওপর। নভেলির পজিশনে ক্রস-বেয়ারিং নিতে হলে একটা পলিনাইয়া ধরে ওপরে উঠতে হবে ওদেরকে। পলিনাইয়া না পেলে ক্রস বেয়ারিং পাওয়া সম্ভব নয়। ক্রস বেয়ারিং না পেলে নভেলিকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। একটা প্রশ্ন বার বার ঘুরেফিরে এল রানার মনে। আগুনের হামলা থেকে ক'জন বেঁচে গেছে ওরা? মেসেজ পাঠাবার ধরন দেখে মনে হয়, দু'একজনের বেশি বাঁচেনি।

আশি মাইলের মধ্যে মাত্র দু'বার কালো সরু রেখা দেখা গেল স্টাইলাসে। এর মানে, মাথার ওপর পাতলা বরফ। প্রথম পলিনাইয়া আকারে এতই ছোট, সেটায় ছোট একটা ডিঙি নৌকাও গলবে না। দ্বিতীয়টা আরও ছোট।

দুপুরের খানিক পর। স্পীড কমিয়ে আনতে বললেন রাইকভ। কাঁপুনিটা থেমে গেল। রুডেনকোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম মনে হচ্ছে?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রুডেনকো। 'ভাল নয়। সবখানে ভারী বরফ।'

'দরকারের সময় একটা পলিনাইয়া আমাদের কোলে এসে পড়বে, এতটা

আমরা আশা করতে পারি না,' রাইকভ বললেন। 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা। গ্রিড সার্চ পদ্ধতি অনুসরণ করব। পুবে পাঁচ মাইল, পশ্চিমে পাঁচ মাইল, উত্তর দিকে প্রতিবার সিকি মাইল করে বেশি।'

শুরু হলো সার্চ। এক ঘণ্টা কাটল। দু'ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা। ওসিপভ এবং তার সহকারী প্লটিং টেবিল থেকে মুহূর্তের জন্যেও মুখ তোলেনি, সাগরের তলায় ক্রিস-ক্রস সার্চ শুরু করার পর লেনিনগ্রাদের প্রতিটি নড়াচড়া অত্যন্ত যত্ন এবং নিষ্ঠার সাথে ট্রেস করছে ওরা। বিকেল চারটে। সাধারণ আলাপচারিতা, কন্ট্রোলরুমের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝখান থেকে উঠে আসা গুঞ্জন, কখন থেকে কে জানে, সম্পূর্ণ থেমে গেছে। রুডেনকোর 'ভারী বরফ, এখনও ভারী বরফ,' একঘেয়ে আর নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

পাঁচটা। কেউ আর কারও দিকে তাকাচ্ছে না। কন্ট্রোলরুমের ভেতর জমাট বেঁধে গেছে নিস্তব্ধতা। ভারী বরফ, এখনও ভারী বরফ। সদাহাস্যময় ক্যাপ্টেন রাইকভ। অনেকক্ষণ হলো তিনিও হাসতে ভুলে গেছেন। কল্পনার চোখে একজন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা, এই একজন লোকই বেঁচে আছে ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিতে।

হাড়গিলে চেহারা হয়েছে লোকটার, সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফ্রস্ট-বাইটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে চেহারা। কোটরের ভেতর ঢুকে যাওয়া চোখ ক্লান্তিতে বুজে আসতে চাইছে। পেটে কিছু পড়েনি, পেট আর পিঠ এক হয়ে এসেছে। শেষ দু'এক আউন্স শক্তি যা আছে তাই দিয়ে জেনারেটরের হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করছে, তারপর নিষ্প্রাণ আঙুল দিয়ে ট্র্যান্সমিটারের চাবি টিপে কল সাইন পাঠাচ্ছে—তুষার ঝড়ের একটানা হাহাকার ধ্বনির মধ্যে সাহায্য নিয়ে কেউ এল কিনা শোনার জন্যে মাথা নিচু করে আছে সে।

কিংবা, কে জানে, কল সাইন পাঠাবার মত কেউ হয়তো আর নেই ওখানে। ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিতে কাজ করার জন্যে সাধারণ লোকজনকে পাঠানো হয়নি, কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন কিনা সবচেয়ে দুঃসাহসী, কঠিন প্রাণ, সব কিছু সইতে পারে এমন লোকও সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে মেনে নেবার জন্যে শুয়ে পড়ে। কে জানে, নভেলির এই লোকটাও হয়তো তাই করেছে। ভারী বরফ, এখনও ভারী বরফ।

সাড়ে পাঁচটা। শান্ত পায়ে হেঁটে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন রাইকভ। রুডেনকোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে জানতে চাইলেন, 'কতটা পুরু বরফ—গড়ে?'

'বারো থেকে পনেরো ফিট,' বলল রুডেনকো। তার গলার সুর ক্লান্ত, নিস্তেজ। 'পনেরোর কাছাকাছি।'

একটা ফোনের রিসিভার তুললেন কমান্ডার। 'লেফটেন্যান্ট বুলিন? আমি এখানে ক্যাপ্টেন। টর্পেডো নিয়ে কাজ করছিলে তোমরা, ওগুলো রেডি আছে?...চারটে? গুড। স্ট্যান্ড বাই টু লোড। আর ত্রিশ মিনিট সার্চ করা হবে, তারপর তোমার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে ব্যাপারটা।...হ্যাঁ, তাই। বরফের গায়ে আমরা একটা গর্ত তৈরির চেষ্টা করব।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

‘পনেরো ফিট পুরু বরফ, চাট্টিখানি কথা নয়,’ আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল।‘টর্পেডো ছুঁড়ে গর্ত করা সম্ভব বলে মনে করছেন আপনি?’

‘জানি না,’ একটু অধৈর্যের সাথে বললেন রাইকভ। ‘চেষ্টা করে না দেখা পর্যন্ত বুঝব কিভাবে?’

‘এর আগে কেউ চেষ্টা করেনি?’ জানতে চাইল রানা।

‘না। অন্তত সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর কেউ করেনি। মার্কিনীদের কথা বলতে পারি না। ওরাও বোধহয় করেনি।’

‘আন্ডারওয়াটার শক-ওয়েভ লেনিনগ্রাদের ক্ষতি করবে না?’

‘জাহাজ থেকে হাজার ফিট দূরে চলে যাবার পর রিমোট-কন্ট্রোলের সাহায্যে ওঅর-হেডের বিস্ফোরণ ঘটাব আমরা। এমনিতেও ওটা রওনা হয়ে আটশো ফিট না যাওয়া পর্যন্ত সেফটি ডিভাইসের তালা খোলে না, ওই তালা খোলার পরই ওয়র-হেডটাকে সশস্ত্র বলা যায়। বিস্ফোরণের সময় সেদিকেই মুখ করে থাকবে আমাদের বো। তাছাড়া, লেনিনগ্রাদের খোল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, হাজার হাজার টন চাপ সহ্য করতে পারবে সে। শক-ওয়েভের ধাক্কা যা লাগবে সেটা নগণ্য।’

‘খুব ভারী বরফ,’ থমথমে শোনাল ডা. রুডেনকোর গলা। ‘ত্রিশ ফিট, চল্লিশ ফিট, পঞ্চাশ ফিট। খুব, খুব ভারী বরফ।’

‘পঞ্চাশ ফিট!’ হতাশ সুরে বলল রানা। ‘বরফের নিচের স্তরে খুব বেশি হলে একটু চিড় ধরতে পারবে আপনার টর্পেডো।’

‘এরচেয়ে পাতলা বরফের একটা বড় এলাকা বেছে নেব আমরা, তারপর হাজার ফিট পিছিয়ে এসে টর্পেডো ছাড়ব…’

‘পাতলা বরফ!’ চিৎকার নয়, ফিসফিসে শোনাল ডা. রুডেনকোর কণ্ঠস্বর। ‘পাতলা বরফ! না-না-না! ক্লিয়ার ওয়াটার! পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানি! কি সুন্দর পরিষ্কার! পরিষ্কার পানি!’

সেই মুহূর্তে রানার মনে হলো, হয় আইস মেশিন নয়তো ডা. রুডেনকোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ডাইভিং প্যানেলে যে অফিসার বসে রয়েছে তার মনে এ-ধরনের কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। পোর্টের দিকে এত দ্রুত ঘুরতে শুরু করল লেনিনগ্রাদ, খপ্ করে হ্যান্ডরেইল ধরে ফেলে কোনরকমে পতনটা ঠেকাল রানা। সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে ফেলে আসা পথ ধরে এগোল লেনিনগ্রাদ, ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে এল, শ্লথ হয়ে এল গতি। ডা. রুডেনকোর নির্দেশিত স্পটে ফিরে এল ওরা। স্থির হয়ে গেল লেনিনগ্রাদ।

‘রুডেনকো?’ সাড়া চাইলেন রাইকভ।

‘পরিষ্কার, পরিষ্কার পানি,’ সাথে সাথে রিপোর্ট করল রুডেনকো। ‘বেশ সরু, কিন্তু আমাদেরকে ঠাঁই দেবার জন্যে যথেষ্ট চওড়া।’

‘একশো পঞ্চাশ ফিট,’ রাইকভ বললেন।

চালু হয়ে গেল পাম্প। ধীরে সুস্থে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল লেনিনগ্রাদ। ট্যাংকে অল্প কিছু পানি ফিরে এল। স্থির হয়ে ভেসে থাকল সাবমেরিন।

'আপ পেরিস্কোপ,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

মৃদু হিস হিস শব্দ করে উঠে এল পেরিস্কোপ। আই-পীসে চোখ রেখে তিন সেকেন্ড কিছু দেখলেন রাইকভ, তারপর সিধে হয়ে রানার দিকে ফিরলেন। 'সুন্দর দৃশ্য, দেখুন।'

দেখল রানা। দু'দিকেই নিরেট, নিকষ কালো আঁধার, সেই দু'পাটি আঁধারের মাঝখানে কলাপাতা রঙের একটা করে ডোরা। পোলার প্যাকে একটা খোলা মুখ।

তিন মিনিট পর আর্কটিক মহাসাগরের ওপর ভেসে উঠল ওরা। নর্থ পোল মাত্র আড়াইশো মাইল দূরে।

ছয়

লেনিনগ্রাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফের ঢিবি, এক একটা প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু, সেইলের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে আরও বিশ ফিট। এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই কাছের ঢিবিটাকে ছোঁয়া যাবে। ঢিবিগুলো এবড়োখেবড়ো, কিনারা ভাঙা, সারি সারি সাজানো রয়েছে পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত। আরও দূরে ফ্লাড লাইটের আলো পৌঁছুল না, ওদিকটা শুধু অন্ধকার।

পুব দিকে একেবারে কিছুই দেখল না ওরা। খালি চোখে ওদিকে পাঁচ-সাত সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার মানে হবে চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে যাওয়া। গগলসের সামনে থেকে মুহূর্তের জন্যে হাত সরালে,সেটার গায়ে কাটাকুটির দাগ পড়ে যাচ্ছে। লেনিনগ্রাদের এক পাশের আড়াল থেকে একবার উঁকি দিল রানা, মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে। মাথা নিচু করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল ও। কি দেখল ঠিক বুঝল না। কালো পানি? নাকি অন্ধকারে বিস্তৃত বরফ?

তীব্র ঝড়ের একনাগাড় হাহাকারে কান পাতা দায়। ব্রিজ অ্যানিমমিটারে ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ষাট মাইল। এর আগের তুষার ঝড়ের সাথে এই প্রলয়-নৃত্যের কোন তুলনাই হয় না। ওদের সামনে এটা যেন একটা বরফ কুচির দেয়াল, সেই আকাশ পর্যন্ত ঠেকে আছে, দেয়ালের গা থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে ডগায় ছুরির ধারাল পাত সহ বরফের বর্শা। হাতে কাঁচ বা হার্ডবোর্ড থাকলে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দকে চাপা দিয়ে অনবরত কানে বাজছে বরফ ভাঙার আওয়াজ। মাইলের পর মাইল নিরেট, শক্ত বরফের গায়ে চিড় ধরছে—সে এক ভয়ানক গম্ভীর আর ভারী দ্রিম-দ্রিম গর্জন, শুনতে শুনতে বুকের রক্ত পানি হয়ে আসে। ক'মাইল, কত শত মাইল দূরে শত-সহস্র কোটি টন বরফ বিস্ফোরিত হচ্ছে, আন্দাজ করার সাধ্য নেই কারও।

'দু'জনেই কি পাগল হয়ে গেলাম? আসুন, পালিয়ে বাঁচি।' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে চিৎকার করতে হলো ক্যাপ্টেন রাইকভকে, তবু কোনরকমে শুনতে পেল রানা।

কন্ট্রোল রুমে নেমে এসে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল ওদের। পারকা হুড, স্কার্ফ

আর গগলস খুলে ফেলল ওরা। রানার দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন রাইকভ। 'অথচ লোকে বলে আর্কটিক নাকি "হোয়াইট সাইলেন্স"। এর আগেও তো আর্কটিকে এসেছি, কিন্তু এমন তুলকালাম কাণ্ড আর দেখিনি। হ্যাঁ, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে যায়, ঝড়ও থাকে, কিন্তু বরফের ওপর একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারিনি এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। ক্যাপ্টেন স্কট কেন যে মারা গিয়েছিলেন, এখন বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়,' মন্তব্য করল রানা, তারপরই জানতে চাইল, 'আমরা এখানে কতটুকু নিরাপদ, ক্যাপটেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রাইকভ। 'বলা কঠিন। বাতাস আমাদেরকে পলিনাইয়ার পশ্চিম দেয়ালের গায়ে সাঁটিয়ে রেখেছে, আর স্টারবোর্ডের দিকে হয়তো পঞ্চাশ গজের মত খোলা পানি রয়েছে। আপাতত আমরা নিরাপদ, এটুকু বলা বোধহয় ভুল হবে না। কিন্তু আপনিও তো দেখলেন. আইস প্যাক জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, নড়াচড়া করছে—তার এই আড়মোড়া ভাঙা, এর চেয়ে বিপজ্জনক আর কি হতে পারে? আমরা যে গর্তের মুখে ভেসে রয়েছি, এর বয়স এক ঘণ্টাও নয়। প্রশ্ন হলো, বয়স যাই হোক, এর আয়ু কতটুকু?'

'কতটুকু?'

'কেউ জানে না। পোলার আইস প্যাঁকের মন-মর্জির ওপর নির্ভর করে। চাপ পড়লে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই গর্ত ক্রমশ ছোট হতে হতে একেবারে ভরাট হয়ে যেতে পারে। যতই কিনা মজবুত করে তৈরি হয়ে থাকুক লেনিনগ্রাদের খোল, দশ লক্ষ টন বরফ যদি এর গায়ে হেলান দেয়, কতক্ষণ তা সইতে পারবে?'

'হুঁ।'

'ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কিছুই হয়তো ঘটবে না, আবার হয়তো দু'চার মিনিটের মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে আমাদের। যাই ঘটুক, পুব পাঁচিল স্টারবোর্ডের দশ ফিটের মধ্যে চলে এসেছে দেখলেই গর্তের নিচে নেমে যাব আমরা। বরফের চাপ লাগলে একটা জাহাজের কি অবস্থা হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন।'

'বুঝি। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যায়। বরফের সাথে বছর কয়েক দুনিয়ার চাঁদিতে ঘুরে বেড়ায়, তারপর একদিন ছাড়া পেয়ে আর্কটিক মহাসাগরের অতলতলে তলিয়ে যায়, সোজা দু'মাইল নিচে।'

'সেরকম একটা কিছু যদি ঘটেই, কমান্ডার রাইকভের পদোন্নতির আশা ধুলোয় লুটাবে!' মুচকি হেসে বললেন রাইকভ। 'আমার মনে হয়…'

'ক্যাপ্টেন!' চিৎকারটা এল রেডিওরূম থেকে। 'ক্যাপ্টেন, প্লীজ!'

রেডিওরূমে ঢুকে ওরা দেখল, দরজার দিকে অর্ধেক ফিরে চেয়ারে বসে আছে পিনিন, ঠোঁটের দুই কোণ দুই কানের লতি ছুঁই ছুঁই করছে। বাড়ানো বাঁ হাতে এয়ারফোন, সেটা নিয়ে কানে ঠেকালেন রাইকভ। কয়েক সেকেন্ড শুনলেন তিনি, তারপর মাথা ঝাঁকালেন।

'ডি.এস.এম,' মৃদু কণ্ঠে বললেন। 'ডি.এস. এম., ডা. রানা। নভেলির কল সাইন।' পিনিনের দিকে তাকালেন। 'বেয়ারিং পেয়েছ? গুড।' ঘাড় ফেরালেন

কোয়ার্টার মাস্টারের দিকে। 'লুতিনভ, নেভিগেটিং অফিসারকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো।'

'এবার আমরা ওদের সবাইকে উদ্ধার করতে পারব, ক্যাপ্টেন,' একগাল হাসল পিনিন। পরমুহূর্তে প্রকাণ্ড মুখ ভারী, গম্ভীর হয়ে উঠল, 'যাই বলুন, ওরা ওখানে যারা রয়েছে—বাপের ব্যাটা! প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে!'

'ঠিক বলেছ।' অন্যমনস্ক দেখাল রাইকভকে। চোখ দুটো আধবোজা, গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছেন।

সাবমেরিনের বাইরে প্রলয়ঙ্করী তুফানের মাতামাতি চলেছে, বাইরের গায়ে ছুটে এসে গেঁথে যাচ্ছে যেন লক্ষ-কোটি ধারাল বরফছুরি। সেই শব্দই কেড়ে নিয়েছে ক্যাপ্টেনের মন, বুঝতে পারল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ—বাপের ব্যাটা। টু-ওয়ে কনট্যাক্ট রয়েছে এখনও?'

মাথা নাড়ল পিনিন। ঘাড় ফিরিয়ে নিল। মুখে আর হাসিটা ফিরে এল না। রেডিওরুমে ঢুকে ক্যাপ্টেনের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল ওসিপভ, সাথে সাথে প্লটিং টেবিলের কাছে ফিরে গেল আবার। তার পিছু পিছু রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এক দেড় মিনিট পর মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল ওসিপভ, বলল, 'কেউ যদি সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুতে চান, এটা একটা সুযোগ।'

'এত কাছে?' জিজ্ঞেস করল রাইকভ।

'এতই কাছে। পাঁচ মাইল পুবে, আধ মাইল কম বা বেশি হতে পারে। ব্লাডহাউন্ডের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছি আমরা, কি বলেন ডা. রানা?'

'আসলে ভাগ্য আমাদের সাহায্য করেছে,' মৃদু কণ্ঠে বললেন রাইকভ। রানার সাথে ফিরে এলেন রেডিওরুমে। 'যোগাযোগ হলো?'

'ওদের আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ক্যাপ্টেন!'

'একেবারে?'

'মিনিট খানেকের জন্যে পেয়েছিলাম, তারপর অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। ডা. রানার কথাই বোধহয় ঠিক—হ্যান্ড-অপারেটিং জেনারেটর ব্যবহার করছে ওরা।' একটু থেমে, কথাচ্ছলে আবার বলল, 'আমার ছয় বছরের মেয়েটা ওই রকম একটা জেনারেটর চালায়—একটানা পাঁচ মিনিট চালিয়েও একটু হাঁপায় না।'

রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, কিন্তু কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। রানা তাঁকে অনুসরণ করে খালি ডাইভিং স্ট্যান্ডে চলে এল। ব্রিজে ওঠার খোলা হ্যাচ থেকে তুফান আর বরফ-বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে আসছে, চিৎকার না করলে কারও কথা শোনার উপায় নেই।

'ভাবছি, ঝড়টা থামবে কখন!'

'থামবে, তাই বা ভাবছেন কেন?' জানতে চাইল রানা। 'আমার কেবিনে শীতের কাপড়-চোপড়, একটা মেডিকেল কিট, আর ফ্লাস্কে পঞ্চাশ আউন্স মেডিসিন্যাল অ্যালকোহল আছে। ইমার্জেন্সী রেশন ভরা ত্রিশ পাউন্ডের একটা প্যাকেট দিতে পারেন আমাকে?'

থতমত খেয়ে গেলেন রাইকভ। 'মানে?'

গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'আপনি জানেন।'

'এই পাগলামির কোন মানে হয় না, ডা. রানা।'

'কি ধরনের পাগলামি, জানতে পারি?' ফরওয়ার্ড প্যাসেজওয়ের দিক থেকে একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ।

'ডা. রানা বলছেন, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নভেলির দিকে রওনা হবেন—পায়ে হেঁটে।'

'আবার ওদের সাড়া পাওয়া গেছে?' রানার ব্যাপারটা আপাতত ভুলে গেল রুস্তভ। 'ক্রস-বেয়ারিং?'

'ওসিপভ বলছে, পাঁচ মাইল।'

'হোয়াট! পাঁচ মাইল! মাত্র পাঁচ মাইল?' পরমুহূর্তে কেউ যেন একটা বোতাম টিপে দিয়ে তার চেহারা থেকে সমস্ত আনন্দ বিস্ময় আর উত্তেজনার আলো নিভিয়ে দিল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। ম্লান সুরে বলল, 'আবহাওয়ার যা অবস্থা, পাঁচ মাইল আর পাঁচশো মাইল একই কথা। এমন কি বুড়ো অ্যামুন্ডসেনও এই অবস্থায় তাঁবুর বাইরে দশ কদম ঘুরে আসতে রাজি হতেন না।'

'কিন্তু ডা. রানার ধারণা, উনি অ্যামুন্ডসেনের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন,' শুকনো, নিরস কণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে চান ওখানে!'

রানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন বিবেচনা করল রুস্তভ, তারপর রাইকভের দিকে ফিরল। 'অবস্থা যদি এতটাই খারাপ হয়ে থাকে, অনুমতি দিন, একে আমরা সেলের ভেতর আটকে রাখি।'

'শেষ পর্যন্ত তাই না করতে হয়!'

মনের ভেতর জমে ওঠা রাগ বিস্ফোরণের মত রানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল ও, 'এখানে আমরা প্রাকৃতিক শোভা দেখতে বা ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে আসিনি, ক্যাপ্টেন রাইকভ! স্টেশন নভেলিতে মানুষজন রয়েছে—এখন হয়তো বেশি নয়, অন্তত একজন রয়েছে। লোকটা অসুস্থ, মারা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাকে বাঁচাবার জন্যে কি দরকার তা বোঝার জন্যে আপনার ডাক্তার হবার দরকার নেই। এক আউন্স অ্যালকোহল, কিছু খাবার, গরম একটু কফি আর দু'একটা ওষুধ। এই সামান্য ক'টা জিনিস সময় মত না পৌঁছুলে লোকটা মারা যাবে। আর কিছু না হোক, মানবতার খাতিরে তাকে সাহায্য করা দরকার। সাথে কাউকে যেতে বলছি না আমি, শুধু মস্কোর অর্ডার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাইছি ক্রু এবং লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে আমাকে সাহায্য করুন। বাধা দেয়ার হুমকি দিচ্ছেন—এই কি আপনাদের সহযোগিতার নমুনা?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাইকভ। কি ভাবছেন কে জানে।

'রানাকে ঠেকাতেই হবে, ক্যাপ্টেন!' জরুরী আবেদনের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'কেউ যদি নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপতে যায়, কিংবা কেউ যদি নিজের গলায় ক্ষুর চালাতে চেষ্টা করে—আপনি তাকে বাধা দিতেন না? রানাও ঠিক তাই করতে চাইছে। স্রেফ পাগলামি—আত্মহত্যা করতে চায়। ঝট্ করে ফিরল রানার দিকে, রাগী হয়ে উঠেছে চেহারা। 'আমরা থেমে আছি অথচ সোনার অপারেটর ডিউটি দিচ্ছে—কেন জানো? বরফ পাঁচিল তফাতে

রয়েছে, কিন্তু কাছে সরে আসছে দেখলেই রিপোর্ট করবার জন্যে। লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়নি, কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড পর হবে না তাই বা কে বলতে পারে? তাছাড়া, এই ঝড়ের মধ্যে ব্রিজে উঠে বিশ সেকেন্ড টেকাই যেখানে সম্ভব নয়, কিভাবে অবহু তুমি...?'

মৃদু কণ্ঠে রাইকভ বললেন, 'এইমাত্র ব্রিজ থেকে নেমে এলাম আমরা।'

'তারপরও যেতে চাইছে ও?' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রুস্তভ। 'যা বলেছি—ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'আরেক কাজ করা যেতে পারে,' রাইকভ বললেন। 'এখান থেকে নিচে নেমে আরও খানিক সামনে গিয়ে আরেকটা পলিনাইয়া খুঁজে নিতে পারি। সেখান থেকে নভেলি এক-আধ মাইল দূরে হলে একটা ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে।'

'খড়ের গাদা থেকে আলপিন খুঁজতে চাইছেন আপনি,' বলল রানা। 'এটা পেতে ছয় ঘণ্টা লেগেছে, তার ওপর ভাগ্যটাও ভাল ছিল। আর, টর্পেডোর কথা তুলবেন না। গোটা এলাকায় একশো ফিট পুরু বরফ ভাসছে। বরফের ওপর আবার মাথা তুলতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। কিন্তু আমি গেলে দুই, খুব বেশি হলে তিন ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'কিন্তু প্রথম একশো গজ পেরোবার আগেই যে তুমি জমাট বরফ হয়ে গিয়ে মারা যাবে, তার কি?' প্রশ্ন করল রুস্তভ। 'ছোট গর্তের ভেতর পড়ে পা ভাঙতে পারো, তার কি? বরফ কুচি লেগে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেলে, তখন? আর দেখতে না পেয়ে কোন পলিনাইয়ার ভেতর পড়ে যদি তলিয়ে যাও, তখন কি হবে? তুমিও জানো, পানিতে পড়লে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে নিরেট বরফ হয়ে যাবে শরীরে। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'না হয় ধরে নিলাম, এসব কিছুই ঘটবে না, বহাল তবিয়তেই থাকবে তুমি, কিন্তু অন্ধ অবস্থায় পাঁচ মাইল দূরের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কিভাবে তুমি পৌঁছুবে বুঝিয়ে দাও আমাকে।'

রানা কথা বলল না দেখে আবার শুরু করল সে, 'মনে রেখো, তোমার মত জেদী একজন লোকের পক্ষেও আধ-টন ওজনের একটা জাইরো পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই অক্ষাংশে ম্যাগনেটিক কম্পাস কোন কাজেই আসবে না। আমরা যেখানে রয়েছি সেখান থেকে ম্যাগনেটিক নর্থ পোল যথেষ্ট দক্ষিণে, এবং অনেকটা পশ্চিমে। তবু যদি ছাই কোন ধরনের বেয়ারিং ওটা থেকে তুমি পেয়েও যাও, অন্ধকার আর এই ঝড়ের মধ্যে ক্যাম্পটা খুঁজে বের করবে কিভাবে? ওটা থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও জানার উপায় নেই কোন্ দিকে কতদূর যেতে হবে তোমাকে। এত সবের পরও তুমি যদি পৌঁছুতে পারো, ফেরার পথটা চিনবে কিভাবে? কাগজের ফিতে ছাড়তে ছাড়তে এগোবে, নাকি পাঁচ মাইল লম্বা সুতো? উঁহুঁ, একে পাগলামি বলা যথেষ্ট নয়—এ স্রেফ গোয়ার্তুমি, নির্বুদ্ধিতা!'

'সব বিশ্বাস করলাম,' বলল রানা। 'পা ভেঙে যেতে পারে। ডুবে যেতে পারি। বরফ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এসব ঝুঁকি আমি নিতে চাই। পথ খুঁজে নিয়ে এখানে পৌঁছানো বা ফিরে আসা—এর জন্যে আশ্চর্য প্রদীপের কোন দরকার করে না। নভেলির রেডিও বেয়ারিং রয়েছে তোমাদের হাতে, ঠিক কোথায় রয়েছে

নভেলি তোমরা তা জানো। যে-কোন ট্র্যান্সমিটারের রেডিও বেয়ারিং নিতে পারো তোমরা। আমাকে শুধু সাথে করে একটা রিসিভার ট্র্যান্সমিটার নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে আমার, তোমরা আমাকে নভেলির বেয়ারিং জানাবে। পানির মত সহজ।'

'হয়তো তাই,' বলল রুস্তভ। 'কিন্তু অসুবিধে একটাই, ও-ধরনের কোন রেডিও আমাদের নেই।'

'আমার ব্রিফকেসে আছে,' বলল রানা। 'ওয়াকি-টকি। বিশ মাইল রেঞ্জ।'

'অবাক হবার কিছুই নেই,' বিদ্রূপের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'আরও সব নানা ধরনের আশ্চর্য জিনিসের সাথে কেমন করে জানি এসে গেছে ওটা, তাই না, ডাক্তার?'

'ডা. রানার সাথে কি আছে না আছে সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়,' গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল রুস্তভের নিন্দা করছেন রাইকভ। যদিও প্রথম দিকে তিনি ঠিক এর উল্টো কথাই ভেবেছেন। 'উনি একা যেতে চাইছেন, সেটাই আমাদের মাথাব্যথার কারণ। ডা. রানা, আপনার এই উদ্ভট প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারি না।'

'কেউ আপনাকে মেনে নিতে বলছেও না,' বলল রানা। 'আমার যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে আপনার অনুমতি দরকার করে না। আমি শুধু বলছি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান। এবং যা যা লাগে তার একটা প্যাকেট তৈরি করে দিন। যদি না দেন, ওটা ছাড়াই যেতে হবে আমাকে।' কথা শেষ করে সেখানে আর দাঁড়াল না রানা, নিজের কেবিনে ফিরে এল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। এবার কমবিনেশন মিলিয়ে ব্রিফকেসের তালা খুলল, উঁচু করল ঢাকনিটা। ভেতরে চার ভাগের তিনভাগ জায়গা দখল করে আছে আর্কটিকে টিকে থাকার উপযোগী গরম কাপড়-চোপড়। কোটি টাকা দিলেও এর চেয়ে ভাল কাপড় পাওয়া যাবে না কোথাও।

লম্বা একটা আন্ডারওয়্যার, উলেন শার্ট, করডুরয় ট্রাউজার, তারপর খাঁটি সিল্ক দিয়ে কিনারা মোড়া তে-সেলাই উলের একটা পারকা পরল ও। বাঁ বগলের একটু সামনে এবং নিচে তেরছা মুখো একটা পকেট আছে পারকায়, ডান দিকের পকেটটা আরেক সাইজের। ব্রিফকেস থেকে দ্রুত তিনটে জিনিস বের করল ও। একটা থ্রী-টু ক্যালিবারের ওয়ালথার পি. পি. কে ডাবল-অ্যাকশন অটোমেটিক পিস্তল, পারকার বাঁ পকেটে ঢুকে গেল। বাকি দুটো ম্যাগাজিন ক্লিপ, ঢুকল ডান পকেটে।

বাকি কাপড়-চোপড় পরতে বেশি সময় লাগল না। ঘন করে বোনা দু'জোড়া উলেন মোজা, ফেল্ট আন্ডারসু এবং সবশেষে ফার—আউটার পারকা আর ট্রাউজারের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে ক্যারিবো, হুডের জন্যে উলভারিন, বুটের জন্যে সীল্‌স্কিন, আর গ্লাভসের জন্যে রেইন ডিয়ারের চামড়া। গলায় স্নো-মাস্ক আর গগলস ঝুলিয়ে নিল ও, ফার পারকার ভেতরের পকেটে ভরল ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট। ওয়াকি-টকি বের করে ব্রিফকেস বন্ধ করে দিল ও। কমবিনেশন সেট করার আর কোন দরকার ছিল না, তবু সেট করল—ওর চলে যাবার পর সময়

কাটাবার জন্যে একটা কাজ থাকল ক্যাপ্টেনের। তালা খুলে কেবিন থেকে বেরুবার আগে র‍্যাকস্যাকে মেডিসিন কেস আর ইস্পাতের তৈরি একটা ফ্লাস্ক ভরে নিল ও। ফ্লাস্কে অ্যালকোহল রয়েছে।

কন্ট্রোলরুমে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। রুস্তভও। ওদের সাথে আরও দু'জনকে দেখা গেল, গ্যাকো আর পিনিন। রুস্তভ, গ্যাকো আর পিনিন—প্রকাণ্ডদেহী বলতে জাহাজে এই তিনজনই।

সোজা এগিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়াল রানা। জানতে চাইল, 'প্যাকেটটা আমি পাচ্ছি?'

'এই শেষবার অফিশিয়ালি বলছি—এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে—' বললেন রাইকভ, 'আপনি যা করতে চাইছেন তা আত্মহত্যারই নামান্তর। বেঁচে ফিরে আসবেন তার কোন আশা নেই। এতে আমার বিবেকের সায় নেই।'

'বেশ তো, সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেল। আমার প্যাকেট?'

'আমার বিবেকের সায় নেই,' এমনভাবে বলে চললেন রাইকভ, যেন রানার কথা শুনতেই পাননি, 'কারণ, জাহাজে হঠাৎ করে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। এই খানিক আগে আমাদের একজন ইলেকট্রনিক টেকনিশিয়ান আইস মেশিনের রুটিন ক্যালিব্রেশন টেস্ট করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে, ওভারলোড কয়েলটা কাজ করছে না। ইলেকট্রনিক মোটর জ্বলে গেছে। এর কোন স্পেয়ার নেই। কাজেই, একবার যদি নিচে নামতে বাধ্য হই আমরা, পথ চিনে আবার ওপরে ওঠা সম্ভব হবে না। তারমানে বরফের ওপর যারা থেকে যাবে, তারা শেষ।'

ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করছেন ক্যাপ্টেন, সেজন্যে তাঁকে দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু ভদ্রলোক ওকে বরং একটু নিরাশই করলেন। এরচেয়ে ভাল কোন গল্প ফাঁদতে পারলেন না! 'আমার প্যাকেট, কমান্ডার। পাব ওটা?'

'তবু আপনি যেতে চান? যা বললাম তা শোনার পরও?'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'প্যাকেট ছাড়াই তাহলে যেতে হয় আমাকে।'

'আমার একজিকিউটিভ অফিসার, টর্পেডোম্যান গ্যাকো আর রেডিওম্যান পিনিন,' গাম্ভীর্যের সাথে বললেন রাইকভ, 'ব্যাপারটা পছন্দ করছে না।'

'কে কি পছন্দ করল না করল তাতে আমার কিছু আসে যায় না, ক্যাপ্টেন।'

'বলছে, এই রকম একটা ঝুঁকি ওরা আপনাকে নিতে দেবে না।'

একজন হলে কথা ছিল, দু'জনকেও হয়তো সামলাতে পারবে রানা, কিন্তু তিন তিনটে দানবের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সাথে পিস্তলটা আছে সত্যি, কিন্তু সেটা বের করতে হলে প্রায় বিবস্ত্র হতে হবে ওকে। সে-সুযোগ ওরা তাকে দেবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, পিস্তল বের করতে পারলেই বা কি? মিছে হুমকিতে ভয় পাবার পাত্র রুস্তভ, গ্যাকো বা পিনিন নয়। ওরা ওদের কর্তব্য পালন করছে মাত্র, এই অবস্থায় তো আর গুলি করা সম্ভব নয়!

'এক শর্তে যেতে পারেন আপনি,' বললেন রাইকভ। 'ওরা আপনার সঙ্গে যাবে।'

'স্বেচ্ছা নির্বাসনে,' বলল গ্যাকো। 'আমরা তিনজন।'

ক্যাপ্টেনকে বলল রানা, 'আমি ওদের চাই না।'

'আত্মত্যাগের কৃতিত্বটুকু একা নিতে চান উনি,' বলল পিনিন। 'এমন স্বার্থপর মানুষ তো আর দেখিনি!' রানার দিকে ফিরল। 'অন্তর থেকে না হোক, অন্তত মৌখিক একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল আপনার, ডা. রানা।'

'আপনি আপনার ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে চাইছেন, ক্যাপ্টেন,' বলল রানা। 'মস্কো থেকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে মনে নেই?'

'কিন্তু একজন ডাক্তারকে আর্কটিক ঝড়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, এই কথা জানাজানি হয়ে গেলে সোভিয়েত নৌ-বাহিনী দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাবে কিভাবে?'

'সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর মুখ রক্ষার জন্যে আপনার ক্রুরা কি নিজেদের জীবন বিপন্ন করবে? ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছেন?'

'আমরা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছি,' বলল পিনিন। 'গ্যাকোর দিকে তাকান, চেহারা দেখে মনে হয় না, বীরোচিত কিছু করার জন্যেই জন্ম হয়েছে ওর?'

'ভেবে দেখেছ, আমরা রওনা হবার পর বরফ যদি কাছে সরে আসে, আর ক্যাপ্টেন যদি জাহাজ নিয়ে নিচে নেমে যেতে বাধ্য হন—কি হবে তখন?'

'ও-কথা মুখেও আনবেন না!' আঁতকে উঠল গ্যাকো। 'পিনিন যাই বলুক, আমি আসলে অতটা সাহসী নই!'

হাল ছেড়ে দিল রানা। বুঝল ওদেরকে ঠেকানো যাবে না। তাছাড়া, গ্যাকোর মত, নিজেকেও তার অতটা সাহসী মনে হলো না। ওরা সাথে যাবে বুঝতে পেরে মনে মনে স্বস্তি এবং ভরসা পেল ও অনেকখানি।

রাইকভ বললেন, 'তাহলে, ডা. মাসুদ রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, যাবে,' বলল ও। 'কিন্তু এর জন্যে পরে কেউ যেন আমাকে দায়ী না করে।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল রাইকভের মুখে।

সাত

প্রথম প্রতিবাদ এল রুস্তভের কাছ থেকে। হাল ছেড়ে দিল বললে ভুল বলা হবে, কেন না হাল ছেড়ে দেয়া কাকে বলে জানা নেই তার। আসলে ওদের চারজনের মধ্যে সে-ই প্রথম সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। পিছন থেকে রানার হাত ধরে ফেলল সে, মাথাটা রানার মাথার কাছে সরিয়ে নিয়ে এল, স্নো মাস্ক নামিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আর এক পা-ও নয়! এবার থামো!'

পাল্টা আওয়াজ করে বলল রানা, 'ওই পাঁচিলটা, ওখানে গিয়ে!' কথাটা রুস্তভ শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। দিগন্তরেখা থেকে ছুটে আসা বরফ-ঝড়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে স্নো মাস্ক খুলেই আবার সেটা দিয়ে ঢেকে নিয়েছে মুখ। তবে রানার কোমর পেঁচিয়ে থাকা রশিটা ছেড়ে দিল সে। পথ দেখিয়ে আবার এগিয়ে চলল

রানা।

রুস্তভ, গ্যাকো আর রানা গত আড়াই ঘণ্টা ধরে ওদের একজন পালা করে রশির আগা নিয়ে সামনে থাকছে, বাকি তিনজন পরস্পরের কাছ থেকে পিছিয়ে আছে দশ গজ। সবার পেছনে পিনিন। সামনের লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো বিপদ দেখা দিলে পিছনের ওরা যেন তার প্রাণ বাঁচাতে পারে। সেই রকম বিপদ এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে একবার। চিড় ধরা বরফের ঢালের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল রুস্তভ। একে অন্ধকার, তার ওপর প্রবল ঝড়, চোখের সামনে নিজের হাতও দেখতে পাওয়া যায় না। ঢালের মাথায় উঠল, তারপর শক্ত বরফ মনে করে যেখানে কনুই রাখতে গেল সেখানে কিছু না থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, কিনারা থেকে ঝপ্ করে পড়ে গেল আট ফিট নিচে। রশিতে টান পড়ায় প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো সে, সেই সাথে ঝাঁকি খেলো রানা আর গ্যাকো।

প্রচণ্ড বাতাস এইমাত্র বরফের ছাল উড়িয়ে নিয়ে গেছে, টলমল করছে কালো পানি, তার ওপর দু'মিনিট ঝুলে থাকল রুস্তভ। রানা আর গ্যাকো রশি টেনে ঢালের ওপর তুলে আনল তাকে। কেউ কিছু বলল না, কিন্তু বুঝতে কারও বাকি থাকল না, নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে রুস্তভ। একে সাব-জিরো টেম্পারেচার, তার ওপর বরফ-ঝড়, পানিতে পড়া মাত্র নিশ্চিত মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে পানি থেকে সদ্য তোলা লোকের কাপড়-চোপড় আর কাপড়-চোপড় থাকে না, শক্ত বরফের বর্ম ওয়ে ওঠে। সেই বরফ না ভাঙা যায়, না শরীর থেকে খোলা যায়। অবশ্য, এক নিমেষে প্রায় একশো ডিগ্রী কম টেম্পারেচারের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই মারা যায় লোকটা, তখন আর তাকে বরফ মুক্ত করা না করায় কিছু আসে যায় না।

এই ঘটনার পর সাবধান হয়ে গেল ওরা। পাঁচ ফুট লম্বা এক টুকরো রশি কালো পানিতে চুবিয়েই তুলে নিয়ে ধরা হলো বাতাসের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে লোহার মত শক্ত রড হয়ে গেল সেটা, অন্ধের যষ্টি হিসেবে কাজেও লাগানো হলো সেটাকে।

কখনও টলতে টলতে এগোল রানা, কখনও হামাগুড়ি দিল, নিস্তেজ হয়ে আসা বাতাস হঠাৎ এক একবার ফুঁসে উঠলে তাল হারিয়ে পড়ে গেল ঢালের মাথা থেকে একেবারে নিচে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার সময় হঠাৎ বুঝল, বাতাসের আগের সেই তেজ আর নেই, দিগন্তরেখা থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের মত বরফ কুচিও ছুটে এসে ওর গায়ে পড়ছে না। বলেছিল বটে ওই পাঁচিলটা, কিন্তু সেটা কোথায় বা কতদূরে না জেনেই বলেছিল। হাতের বরফ-লাঠি নিরেট কিছুর সাথে লাগতেই বুঝল, সামনে ভাসমান বরফের খাড়া প্রাচীর।

পাঁচিলের আড়ালে চলে এসে গগলস কপালে তুলল রানা। পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বালল। অন্ধের মত সামনে হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা। গগলস কোন কাজেই আসেনি, লেনিনগ্রাদ থেকে নামার সাথে সাথে ওদের মাথায় চটের ব্যাগ পরিয়ে দেয়া হয়েছে বললে ভুল বলা হবে না। রুস্তভের দিকে তাকাল রানা, তিনজনের মধ্যে সেই সবার আগে রয়েছে। গগলস, স্নো মাস্ক,

হুড, কাপড়-চোপড়—পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার শরীরের সামনেটা পুরু, নিরেট বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। হাত-পা নড়ছে, তাই এখানে-সেখানে কিছু ফাটল ধরেছে। খট খট, মুড়মুড় আওয়াজ হচ্ছে, পাঁচ ফিট দূর থেকেও শুনতে পেল রানা।

পাঁচিলের আড়ালে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে থাকল ওরা। চকচকে সাদাটে-ধূসর রঙের একটা খরস্রোতা নদী মাথার চার ফিট ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তুষার-ঝড়। রানার বাঁ দিকে উঠে বসল গ্যাকো, মাথা নিচু করে বরফ মোড়া ফার দেখাল, তারপর দমাদম ঘুসি দিতে শুরু করল বুকে।

খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল রানা। 'করো কি!'

'কেন, কি হয়েছে?' স্নো-মাস্কের ভেতর থেকে গ্যাকোর গলা ভোঁতা শোনাল। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়ার শব্দটাও অস্পষ্ট।

'ঝড়টাকে ওই বরফই তো ঠেকিয়ে রেখেছে, ইনসুলেটরের কাজ করছে। ওটা না থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে। কই দেখি হাত আর মুখ দেখাও আমাকে।'

একে একে তিনজনকে পরীক্ষা করল রানা, ওকে পরীক্ষা করল রুস্তভ। ভাগ্য ওদের এখনও ভালই বলতে হয়। ঠাণ্ডায় নীল এবং কাতর হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ফ্রস্ট-বাইট এখনও হামলা চালাতে পারেনি কারও ওপরেই। ওদের ক্লান্ত চেহারা আর ঘন ঘন হাঁপানো দেখে মনে মনে ভয়ই পেল রানা। খেয়েদেয়ে মোটা-তাজা হয়েছে, কিন্তু শারীরিক খাটা-খাটনি কম বলে দম বাড়েনি। পিঠে চল্লিশ পাউন্ড প্যাকেট নিয়ে এই পরিস্থিতিতে আড়াই ঘণ্টা টিকে গেছে, সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু এরপর?

'ফেরার রাস্তাও বন্ধ, তাই না, রানা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট। 'এদিকে, এগোবার শক্তিও নেই আমাদের। উপায়?'

'ডা. রুডেনকোর লেকচার মন দিয়ে শুনলে আজ আর ঠেকতে না,' বলল রানা। 'ভাল-মন্দ খেয়ে গায়ে শুধু চর্বি জমিয়েছ, একটুতেই কাহিল হয়ে পড়বে না তো কি!'

'একটুতেই, না?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল গ্যাকো। 'আপনার অবস্থা কি, শুনি? কাহিল হয়ে পড়েননি?'

'কাহিল?' অবাক হবার ভান করল রানা। 'আমি? আমাকে তুমি ননীর পুতুল ভেবেছ নাকি? শুধু রুস্তভ বলল, আর তাছাড়া তোমাদের বেহাল অবস্থা লক্ষ করে মনে দয়া হলো বলেই না এখানে থেমেছি আমি। আরও পাঁচ-সাত ঘণ্টা একটানা হাঁটতে পারি আমি, একটুও ক্লান্ত হব না।' ডাহা মিথ্যে কথা। ওর নিজের অবস্থাও ওদের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। ক্লান্তির জন্যে ওদেরকে লজ্জা পাওয়ানোই উদ্দেশ্য ওর, তাতে যদি ওদের ভেতর কিছুটা শক্তি ফিরে আসে।

'এখানে আমরা পনেরো মিনিট জিরিয়ে নেব, তার বেশি এক সেকেন্ডও নয়। বেশিক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকা মানে বরফ হয়ে যাওয়া।' রাকস্যাক থেকে মেডিকেল অ্যালকোহল বের করল ও।

'ও কি?' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে জানতে চাইল রুস্তভ। 'শুনেছি লোয়ার টেম্পারেচারে অ্যাকোহল সাংঘাতিক ক্ষতি করে!'

'আমিও শুনেছি। আবার এর উল্টোটাও শুনেছি। এটাই নিয়ম। মানুষের সমস্ত আচরণ সম্পর্কে একদল ডাক্তার যা বলে আরেকদল সেটার ঘোর বিরোধিতা করে। ওদের এসব খেলায় আমাদের না জড়ানোই ভাল। তাছাড়া, এটা ঠিক অ্যালকোহল নয়, ফাইন স্কচ হুইস্কি।'

'সে-কথা আগে বলবে তো!' খুশি হয়ে উঠল রুস্তভ। 'গ্যাকো আর পিনিনের জন্যে একটু কম করে ঢালো—অভ্যেস নেই কিনা! কিছু শুনলে পিনিন?'

ওয়াকি-টকির এরিয়াল খাড়া করে পারকার হুডের নিচে এয়ারফোন আটকে নিয়েছে পিনিন, মাইক্রোফোনটা দু'হাত দিয়ে ঘিরে নিয়ে কথা বলছে। রেডিও এক্সপার্ট, কাজেই ওয়াকি-টকিটা তার কাছেই থাকা দরকার। সাবমেরিন থেকে রওনা হবার আগেই সেটা তাকে গছিয়ে দিয়েছে রানা। ওটা তার কাছে আছে বলেই একবারও সবার আগে পথ চলতে দেয়া হয়নি তাকে। পানির সংস্পর্শে এলে ওই রেডিও শেষ, সেই সাথে ওদের সমস্ত আশা ভরসারও ইতি—কারণ ওটা ছাড়া ওরা যে শুধু ড্রিফ্ট স্টেশন নভেলিকে খুঁজে পাবে না তাই নয়, পথ চিনে লেনিনগ্রাদে ফিরে যাবারও আর কোন উপায় থাকবে না। আকার এবং আকৃতিতে পিনিন মাঝারি সাইজের একটা গরিলা, নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য তার ভালই আছে, কিন্তু তবু সবাই তার সাথে এমন আচরণ করে এসেছে, সে যেন মোম দিয়ে তৈরি সবার আদরের পুতুলটি।

'কঠিন ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট,' বলল পিনিন। 'রেডিও ঠিকই আছে, কিন্তু এই বরফ-ঝড় ডিসটার্ব করছে—না, এক সেকেন্ড!'

মাইক্রোফোনের ওপর মাথা নামাল পিনিন, ঝড়ের আওয়াজ থেকে আড়াল করতে চাইছে সেটাকে। 'পিনিন বলছি…পিনিন।…হ্যাঁ, থেমে আছি আমরা, কিন্তু ডাক্তার রানা বলছেন, আমরা পারব।…লাইনে থাকুন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে, 'কতদূর এসেছি জানতে চাইছে ওরা।'

'চার মাইল,' আন্দাজ করল রানা। 'সাড়ে তিন বা সাড়ে চারও হতে পারে।'

মাইক্রোফোনে আবার কথা বলল পিনিন, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা আর রুস্তভের দিকে, ওরা দু'জন মাথা নাড়াতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে। বলল, 'নেভিগেটিং অফিসার বলল, যেখানে থাকার কথা তার চেয়ে নাকি চার-পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে সরে এসেছি আমরা। আবার এগোবার সময় দক্ষিণ দিকে সরে না গেলে কয়েকশো গজ দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যাব নভেলিকে।'

লেনিনগ্রাদের কাছ থেকে শেষবার বেয়ারিং পজিশন পেয়েছে ওরা ঘণ্টাখানেক বা তারও আগে। রেডিও যোগাযোগ ছাড়া দিক নির্দেশ পাবার একমাত্র উপায় বাতাসের সাহায্য নেয়া। বাতাস কোন্ দিক থেকে আসছে, কি তার গতি এসব যাচাই করা সহজ হয়ে ওঠে যদি সেটা অবাধে মুখে এসে লাগে। কিন্তু ওদের মুখ একে ঢাকা, তার ওপর ঠাণ্ডায় অসাড়, বাতাস কোন্ দিক থেকে কতটা জোরে আসছে অনুভব করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, বাতাস আগে কোন্ দিক থেকে বইছিল, এখন কোন্ দিক থেকে বইছে, খানিক পর কোন্ দিক থেকে বইবে তা জানারও কোন উপায় নেই। কথাটা রুস্তভকে বলল রানা।

'হুঁ,' গম্ভীর গলায় বলল রুস্তভ। 'এই অবস্থায় গোলক ধাঁধায় পড়ে চক্কর

খাওয়ারই বেশি সম্ভাবনা।' দু'ঢোক হুইস্কি গিলে খক খক করে কাশতে লাগল সে। ফ্লাস্কের টুপিটা রানার হাতে ফিরিয়ে দিল। 'তবু তুমি মনে করো আমরা পারব?'

'ভাগ্যের সাহায্য একটু তো লাগবেই। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আমাদের বোঝা খুব বেশি ভারী? কিছুটা হালকা করে নেবে?'

আশি পাউন্ড খাবার, একটা স্টোভ, ত্রিশ পাউন্ড কমপ্রেশড-ফুয়েল ট্যাবলেট, একশো পাউন্ড অ্যালকোহল, একটা তাঁবু, আর ভারী একটা মেডিকেল কিট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। বোঝা হালকা করার জন্যে এর কিছুই ফেলে যেতে চায় না রানা, কিন্তু ফেলে যদি যেতেই হয়, মনে মনে চাইছে পরামর্শটা ওদের তরফ থেকেই আসুক।

'না,' বলল রুস্তভ। সম্ভবত পেটে হুইস্কি পড়ায় তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গলার আওয়াজ আগের চেয়ে জোরাল, শোনাল, দাঁত দু'পাটির সংঘর্ষও কমেছে।

'শিশু থাকতেই ধারণাটার গলা টিপে মারুন,' বলল পিনিন। 'আমার পিঠের ওপর বোঝাটা অত্যাচার করছে সত্যি, কিন্তু বিপদের বন্ধুকে ফেলে যেতে রাজি নই আমিও।'

'তুমি কি বলো?' প্রশ্নটা গ্যাকোকে করল রানা।

'কথা না বলে এনার্জি বাঁচাচ্ছি আমি। পিনিনকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আগে হোক পরে হোক একজনকে দরকার হবে তো।'

ঝাপসা, দাগ পড়া গগলস চোখে তুলল ওরা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক এক করে উঠে দাঁড়াল তিনজন। পাঁচিল ঘুরে যেতে হবে, তাই দক্ষিণ দিকে রওনা হলো।

এর আগে এত বড় পাঁচিলের সামনে পড়েনি ওরা। তবে সান্ত্বনা এই যে সঠিক কোর্স ধরতে হলে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে হবে ওদেরকে, যাচ্ছেও তাই। ঝড়ের ছোবল ওদের গায়ে এসে লাগছে না, তাতে শক্তিও অনেক কম খরচ হচ্ছে। প্রায় চারশো গজ এগোবার পর হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল পাঁচিল, বাতাসের ধাক্কায় আরেকটু হলে উড়েই যাচ্ছিল রানা। তাল সামলে উঠতে পারেনি তখনও, চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল ওদেরকে। পিছন থেকে রশি টান টান করল ওরা। এরপর সহজেই শক্ত বরফে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারল রানা। বাতাসের দিকে মুখ করল ও, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বাতাসের গায়ে ছেড়ে দিল নিজেকে—এভাবে এগোনো সহজ, হঠাৎ ছিটকে পড়ার তেমন কোন ভয় নেই। শুধু লক্ষ রাখতে হয় বাতাসের গতি হঠাৎ করে কমে যাচ্ছে কিনা।

পরের এক মাইল পেরোতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগল। আগের চেয়ে অনেক সহজে এগোতে পারছে ওরা। বরফের ঢিবি, স্তূপ, ফাটল ইত্যাদি এড়াবার জন্যে মাঝে মধ্যেই ঘুর পথ ধরতে হলো, তা না হলে আরও বেশি এগোতে পারত। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হোঁচট খেলো গ্যাকো। নিজের ওপর এমন রাগ হলো তার, শেষবার আছাড় খেয়ে কিছুক্ষণ আর সে উঠলই না, হামাগুড়ি দিয়ে অনুসরণ করল ওদেরকে।

সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত বোধ করছে রানা। পা দুটো সীসার মত ভারী মনে হচ্ছে। আগুন ধরে গেছে, প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে পায়ের পাতা থেকে ঊরু পর্যন্ত তীব্র ব্যথা অনুভব করল ও। থামলে হয় না? একটু জিরিয়ে নিলে হয় না? যখনই এ

ধরনের দুর্বলতা জাগল মনে, আজামাত কিরিমের বউ-ছেলে-মেয়ের চেহারা স্মরণ করল ও। সাথে সাথে হাঁটার গতি বেড়ে গেল ওর। আজামাত কিরিম আমি আসছি ভাই…ততক্ষণ টিকে থাকবি তো?

শেষবার যেটার আড়ালে বিশ্রাম নিয়েছিল ওরা এই পাঁচিলটা তার চেয়েও উঁচু। এখানে এসে মাথা গুঁজেছে রানা। একটু পরই ঝড়ের দাপট কমে গেল। একে একে ওর সাথে যোগ দিল রুস্তভ, পিনিন আর গ্যাকো। লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ করে পজিশন চেক করতে বলল রানা। কাজে লেগে গেল পিনিন। সবার জন্যে দু'ঢোক করে হুইস্কি বরাদ্দ করল রানা। রুস্তভ আর গ্যাকোকে একটু বেশি করে দিল, কারণ ওরা দু'জনেই ক্লান্তির একেবারে চরমে পৌঁছে গেছে।

মাইক্রোফোনে কথা বলল পিনিন। এক-দেড় মিনিট পর পারকার ভেতর থেকে এয়ারফোন বের করে ওয়াকি-টকি সেট অফ করে দিল। 'হ্যাঁ, আমরা খুব দেখিয়েছি, নয়তো আমাদের ভাগ্যটাই ভাল, কিংবা হয়তো দুটোই সত্যি। লেনিনগ্রাদ বলছে, ঠিক যে কোর্সে থাকা উচিত সেই কোর্সে রয়েছি আমরা।' রানার হাত থেকে ফ্লাস্কের ঢাকনাটি নিয়ে চুমুক দিল হুইস্কিতে। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। 'এবার দুঃসংবাদ। লেনিনগ্রাদের দিকে সরে আসতে শুরু করছে বরফ, তারমানে ছোট হয়ে আসছে পলিনাইয়া। ঘটনাটা বেশ দ্রুত ঘটছে। ক্যাপ্টেন আন্দাজ করছেন ওখানে তিনি বড়জোর আর ঘণ্টা দুই থাকতে পারবেন। খুব বেশি হলে।' একটু থেমে, ধীরে ধীরে রিপোর্ট শেষ করল সে, 'এবং আইস মেশিন এখনও কাজ করছে না।'

'আইস মেশিন…ওটা কি সত্যিই…'

শেষ করতে দিল না রানাকে, পিনিন বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি। ওটা যে নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি তা বিশ্বাস করেননি।'

বিড় বিড় করে গ্যাকো বলল, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে একটা কথা আছে, সেটা বোধহয় ফলতে যাচ্ছে, ডাক্তার সাহেব!'

'সব মিলিয়ে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হতে যাচ্ছে,' ভারী গলায় বলল রুস্তভ। 'বরফ সরে আসছে, কাজেই নিচে নেমে যাবে লেনিনগ্রাদ। আমরা থাকব ওপরে। তারমানে আমাদের আর লেনিনগ্রাদের মাঝখানে থাকবে গোটা পোলার আইস ক্যাপ। আইস মেশিন যদি মেরামতও করা হয়, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমাদেরকে ওরা খুঁজে পাবে না। এখন, দুঃসাহসী ডাক্তার রানা, তুমিই বলো, কি করব আমরা? আমরা কি এখুনি, এখানেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে শুয়ে পড়ব? নাকি আরও ঘণ্টা দুই গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করব? রওনা হবার সময় কমান্ডার বলে দিয়েছেন, বরফের ওপর এই অভিযানে তুমি আমাদের লীডার—তুমিই বলো।'

'দু'ঘণ্টা অনেক সময়,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'পিঠে বাতাসের ধাক্কা খেয়ে লেনিনগ্রাদে পৌঁছুতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

গ্যাকো আর পিনিন কয়েক সেকেন্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বিস্ময়ের ঘোর প্রথমে কাটিয়ে উঠল গ্যাকো, জানতে চাইল, 'কিন্তু নভেলির ওদের কি হবে?'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। মানুষ কি আর সব কাজে সফল হয়?'

আবার কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। পিনিন বলল 'আপনার কথা শুনে আমরা সাংঘাতিক হতাশ হলাম, ডা. রানা। এভাবে পরাজয় মেনে নেবেন, ভাবতেই পারছি না।

'বোকা,' বোকা, তিরস্কারের সুরে বলল রুস্তভ। 'তোমরা রানার কথা ধরতে পারোনি। নিজেকে বাদ দিয়ে, শুধু আমাদেরকে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে বলছে ও। সোভিয়েত রিজার্ভ ব্যাংকের সমস্ত সোনার বিনিময়েও ওকে এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। 'আর বোধহয় আধ মাইলটাক যেতে হবে। চলো, চলো—দেরি করে লাভ নেই।'

পরস্পরের চোখে তাকিয়ে গ্যাকো আর পিনিন নিঃশব্দে হাসল। ওদের সবিস্ময় ভাবটুকু আসলে অভিনয় ছাড়া আর কিছু ছিল না। বরাবরই জানত, রানা ঠাট্টা করছে।

রুস্তভ আর রানার দেখাদেখি ওরাও উঠে দাঁড়াল। আবার রওনা হলো দলটা। এর ঠিক তিন মিনিট পর পিনিন তার পা ভাঙল।

আট

আবার রওনা হয়ে ডানে বা বাঁয়ে গেল না ওরা, নিজেদের কোর্সে ঠিক থাকার জন্যে সিদ্ধান্ত নিল পাঁচিলটা টপকাবে। পাঁচিলটা দশ ফিট উঁচু, কিন্তু ক্রল করে, পরস্পরকে টানা-হ্যাঁচড়া করে মাথায় উঠে এল চারজনই। সবার আগে রয়েছে রানা, বরফ-ছড়ি দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে দেখে নিচ্ছে সামনের অন্ধকার পথটা নিরাপদ কিনা। ঝড়ের দাপট কমেছে, কিন্তু একেবারে থেমে যায়নি। বাতাসে বরফ-কুচি আগের মত নেই, কিন্তু তুষার কণা অনেক বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় ফ্ল্যাশলাইট কোন কাজেই লাগল না। ঢালটা অল্প ঢালু, ক্রল করে বিশ ফিটের মত নামল রানা। তারপর কিনারা থেকে ছড়িটা নিচের দিকে নামিয়ে দিল।

'পাঁচ ফিট,' ওদেরকে বলল রানা। ক্রল করে ওর কাছাকাছি চলে এসেছে তিনজনই। কিনারা থেকে ঝুপ করে নিচে নেমে পড়ল ও। ওকে অনুসরণ করে, ঠিক পাশে পড়ল রুস্তভ। পিনিনের কি ঘটল বলা সম্ভব নয়। হয় কিনারা থেকে নিচের দূরত্ব আন্দাজ করতে ভুল হলো তার, নয়তো বরফে পা পিছলে গেল। হঠাৎ আর্তধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, শব্দটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস। আওয়াজ শুনে বুঝল রানা, ওদের পিছনে কোথাও পড়েছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। বরফে পা দিয়েই পড়েছে পিনিন, কিন্তু আচমকা চেঁচিয়ে উঠে দড়াম করে আছাড় খেয়েছে শক্ত বরফের ওপর।

বরফ-ঝড়ের দিকে পিছন ফিরল রানা, অকেজো গগলস তুলল কপালে, দ্রুত হাতে ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বালল। ডান কনুই বরফে রেখে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে রয়েছে পিনিন, অনর্গল গালি-গালাজ করে চলেছে। স্নো-মাস্ক থাকায় উচ্চারণগুলো চাপা শোনাল, কিন্তু লক্ষ করল রানা, গাল-মন্দের একটাও পুনরাবৃত্তি

হলো না, বরফের একটা চার ইঞ্চি ফাটলে তার ডান গোড়ালি শক্ত ভাবে আটকে গেছে। ডান পা বাইরের দিকে এমনভাবে বেঁকে আছে, দেখেই বোঝা যায়, পায়ের কোন একটা হাড় না ভাঙলে ওভাবে বেঁকে থাকা সম্ভব নয়। গোড়ালিটা যে গেছে, তা আর রানাকে বলে দিতে হলো না। মনে মনে আশা করল, হাড়ে বোধহয় শুধু চিড় ধরেছে, ভেঙে গিয়ে সেঁধিয়ে যায়নি মাংসের ভেতর। ভাঙুক বা মচকে যাক, সর্বনাশের কিছু আর বাকি থাকল না। পরীক্ষা করবে, তাও সম্ভব নয়। এত কম টেম্পারেচারে শরীরের নিচের একটা অংশ বাতাসের ছোঁয়া পেলে এমনিতেই বাকি জীবন একটা পা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে পিনিনকে।

ছুটে গিয়ে ধরা হলো তাকে, অনেক চেষ্টা করে ফাটল থেকে বের করা হলো পা। পিঠ থেকে মেডিকেল কিট নামাল রানা, হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। 'খুব বেশি ব্যথা করছে?'

'কিছুই অনুভব করছি না—একেবারে অসাড় হয়ে গেছে!' রাগের সাথে বলল পিনিন। 'কি বিচ্ছিরী কাণ্ড বলুন তো! ছোট্ট একটা ফাটল, শেষ পর্যন্ত কিনা তার ফাঁদে ধরা পড়লাম!'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' তিক্ত সুরে বলল গ্যাকো, 'ঠিক এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলাম আমি।' শোকে কাতর দেখাল তাকে, ঘন ঘন এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। 'বলেছিলাম তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজন অন্তত দরকার হবে।'

গুরুতর বিপদে পড়ে গেছে ওরা, সেটা ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। পিনিনের আহত পায়ে স্প্লিন্ট বসাল ও, জুতো আর ফারের ওপর যতটা শক্ত ভাবে সম্ভব টেপ দিয়ে আটকে দিল ওগুলো। ঘটনাটা দু'দুটো অসুবিধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এদেরকে। দলটা যে শুধু সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে তাই নয়, সেই সাথে অতিরিক্ত দু'শো চল্লিশ পাউন্ড বোঝা চাপছে ওদের ঘাড়ে। এর সাথে যোগ হবে পিনিনের চল্লিশ পাউন্ড প্যাকেট।

রানার চিন্তাভাবনা পিনিন বোধহয় আন্দাজ করতে পারল। রুস্তভের দিকে তাকাল সে, বলল, 'আমাকে এখানে রেখে যেতে হবে, লেফটেন্যান্ট।' ঘটনার আকস্মিকতায় মনে একটা ধাক্কা খেয়েছে সে, তার ওপর ঠাণ্ডা—দু'পাটি দাঁতের সংঘর্ষ থামছে না। 'নভেলি নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোথাও হবে। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিলেই চলবে।'

'মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো!' খেঁকিয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো ফেরার পথে তোমাকে আমরা খুঁজে পাব না।'

'ঠিক,' বলল গ্যাকো। দাঁতে দাঁতে বিরোধ তারও তুঙ্গে উঠেছে। হাঁটু গেড়ে বসে পিনিনকে নিজের গায়ে হেলান দেবার সুযোগ করে দিল। 'সোভিয়েত নৌ-বাহিনীতে অর্বাচীনদের পদক দেয়ার নিয়ম নেই।'

'কিন্তু আমাকে যদি বয়ে নিতে হয়,' প্রতিবাদ জানাল পিনিন, 'নভেলিতে তোমরা পৌঁছুতেই পারবে না। শুধু আমার জন্যে...'

'ফের কথা বলে!' ধমকে উঠল লেফটেন্যান্ট।

'পিনিন, তোমাকে আজ একটা সত্যি কথা বলি,' রুস্তভ থামতেই শুরু করল

গ্যাকো। 'চেহারা দেখে যাই মনে হোক, তুমি আসলে হিরো টাইপের নও। তোমাকে ফেলে রেখে আমরা রওনা দিলেই ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দেবে।'

পিনিনের বোঝা ভাগ করে যার যার ঝোলায় ভরে নিল ওরা। চোখে গগলস আর মুখে স্নো-মাস্ক পরল। ভাল পায়ের ওপর দাঁড় করানো হলো পিনিনকে। বাতাসের দিকে মুখ করল ওরা। তারপর এক পা এক পা করে এগোতে শুরু করল আবার।

একান্ত দরকারের সময় ভাগ্যের সহায়তা পেল ওরা। সামনে এই প্রথমবারের মত সমতল, মসৃণ বরফ দেখা গেল। একটা পাঁচিল না, একটা ঢিবি না, একটা গর্ত বা খুদে ফাটল পর্যন্ত না। মসৃণ, কিন্তু পিচ্ছিল নয়। পিনিনের সাহায্য দরকার না হলে এর ওপর দিয়ে ছুটতে পারত ওরা।

পালা করে সামনে থাকছে একজন, বাকি দু'জন নিজেদের মাঝখানে পিনিনকে নিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এক পায়ে এগোচ্ছে পিনিন, চেহারায় অভিযোগের কোন অভিব্যক্তি নেই। সমতল বরফের ওপর দিয়ে প্রায় তিনশো গজ এগোবার পর, সামনের লোকটা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি ব্যাপার?' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় রুস্তভের সাথে আরেকটু হলে ধাক্কা খেত ওরা। একটু রাগের সাথেই প্রশ্নটা করল রানা।

'আমরা পৌঁছে গেছি!' বাতাসের হাহাকারকে ছাপিয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের গলা। 'গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কিসের গন্ধ?'

'পোড়া তেলের গন্ধ। রাবার পোড়া গন্ধ। পাচ্ছ না?'

স্নো-মাস্ক নামাল রানা, দু'হাত দিয়ে নাকটাকে ঘিরে নিয়ে সাবধানে শ্বাস টানল। একবারই যথেষ্ট। মাস্ক তুলল ও, কাঁধের ওপর পিনিনের হাত আরও শক্তভাবে টেনে নিয়ে অনুসরণ করল রুস্তভকে।

খানিক পরই সমতল এলাকার শেষ প্রান্তে এসে থামল ওরা। এখান থেকে বেশ উঁচু একটা ঢালের উত্থান শুরু হয়েছে। যাও বা একটু শক্তি আর দম ছিল ওদের, পিনিনকে নিয়ে ঢালের মাথায় উঠতে গিয়ে তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপর সমতল একটা মালভূমি। এগোবার সাথে সাথে পোড়া গন্ধ বাড়তে লাগল।

পিছিয়ে পড়ে রানাকে সামনে এগিয়ে যেতে দিল রুস্তভ। ঝড়ের দিকে পিঠ দিল রানা, সবাইকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগোল, চোখ তুলে কপালে তুলল গগলস। বরফের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো দ্রুত, ঘন ঘন অর্ধবৃত্ত রচনা করল। গন্ধটা এখন তীব্র, মাস্কের ভেতর কুঁচকে উঠল রানার নাক। মনে হলো, সোজা সামনের দিক থেকে আসছে ঘুরে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়াল ও, সেই সাথে ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ল শক্ত, নিরেট, কালচে একটা আকৃতির ওপর। লোহার পাত, খুঁটি আর রড, কিম্ভূতকিমাকার ধাতব একটা কঙ্কালের মত লাগল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আগুন লাগার আগে এগুলোই ছিল ঘর।

ড্রিফট স্টেশন নভেলিকে পাওয়া গেছে।

ওরা কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর বিধ্বস্ত, পোড়া কাঠামোগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল ওদেরকে, সবাইকে বাতাসের দিকে

পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলে গগলস নামাবার নির্দেশ দিল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ধ্বংসস্তূপটা দেখতে দশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না। কেউ কোন কথা বলল না। তারপর আবার ওরা বাতাসের দিকে মুখ ফেরাল।

আটটা আলাদা ঘর নিয়ে স্টেশন। দুটো সমান্তরাল সারি, প্রত্যেক সারিতে চারটে করে ঘর। দুই সারির মাঝখানে ত্রিশ ফিট, দুই ঘরের মাঝখানে বিশ ফিট করে ব্যবধান। আগুন যাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয়নি। সেজন্যে হয়তো কাউকে দোষ দেয়া যাবে না। হয়তো।

ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলে কয়েক হাজার গ্যালন তেলে আগুন ধরে যায়, ঝড়ো বাতাসে ভর করে কত দূর ছড়িয়ে পড়তে পারে সেটা তা শুধু রোমহর্ষক আন্দাজের ব্যাপার। কঠিন বাস্তব হলো, আগুনকে বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে এই পোলার আইস ক্যাপে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ এই আগুনই এখানে তার সবচেয়ে বড় শত্রু। গোটা আইস ক্যাপ জমাট পানি বৈ কিছু নয়, কিন্তু এমন কিছু নেই যা এই শক্ত পানিকে গলাতে পারে। তার পানি গলে না বলে আগুনকেও দমানো সম্ভব হয় না। এক যদি আগুন নিজে থেকেই নিভে যায়। আচ্ছা, ঘরে ঘরে দৈত্যাকার কেমিক্যাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছিল, সেগুলোর দশা কি হয়েছে?

আটটা ঘর, প্রত্যেক সারিতে চারটে করে। দুই সারিরই প্রথম দুটো ঘর একেবারে ছাই হয়ে গেছে। দেয়ালের কোন চিহ্নই নেই। ওয়েদার-প্রুফ প্লাইয়ের মাঝখানে গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি ছিল ওগুলো। ছাদ ছিল অ্যালুমিনিয়াম পাতের, তারও কোন হদিস নেই। একটা ঘরে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া জেনারেটর মেশিনারি দেখল ওরা, বাতাসের দিকে খোলা অংশে বরফের আবরণ। সব এমনভাবে বেঁকে, গলে, মুচড়ে গেছে, চেনা দায়। কি ধরনের তীব্র ছিল আগুনের উন্মাদনা, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

ওই একই অবস্থা ডান সারির তিন নম্বর ঘরের। আগুনের তাপে এটার ফ্রেম অন্যগুলোর চেয়ে বরং বেশি তুবড়ে-মুচড়ে গেছে। পিনিনকে মাঝখানে নিয়ে এই ঘরের সামনে থেকে সরে আসতে যাবে ওরা, এই সময় কি যেন বলল গ্যাকো। ভাল করে শোনার জন্যে পারকার হুড ওপরে তুলল রানা।

'আলো!' চিৎকার করে উঠল গ্যাকো। 'ওই ওদিকে!'

গ্যাকোর লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল রানা। পাঁচ নম্বর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে একটা ঘর, তার ভেতর সত্যি একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল। সরু, ওপর-নিচে লম্বা, অদ্ভুত সাদা একটা আলো। ঝড়ের দিকে পাশ ফিরে পিনিনকে বয়ে নিয়ে চলল ওরা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় এই প্রথম শূন্য ইস্পাত কাঠামো ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু ধরা পড়ল। একটা ঘর, অন্তত এখনও ঘর বলে চেনা যায়। পুড়ে কালো হয়ে গেছে, তুবড়ে আর মুচড়ে অবস্থা হয়েছে বেহাল, তবু একটা ঘর। একটা মাত্র জানালা, সেটা বন্ধ করা হয়েছে প্লাইউডের পাত দিয়ে। যেভাবে পেরেক মারা হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় আনাড়ী হাতের কাজ। বাতাসের উল্টোদিকে মুখ করা একটা দরজা, একটুখানি খোলা, সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলো।। দরজার গায়ে হাত রাখল রানা। এই প্রথম একটা জিনিস দেখল

যেটা আগুনে ঝলসায়নি। মাঝরাতে কবরস্থানের মরচে ধরা গেট ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলে গা যেমন ছমছম করে, দরজার কব্জার আওয়াজ শুনে সেই রকম গা ছমছম করে উঠল ওর। হাতের চাপে পুরোপুরি খুলে গেল কবাট, ভেতরে ঢুকল ওরা।

সিলিঙের মাঝখানে হুকের সাথে একটা কোলম্যান ল্যাম্প ঝুলছে, চকচকে অ্যালুমিনিয়াম সিলিঙে প্রতিফলিত হয়ে আলোর পরিমাণ বেড়ে গেছে। ঘরটা আঠারো ফিট লম্বা; দশ ফিট চওড়া, প্রতিটি কোণ আর খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। ল্যাম্পের সরাসরি ওপরে তিন ফুটি একটা বৃত্তকে বাদ দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম সিলিঙের গায়ে পুরু কিন্তু ট্র্যান্সপ্যারেন্ট বরফের একটা স্তর জমেছে। সিলিং থেকে প্লাইউডের দেয়াল বেয়ে একেবারে নিচের মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে স্তরটা। কাঠের মেঝেও ঢাকা পড়ে আছে বরফে, শুধু বোধহয় নিঃসাড় পড়ে থাকা শরীরগুলোর নিচের জায়গা বাদ দিয়ে।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। প্রথমেই মনে হলো পৌঁছুতে অনেক দেরি করে ফেলেছে ওরা। জীবনে অনেক লাশ দেখেছে ও, লাশ দেখলেই চিনতে পারার একটা দৃষ্টি অর্জন করেছে। বিদঘুটে ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়ানো একটার ওপর আরেকটার পড়ে থাকা, এলোমেলো কম্বল আর ফার দিয়ে খানিক ঢাকা—এই গাদার ভেতর হৃৎস্পন্দনের আশা করা নিতান্তই বোকামি হবে। ঘরের এক ধারে, দরজার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে, গায়ে গা ঠেকিয়ে প্রায় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে লাশগুলো। প্রেশার ল্যাম্পের একটানা হিস হিস ছাড়া ঘরের ভেতর আর কোন শব্দ নেই।

দেয়াল ঘেঁষে সাবধানে বসানো হলো পিনিনকে। পিঠ থেকে ভারী বোঝাটা নামাল গ্যাকো, মোড়ক খুলে বের করল স্টোভ আর ফুয়েল ট্যাবলেট। দরজা বন্ধ করে প্রথমে রাকস্যাক নামাল রুস্তভ, তারপর টিনজাত খাবার ভর্তি ঝোলাটা ফেলে দিল মেঝেতে। দড়াম করে একটা আওয়াজ হলো, আরেকটু হলে লাফিয়ে উঠেছিল রানা। লাশের গাদা থেকে একটা শরীর প্রায় লাফিয়েই উঠল। রানার কাছাকাছি, পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষা লোকটা প্রথমে নড়েচড়ে উঠল, গড়ান দিল একটা, তারপর উঠে বসে পড়ল। ফ্রস্ট-বাইটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে মুখ, বীভৎস ভাবে পুড়ে গেছে। ঘন কালো লম্বা দাড়ি কুঁকড়ে আছে। চোখ দুটো টকটকে লাল, পলক না ফেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। বোধহয় অন্তরের গহীনে কোথাও ক্ষীণ একটু আত্মমর্যাদাবোধ থেকে থাকবে, রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটাকে অগ্রাহ্য করে নিজের চেষ্টাতেই, অনেক কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সে। ঠোঁটে হাসির একটু আভাস ফুটল

'আপনারা এত দেরি করে এলেন, না এলেও পারতেন।' দুর্বল, কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'আমি রুডিন। রেডিও অপারেটর।'

'হুইস্কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রুডিনের ঠোঁটে আবার একটু হাসির রেখা দেখা গেল। ছাল ছাড়ানো ঠোঁটে জিভের ডগা বুলাতে চেষ্টা করল সে। মাথা ঝাঁকাল।

এক ঢোক হুইস্কি গিলেই খক খক করে কাশতে শুরু করল রুডিন। কাশতে কাশতে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, পানি বেরিয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। কিন্তু আবার যখন

সিধে হলো চোয়াল আর চোখে প্রাণের সজীবতা লক্ষ করা গেল। ঝুঁকে পড়ল সে, পাশে শুয়ে থাকা লোকটার কাঁধ ধরে বলল 'হ্যালো, ভায়া, তোমার আদব-কায়দা সব গেল কোথায়? ওঠো, ওঠো—বাড়িতে মেহমান এসেছে।'

ভায়ার ঘুম ভাঙাবার জন্যে বেশ কয়েকটা নাড়া দিতে হলো, কিন্তু একবার ঘুম ভাঙার পর সম্পূর্ণ সজাগ দেখাল তাকে, কারও সাহায্য না নিয়ে চট্ করে উঠেও দাঁড়াল। ভায়া একটু বেঁটে, চায়না ব্লু রঙের চোখ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজালেও চোয়ালের রঙ খুব একটা ম্লান হয়নি। গোলগাল চেহারা, হাসি খুশি টাইপ। কিন্তু ফ্রস্ট-বাইটে মুখের খানিকটা অংশ আর নাকের প্রায় পুরোটা আক্রান্ত। চায়না ব্লু চোখ জোড়া বিস্ময়ে একটু বিস্ফারিত দেখাল। তারপর আন্তরিক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। রানা বুঝল, এ লোক যে-কোন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

'শুধু মেহমান বলে ওদেরকে অপমান কোরো না, রুডিন,' চেহারায় যেমন, ভায়ার গলার সুরেও কৌতুক লক্ষ্য করা গেল। 'বলো প্রিয় মেহমান, বলো বিপদের বন্ধু। তা মেহমানদের পরিচয় ইত্যাদি জেনেছ?'

'আমি ডা. মাসুদ রানা, আর উনি…'

'আমি ডা. জ্যাকভ, ভায়া,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল লোকটা।

'ডা. জ্যাকভ?'

'হ্যাঁ, ভায়া! রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার।'

'ও। ইনি লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর সাবমেরিন লেনিনগ্রাদে আছেন…'

'সাবমেরিন?' জ্যাকভ আর রুডিন পরস্পরের দিকে তাকাল একবার। তারপর রানার দিকে ফিরল জ্যাকভ। 'আমরা শুনতে ভুল করলাম নাকি, ভায়া? সাবমেরিন…তা কি করে হয়!'

'পরে শুনবেন। টর্পেডোম্যান গ্যাকো। রেডিওম্যান পিনিন।' গাদা হয়ে থাকা লাশের দিকে তাকাল রানা, তাদের মধ্যে কয়েকজন গলার আওয়াজ পেয়ে এরই মধ্যে নড়তে চড়তে শুরু করেছে। দু'একজন কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল, তাকাল চোখ পিট পিট করে। 'ওদের কি অবস্থা?'

'দু'তিনটে পোড়া কেসের অবস্থা বেশ খারাপ,' বলল জ্যাকভ। 'ঠাণ্ডা আর দুর্বলতায় দু'চারজনের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু খাবারদাবার আর তাপের ব্যবস্থা হলে দিন কয়েকের মধ্যেই আবার চাঙা হয়ে উঠবে তারা। এক জায়গায় ওদেরকে গাদা করে রেখেছি যাতে পরস্পরের গায়ের গরমটুকু থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।'

শুনল রানা। রুডিন আর ডা. জ্যাকভকে নিয়ে বারোজন। জিজ্ঞেস করল, 'আর সবাই কোথায়?'

'আর সবাই?' মুহূর্তের জন্যে বিস্মিত দেখাল রুডিনকে, তারপরই চেহারা হয়ে উঠল নিষ্প্রভ এবং ঠাণ্ডা। কাঁধের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে পিছন দিকটা দেখাল সে। 'ওদিকের ঘরে।'

'কেন?'

'কেন?' ক্লান্ত হাত তুলে উল্টোপিঠ দিয়ে লাল চোখ রগড়াল রুডিন। 'ঘর ভর্তি লাশের সাথে শুতে মন চায়নি, তাই।'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল রানা, তাকাল পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। ইতিমধ্যে সাতজনের ঘুম ভেঙে গেছে। তিনজন কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে আছে, বাকি চারজন এখনও শুয়ে। সাতজনের চেহারাতেই বিমূঢ়, বিহ্বল একটা ভাব কম বেশি লক্ষ্য করা গেল। তিনজন এখনও ঘুমিয়ে বা অজ্ঞান হয়ে আছে, মুখগুলো কম্বলে ঢাকা। মৃদু গলায় বলল রানা, 'আপনারা এখানে উনিশজন ছিলেন।'

'উনিশজন···হ্যাঁ,' শোকের ছায়া পড়ল রুডিনের চেহারায়, একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'ওদের কপাল মন্দ! কোন সুযোগই পায়নি ওরা।'

কিছু বলল না রানা। একে একে ঘুম ভাঙা সাতজনের দিকে আবার তাকাল ও। এবার সন্ধানী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। পরিচিত একটা মুখ খুঁজল। মনে আশা, এদের মধ্যেই আছে সেই লোক, কিন্তু আগুনে পুড়ে আর ফ্রস্ট-বাইটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে বলে এতক্ষণ চিনতে পারেনি। এক একটা মুখের ওপর বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে থাকল ও। বুঝল, এদের মধ্যে নেই সে।

এখনও ঘুমিয়ে আছে যারা তাদের প্রথমজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কম্বল সরিয়ে মুখ খুলল। অচেনা লোক। হাত থেকে কম্বলটা ছেড়ে দিল ও।

অবাক সুরে জানতে চাইল ডা. জ্যাকভ, 'কি ব্যাপার? কি চান আপনি?'

জবাব দিল না রানা। আহত, অসুস্থ, পড়ে থাকা লোকগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিল ও। আরেকটা কম্বল তুলে আরেকজন ঘুমন্ত লোককে দেখল। এবারও হাত থেকে কম্বলটা ছেড়ে দিল ও। অনুভব করল, মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। বুকের ভিতর ঘন ঘন তড়পাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কারও দিকে না তাকিয়ে তিন নম্বর ঘুমন্ত লোকের সামনে এসে দাঁড়াল ও। কম্বল তুলে মুখ খুলতে হবে, কিন্তু দ্বিধা আর ভীতি ঝাড়া দশ সেকেন্ড অচল করে রাখল ওকে। বুকের ধড়ফড় ভাবটা বেড়ে গেল। হঠাৎ ঝুঁকে প্রায় ছোঁ দিয়ে লোকটার মুখ থেকে কম্বল তুলে নিল ও।

লোকটার মুখে ব্যান্ডেজ। পাতলা সোনালী খানিক দাড়ি আছে, নাকটা ভাঙা। একে জীবনে কখনও দেখেনি ও, ধীরেসুস্থে কম্বল দিয়ে মুখটা ঢেকে সিধে হলো। দেখল, ইতিমধ্যে সলিড-ফুয়েল স্টোভটা চালু করে দিয়েছে গ্যাকো।

'এবার ফ্রিজিং পয়েন্টের কাছাকাছি এসে যাবে টেম্পারেচার,' ডা. জ্যাকভকে বলল রানা। 'প্রচুর ফুয়েল আছে আমাদের। খাবার, অ্যালকোহল আর কমপ্লিট একটা মেডিকেল কিটও নিয়ে এসেছি। রুডিনকে নিয়ে আপনি যদি ওগুলো কাজে লাগাতে চান, এক মিনিট পর আমিও আপনাদের সাথে হাত লাগাব। লেফটেন্যান্ট, ওটা একটা পলিনাইয়া ছিল, তাই না? এখানে পৌঁছবার ঠিক আগে সমতল, মসৃণ যে জায়গাটা পেরিয়ে এলাম? ওপরের ওই বরফ আসলে পানির ওপর পাতলা আবরণ, ঠিক?'

চেহারায় বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রুস্তভ। 'ঠিক—আর কিছু হতে পারে না। পাঁচশো গজ হাঁটারই ক্ষমতা নেই এদের, পাঁচ মাইল হেঁটে লেনিনগ্রাদে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া,

কমান্ডার জানিয়েছেন, বরফ সরে আসছে, লেনিনগ্রাদকে নিয়ে নেমে যেতে হবে। কাজেই আমরা তাহলে লেনিনগ্রাদকে ডেকে বলি খিড়কী দরজা দিয়ে এখানে চলে আসুক?'

'আইস মেশিনের সাহায্য ছাড়া আমাদের এই পলিনাইয়া খুঁজে পাবে ওরা?'

'এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। পিনিনের রেডিও নিয়ে উত্তর দিকে ঠিক দু'শো গজ এগোব, ওখান থেকে একটা বেয়ারিং সিগন্যাল পাঠিয়ে দক্ষিণ দিকে আবার ঠিক দু'শো গজ যাব, এবং বেয়ারিং সিগন্যাল পাঠাব। এ থেকেই আমাদের রেঞ্জ পেয়ে যাবে ওরা। তা থেকে দু'শো গজ বাদ দিন, লেনিনগ্রাদ আমাদের পলিনাইয়ার মাঝখানে পৌঁছে যাবে।'

'কিন্তু তখনও পলিনাইয়ার নিচে, ওপরে নয়। বরফ ওখানে কতটা পুরু জানতে পারলে হত। ডা. জ্যাকভ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনাদের এই ক্যাম্পের পশ্চিমে মুখ খোলা একটা পলিনাইয়া ছিল—বলতে পারেন ক'দিন আগে?'

'একমাস। কিংবা পাঁচ হপ্তা। ঠিক বলতে পারব না।'

রুস্তভকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কত পুরু?'

'পাঁচ ফিট; হয়তো ছয় ফিট,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রুস্তভ। ওটা ভেঙে মাথাচাড়া দেবে লেনিনগ্রাদ, আশা করা যায় না। কিন্তু টর্পেডো দিয়ে বরফে গুঁতো মারার নতুন একটা ঝোঁক চেপেছে আমাদের ক্যাপ্টেনের—কিছুই বলা যায় না।' পিনিনের দিকে ফিরল সে। 'রেডিও অপারেট করতে পারবে বলে মনে করো?'

ব্যাপারটা ওদের ঘাড়ে ছেড়ে দিল রানা। ওদেরকে কি বলছিল না বলছিল সে-ব্যাপারে তেমন সচেতন হতে পারেনি ও। অসুস্থ, বয়স্ক আর সাংঘাতিক ক্লান্ত লাগল নিজেকে। যে প্রশ্ন নিয়ে এখানে আসা, তার উত্তর পেয়ে গেছে ও। এই উত্তর পাবার জন্যে বারো হাজার মাইল ছুটে আসতে হয়েছে ওকে। ঠিক এই উত্তরটা না পাবার জন্যে নিজের সারা-জীবনের সঞ্চয় বা নিজের প্রাণের ওপর অসম্ভব সব ঝুঁকি নিতেও মানসিক ভাবে তৈরি ছিল ও। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা বদলাবার সাধ্য ওর নেই, কারও নেই। আজামাত কিরিমের স্ত্রী ওর মুখ চেয়ে বসে আছে মস্কোয়, তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা জানতে চায়। ফিরে গিয়ে কি সান্ত্বনা দেবে তাকে? বলবে, তোমার স্বামীকে তুমি আর কোনদিন দেখতে পাবে না? ঘুরিয়ে বা আভাসে বললেও ঠিক এই কথাটাই বলতে হবে। আজামাত কিরিমের বাচ্চারা ওকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কাকু, আব্বা কোথায়?' উত্তর দেবার কিছু থাকবে না। আজামাত কিরিম মারা গেছে, ওরা কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। শুধু ও ছাড়া। এখন তাকে দেখার জন্যেই যাচ্ছে ও। নিজের চোখে দেখতে চায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ঘরের কোণ ঘুরল, সেই সাথে ঝড়ের মুখোমুখি হতেই মাথা নিচু করল। দশ সেকেন্ড পর সারির শেষ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ও। দরজার হাতল কোথায় দেখার জন্যে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। ঘোরাল সেটা, চাপ দিয়ে কবাট খুলল। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল, তারপর চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক সময় এটা একটা ল্যাবরেটরি ছিল। এখন এটাকে লাশের ঘর বললেই বোধহয় ভাল মানায়। ল্যাবরেটরির সমস্ত সরঞ্জাম ঠেলে এক পাশে সরিয়ে ফাঁকা

একটা জায়গা বের করা হয়েছে, সেটা ভরা হয়েছে নিহত লোকগুলোর লাশ দিয়ে। ওরা মারা গেছে জানে ও কিন্তু শুধু রুডিন বলেছে বলে জানে। বীভৎস ভাবে পুড়ে গেছে এক একটা লাশ। গায়ের রঙ, চেহারা, আকার এবং আকৃতি, সব কালচে, বিকৃত ফোলা-ফাঁপা আর বেটপ হয়ে গেছে। এতক্ষণ দম আটকে রেখেছিল বলে পোড়া মাংস আর পোড়া ডিজেল ফুয়েলের উৎকট দুর্গন্ধ পায়নি রানা। নাকে সামান্য একটু গন্ধ ঢুকতেই বমি পেল ওর। বন্ধু আর সহকর্মীদের দগ্ধ, ঝলসানো লাশ বয়ে নিয়ে এসে এখানে এই ঘরে যারা রেখেছে তাদের শক্ত মনের কথা ভেবে অবাক হলো ও। সাংঘাতিক অপ্রীতিকর একটা কাজ, কিন্তু তবু তারা কাজটা করতে পিছ-পা হয়নি।

মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। এ তো আর আগুনে আটকা পড়া লোকের মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু গায়ে আগুন লাগা লোকের মৃত্যু। জ্বলন্ত তেলের সাগর আচমকা লাফিয়ে পড়ে জাপটে ধরেছিল ওদেরকে। বেঁচে থাকার শেষ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চয়ই ওরা রক্ত-মাংসের মশালের মত দাউ দাউ জ্বলেছে। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক মৃত্যু মানুষের আর হতে পারে না।

একটা লাশের ওপর পড়ে আছে দুটো লাশ। নিচের লাশটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, শুধু বাঁ হাতটা ছাড়া। ঝুঁকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল রানা। একটু যেন অবাকই হলো ও। প্রায় অক্ষত একটা হাত, মারাত্মক ভাবে পোড়েনি। মাঝখানের আঙুলে অদ্ভুত আকৃতির একটা আঙটি রয়েছে, দেখেই হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। এমনই ছিল আগুনের প্রচণ্ডতা, আঙটিটা দুমড়ে গেছে, গলেনি। দেখেই চিনেছে ও। আজামাত কিরিমের স্ত্রীকে ও-ই উপহার দিয়েছিল ওটা। স্ত্রী পরিয়ে দিয়েছিল স্বামীর হাতে।

ওপরের লাশ দুটো সরাল রানা। উৎকট দুর্গন্ধে মাথার মগজ পর্যন্ত গুলিয়ে উঠতে চাইল। আজামাত কিরিমের সারা গায়ে ক্ষত, কিন্তু বুক মাথা আর মুখ প্রায় অক্ষত দেখে কেন যেন অদ্ভুত অকারণ একটা আশায় ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধড়াশ ধড়াশ করতে লাগল। কিরিমের কপালে হাত দিতে যা দেরি, সারা শরীরে পুলকের একটা ঢেউ বয়ে গেল রানার। পালস দেখল রানা। বেঁচে আছে বলে মনে হয় না—কিন্তু আছে। অনুভব করা যায় কি যায় না, তবু আছে।

সিধে হয়ে দাঁড়াতে যাবে রানা, এই সময় আরও একটা ক্ষত চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ ঝুঁকে থেকে পরীক্ষা করল ও। মুখের চেহারা গম্ভীর, নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও। ঠিক এই সময় শব্দ। ওর পিছনে। খুলে গেল দরজাটা।

চরকির মত অর্ধপাক ঘুরল রানা। লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। স্নো-মাস্ক নামিয়ে কপালে গগলস তুলল সে। প্রথমে রানার দিকে, তারপর ওর পায়ের সামনে পড়ে থাকা আজামাত কিরিমের দিকে তাকাল। তার চেহারা থেকে লালচে রঙ মিলিয়ে যেতে দেখল রানা। মুখ তুলে আবার সে রানার দিকে তাকাল। 'তুমি তাহলে হেরেই গেলে, ডাক্তার?' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল রুস্তভ। 'দুঃখিত, আন্তরিক দুঃখিত।'

'মানে?'

'আজামাত কিরিম মারা গেছে, এটা তোমার জন্যে একটা মাত্র ক্ষতি। কারণ,

ও ছিল তোমার অকৃত্রিম বন্ধু, ওর কাছে তুমি ঋণী ছিলে। কিন্তু এর জন্যে নিজেকে তুমি...'

'এসব কে বলেছে তোমাকে? কমান্ডার স্লাইকভ?'

'হ্যাঁ। আমরা রওনা হবার ঠিক আগে। সেজন্যেই আমরা এসেছি।' খুব সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলাল সে, সুস্থ লোকটাকে চোখের পলকে অসুস্থ দেখাল। 'এক মিনিট, রানা!' কথাটা বলে একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আবার যখন ফিরে এল, আগের চেয়ে ভাল হলেও পুরোপুরি সুস্থ দেখাল না তাকে। 'বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে চাও, এ-কথা বুঝতে পেরেই তোমাকে আসতে দিয়েছেন কমান্ডার।'

'আর কে জানে?'

'কমান্ডার আর আমি ছাড়া আর কেউ না।'

'আর কাউকে না জানালে আমার উপকার করা হবে। অনুরোধটা রাখবে?'

'তুমি যখন বলছ...' কাঁধ ঝাঁকাল রুস্তভ। চোখে একটু কৌতূহল ফুটলেও এখনও সে আতঙ্কিত বিহ্বল হয়ে আছে। 'কি ভয়ঙ্কর! এরকম দৃশ্য কাউকে যেন দেখতে না হয়!'

'এখানে থেকে লাভ নেই,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা। 'চলো, ওদের কাছে ফিরে যাই।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রুস্তভ। প্রথম ঘরে ফিরে এল ওরা। ডা. জ্যাকভ আর রুডিন ছাড়াও তিনজন লোক নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপ্টেন কুমারভ, অস্বাভাবিক লম্বা, রোগা এক লোক। তার মুখ আর হাত পুড়ে গেছে। ক্যাম্পের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সে। এঞ্জিনিয়ার এবং ট্রাক্টর ড্রাইভার অ্যালেক্সি মিকো, এর ওপর ডিজেল জেনারেটরের দায়িত্ব ছিল। আনাতোলি অভয় লোকটা হাসিখুশি টাইপের, ক্যাম্পের কুক সে। শুয়ে থাকা একজন লোকের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধছিল ডা. জ্যাকভ, সে-ই রানার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। কথা শেষ করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, দেখেশুনে রানার মনে হলো, জ্যাকভকে সাহায্য করার দরকার নেই, একাই পারবে সে। আড়ালে ডেকে গ্যাকোর সাথে নিচু গলায় কিছু কথা বলল রানা। গ্যাকোর চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলেও প্রায় সাথে সাথেই নিজেকে স্বাভাবিক করে ফেলল সে। রানার অনুরোধের উত্তরে ছোট্ট করে একবার শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'কি, লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ হলো?' পিনিনকে জিজ্ঞেস করল রুস্তভ।

'না...মানে, না!' কল সাইন পাঠানো বন্ধ করে আহত পা একটু নেড়েচেড়ে সুবিধে মত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে এল পিনিন। 'কথাটা কিভাবে বলব আপনাকে, ঠিক বুঝতে পারছি না।' হাতের রেডিও সেটটার গায়ে একটা টোকা দিল সে। 'এর বোধহয় একটা ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'খুব চালাক তুমি,' ভারী গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে কি বোঝাতে চাও, তুমিই জানো। ওদের সাড়া পাচ্ছ না, এ-কথা বলতে চাইছ?'

'ওরা আমার সাড়া পাচ্ছে না, কিন্তু আমি ওদের সাড়া পাচ্ছি।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিনিন। 'দোষটা বোধহয় আমার, কিংবা আমার পায়ের। ফাটলে পা আটকে যাওয়ায় পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি শুধু একাই পড়িনি।'

'হুঁ। তা ঘোড়ার ডিম জিনিসটাকে তুমি মেরামত করতে পারো না?'

'মনে হয়, পারি না, লেফটেন্যান্ট।'

'কি আশ্চর্য! তুমি না একজন রেডিওম্যান?'

'তাতে কোন ভুল নেই,' মেনে নিল পিনিন। 'কিন্তু আমি ম্যাজিশিয়ানও তো নই? ঠাণ্ডায় অসাড় এক জোড়া হাত, প্রয়োজনীয় টুলস নেই, এটা এত পুরানো একটা সেট যে প্রিন্টেড সার্কিটও নেই, তার ওপর কোড সাইনগুলো জাপানী ভাষায় লেখা—আমি মনে করি, এই অবস্থায় মার্কোনিও হার মানত।'

তবু জেদের সুরে জানতে চাইল রুস্তভ, 'ওটা কি মেরামত করা সম্ভব?'

'এটা ট্র্যান্সজিস্টর সেট। ভালভ নেই যে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, মেরামত করা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে হয়তো কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে, লেফটেন্যান্ট। তার আগে অবশ্যই এক সেট টুলস পেতে হবে আমাকে।'

'পেতে হবে, পাও! যা খুশি চাও এবং পাও! শুধু যেভাবে হোক আবার চালু করো ওটাকে!'

আর কোন কথাই বলল না পিনিন, শুধু হেডফোন জোড়া বাড়িয়ে ধরল রুস্তভের দিকে। রুস্তভ কটমট করে তাকাল পিনিনের দিকে, তারপর দৃষ্টি ফেলল ফোনে। সে-ও কোন কথা না বলে নিল সেটা, এবং কানে ঠেকিয়ে কিছু শুনল। বলল, 'হুম। তাহলে তো দেখেছি রেডিও মেরামত করার জন্যে ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই!'

'জ্বী,' সবিনয় ভঙ্গিতে বলল পিনিন। 'এই পরিস্থিতিকে আমরা সঙ্কটময় বলে আখ্যায়িত করতে পারি, কি বলেন, লেফটেন্যান্ট?'

'সঙ্কট? কিসের সঙ্কট?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'নভেলিকে উদ্ধার করতে এসে আমরা নিজেরাই ফেঁসে গেছি বলে মনে হচ্ছে,' ভারী গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'আমরা কিভাবে উদ্ধার পাব সেটা একটা চিন্তার বিষয় হতে যাচ্ছে। লেনিনগ্রাদ থেকে ওরা বারবার একটা মেসেজ রিপিট করছে—"দ্রুত সরে আসছে বরফ, এখুনি ফিরে এসো"।'

'সেই একেবারে প্রথম থেকে এই পাগলামির বিরোধিতা করে এসেছি আমি,' অভিযোগের সুরে কথাটা বলল গ্যাকো, কিন্তু তার চেহারায় দুশ্চিন্তা, রাগ বা অসন্তোষের কোন ছাপ দেখা গেল না। টিন খুলে খাবার বের করে স্টোভে গরম করতে দিয়েছে। এরই মধ্যে গলতে শুরু করেছে সুপ, একটা ফর্ক দিয়ে নাড়ছে সেটা। 'হ্যাঁ, এই অভিযানে বেরিয়ে আমরা মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছি বটে, কিন্তু এতে যে আমরা ব্যর্থ হব প্রথম থেকেই তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।'

'সুপ থেকে তোমার ওই নোংরা আঙুল তোলো!' কড়া নির্দেশের সুরে বলল রুস্তভ। 'মুখটাকেও সেলাই করে রাখো।' হঠাৎ করে রুডিনের দিকে ফিরল সে। 'আপনার রেডিও সেট? এই তো, সমাধান পাওয়া গেছে। লোকজনের অভাব নেই, তারা আপনার হাতে-ঘোরানো জেনারেটর চালাতে পারবে…'

'দুঃখিত,' ভৌতিক একটু হাসি দেখা গেল রুডিনের ঠোঁটে। 'আমাদের এটা হাতে ঘোরানো জেনারেটর নয়, সেটা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা কল সাইন প্রচার করার সময় একটা ব্যাটারী সেট ব্যবহার করেছি। ব্যাটারি শেষ। একেবারে শেষ।'

'কি বললেন? ব্যাটারি সেট?' একটু অবাক দেখাল পিনিনকে। 'তাহলে আপনি যখন ট্রান্সমিট করছিলেন, ঘন ঘন পাওয়ার ফ্লাকচুয়েশন ঘটছিল কেন?'

'পাওয়ার বেশি পাবার জন্যে নিকেল ক্যাডমিয়াম বদলাচ্ছিলাম, তাই। মাত্র গোটা পনেরো ছিল, বাকি সব আগুনে পুড়েছে। মুশকিল হলো, এমনকি নাইফ সেলও চিরকাল টেকে না। ওগুলো খতম হয়ে গেছে, কমরেড। সব মিলিয়ে ওগুলোয় যা শক্তি আছে তা দিয়ে একটা পেন্সিল টর্চও জ্বলবে না।'

পিনিন কিছু বলল না। কেউই কিছু বলল না। ঘরের পুব দেয়ালে ঝড়ের সাথে ছুটে এসে লক্ষ কোটি বর্শার মত আঘাত করছে বরফ কুচি। হিস-হিস করছে কোলম্যান, শোঁ-শোঁ করছে সলিড ফুয়েল স্টোভ, কিন্তু এসব শব্দ যেন ঘরের নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর আর অশুভ করে তুলল। কেউ তার পাশের লোকটার দিকে তাকাল না। সবাই মাথা নিচু করে আছে, যেন শোকসভায় বসে কারও আত্মার মঙ্গল কামনায় নীরবতা পালন করছে। এদেরকে দেখে বোঝার উপায় নেই নভেলির লোকজনকে নির্ঘাত, অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে এইমাত্র মিনিট দশেক আগে উদ্ধার করা হয়েছে।

অটুট নিস্তব্ধতা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, রুস্তভকে বলল রানা, 'এর সমাধান কি তা জানার জন্যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর ভাড়া করতে হবে না। অন্তত একজনকে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে হবে, এবং কোন রকম দেরি না করেই। আমি নিজের নামে প্রস্তাব রাখছি।'

'অসম্ভব!' প্রায় ঘেউ করে উঠল লেফটেন্যান্ট, তারপর একটু শান্ত হয়ে বলল, 'দুঃখিত, রানা। কিন্তু কমান্ডার কাউকে আত্মহত্যা করার অনুমতি দেননি। এই ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও তুমি যাচ্ছ না।'

'বেশ, কোথাও আমি যাচ্ছি না,' মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। ওর বেলায় কোন কিছুর জন্যেই কারও অনুমতির দরকার করে না, এই কথাটা রুস্তভকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো ও—বিতর্কে যাবার সময় এটা নয়। সময় নয় আগ্নেয়াস্ত্র বের করারও। 'আমরা কেউই কোথাও যাচ্ছি না। কাজেই, এসো, সবাই দল বেঁধে মারা যাই। সেটা বেশ মজাই হবে। মারামারি না, চেঁচামেচি না, শুধু শুয়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। দুঃখের বিষয় শুধু একটাই, খবরের কাগজে এ-ধরনের মৃত্যুকে কাপুরুষের মৃত্যু বলে প্রচার করার একটা বাজে প্রবণতা আছে। অবশ্য বদনামটা তোমাদের হবে না, হবে গ্রুপ লীডারের—আমার। তবু, তোমরা যখন বলছ, বদনাম হয় হোক, তোমাদের সাথে মরে গিয়ে এসো ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলি।'

'কোথাও যাবার মত ফিটনেস আমাদের কারও নেই,' সম্পূর্ণ শান্ত সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'আরেকটা ব্যাপার, ট্র্যান্সমিটার ছাড়া আমরা আবার লেনিনগ্রাদকে খুঁজে পাবার আশা করতে পারি না। তাছাড়া, হয়তো অর্ধেক রাস্তা পেরোবার

আগেই লেনিনগ্রাদ পলিন্নাইয়ার নিচে নেমে যেতে বাধ্য হবে। আরও আছে—লেনিনগ্রাদকে না পেয়ে আমাদের যদি ফিরতি পথ ধরতে হয় ফিরব কিভাবে? পথের হদিস দেবে কে? জানা কথা, নভেলিকে খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব হবে না।'

'আইস মেশিন মেরামত হয়েছে কিনা আন্দাজ করতে পারো?'

কিছু না বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রুস্তভ। সুপটা আবার নাড়তে শুরু করেছে গ্যাকো মুখ তুলে কারও দিকে না তাকাবার ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু দেয়াল থেকে পিঠ তুলে ক্যাপ্টেন কুমারভ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সবার সাথে সে-ও মুখ তুলে তাকাল।

একটু টলমল করে এগোল কুমারভ, দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার শারীরিক অবস্থা যে খারাপ, ডাক্তার না হলেও সেটা বলে দেয়া যায়।

'আমরা ঠিক বুঝছি না,' পোড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো শিশুর আধো আধো বোলের মত শোনাল। 'সমস্যাটা কি?'

'এই,' বলল রানা। 'লেনিনগ্রাদে একটা আইস ফ্যাদোমিটার আছে, মাথার ওপর বরফ থাকলে সেটা কত পুরু তা বলে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন রাইকভ যদি আমাদের সাড়া নাও পান, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তিনি আমাদের দোর-গোড়ায় পৌঁছে যাবেন বলে আশা করতে পারি আমরা। ড্রিফট স্টেশনের পজিশন মোটামুটি জানা আছে তাঁর। পলিনাইয়া থেকে নেমে আমাদের নিচে চলে আসতে হবে তাঁকে, আইস ফ্যাদোমিটারের সাহায্যে খুঁজে বের করতে হবে এখানকার পলিনাইয়ার কোনখানটায় বরফ সবচেয়ে বেশি পাতলা। কিন্তু মুশকিল হলো, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আইস মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা মেরামত করা না গেলে এখানকার পলিনাইয়া খুঁজে পাবেন না তিনি। সেজন্যে ফেরত যেতে চাইছি আমি। এখুনি। লেনিনগ্রাদ ওখানকার পলিনাইয়া থেকে নিচে ডুব দেবার আগেই।'

'আমি কিন্তু ভায়া লাভটা দেখতে পাচ্ছি না,' বলল ডা. জ্যাকভ। 'আপনি কি আইস মেশিন মেরামত করতে পারবেন?'

'দরকার হবে না। লেনিনগ্রাদ আর নভেলির মাঝখানে দূরত্ব কতটুকু জানা আছে ক্যাপ্টেনের, একশো গজ কম-বেশি হতে পারে। তাকে শুধু আমার বলতে হবে, দূরত্বটা আধ মাইল কম পেরিয়ে একটা টর্পেডো ছুঁড়ুন। তাতে করে...'

'টর্পেডো?' জিজ্ঞেস করল ডা. জ্যাকভ। 'কি বললেন, টর্পেডো? নিচে থেকে ভেঙে বরফ ফুটো করার জন্যে?'

'তাই। এর আগে চেষ্টা করা হয়নি। তবে বরফ যথেষ্ট পাতলা হলে কাজ না হবার কারণ তো আমি দেখি না। কিন্তু জোর করে কিছু বলাও যায় না।'

'ওরা প্লেন পাঠাবে, ডা. রানা,' শান্তভাবে বলল পিনিন। 'আমাদের মেসেজ পেয়ে এখন সবাই জানে নভেলিকে পাওয়া গেছে। অন্তত নভেলি ঠিক কোথায় তা জানে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে প্রকাণ্ড বম্বারগুলো এসে যাবে এখানে।'

'এসে কি করবে? অন্ধকারে মাথার ওপর চক্কর দেয়া ছাড়া আর কি করার থাকবে? নভেলির পজিশন যদি জানাও থাকে, স্টেশনের কি অবস্থা দেখতে পাবে না

ওরা। রাডারের সাহায্যে কিছু যদি দেখতেও পায় তাতেই বা কি? সাপ্লাই ফেলবে?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'সম্ভব নয়। আমরা মারা পড়ব এই ভয়ে সাপ্লাই ড্রপ করবে না ওরা যদি করে, অনেক দূরে-করবে। এবং আমাদের জন্যে সিকি মাইল যা একশো মাইলও তাই—পৌঁছুনো সম্ভব নয়। আর ভাল আবহাওয়াতেও বড় কোন প্লেন আইস ক্যাপে ল্যান্ড করতে পারবে না। ছোট প্লেনের তো এত দূরে আসার রেঞ্জই নেই।'

'আপনার আসল নাম, ডা. রানা?' জানতে চাইল পিনিন। 'হতাশা?'

'এদিকে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, ওদিকে আইস মেশিনও মেরামত হবে না—ফলাফল আমাদের ষোলোজনের মৃত্যু। কিন্তু আমি যদি নিরাপদে পৌঁছুতে পারি, আমরা সবাই বাঁচব। আর আমি যদি পৌঁছুতে নাও পারি, হয়তো আইস মেশিন মেরামত করা সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে মাত্র একজন লোককে হারাতে হচ্ছে।' হাতে দস্তানা পরতে শুরু করল রানা।

'চলো তাহলে আমিও যাই,' দস্তানা পরতে শুরু করে বলল রুস্তভ।

একটুও অবাক হলো না রানা। জানে, রুস্তভের মত লোকেরা সঙ্গীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে মুখ লুকাতে অভ্যস্ত নয়।

ক্যাপ্টেন কুমারভ এবং ডা. জ্যাকভের মৃদু প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে তৈরি হয়ে গেল ওরা। ঘর থেকে প্রথম বেরুল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। দরজার কাছে পৌঁছে থামল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ঘরের ভেতর। একে একে তাকাল নভেলির লোকগুলোর দিকে। কুমারভ, ডা. জ্যাকভ, রুডিন, মিকো, অভয় এবং আরও সাতজন। ষড়যন্ত্রটা এরা সবাই মিলে করেছে, তা সম্ভব নয়। হয়তো মাত্র একজন দায়ী, খুব বেশি হলে দু'জন। কারা তারা? নিজের হাতে তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে ওর। আজামাত কিরিমকে আক্রমণ করেছে, সেই অপরাধে। কিরিমের ভাগ্যে কি আছে কে জানে—হয়তো সে বাঁচবে না। তবু বাকি ছ'জনের চেয়ে তার ভাগ্য এখনও ভালই বলতে হবে। ওরা সবাই খুন হয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে নিল রানা। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারে বরফ-ঝড়ের মধ্যে।

লেনিনগ্রাদ-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮৩

এক

ক্লান্ত ভীষণ ক্লান্ত ওরা। তবু বাঁচার তাগিদে কোনমতে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে। ঝোড়ো বাতাসের হু-হু অবিরাম গর্জন তেমনি রয়েছে, কিন্তু একটা সুবিধে পাচ্ছে ওরা এখন। নভেলিকে খুঁজতে যাবার সময় বাতাস ছিল মুখোমুখি, এখন উল্টো দিকে হাঁটছে ওরা। পিঠেও আগের মত বোঝা নেই। তবু, প্রায়-অসম্ভব একটা কাজে নেমেছে, ওরা জানে। অসাধারণ মনের জোর এখনও খাড়া রেখেছে রানা আর রুস্তভকে।

কেমন এক ধরনের ধূসর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে দু'জন, নির্জন সীমাহীন বরফের রাজ্যে যেন দুটো অশরীরী প্রেত।

লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। মনে সারাক্ষণই একটা অস্বস্তি খচ খচ করছে ওদের, যদি লেনিনগ্রাদের চারদিক থেকে ঘিরে আসে বরফ? যদি বরফের তলায় ডুব মারতে বাধ্য হয় সাবমেরিন? কোনদিন আর ওটাকে খুজে পাবে না ওরা এই দুস্তর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে স্টেশন নভেলিতেও আর ফিরে যাবার সামর্থ্য থাকবে না। তার মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

দারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও ছুটতে চাইছে রুস্তভ, কিন্তু জোর করে তাকে টেনে থামাচ্ছে রানা। এই বরফের রাজ্যে ছোটার প্রতিক্রিয়া বড় ভয়ঙ্কর। জানে সে, যতই তাড়া থাকুক, কখনও ছোটার চেষ্টা করে না এস্কিমোরা। বেশি ছুটোছুটি করলে শরীর থেকে ঘাম বেরোবে। থেমে গেলেই শরীরের উত্তাপ কমে গিয়ে গরম পোশাকের তলায় ঘাম পাতলা বরফের আস্তরণে পরিণত হয়ে যাবে। এই আস্তরণকে গলাতে হলে আবার ছুটতে হবে, গরম করতে হবে শরীর। তার মানে আরও ঘাম বেরোবে। আবার থেমে গেলে আরও ভারী হবে বরফের আস্তরণ। সোজা কথা, একবার শরীর থেকে ঘাম বেরোলে আর রক্ষা নেই। কোন নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ছুটতে হবে, কিংবা জমে গিয়ে বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে। কাজেই বরফের রাজ্যে চলার সময় যাতে শরীর থেকে ঘাম না বেরোয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়

আধ ঘণ্টা পর একটা বরফের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রানা, রুস্তভকেও থামতে বলল জিরিয়ে নিতে চায়। গত দুই মিনিটে দু'বার আছাড় খেয়েছে রুস্তভ, অথচ বরফ এখানে সমতল। পিচ্ছিলও নয়। এখানে আছাড় খাবার কোন কারণ নেই। আসলে পায়ে আর জোর নেই দু'জনের কারোই। থর থর করে কাঁপছে পা, শরীরের ভর রাখতে পারছে না আর।

'কি হে, কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোমরের নিচে কিছু নেই আমার, ডাক্তার,' হাসার চেষ্টা করল রুস্তভ। ঘড় ঘড় স্বর বেরোল গলা থেকে, 'কিন্তু ভেবো না। পায়ে সাড়া না থাকলেও আরও খানিক পথ যে করেই হোক যাব। কদ্দূর এলাম, আন্দাজ করতে পারো?'

'মাইল তিনেক,' বরফের দেয়ালে চাপড় দিল রানা, 'মিনিট দুই জিরিয়ে নিয়ে এটা ডিঙাতে হবে। উঁচুই বলা যায়, কি বলো?'

'না না, এমন আর কি উঁচু,' মুখ বাঁকাল রুস্তভ। 'তাছাড়া এসব ঝড়কেও পাত্তা দিই না আমরা। আমরা বীর। বাতাসে বরফ-কুচির পরিমাণ আরও বেড়েছে, না ডাক্তার? লেনিনগ্রাদের সেইল বেয়ে উঠতে পারব?'

'কি জানি,' ভাবছে রানা। 'আচ্ছা, রুস্তভ, কমান্ডার রাইকভ আমাদের কথা ভাবছেন, না?'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল রুস্তভ, 'মানে?'

'আমরা লেনিনগ্রাদে ফিরে যাচ্ছি আবার, ভাবছেন কি কমান্ডার? আমাদের তো ফিরে যেতে বলেছেনই তিনি। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছেন তিনি, আমাদের রেডিওতে গোলমাল হয়েছে; সেক্ষেত্রে আমরা সাবমেরিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করবই।'

'কি করে জানছেন তিনি, স্টেশন নভেলিতে পৌঁছে গেছি আমরা? তাহলেই শুধু ফেরার প্রশ্ন ওঠে।'

'না। আমাদের রেডিও নষ্ট হয়ে গেছে এটা তিনি কোনভাবে অনুমান করেছেন কিনা তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। রেডিও নষ্ট হয়ে গেলে নভেলিকে খোঁজা বাদ দেব আমরা, তিনি ধারণা করে নেবেন। আর স্টেশন খুঁজে পাওয়ার পর যদি রেডিও নষ্ট হয়, তাহলেও আমরা কেউ না কেউ জাহাজে ফেরার চেষ্টা করবই, এটাও তিনি অনুমান করবেন। অন্ধকারে লেনিনগ্রাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি আমরা। সুতরাং সেইলের কোথাও একটা ল্যাম্প বসিয়ে রাখবেন না?'

'মাই গড, ডাক্তার, ঠিকই ধরেছ তুমি! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তা-ই করবেন কমান্ডার। মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই আমার,' বলতে বলতে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল রুস্তভ। কি করে ডিঙাবে এটা, ভাবছে।

কিন্তু দেয়ালটা পেরোল ওরা। কিছুতেই আগে উঠতে রাজি হলো না রুস্তভ। জোর করে ধরে ঠেলে দেয়ালের মাথায় চড়িয়ে দিল রানাকে। দেয়ালের মাথায় বসে হাত বাড়িয়ে রুস্তভকে প্রায় টেনেই তুলল রানা। বরফ-কুচির নদীটা পাওয়া গেল আবার এখানে, ওদের মাথার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে ছুটছে সফেদ নদী।

'আরও দেয়াল থাকতে পারে,' রুস্তভের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল রানা, 'আরও উঁচু দেয়াল।'

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল রুস্তভ। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে লেফটেন্যান্ট কি ভাবছে। রানা নিজেও রুস্তভের মত একই কথা ভাবছে। কোন ল্যাম্প দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কে জানে, বাধ্য হয়ে বরফের তলায় ডুবই মারতে হয়েছে হয়তো লেনিনগ্রাদকে।

পরের বিশ মিনিটে মোট পাঁচটা ছোট বড় দেয়াল ডিঙাল ওরা। পরাজিত করে এনেছে ওদের বরফ। শরীরে কোন রকম অনুভূতি নেই আর এখন রানার। রুস্তভের অবস্থা আরও কাহিল। বসে পড়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু জোর করে টেনে তুলেছে তাকে রানা। তুলেছে বটে কিন্তু তার নিজেরই ইচ্ছে করছে হামাগুড়ি নয়, একবারে শুয়েই পড়ে বরফের ওপর। যা হয় হোক।

কয়েক গজ এগিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল রুস্তভ। থমকে দাঁড়াল রানা। উবু হয়ে তুলতে গেল রুস্তভকে। কিন্তু তার আগেই নড়েচড়ে উঠে বসল লেফটেন্যান্ট। বলল, 'সরি, ডাক্তার, পা পিছলে গেল হঠাৎ।'

জানে রানা, মোটেই পা পিছলায়নি রুস্তভের, আসলে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই তার পায়ে।

বাতাসের গতি আরও বেড়েছে। চারদিকে ধূসর অন্ধকার, কিন্তু মাথার ওপরের অন্ধকার কালো। বরফ-কুচির নদী আরও পুরু হয়েছে, কালো অন্ধকার এজন্যেই। চোখ কুঁচকে চারদিক দেখছে রানা। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তবু মোট তিনবার পশ্চিমকে সামনে রেখে উত্তর থেকে দক্ষিণে পুরো একশো আশি ডিগ্রী পাক খেয়ে দিগন্ত দেখার চেষ্টা করল। নাহ্, কিচ্ছু নেই। তিন মিনিট পেরিয়ে গেল। বরফের ছোঁয়া অনুভব করছে রানা রক্তে।

এই সময়ই ভাবনাটা খেলল রানার মনে। ধরা যাক বরফের তলায় ডুব দেয়নি লেনিনগ্রাদ, ধরা যাক তাকে ওরা পেরিয়ে এসেছে, তাহলে ঠিক কোনদিকে অবস্থান হবে সাবমেরিনটার? পুবে। হ্যাঁ, তাই, পুবে। চরকির মত পাক খেয়ে পুব দিকে ঘুরে গেল রানা। বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বরফ-কুচি আঘাত হানল মুখে। চাপা আর্তনাদ করে উঠল রানা, কিন্তু চোখ ফেরাল না। পুব দিক সামনে রেখে দক্ষিণ থেকে উত্তরে একশো আশি ডিগ্রী ঘুরল সে। অর্ধচক্রটা শেষ করে থমকে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঝুঁকে রুস্তভের কাঁধ ছুঁলো। 'রুস্তভ, উত্তর পুবে! কোয়ার্টার মাইল, কিংবা আধ মাইলও হতে পারে। দাঁড়িয়ে দেখো তো?'

রানার বাড়ানো হাতের নির্দেশিত দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল রুস্তভ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এদিক-ওদিকে, 'নাহ্, আমি কিছুই দেখছি না! কি দেখেছ তুমি?'

'মনে হলো আলোর ঝলক দেখলাম, ম্লান আলো। না না, ভুল বলেছি। আলো ঠিক নয়। মনে হচ্ছে, ওদিককার এক জায়গার বরফ আশপাশের চাইতে একটু বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু অন্ধকারে উজ্জ্বলতা কেন দেখা যাবে? ফসফরাস তো নেই বরফে।'

পুরো আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে উত্তর-পুবে উজ্জ্বলতা খুঁজল রুস্তভ। শেষে বলল, 'না, ডাক্তার, আমি কিছুই দেখলাম না। অবশ্য আমার চোখ কতটা ঠিক আছে, জানি না। গত এক ঘণ্টায় এ-দুটোকে তো কষ্ট আর কম দিইনি।'

বাতাসের দিকে পেছন ফিরল রানা। চোখ বন্ধ করল। চোখ দুটোকে কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। চোখ মেলে ভাল করে দেখে বলল, 'না, লেফটেন্যান্ট, এখন আমিও আর কিছু দেখছি না। আসলে হয়তো উজ্জ্বলতা কল্পনা করেছিলাম আমি। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতই হবে হয়তো ব্যাপারটা।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ডাক্তার,' কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল রুস্তভ 'উজ্জ্বলতাটা কি ওপরের দিকে দেখেছিলে?'

ম্লান হাসল রানা। 'বরফ-কুচির নদীতে সার্চলাইটের প্রতিফলনের কথা ভাবছ?'

'না, থাক, ডাক্তার, অত আশা করে লাভ নেই। তাছাড়া লেনিনগ্রাদকে পেরিয়ে আসিনি আমরা, অযথা কল্পনা করে কোন লাভ নেই।'

'লেনিনগ্রাদকে পেরিয়ে এসেছি আমরা, এটা কল্পনা করতে দোষ নেই। কারণ. পর পর ক'টা বরফের দেয়াল ডিঙিয়েছি আমরা খেয়াল আছে? নভেলিকে খুঁজতে যাবার সময় অতগুলো দেয়াল পেরোতে হয়েছিল?'

'নিজেকে খামোকা প্রবোধ দিচ্ছ, ডাক্তার,' আস্তে করে বলল রুস্তভ। কথায় কোন প্রাণ নেই। কথা বলতেও যেন ভাল লাগছে না আর তার। 'এসব তোমার অতিকল্পনা।'

'আবার হয়তো উল্টো-পাল্টা শুরু করেছে আমার চোখ,' দেখতে দেখতে বলল রানা। 'কিন্তু উজ্জ্বলতাটা আবার দেখছি মনে হচ্ছে!'

'এসো, শুয়ে পড়ো, ডাক্তার।'

'কেন?'

'এসো, ঘুমিয়ে পড়ি,' দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে রুস্তভের। 'কতক্ষণ আর লাগবে···' ঝোড়ো বাতাসের গর্জনে তার বিড় বিড় করে কথা বলা অস্পষ্ট শোনাল। বসে পড়ল সে।

এই সময়ই ঘটল ঘটনাটা। বড় জোর শ'চারেক গজ দূরে, ঠিক যেখানে উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছিল রানা, দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। বরফ-কুচির নদী ভেদ করে দ্রুত ওপরে উঠে গেল তীব্র নীলচে-সাদা আলো। পেছনে রেখে গেল লালচে শিখা। শ'ছয়েক গজ ওপরে উঠে ফাটল রকেট-ফ্লেয়ার। আকাশে আলোর ফুলঝুরি ছিটাল কয়েক সেকেন্ড। তারপর যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দপ্ করেই নিভে গেল। নিচের বরফ-রাজ্যকে আরও শীতল আরও অন্ধকার করে দিয়ে গেল যেন।

'এখনও বলবে অতিকল্পনা, লেফটেন্যান্ট?' বলল রানা।

'কসম খোদার, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কখনও দেখেনি, ডাক্তার,' উঠে দাঁড়িয়েছে রুস্তভ। 'তোমার চোখের দৃষ্টি-শক্তির ওপর শ্রদ্ধা আরেক ডিগ্রী বাড়াব কিনা, ভাবছি। স্কুল ছুটি হয়েছে, ডাক্তার, চলো এবার বাড়ি ফিরে যাই।'

দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি ফিরল ওরা।

'কপাল নেহায়েতই ভাল বলতে হবে আমাদের,' সব শুনে হাসলেন কমান্ডার রাইকভ, 'তিন নম্বর রকেটটা দেখতে পেয়েছেন। ওটাই শেষ-আর নেই আমাদের কাছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা আপনি বলছেন গ্যাকো, পিনিন এবং নভেলির অন্যান্য আহতরা মোটামুটি নিরাপদেই আছে?'

'আগামী দু'দিন ভাবনা নেই,' বলল রানা। 'গরম ঘর আর হাসপাতালের সেবাযত্ন দরকার। তবে এগুলো ছাড়াও দু'দিন টিকে থাকতে পারবে ওরা।'

'ভাল,' নিশ্চিন্ত দেখাল কমান্ডারকে। 'এখানকার খবর শুনুন। পলিনাইয়ার চারপাশে বরফ জমা বন্ধ হয়েছে আধ ঘণ্টা আগে। ডুব দিতে বাধ্য হচ্ছি না আর এখন আমরা। আইস মেশিনের কোথায় গোলমাল হয়েছে বের করে ফেলেছে এঞ্জিনিয়ার। খুবই কমপ্লিকেটেড কাজ, কিন্তু সারানো যাবে সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা। ওটা সারিয়ে নেবার আগে ডুব দেয়া উচিত মনে করি না আমি। বরফের তলা দিয়ে আইস মেশিনের সহায়তা ছাড়া নভেলিতে পৌঁছানোর ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল,' মেডিসিনাল অ্যালকোহলের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল রুস্তভ। 'কিন্তু আমি ভাবছি, নভেলির কাছাকাছি যদি পলিনাইয়া না পাওয়া যায়?'

'পাতলা বরফের স্তরের খোঁজ করব। টর্পেডো ছুঁড়ে বরফ সরানোর ব্যবস্থা করব। জানি না, কতটা কাজ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, হবে।'

'হয়তো বা, অনিশ্চিত শোনাল রুস্তভের কণ্ঠ। 'ক'টা টর্পেডো ঠিক আছে? পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?'

'চারটে।'

'তাহলে বুলিনকে নিয়ে ওগুলো টিউবে ভরে ফেলিগে যাই।'

'অত তাড়াহুড়ো নেই,' বাধা দিলেন কমান্ডার, 'তাছাড়া তোমার এখন কিচ্ছু করতে হবে না। চেহারাই বলছে, টর্পেডো তো দূরের কথা, এয়ার-গানে গুলি ভরার ক্ষমতাও তোমার নেই এখন। যা বলছি শোনো, গিয়ে ঘুমিয়ে নাও কয়েক ঘণ্টা। যাও।'

তর্ক করল না রুস্তভ। কমান্ডারের কথার প্রতিবাদ করে লাভ হবে না, যা বলছেন মেনে নেয়াই উচিত। এক চুমুকে গেলাসের অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু শেষ করেই দরজার দিকে রওনা দিল সে। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে ডাকল, 'আপনি আসবেন, ডাক্তার?'

'আসছি। একটু পরে।'

'ঠিক আছে,' বলেই চলে গেল রুস্তভ।

'বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ, না ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ। বুঝল রানা, এটা আসল প্রশ্ন নয়। বাইরে আবহাওয়া কেমন ভাল করেই জানা আছে কমান্ডারের।

'না না, খারাপ হবে কেন,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'চমৎকার আবহাওয়া। ফুরফুরে বাতাস…'

'রুস্তভের কথা বলছি, ডাক্তার,' রানাকে বাধা দিয়ে অন্য প্রশ্ন করলেন রাইকভ, 'ওর ব্যবহার দেখে মনে হলো, আপনার প্রতি কোন কারণে কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।'

'নিছক কল্পনা। এমন কোন কাজই করিনি ওর জন্যে যাতে কৃতজ্ঞ হতে পারে সে। একটা কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারি, একজন লেফটেন্যান্ট পেয়েছেন বটে আপনি! সোনার টুকরো!'

'সে কথা জানি আমি,' বললেন রাইকভ। উসখুস করছেন, কি জানি বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। শেষে বলেই ফেললেন, 'আপনার বন্ধু…'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রানা, 'আছে, কমান্ডার। ছ'টা লাশের সঙ্গে পড়ে আছে।'

'সরি,' অস্বস্তিতে ভুগছেন কমান্ডার। কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরামর্শ চাইলেন, 'লাশগুলো···মানে, পোড়া লাশগুলো কি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমরা? মানে আমি বোঝাতে চাইছি, ঠিক নেবার মত অবস্থা আছে? সনাক্ত করা যায়?'

'বেশির ভাগই যায় না,' গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে শেষ করে বাড়িয়ে ধরল রানা, 'আর একটু দেবেন, কমান্ডার? চমৎকার জিনিস!'

বোতল থেকে ঢেলে রানার গেলাসটা ভরে দিলেন কমান্ডার। আরও দুই চুমুক খেয়ে রানা বলল, 'কয়েকটা লাশ সনাক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিকৃত পোড়া দোমড়ানো কিছু মাংসপিণ্ড···আমার মনে হয় এগুলোকে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়া উচিত হবে না মোটেই। আমরা বাইরের লোকেই সহ্য করতে পারছি না, দেখলে আপনজনের কেমন প্রতিক্রিয়া হবে অনুমান করা যায় পরিষ্কার। না, ক্যাপ্টেন, মাংসপিণ্ডগুলোকে এখানেই কবর দিয়ে যাব আমরা। তবে, যে লাশগুলো সনাক্ত করা যায়, সেগুলো নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন না কমান্ডার, তবে মন থেকে অস্বস্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর এটা বোঝার জন্যে টেলিপ্যাথি জানার প্রয়োজন হয় না। ব্যাপারটা ঢাকা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আর হ্যাঁ, ওসব আমেরিকান মিসাইল খোঁজার যন্ত্রপাতি, ওগুলো আছে?'

'খুঁজে দেখার সময় পাইনি,' বলল বটে, কিন্তু জানে রানা শিগগিরই আবিষ্কার করবেন কমান্ডার, মিছে কথা বলেছে রানা। তখন কমান্ডারের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক অনুমান করতে পারছে না রানা, পারার চেষ্টাও করছে না। ক্লান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার শরীর অনেক আগেই। এখন শুধু একটা লম্বা ঘুম দরকার।

দুই

কেবিনে ঢুকে দেখল রানা, অঘোরে ঘুমাচ্ছে রুস্তভ। বাঙ্কের নিচে লুটাচ্ছে গা থেকে খুলে নেয়া ফারের পোশাক। নিজের পোশাকও খুলে ফেলল রানা। ব্রিফকেসে ভরে রাখল পিস্তল। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সাংঘাতিক রকম অবসন্ন শরীর, কিন্তু তবু কিছুতেই ঘুম এল না তার চোখে।

হাজারও চিন্তা এসে একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে রানার মনে। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করে যখন বুঝল ঘুম আসবে না, উঠেই পড়ল সে। একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে, ডেনিম প্যান্ট পরে চলল কন্ট্রোল রুমে। বাকি রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে দিল রানা। পায়চারি করে বেড়াল,মাঝে মধ্যে থেমে অন্যমনস্কভাবে দু'জন টেকনিশিয়ানের আইস মেশিন সারানো দেখল, কর্মরত অফিসারের সঙ্গে এটা-ওটা নানান কথা বলল, আর কফি খেলো প্রতি পাঁচ মিনিটে এক কাপ করে। সকাল হলেও কিন্তু

কোনরকম জড়তা টের পেল না শরীরে, হয়তো অগুনতিকাপ কফির গুণ।

সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সবাইকে হাসি-খুশি দেখাল। ওরা জানে, একটা অত্যন্ত ভাল কাজ করতে পেরেছে ওরা—নভেলিকে খুঁজে পেয়েছে, উদ্ধার করতে যাচ্ছে আহতদের, সারা পৃথিবী বাহবা দেবে ওদের, আত্মীয়-স্বজন আর দেশবাসীর কাছে মুখ উজ্জ্বল হবে। কারোই মনে হচ্ছে না, এখনও নভেলিতে পৌঁছায়নি লেনিনগ্রাদ। পলিনাইয়া না থাকলে টর্পেডো ছুঁড়ে বরফ ভেঙে আদৌ ভেসে উঠতে পারবে কিনা সাবমেরিন এবং না পারলে অভিযানটাই যে ভেস্তে যাবে, ভাবছেই না যেন কেউ। হতে পারে কমান্ডার রাইকভের ওপর ওদের অটল বিশ্বাস রয়েছে বলে 'সামান্য' এই কাজকে কঠিন ভাবতে পারছে না তারা।

'বেশি করে খেয়ে নাও,' বললেন কমান্ডার, 'বহু কাজ পড়ে আছে সামনে, গায়ে শক্তি দরকার। নভেলিতে আহতরা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু ঠাণ্ডার মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় বড় কষ্টে আছে। তাদের লেনিনগ্রাদে তোলার আগে আর খাবার সময় পাবে কিনা কে জানে। আইস মেশিন ঠিক হয়ে গেছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডুব দেবে লেনিনগ্রাদ। ডুব দেবার পরেই প্রথম কাজ হলো, টর্পেডো ভরতে হবে টিউবে। দুটো ভরলেই চলবে।' রুস্তভ আর টর্পেডো অফিসার বুলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যাও।' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যাবেন নাকি দেখতে? না এসব ব্যাপার আপনার কাছে পুরানো?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'যাই, দেখি কেমন করে টর্পেডো ভরে।'

আরেক ওসিপভ এই বুলিন। চেহারা দেখে মনে হয়, এখনও স্কুলের বেড়া ডিঙাতে পারেনি। অথচ উঁচু পর্যায়ের একজন অফিসার সে, নিজের কাজে কতবড় বিশেষজ্ঞ তার কাজ না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

ডাইভিং কনসোলের কাছে একটা প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুস্তভ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল প্যানেলের সিগন্যাল লাইটগুলোর দিকে রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তার। শুধু কপালের চামড়া আর চিবুকের কাছে যেখানে কামড় বসিয়েছে বরফ, সেখানটা বাদ দিলে আবার আগের মতই সুস্থ বলা যায় তাকে। হাসিখুশি আর আত্মবিশ্বাসের তাজা ভাবটা আবার ফিরে এসেছে চেহারায়

হাত ঝাড়িয়ে রানাকে ডাকল রুস্তভ, 'দেখে যাও, ডাক্তার।' রানা পাশে এসে দাঁড়াতেই আঙুল তুলে লাইটগুলো দেখিয়ে বলল, 'টর্পেডো সেফটি লাইটস্। সবুজ আলোগুলো এখানে বোঝাচ্ছে টর্পোডো টিউবের দরজা বন্ধ। মোট ছ'টা দরজা—বো-ক্যাপ বলি আমরা ওগুলোকে, সাগরের দিকে খোলে। এই যে আলোগুলো, যদি লাল হয়ে যায়, তাহলে বুঝব বো-ক্যাপগুলো খোলা। নম্বর দেয়া আছে, কোন্ আলোটা কোন্ বো-ক্যাপের জন্যে জানি আমরা ' বুলিনের দিকে ফিরে বলল, 'তাই না, বুলিন?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল বুলিন।

প্যানেল দেখে বো-ক্যাপ বন্ধ আছে নিশ্চিত হয়ে রওনা দিল রুস্তভ। তার পেছনে বুলিন। সব শেষে রানা। ওয়ার্ডরুম প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে চওড়া কম্প্যানিয়নওয়ে পেরিয়ে ক্রুদের কোয়ার্টারের কাছে চলে এল ওরা। সেখান থেকে চলে এল সামনের টর্পেডোস্টোরেজ রুমে। এর আগের বার যখন এখানে এসেছিল

রানা, সেই যাত্রার শুরুতে, গোটা আষ্টেক বাংকে ঘুমোচ্ছিল ক্রু-রা, এখন সবক'টা খালি। পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে: চারজন সী-ম্যান, একজন অফিসার।

অফিসারকে দেখিয়ে রানাকে বলল রুস্তভ, 'পেটি অফিসার পেট্রভ। খুব কাজের লোক।'

হাসল পেট্রভ। তারপর রুস্তভের নির্দেশ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম কলিশন-বাল্কহেড দরজার সামনে। হুড়কো সরিয়ে দরজা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে। বুলিন আর রানাকে নিয়ে আঠারো ইঞ্চি সিল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রুস্তভ। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আবার হুড়কো লাগিয়ে দিল পেট্রভ। দ্বিতীয় বাল্কহেড দরজা খুলল রুস্তভ, দ্বিতীয় সিল পেরিয়ে টর্পেডো রুমে এসে ঢুকল তিনজনে। এবারে আর বন্ধ করা হলো না দরজা। হাঁ করে খুলে দিয়ে একটা ভারী স্ট্যান্ডিং-ক্যাচের হুকে আটকে দিল বুলিন দরজার পাল্লা।

'নিয়ম,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল রুস্তভ। 'টর্পেডো লোড করার সময় ছাড়া দুটো দরজা কখনোই এক সঙ্গে খুলি না আমরা।'

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে টিউবগুলোর পেছনের ধাতব-হাতল পরীক্ষা করল রুস্তভ। তারপর হাত বাড়িয়ে কেস থেকে একটা স্টীল-স্প্রিং মাইক্রোফোন নামিয়ে এনে সুইচ টিপল। মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'টেস্ট টিউব পরীক্ষা করব। সব হাতল বন্ধ। সিগন্যাল লাইটের রং কি?'

'সব ক'টা সবুজ।' মাথার ওপরে ছাতে বসানো সাউন্ডবক্সে কথা শোনা গেল। ধাতব কণ্ঠস্বর।

মাইক্রোফোন আবার কেসে রেখে দিল রুস্তভ।

'এইমাত্র তো চেক করে এলে?' রুস্তভের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'নিয়ম, এবারেও,' হাসল রুস্তভ। 'আমার দাদা সাতানব্বই বছর বেঁচেছিলেন। রেকর্ডটা ভাঙতে চাই আমি। কাজেই অসাবধান হওয়া আমার সাজে না কখনও।' বুলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ দুটোতে ভরবে, বুলিন?'

'তিন আর চার।'

গোলাকার পেছন-দরজাগুলোর ওপরের ধাতব দেয়ালে পিতলের নাম্বার-প্লেট বসানো। পোর্ট-সাইড দরজাগুলোর ওপরের নম্বর যথাক্রমে: ২, ৪, এবং ৬। আর স্টারবোর্ড সাইডেরগুলোর নম্বর: ১, ৩, এবং ৫। দুই দিকেরই মাঝের দুটো চেম্বারে টর্পেডো ভরার পরামর্শ দিচ্ছে বুলিন। সায় দিল রুস্তভ।

রবার-মোড়ানো পানি-নিরোধক টর্চ হাতে তিন নম্বর চেম্বারের কাছে গেল বুলিন। রানাকে বোঝাল রুস্তভ, 'এবারেও কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। দরজায় বসানো টেস্ট-কক খুলবে আগে বুলিন, টিউবে পানি আছে কিনা পরীক্ষা করবে। প্যানেলে সবুজ আলো শো করলে এতসব দরকার হয় না, কিন্তু বাড়তি সতর্কতা। বো-ক্যাপের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে কিছু পানি মাঝে-মধ্যে টিউবে ঢোকে, অবশ্য যদি বেশি গভীরে ডুব দেয় লেনিনগ্রাদ শুধু তখনই। সেটা এমন কিছুই না। যদি টেস্ট-টিউবে পানি থাকে, দরজা খুলে ভেতরে আলো ফেলবে বুলিন। বো-ক্যাপের কি অবস্থা, দেখবে।' বুলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝছ?'

'তিন নম্বর ঠিকই আছে,' তিনবার টেস্ট-কক খুলল বন্ধ করল বুলিন। 'পানির চিহ্ন নেই। তবু দরজা খুলে দেখি।'

লিভারে চাপ দিয়ে দরজার পেছনের শক্ত হুড়কো তুলল বুলিন, হাতল ধরে টেনে ভারী দরজা খুলল, ভেতরে আলো ফেলে পরীক্ষা করল, আবার দরজা বন্ধ করে ফিরল, 'ঝকঝকে পরিষ্কার, খটখটে শুকনো।'

'এভাবে, এই ভাষায় রিপোর্ট করতে শেখানো হয়নি তোমাকে,' এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে আক্ষেপ করল রুস্তভ, 'আজকালকার ছেলে-ছোকরাগুলো যে কি! তা বাবাজী, চার-নম্বরটা দেখোতো এবার।'

দাঁত বের করে হাসল বুলিন। 'ঠিক হ্যায়, পিতেজী,' বলে এগিয়ে গেল চার নম্বর দরজার সামনে। তিন নম্বরের মত একই কায়দায় টেস্ট-কক খুলেই বলল, 'ও-মা!'

'কি? গার্লফ্রেন্ড অন্যের সঙ্গে ভেগেছে?' জিজ্ঞেস করল রুস্তভ।

'পানি, লেফটেন্যান্ট,' তিক্ত শোনাল বুলিনের কণ্ঠ।

'বেশি?' বলতে বলতে এগিয়ে গেল রুস্তভ, 'দেখি তো।'

'সরু একটা ধারা।'

'খারাপ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এমন ঘটে, আগেই তো বলেছি,' বলল রুস্তভ। টেস্ট-কক নাড়াচাড়া করতেই আরও খানিকটা পানি বেরিয়ে এল, চামচখানেক হবে। 'বো-ক্যাপে সামান্য গোলমাল, তেমন কিছু না। বো-ক্যাপ খোলা থাকলে বুলেটের মত বেরিয়ে আসত পানি। কিন্তু তা নয়, সামান্য চোঁয়াচ্ছে। সিগন্যাল লাইটও সবুজ,' বলতে বলতে আবার গিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিল রুস্তভ। জিজ্ঞেস করল, 'চার নম্বর লাইট এখনও সবুজ?'

'এখনও সবুজ,' উত্তর এল ধাতব কণ্ঠে।

'ট্রিম শীট চেক করো তো। আরও শিওর হতে চাই আমি,' কন্ট্রোলরুমকে বলল রুস্তভ।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর আবার কথা শোনা গেল সাউন্ডবক্সে। নতুন কণ্ঠ, 'ক্যাপ্টেন স্পীকিং। প্রতিটা টিউব "এম্পটি"।'

'থ্যাংক ইউ, ক্যাপ্টেন।' সুইচ বন্ধ করে কেসে মাইক্রোফোন রেখে দিল আবার রুস্তভ। 'অবস্থা কি, বুলিন?'

'পানি চোঁয়ানো বন্ধ হয়ে গেছে।'

দরজার হুড়কো খোলার লিভার ধরে চাপ দিল বুলিন। ইঞ্চিখানেক নড়ল হুড়কো, তারপরেই আটকে গেল। 'জ্যাম হয়ে গেল!'

ভুরু কুঁচকে বুলিনের দিকে তাকার রুস্তভ। তরল কণ্ঠে বলল, 'লুব্রিকেটিং অয়েলের নাম শুনেছ কখনও? ওই জিনিসের অভাব আছে হয়তো। চাপ দাও, জোরে চাপ দাও, খুলে যাবে।'

আরও জোরে লিভারে চাপ দিল বুলিন। আরও ইঞ্চিখানেক খুলে আবার আটকে গেল হুড়কো। 'শালা হুড়কোর বাচ্চা! তোর একদিন কি আমার একদিন!' বলেই লিভারের ওপর শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিল বুলিন।

দরজার দিকে তাকিয়েছিল রুস্তভ, আচমকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'না, না, চাপ দিও না, বুলিন! সাবধান...'

কিন্তু ততক্ষণে দেরি যা হবার হয়ে গেছে। খুলে গেছে হুড়কো, সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলার মত ছিটকে খুলল ভারী গোল দরজাটা। ভয়ানক এক ঢালের মত বুলিনের মাথায় আঘাত করল সেটা। তারপর ছুটে এল পানির স্তম্ভ। ভয়ঙ্কর গতিতে আঘাত হানল হতভাগ্য টর্পেডো অফিসারে শরীরের মাঝামাঝি। তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল উল্টো দিকের ধাতব দেয়ালে। পানির তোড়ে কয়েক মুহূর্ত দেয়ালের গায়ে সেঁটে রইল বুলিনের দেহটা, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

ছোঁ মেরে কেস থেকে মাইক্রোফোন ছিনিয়ে আনল রুস্তভ। সুইচ অন করেই চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লো অল মেইন ব্যালাস্ট!' একটা টিউব-ডোরে পিঠ ঠেকিয়ে পানির তোড়ে পিছলে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছে প্রাণপণে। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল সে, 'ইমারজেন্সী! ব্লো অল মেইন ব্যালাস্ট! চার নম্বর বো-ক্যাপ সাগরের দিকে খুলে গেছে। ব্লো অল মেইন ব্যালাস্ট!' পানির ঝটকায় ছিটকে পড়তে পড়তে একটা হাতল ধরে কোনমতে ঝুলে রইল রুস্তভ। মাইক্রোফোনটা আগেই ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। ইতিমধ্যেই আধহাত উঠে এসেছে পানি। রানার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরোও! জলদি বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

খামোকাই চেঁচিয়ে শক্তি খরচ করল রুস্তভ। তার বলার আগেই রওনা হয়ে গেছে রানা, কিন্তু একা নয়। লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা বুলিনের একটা হাত চেপে ধরে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে, এরই মাঝে সামনের দিকে টন টন পানির চাপে নাক নিচু হতে আরম্ভ করেছে লেনিনগ্রাদের। ফলে সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে রানা। এই অবস্থায় তীব্র পানির স্রোতের ধাক্কা বাঁচিয়ে আঠারো ইঞ্চি সিল পার করে একটা ভারী দেহকে টেনে নিতে রীতিমত কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে। হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে পানি। এই পানিই বুলিনের দেহটাকে ওপারে নিতে সাহায্য করল, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কাও মারল রানাকে। সিলের ওপারে চলে এল বুলিনের দেহ, তাল সামলাতে না পেরে দুটো বাল্কহেড-দরজার মাঝামাঝি জায়গায় ছিটকে পড়ে গেল রানা, কিন্তু বুলিনের হাত ছাড়ল না।

এখনও বাল্কহেডের অন্যপাশে আছে রুস্তভ। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে তার গালমন্দ কানে আসছে রানার। স্ট্যান্ডিং-ক্যাচে আটকানো বাল্কহেড ডোরের হুড়কো খোলার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে সাবমেরিন, পেছন থেকে ধাক্কা মারছে পানির ভয়ঙ্কর চাপ। কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না সে। পানির চাপ পড়েছে দরজার ওপর, হুড়কো খোলা রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রুস্তভ একা পেরে উঠছে না দেখে বুলিনের হাত ছেড়ে দিল রানা। আছড়ে-পাছড়ে কোনমতে গিয়ে বাল্কহেড দরজার কাছে দাঁড়াল। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চাপ দিল দরজার গায়ে। বাড়তি সাহায্য পেয়ে এক টানে হুড়কো তুলে আনল রুস্তভ। এক সঙ্গে পাল্লায় জোর ধাক্কা মারল দু'জনে। অর্ধেক বন্ধ হয়ে গেল

দরজা। কিন্তু সিল ডিঙিয়ে আসছে পানি, দরজা পুরো বন্ধ হতে দিচ্ছে না।

রুস্তভকে হাসছে বলে মনে হলো রানার। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। হাসছে না। দাঁত খিঁচিয়ে চাপ দিচ্ছে দরজায়। জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এক্ষুণি বন্ধ করতে হবে এটা। নইলে আর কোনদিন বন্ধ করা যাবে না।'

আরও জোরে চাপ দিল দু'জনে। আরও খানিকটা বন্ধ হলো দরজা, কিন্তু ইঞ্চি চারেক ফাঁক আর কিছুতেই বুজিয়ে আনতে পারছে না। চাপ বোধহয় একটু কমেছিল, হঠাৎ এক ধাক্কায় আবার পুরো খুলে গেল দরজা। আবার চেপেচুপে চার ইঞ্চিতে এনে ঠেকানো হলো সেটাকে। কিন্তু আর পারছে না। দ্রুত দরজা পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলে আরও বেড়ে যাবে পানি। তখন আর বন্ধই করা যাবে না।

'একা ধরে রাখতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘাড় কাত করল রুস্তভ।

দরজায় চাপ ছেড়ে দিয়ে আচমকা বসে পড়ল রানা। দরজার দিকে পেছন ফিরে ভারী স্ট্যান্ডের গোড়া দুই হাতে চেপে ধরল। তারপর দরজার নিচের দিকে দুই পায়ের ঠেকা দিয়ে আচমকা সোজা করল দেহ। ঝটকা খেয়ে সিলের গায়ে লেগে গেল দরজা। তৈরিই ছিল রুস্তভ। একটা হুড়কো জায়গামত বসিয়ে দিল সে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হুড়কোটাও আটকে দিল রানা। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ছুটে গেল রানা। প্রথম দরজা খোলার জন্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। খুলে গেল দরজা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল পেট্রভ আর তার দল, তারপর চাইল ঘরের ভেতরের পানির দিকে। এই সময় বাতাসের গর্জন কানে এল রানার। ব্যালাস্ট খালি করছে উচ্চচাপের বাতাস। দরজা খুলে যেতেই আবার ফিরল রানা। বুলিনের দুই বাহু ধরে টেনে তুলছে রুস্তভ। ছুটে গিয়ে পায়ের দিকটা ধরল রানা। দু'জনে ধরাধরি করে দরজার বাইরে নিয়ে এল বুলিনকে।

'হয়েছে কি!' রুস্তভকে জিজ্ঞেস করল পেট্রভ, 'গোলমালটা কি, লেফটেন্যান্ট?'

'চার নম্বরের বো-ক্যাপ খুলে গেছে।'

'সর্বনাশ!'

'জলদি বাল্কহেড বন্ধ করে দাও,' আদেশ দিল রুস্তভ। বুলিনকে নামিয়ে রেখেই ছুটল। নিচের দিকে ষাট ডিগ্রী কোণে নেমে গেছে লেনিনগ্রাদের নাক। আছড়ে-পাছড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু হয়ে যাওয়া প্যাসেজ ধরে দৌড়াচ্ছে সে।

মেঝেতে শোয়ানো বুলিনের দিকে একবার চাইল রানা। যা দেখার দেখে নিয়ে আপনমনে মাথা ঝাঁকাল। তারপর রুস্তভের মত একই কায়দায় ছুটল তার পেছনে।

হাই-প্রেশারড বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে জাহাজের সর্বত্র। দ্রুত ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করছে প্রবল বাতাস। কিন্তু নাক আর খাড়া হচ্ছে না লেনিনগ্রাদের। ক্রমশ মেরুসাগরের গভীর কালো অন্ধকার অতলের দিকে নেমে চলেছে। টন টন পানিতে ভরে গেছে টর্পেডো রুম। প্রবল বাতাস পেরে উঠছে না ভারী পানির সঙ্গে।

ওয়ার্ডরুম প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হ্যান্ড-রেইল ধরে নিজেকে ডেকে টেনে তুলতে তুলতে সাবমেরিনে একটা কম্পন টের পেল রানা। বুঝল, বিশাল টারবাইনগুলো চালু হয়ে গেছে রাইকভের নির্দেশে। দানবীয় ব্রোঞ্জ-প্রপেলারগুলো কামড় বসানোর চেষ্টা করছে সাগরের পানিতে। সমস্ত শক্তি দিয়ে লেনিনগ্রাদকে টেনে তুলে আনতে চাইছে।

হ্যান্ড-রেইল ধরে ধরে কোনমতে কন্ট্রোলরুমে এল রানা। সোনার রুমের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একজন লোকও তার দিকে চোখ তুলে চাইল না। চাইবার সময়ও নেই তাদের। ডেপথ গজের ডায়াল আর থির থির কম্পমান কাঁটার সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে ওদের চোখ।

কন্ট্রোলরুমে পৌঁছে কমান্ডার রাইকভের মুখে শুনল রানা, ইতিমধ্যেই ছ'শো ফুট নিচে নেমে গেছে লেনিনগ্রাদ। ছয়-শো-ফুট! এই গভীরতায় কি করে টিকে আছে সাবমেরিনটা, ভেবে অবাকই লাগল রানার। বাইরে, লেনিনগ্রাদের খোলসে কি প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে পানি ভাবতেই কাঁটা দিয়ে উঠল গা।

ইনবোর্ড ডাইভিং সীটে বসে আছে এক তরুণ নাবিক। দুই হাত মুঠিবদ্ধ। এতই জোরে মুঠো করেছে, তালু ফুঁড়ে নখ বের করে আনতে চাইছে যেন উল্টো পিঠ দিয়ে। গলার কাছে দপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা।

নেমেই চলেছে লেনিনগ্রাদ।

সাতশো ফুট!

সাড়ে সাতশো ফুট!

আটশো ফুট! এতটা গভীরতায় কোন সাবমেরিন নেমে টিকে গেছে, শোনেনি কখনও রানা। শোনেননি এমন কি কমান্ডার রাইকভও।

'নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলাম আমরা, ডাক্তার,' পাশে দাঁড়ানো রানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন রাইকভ। শান্ত কণ্ঠস্বর। সামান্যতম উত্তেজনা নেই।

'নামা বন্ধ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা!

'হবে, শিগগিরই। জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বাতাস,' কিন্তু নিজের কথায় ভরসা পাচ্ছেন না কমান্ডার, তাঁর আচরণ দেখেই বুঝল রানা। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে দাঁতে টোকা মারছেন আস্তে আস্তে। কমান্ডার রাইকভের মত মানুষের জন্যে এর অর্থ, ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করছেন তিনি ভেতর ভেতর।

কিন্তু লেনিনগ্রাদের নিচে নামা থামছে না। 'ডিজেল ট্যাংক খালি করে দাও। খাবার পানির ট্যাংক খালি করো!' হঠাৎ হুকুম দিলেন কমান্ডার। বন্দর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই রকম একটা জায়গায় জ্বালানি আর পানি ফেলে দেবার পরিণতি কি, আপাতত ভাবার সময় নেই রাইকভের। তাঁর এই মুহূর্তের একমাত্র চিন্তা, হালকা করতে হবে, যে করেই হোক নিম্নগতি বন্ধ করতে হবে সাবমেরিনের, যে করেই হোক ভাসিয়ে তুলতে হবে এটাকে। তেল আর খাবারের চিন্তা বেঁচে থাকলে পরে করা যাবে।

'মেইন ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি!' জানাল ডাইভিং অফিসার। চাপা উত্তেজনায় কর্কশ শোনাল গলার স্বর।

বাতাসের গর্জন পঁচাত্তর ভাগ কমে গেছে। হঠাৎ এই আওয়াজ কমে যাওয়ায়

মনটা দমে যেতে চাইল রানার; কেন যেন মনে হলো, দম ফুরিয়ে এসেছে লেনিনগ্রাদের, ছেড়ে দিয়েছে হাল।

রানার একপাশে দাঁড়িয়ে রুস্তভ। তার বাঁ হাতের আঙুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, দেখল রানা। কিন্তু খেয়াল নেই রুস্তভের। দুটো আঙুলের বেকায়দারকম ফুলে ওঠা দেখে অনুমান করল রানা, কেটে তো গেছেই ভেঙেও গেছে ও দুটো।

নামছেই লেনিনগ্রাদ। আর রক্ষা পাবে না সাবমেরিন, বুঝল রানা। ঘণ্টা বাজল এই সময়। ছোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন কমান্ডার, একটা বোতাম টিপলেন।

'ইঞ্জিন রুম স্পীকিং,' ধাতব কণ্ঠ ভেসে এল। 'ইঞ্জিনের গতি কমাতে হবে। মেইন বেয়ারিং থেকে ধোঁয়া উঠছে। যে-কোন মুহূর্তে সীজ করতে পারে।'

'এক বিন্দু কমাবে না!' কড়া নির্দেশ দিয়ে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখলেন রাইকভ।

'আরিব্বাপ, আরিব্বাপ!' কাঁপা কাঁপা গলায় বিড় বিড় করে উঠল তরুণ সীম্যান। চেয়ে দেখল রানা, ওর গলার শিরাটা সাংঘাতিক ফুলে উঠেছে। চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে যেন।

এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন কমান্ডার। শান্ত মিষ্টি গলায় প্রবোধ দিলেন, 'ভাবনার কিচ্ছু নেই, খোকা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কমান্ডার যখন বলেছেন, সত্যিই সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চিন্ত হলো সীম্যান। ভাবনা অনেকখানি কমে গেল ওর। আশ্চর্য! গলার কাছের শিরাটার দপদপানিও কমে এসেছে। রাইকভকে মনের মধ্যে কোন্ আসনে বসিয়েছে এই লোকগুলো, ভেবে চমৎকৃত হলো রানা।

'আর কতক্ষণ সইতে পারবে লেনিনগ্রাদ?' কমান্ডার ফিরে আসতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করল রানা। নিজের গলার স্বরে কোলাব্যাঙের ঘড়ঘড়ানি শুনে নিজেই অবাক হলো।

'অনিশ্চিত অবস্থায় আছি আমরা, ডাক্তার,' শান্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন কমান্ডার। 'হাজার ফুটেরও বেশি নেমে এসেছে, কই, এখনও তো কিছু ঘটছে না। কয়েক লক্ষ টন চাপ পড়ছে এখন লেনিনগ্রাদের গায়ে।'

সারা দেশ খুঁজে এই লোকটিকে বের করে এনেছে রাশান নেভি, মনে মনে অনুমান করল রানা। আরও একজন নাবিকের সঙ্গে আগেই পরিচিত না হলে কমান্ডার রাইকভকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক বলে মেনে নিতে দ্বিধা করত না রানা। ঠিক এমনি শান্ত, এমনি স্থির, এমনি হাসিখুশি আরেকজন নাবিকের কথা অনেকদিন পর আজ মনে পড়ল ওর। পাকিস্তানী এক কমোডোর, কমোডোর জুলফিকার। তিনি কি বেঁচে আছেন আজও? সেই যে রত্নদ্বীপ অভিযানের...

'স্লো হচ্ছে নামা,' রুস্তভের কথায় চিন্তার খেই হারাল রানা।

'হ্যাঁ স্লো হচ্ছে,' সায় দিলেন কমান্ডার।

কিন্তু যা আশা করছে, ততটা দ্রুত থামল না লেনিনগ্রাদ। শেষ মুহূর্তে তীরে এসে তরী ডুববে না তো? ভাবল রানা। আর কত চাপ সইতে পারবে

সাবমেরিনটা? যদি না সইতে পারে, শেষটা কেমন হবে জানতে ইচ্ছে করছে রানার। কিন্তু জানে সে, যদি তেমনটি ঘটেও কোনদিনই জানতে পারবে না সে। তার আগেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। এই গভীরতায় প্রতি বর্গ ফুটে বিশ টনের মত হবে পানির চাপ।

আবার বাজল ঘণ্টা। মাইক্রোফোন তুলে বোতাম টিপলেন কমান্ডার। ধাতব কণ্ঠটা ভেসে এল আবার। আর্তনাদের মত শোনাল এবারে কথাগুলো, 'এঞ্জিনের গতি অবশ্যই কমাতে হবে এবার, ক্যাপ্টেন। লাল হয়ে গেছে টার্নিং গিয়ার।'

'সাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারপর জানিয়ো আমাকে।' আবারও কাটা আদেশ দিয়ে মাইক্রোফোন রেখে দিলেন কমান্ডার। এঞ্জিন ভাঙার আগে পর্যন্ত ভাঙতে রাজি নন রাইকভ। এঞ্জিনের ক্ষমতা নিংড়ে শক্তি বার করে আনছেন তিনি। লেনিনগ্রাদকে বাঁচাতেই হবে।

আবার বেল বাজল। মাইক্রোফোন তুললেন কমান্ডার।

'ক্রুজ মেস ডেক স্পীকিং,' উচ্চগ্রামের কর্কশ একটা কণ্ঠ বাজল সাউন্ডবক্সে, 'পানি আসতে শুরু করেছে।'

কমান্ডার ছাড়া কন্ট্রোলরুমের প্রতিটি লোকের চোখ ওপর দিকে উঠে গেল, চাইল সাউন্ডবক্সের দিকে। চাপের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। পরাস্ত হতে চলেছে লেনিনগ্রাদের খোলস। ছোট্ট একটা ফাটল হবে প্রথমে, তারপর বেড়ে গিয়ে বিকট আকার ধারণ করবে সেই ফাটল। তারপর চোখের পলকে পিঠ-পেট এক হয়ে মিশে যাবে লেনিনগ্রাদের।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

'স্টারবোর্ড বাল্কহেড!'

'কতটা?'

'দুই পাইন্ট মত হবে। সরু ধারায় গড়িয়ে আসছে বাল্কহেড থেকে। ধারাটা মোটা হচ্ছে! ক্রমেই মোটা হচ্ছে, ক্যাপ্টেন! কি করব আমরা?'

'কি করবে, বলে দিতে হবে আমাকে?' যেন শিশুকে বোঝাচ্ছেন কমান্ডার, 'ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নাও! ভেজা নোংরা জাহাজে বাস করতে চাও না নিশ্চয়ই?' মাইক্রোফোন রেখে দিলেন তিনি।

'থেমে গেছে, থেমে গেছে!' লাউডস্পীকারে চিৎকার ভেসে এল সোনার রুম থেকে। আবার একজোড়া ছাড়া প্রতিটি চোখ উঠে গেল ওপর দিকে।

ঘরের কেউ কোন কথা বলছে না। রুস্তভের ভাঙা আঙুল থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।

এই প্রথম রাইকভের কপালে অতি সূক্ষ্ম ঘাম চকচক করতে দেখল বলে মনে হলো রানার। পায়ের তলায় এখনও থর থর করে কাঁপছে ধাতব মেঝে। দানবীয় ইঞ্জিন আর প্রপেলার লেনিনগ্রাদকে তুলে আনছে অন্ধকার মৃত্যুর কবল থেকে। এখনও বাতাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ডিজেল আর পানি বের করে দিচ্ছে।

আরও নব্বই সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। কিন্তু রানার মনে হলো নব্বইটা বছর পেরিয়ে গেছে। তারপর ডাইভিং অফিসারের ঘোষণা শোনা গেল, 'দশ ফুট। ওপরে উঠছে।'

'ঠিক তো?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।
'ঠিক, ক্যাপ্টেন।'
'কিন্তু বেশি খুশি হয়ো না। এখনও বিপদ কাটেনি। পানির চাপের কাছে এখনও হার মানতে পারে লেনিনগ্রাদ।' বিপদের মুখে সবাইকে সাহস যুগিয়েছিলেন কমান্ডার। এখন বিপদ কাটছে বুঝে তার গুরুত্ব জানাতে চাইছেন।
'এখনও উঠছে,' আবার বলল অফিসার।
'পানি কতটা আছে আর?'
'তিরিশ ভাগ।'
'পানির ট্যাংকে বাতাস ঢোকানো বন্ধ করো। ইঞ্জিনের গতি তিন ভাগের একভাগ কমিয়ে আনো।'
বাতাসের শব্দ আরও অর্ধেক কমে গেল। পায়ের নিচে কমল কাঁপুনিও।
'একশো ফুট উঠেছে,' জানাল ডাইভিং অফিসার।
'ডিজেল ট্যাংকে বাতাস ঢোকানো বন্ধ করো,' হুকুম দিলেন রাইকভ।
'এখনও উঠছে, উঠছে।'
পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে কপাল আর ঘাড়ে বুলালেন কমান্ডার। অনুমান ভুল হয়নি, বুঝল রানা। রুমালটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন রাইকভ। কয়েকটা বোতাম টিপে কথা বললেন। সমস্ত জাহাজে বেজে উঠল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ক্যাপ্টেন বলছি। বিপদ কাটিয়ে উঠেছি আমরা। ইতিমধ্যেই তিনশো ফুট উঠে এসেছে লেনিনগ্রাদ। আর ভয়ের কারণ নেই।'
লাউডস্পীকারে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'জীবনে সিগারেট খাইনি আমি। এখন থেকে শুরু করতে চাই। কেউ একটা সিগারেট দেবে আমাকে?' হাসির হুল্লোড় শোনা গেল। সুইচ অফ করে দিলেন কমান্ডার।
'দেশে ফিরে প্রথমেই কি করব আমি, জানেন কমান্ডার?' বলল রুস্তভ।
'জানি। সোজা মস্কোয় চলে যাবে। তারপর লেনিনগ্রাদকে যারা তৈরি করেছে, সবাইকে ডেকে এনে, তাদের সম্মানে এক বিরাট ভোজ দেবে। কিন্তু সেটা হতে দিচ্ছি না আমি, লেফটেন্যান্ট। কারণ, কথাটা তোমার আগে আমি ভেবেছি,' বলতে বলতেই রুস্তভের হাতের দিকে নজর গেল তাঁর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হাতে কি হয়েছে, ইউরি?'
অবাক হয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল রুস্তভ। 'জানি না তো! এই প্রথম খেয়াল করলাম। হ্যাঁ, ব্যথাও তো করছে। টর্পেডো রুমের দরজা ধাক্কাতে গিয়ে হয়েছে হয়তো।' রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো ডাক্তার, ভেঙেই গেছে কিনা?'
'চমৎকার দেখিয়েছ, ইউরি,' প্রশংসা করলেন রাইকভ। 'টর্পেডো রুমে বাল্কহেড দরজা বন্ধ করার ব্যাপারটা বলছি।'
'আমাকে নয়, এনাকে,' রানাকে দেখিয়ে বলল রুস্তভ, 'ধন্যবাদ দিতে হলে এনাকে দিন। কৃতিত্ব এঁরই বেশি।'
'থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর,' রানার দিকে চেয়ে বললেন কমান্ডার। তারপর আবার রুস্তভের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকেও তোমাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিত, ইউরি।

কাল রাতেই তো টর্পেডো ভরতে চেয়েছিলে। ভাসছিল তখন লেনিনগ্রাদ, ওপরের হ্যাচও খোলা ছিল। তখন যদি ডুব দিত, কি হত তাহলে?'

কথাটা মনে হতেই রানার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত শির শির করে নেমে গেল।

'বাপ্‌স্‌, তাইতো!' চমকে উঠে বলল রুস্তভ। তারপর কি মনে পড়ে যেতেই বলল, 'আরে ভুলেই গিয়েছিলাম। বুলিন···আহত হয়ে পড়ে আছে বুলিন। তার হুঁশ ফিরেছে কিনা দেখতে হয়।'

'দরকার নেই, লেফটেন্যান্ট,' বলল রানা। 'ওর হুঁশ ফিরবে না আর কোনদিন।'

'মানে?'

'দরজার বাড়িতে মাথা গুঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে বুলিন।'

'বুলিন!' ফিসফিসিয়ে বললেন কমান্ডার, 'পুয়োর কিড! লেনিনগ্রাদে প্রথমবার চড়েছিল বেচারা, আর কোনদিন বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। সত্যিই মারা গেছে, ডাক্তার?'

'খুন হয়েছে,' নিচু গলায় বলল রানা।

'হোয়াট?' রানার বাহু খামচে ধরলেন কমান্ডার। 'কি বলছেন আপনি, ডাক্তার?'

'ঠিকই বলছি। খুন করা হয়েছে বুলিনকে।' প্রায় ফিসফিসে রানার কণ্ঠ।

দীর্ঘ তিন সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে রইলেন কমান্ডার। মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু সহসাই হাল ছেড়ে দিয়েছে যেন চোখ দুটো। ক্লান্ত, বুড়ো হয়ে গেছে যেন ওদুটো, হঠাৎই। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরলেন কমান্ডার। চলতে চলতে ডাক দিলেন, 'আসুন ডাক্তার। আমার কেবিনে ইউরির ভাঙা আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধবেন।'

তিন

'আশা করি কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করলেন লিউ রাইকভ, 'কাউকে অভিযুক্ত করার আগে···'

'কাউকে অভিযুক্ত করছি না আমি, কমান্ডার,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমি শুধু বলেছি, লোকটাকে খুন করা হয়েছে। ওই বো-ক্যাপ ডোরটা যে খুলে রেখেছে, খুনের জন্যে দায়ী সে-ই।'

'দরজাটা খুলে রেখেছে! কি বোঝাতে চাইছেন? কে বলল দরজা খোলা ছিল? আসলে কোন কারণে খুলে গেছে ওটা। আর আপনার কথা মেনে নিলেও, দরজা খোলা রাখার মানেই মানুষ খুন নয়।'

'কমান্ডার রাইকভ,' গম্ভীর হয়ে গেছে রানা, 'জীবনে যে দু'জন তুখোড় নাবিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, আপনি তাদের একজন। কিন্তু তার মানে

এই নয়, সব কিছুতেই পারদর্শী আপনি। যুদ্ধ এক জিনিস, আর খুনখারাবি অন্য জিনিস। কোন কারণে দরজা খুলে গেছে বলছেন, জানতে পারি, কি কারণ সেটা?'

'কয়েকবার বরফের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে লেনিনগ্রাদ,' ধীরে ধীরে কথা বলছেন লিউকভ, 'প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে খুলে যেতে পারে দরজা। তখন হয়তো কোন বরফের টুকরো...'

'অসম্ভব। ভেবে দেখুন, এটা অসম্ভব।'

'তা ঠিক। ওভাবে বরফের টুকরোর আটকে যাওয়া অসম্ভব।'

'তাছাড়া, সেফটি লাইট শো করেছে: দরজা বন্ধ ছিল।'

'হয়তো অতি সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল দরজা, যার ফলে সেফটি কন্ট্যাক্ট বিচ্ছিন্ন হয়নি।'

'সামান্য ফাঁক! হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্টে টারবাইন ব্লেডে কি ভয়ঙ্কর জোরে আঘাত হানে পানির ফোয়ারা, দেখেছেন নিশ্চয়? পানির স্তম্ভ তার চেয়েও জোরে আঘাত হেনেছে বুলিনের দেহে।' রাইকভের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্বাভাবিক ভাবে কি করে খোলা হয় বো-ক্যাপ?'

'দু'ভাবে। এক, হাইড্রলিক রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে, শুধু একটা বোতাম টিপতে হবে। দুই, হাতল চাপতে হবে, টর্পেডো রুমেই আছে হাতল।'

রুস্তভের দিকে ফিরে চাইল রানা। তার পাশেই বাঙ্কে বসে আছে। মুখচোখ শুকনো, ভাঙা আঙুলের ব্যথায় নিশ্চয়ই। তাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'হাতলটা কি আটকানো ছিল?'

'ছিল। প্রথমেই তো দেখে নিলাম।'

'আপনাকে কেউ পছন্দ করছে না, কমান্ডার,' গম্ভীরকণ্ঠে বলল রানা, 'অথবা লেনিনগ্রাদকে পছন্দ করছে না কেউ। কিংবা নভেলিতে আহতদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা, এটা পছন্দ হচ্ছে না কারও। মনে পড়ে, লেনিনগ্রাদের ট্রিম অ্যাডজাস্ট করতে হয়নি বলে অবাক হয়েছিলেন?'

'বলে যান, শুনছি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন কমান্ডার। পানি ট্যাংকে ফিরে যাবার শব্দ উঠল। একদিকের ভুরু সামান্য উঁচু করলেন কমান্ডার, শব্দ শুনছেন। দু'শো ফুট শো করছে রিপিটার গজ। লেনিনগ্রাদের নাক এখনও নিচের দিকে পঁচিশ ডিগ্রী কোণ করে আছে।

'ট্রিম ঠিক করতে হয়নি, কারণ, কয়েকটা টিউব পানিতে ভরে ছিল,' আবার বলল রানা। 'তিন নম্বর টিউব, যেটা আমরা পরীক্ষা করে ঠিকই পেয়েছিলাম, সেটা বাদে আমার মনে হয় সব ক'টাই পানিতে ভরে গেছে। আমাদের এই অতি চালাক বন্ধুটি বো-ক্যাপ খুলে রেখেছে, লিভার ডিসকানেক্ট করে রেখেছে, জাংশন বক্সে কিছু তারের কাজ করেছে, যার ফলে সিগন্যাল লাইট জ্বলেছে উল্টো। কাজ জানা লোকের জন্যে এসব কিচ্ছু কঠিন না। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন আমার কথা ঠিক কিনা। আমি নিশ্চিত, গালা, দ্রুত শুকোয় এমন রং কিংবা চিউইং গাম জাতীয় কিছু দিয়ে টেস্ট-ককের ইনলেট ব্লক করে দেয়া হয়েছে। ফলে, টেস্ট কক খুলে পরীক্ষার সময় পানি তেমন বেরোয়নি। বুলিন মনে করেছে শুকনোই আছে টিউব।'

'হ্যাঁ, চার নম্বর টিউবের টেস্ট কক দিয়ে পানি চোঁয়াতে দেখেছে বুলিন,' বলল

রুস্তভ।

'সম্ভবত নিচু-জাতের চিউইং গাম,' বলল রানা।

'শুয়োরের বাচ্চা,' শান্ত কণ্ঠ কমান্ডারের। কিন্তু এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন শব্দ দুটো, বাজখাঁই গলার প্রচণ্ড বিস্ফোরণেও কেউ এত সুন্দরভাবে ভেতরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারত না। 'সবাই খুন হয়ে যেতে পারতাম আমরা!'

'সেটা চায়নি খুনী,' বলল রানা, 'কাউকেই খুন করতে চায়নি সে। সেই যে সন্ধ্যায় লেনিনগ্রাদের ট্রিম চেক করতে সামান্য সময়ের জন্যে ডুবতে চেয়েছিলেন, ক্রুদের জানিয়েছিলেন এটা?'

'জানিয়েছিলাম।'

'তাহলে আমাদের বন্ধুটিও জেনেছে সহজেই। সে এ-ও জেনেছে, অল্প পানিতে কিংবা পানির সমতলের সামান্য নিচে পরীক্ষা চালানো হবে। কাজেই কায়দা করে টিউবগুলো ভরে দিতে চেয়েছে সে। আশা করেছে আরও আগেই টিউবে টর্পেডো ভরা হবে। তখন পানির ভারে তলিয়ে যাবে ডুবোজাহাজ। অগভীর পানিতে সাগরের তলায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে হলে, ব্যাপারটা মারাত্মক হত। কারণ তখন জাহাজের ভেতরে পরিষ্কার বাতাস থাকত সামান্য। কিন্তু আজকের দিনে, লেনিনগ্রাদের মত আধুনিক সাবমেরিনে কোন চিন্তাই নেই। বাতাস পরিশোধন করার যন্ত্র আছে জাহাজে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ভেতরের বাতাস। মাসের পর মাস বসে থাকলেও অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে না এর ভেতরের কেউ। জাহাজ তলিয়ে গেলে জরুরী বয়াটা শুধু ভাসিয়ে দেবেন। ন্যাভাল-বেসে জানিয়ে দেবেন সংবাদটা। এরপর আর কিছু করার নেই আপনার, বসে বসে কফি খেতে পারেন। নেভীর ডুবুরীরা নেমে এসে বো-ক্যাপটা বদলে দেবে, টর্পেডো রুমের পানি পাম্পের সাহায্যে বের করে দেবে। ব্যস, আবার ভেসে উঠবে সাবমেরিন। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মারতে চায়নি বন্ধুটি, শুধু দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে কার কি লাভ?' জানতে চাইলেন কমান্ডার। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই, শুধু চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাঁর সঙ্গে।

'সেটা আমি জানি, একথা ভাবছেন কেন?'

'না, না, ঠিক তা বলতে চাইনি,' রানার কণ্ঠে অস্বস্তি টের পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন কমান্ডার। 'আমি জানতে চাইছি···মানে···লেনিনগ্রাদের কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'এর উত্তর, নিশ্চয়ই আমার মুখ থেকে শোনার দরকার নেই আপনার?'

'বোধ হয়,' শব্দ করে শ্বাস ফেললেন কমান্ডার, 'মেরু সাগরের তলায় ডুবে আত্মহত্যা করাটা মজার নয় মোটেই। সাবমেরিনের ভেতরের কাউকে তাই সন্দেহ করা যাচ্ছে না। কারণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও মরতে হত তাহলে। বাকি রইল ডকইয়ার্ডের ওয়ার্কারেরা। কিন্তু ওখানকার প্রতিটি লোকের টপ-গ্রেড সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে।'

'সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের ওপর আজকের দিনে কেউ আর কোন ভরসা করে

না। যাকগে সেসব। অযথা ভেবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। টর্পেডো রুমের ব্যাপারে কি করতে চান এখন তাই বলুন।'

'সাধারণ পরিস্থিতিতে তেমন কোন কঠিন কাজ হত না। চার নম্বর বো-ক্যাপটা আটকে দিয়ে পাম্পের সাহায্যে পানি বের করে নেয়ার ব্যবস্থা করতাম। তারপর টর্পেডো রুমে ঢুকে চার নম্বরের পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান। কিন্তু এখনও বো-ক্যাপ ডোরটাই বন্ধ করা যাচ্ছে না। লিভার কাজ করছে না. রিমোট কন্ট্রোল বাটন নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছে। ঠিক করা যাবে না।

'তাহলে?' কমান্ডারের উদ্দেশ্য জানতে চায় রানা।

'ভেসে উঠতে পারি। তারপর ডুবুরী পাঠিয়ে দেখতে পারি কি করতে পারে। কিন্তু এই পানিতে তাদেরকে মরণের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল হবে সেটা। কাউকে মরার আদেশ দিতে পারি না আমি। সুতরাং এই অবস্থায়ই আইস ক্যাপের নিচ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আবার ফিরে আসতে আসতে স্টেশন নভেলির হতভাগাদের জন্যে খুবই দেরি হয়ে যাবে।'

'লেনিনগ্রাদে চড়ার প্রথম দিনেই বলেছিলাম আপনাকে ক্যাপ্টেন,' বলল রানা, 'চরম পরিবেশে মানুষের শরীরে ঠিক কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, আমি তার ওপর রিসার্চ করছি। এতদিনে আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেছে। হাতছাড়া করতে চাই না।'

'মানে?'

'মানেটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'আফটার কলিশন বাল্কহেডের দরজায় ড্রিল দিয়ে ছেঁদা করতে হবে, তাতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাতে হবে হাই-প্রেসার হোস পাইপের ধাতব মুখ, দরজা সামান্য ফাঁক করে দুটো কলিশন বাল্কহেডের মাঝে সেঁধোতে হবে কাউকে। হোস পাইপের সাহায্যে ভেতরে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করতে হবে। টর্পেডো রুম আর বাল্কহেডের ভেতরের চাপ সমান হয়ে গেলে আর কোন সমস্যা নেই। সামান্য ধাক্কায়ই দরজা খুলে যাবে। টর্পেডো রুমে ঢুকতে আর কোন অসুবিধে থাকবে না। ব্যস, এবার চার নম্বর দরজাটা বন্ধ করে দিলেই কাজ খতম।'

'কিন্তু সে কাজে আপনি যাবেন কেন? উচ্চ চাপ সইবার ট্রেনিং আছে লেনিনগ্রাদের প্রতিটি লোকের। তাদের মধ্যে কয়েকজনের আপনার চেয়ে বয়েস অনেক কম, গায়ের জোরও বেশি।'

'চাপ সইবার ক্ষমতা আলাদা জিনিস। ট্রেনিং আর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার মধ্যেও পার্থক্য অনেক। বহু শক্তিশালী, বিশাল-দেহী নওজোয়ানকে দেখেছি, আসল বিপদে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। আতঙ্কিত হয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে।'

'কিন্তু সাবমেরিনের লোক থাকতে একজন সিভিলিয়ানকে এই কাজের ভার দিয়েছি জানলে মস্কো কি বলবে আমাকে?'

'যেতে দেননি শুনলেই বরং ক্যাপ্টেন থেকে লেফটেন্যান্টে নামিয়ে আনবে আপনাকে কর্তৃপক্ষ। আর যদি জানে তারা—অবশ্য জানবে, একজন এক্সপার্ট জাহাজে থাকতেও নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যে লেনিনগ্রাদ এবং তার ক্রুদের

জীবন বিপন্ন করেছেন, তাহলে আপনার কোর্ট-মার্শাল হওয়াও বিচিত্র নয়।'

মলিন হাসি হাসলেন কমান্ডার রাইকভ। দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে রুস্তভের দিকে তাকালেন, 'তুমি কি বলো, ইউরি?'

'ডা. রানার অনেক গুণের পরিচয় পেয়েছি আমি ইতিমধ্যেই,' বলল রুস্তভ। 'তাঁর নার্ভ যে খুবই শক্ত এ ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'কোন ডাক্তার এত বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়, এর আগে দেখিনি কখনও,' স্বীকার করলেন রাইকভ। 'ঠিক আছে, ডাক্তার রানা, আপনার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি আমি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার একজন লোক থাকছে আপনার সঙ্গে।'

ঠিক খুশি হতে পারল না রানা, কিন্তু অখুশিও হলো না।

যা ভেবেছিল, তার চেয়ে সহজেই কাজ উদ্ধার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ওপরে তোলা হলো সাবমেরিনকে। তার পেছনটা এসে থামল বরফের কয়েক ফুট নিচে। যতটা সম্ভব, টর্পেডো রুমের পানির চাপ কমিয়ে আনা হলো এভাবে। কিন্তু নিচের দিকে কোণ করেই আছে লেনিনগ্রাদের নাক, বরফের প্রায় একশো ফুট তলায় আছে এখনও নাকটা।

বাল্কহেডের দরজায় একটা ছিদ্র করা হলো। হোস পাইপের ধাতব মুখ ঢুকিয়ে দেয়া হলো ছিদ্র পথে। রাবারের বিশেষ স্যুটের ওপর অ্যাকোয়ালাঙ পরে দুই বাল্কহেডের মাঝের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ঢুকল রানা। তার সঙ্গী হলো একজন অল্প বয়েসী টর্পেডোম্যান, ইয়েভজেনি টাবু। বদ্ধ পরিসরে হিসিয়ে উঠল উচ্চ-চাপের বাতাস। ধীরে ধীরে বাড়ছে বাতাসের চাপ: বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। ফুসফুস আর কানের পর্দায় চাপ অনুভব করছে রানা। ব্যথা করছে কানের পেছনটায়। প্রচণ্ড বাতাসের চাপ থেকে খাঁটি অক্সিজেন বুকে টানার ফলে সামান্য বমি বমি ভাব হচ্ছে। জটিল পরিস্থিতি, অনেক কঠিন লোকও ভেঙে পড়ে এই অবস্থায়। ইয়েভজেনির দিকে তাকাল রানা। কোনও ভাবান্তর নেই তার। বুঝতে পারছে রানা, তার মত একই রকম অসুবিধে হচ্ছে টাবুরও, কিন্তু ভালভাবেই গোপন রেখেছে সেটা। এসব ব্যাপারে নিজের সব চেয়ে ভাল লোকটাকেই সঙ্গে দিয়েছেন কমান্ডার।

ধীরে ধীরে বাল্কহেড আর টর্পেডোরুমে ভেতরের চাপ সমান হয়ে এল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। সিল-এর ফুট দু'য়েক ওপরে আছে টর্পেডোরুমের পানির সমতা। ঝটকা মেরে পাক খেতে খেতে বাল্কহেডের ভেতরে এসে ঢুকল পানি। ওদিকে প্রচণ্ড গর্জন তুলে টর্পেডোরুমে গিয়ে ঢুকতে লাগল চাপ চাপ বাতাস। দরজার ফ্রেম ধরে পুরো দশ সেকেন্ড প্রাণপণে নিজেদের পতন রক্ষা করল রানা আর টাবু। তারপর শেষ হলো পানি আর বাতাসের যুদ্ধ। হাঁ হয়ে খুলে গেছে টর্পেডোরুমের দরজা। বাল্কহেড আর টর্পেডোরুমের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে পানির উচ্চতা কমেছে কিছুটা। সিল পেরোল রানা আর টাবু, ওয়াটারপ্রুফ টর্চ জ্বালাল, ডুব দিল পানিতে।

ফ্রিজিং পয়েন্টের চার ডিগ্রী কম পানির তাপ। বিশেষ রাবার স্যুট তৈরিই হয়েছে দেহকে ঠাণ্ডার কবল থেকে রক্ষার জন্যে। কিন্তু বরফ-শীতল পানিতে জমে যাবার যোগাড় হলো দু'জনের দেহ। ব্রীদিং-অ্যাপারেটাস-এর ভেতরে শ্বাস

ফেলতে কষ্ট হচ্ছে দু'জনেরই।

আধা-সাঁতরে আধা-হেঁটে ঘরের সামনের প্রান্তে চলে এল রানা। চার নম্বর টিউবের দরজা খুঁজে বের করল। বন্ধ করার আগে প্রেশারককের ভেতর দিকটা দেখে নিল একবার। দরজাটার কোন ক্ষতি হয়নি। পানির ভয়ঙ্কর চাপে কজা থেকে খসে পড়ে যেত, কিন্তু হতভাগ্য বুলিনের দেহ চোট আটকেছে, ফলে ঠিকই রয়ে গেছে দরজা। টাবুর সহায়তায় লেভারটা জায়গামত আটকে দিল রানা।

কলিশন কম্পার্টমেন্টে আবার ফিরে এল দু'জনে। দরজায় টোকা দিল রানা। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল হাইস্পীড পাম্প। বাইরে বের করে দিচ্ছে পানি। দ্রুত কমে যেতে লাগল পানির উচ্চতা। ওদিকে হোস পাইপ দিয়ে বাতাসও বের করে নেয়া হচ্ছে। পানি যতই বেরিয়ে যাচ্ছে, সোজা হচ্ছে লেনিনগ্রাদের নাক। বদ্ধ পরিসরে দাঁড়িয়েই পরিষ্কার টের পাচ্ছে রানা। পানি সিলের নিচে নেমে যেতেই আবার দরজায় টোকা দিল। দরজা খোলার সঙ্কেত।

কয়েক মিনিট পর রাবার স্যুট খুলছে রানা।

'কোন গোলমাল?' জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার রাইকভ।

'না। গুণী লোক ইয়েভজেনি।'

'খুবই কাজের। অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর।' গলা খাদে নামালেন কমান্ডার, 'আপনি নিশ্চয়...'

'দেখেছি,' ঘাড় নেড়ে বলল রানা। 'গালা, চিউইং গাম কিংবা রং নয়। আঠা, কমান্ডার। পশু চামড়া থেকে তৈরি সিরিশ আঠা। খুব কাজের জিনিস। ওই আঠা দিয়েই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে টেস্ট কক ইনলেট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন কমান্ডার।

থর থর করে কেঁপে উঠল লেনিনগ্রাদ। তিন নম্বর টিউব থেকে বেরিয়ে গেল টর্পেডো। এই একটা টিউবের ওপরই বিশ্বাস রেখেছেন কমান্ডার, আরগুলোকে ঘাঁটাননি।

'শুনতে শুরু করো,' পাশে দাঁড়ানো রুস্তভকে বললেন কমান্ডার, 'কখন হিট করল জানাবে। কখন শব্দ শুনতে পাব, তাও জানাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রুস্তভ। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের তালুতে রাখা স্টপ ওয়াচের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডগুলো। রুস্তভের ঠোঁট নিঃশব্দে নড়তে দেখছে রানা।

হঠাৎ বলে উঠল রুস্তভ, 'হিট করেছে টর্পেডো।' আরও দুই সেকেন্ড পরে বলল, 'শব্দ শুনতে পাব এবার!'

রুস্তভের 'এবার' শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠল লেনিনগ্রাদ, প্রচণ্ড শক ওয়েভের ধাক্কায়। ঝনঝন শব্দে আর্তনাদ করে উঠল সাবমেরিন। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মত লাগল রানার কাছে, কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

এক সময় ধীর ধীরে থেমে এল কম্পন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই। ব্যাপারটা

লেনিনগ্রাদের সবার কাছেই নতুন। বরফের তলায় এর আগে টর্পেডো ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা নেই কারও। কঠিন বরফ কতটা মারাত্মকভাবে আঘাতের চোট ফিরিয়ে দেবে, কত জোরে আঘাত হানবে শক ওয়েভ, জানা ছিল না কারও। এখন জানল, এবং এখনও সবাই বেঁচে আছে দেখে অবাক হলো।

'চমৎকার,' ধীরে ধীরে বললেন কমান্ডার। 'ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। বরফের চাঙড়ের কতটা ক্ষতি হয়েছে, জানতে হবে এবার।' আইস মেশিনটার দিকে নির্দেশ করে রুস্তভকে বললেন, 'কিছু সংবাদ শোনাও দেখি আমাদের।'

প্লটিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল রুস্তভ। চোখ তুলে তাকাল ওসিপভ, 'পাঁচশো গজ পেরিয়ে এসেছি ইতিমধ্যেই, আরও পাঁচশো গজ যেতে হবে।'

'অল স্টপ,' আদেশ দিলেন রাইকভ। এঞ্জিনের মৃদু কম্পনও থেমে গেল। সাবমেরিনের গতি কমে গেছে, কিন্তু থেমে যায়নি একেবারে। আপন গতিতে ভেসে চলল লেনিনগ্রাদ। 'এভাবেই চলুক। স্পীড দরকার নেই। বিস্ফোরণে কোথায় কি হয়েছে, বরফের ভাঙা চাঙড় কোথায় ভাসছে কে জানে! ঝুঁকি নেবার কোন মানেই হয় না।'

'তিনশো গজ বাকি,' ঘোষণা করল ওসিপভ।

'সব পরিষ্কার। চারদিকে সব পরিষ্কার,' রিপোর্ট করল সোনাররুম।

'এখনও পুরু বরফ,' জানাল রুডেনকো। 'আরে এইতো, পেয়ে গেছি! পাতলা বরফ! পাঁচ-ছয় ফুট হবে।'

'দুশো গজ আর,' আবার ঘোষণা করল ওসিপভ।

অতি ধীরে সামনে এগোচ্ছে লেনিনগ্রাদ। গতির ভরবেগ আস্তে আস্তে ঠেলছে তাকে। এক সময় থেমে গেল। রাইকভের আদেশ পেয়ে গর্জে উঠল এঞ্জিন। প্রপেলার পানিতে কামড় বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করে দেয়া হলো। এমনি করেই অতি সাবধানে এগিয়ে চলল সাবমেরিন।

'পঞ্চাশ গজ,' বলল ওসিপভ। 'কাছে এসে গেছি।'

'আইস রিডিং?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'যেমন ছিল…পাঁচ ফুট,' জানাল রুস্তভ।

'স্পীড?'

'ওয়ান নট।'

'পজিশন?'

'টার্গেট এরিয়ার নিচ দিয়ে যাচ্ছি।'

'আইস মেশিন কি বলছে?'

'কিচ্ছু না,' শ্রাগ করল রুডেনকো। রাইকভের দিকে চাইল। এগিয়ে এসে আইস মেশিনের কাগজের ফিতের দিকে তাকালেন রাইকভ। কালো কালিতে খাড়া লাইনগুলো দ্রুত আঁকা হচ্ছে কাগজে।

'অদ্ভুত তো!' আপনমনেই বললেন কমান্ডার। 'সাতশো পাউন্ড হাই-গ্রেড অ্যামাটল! নিশ্চয় এখানকার বরফ সাংঘাতিক শক্ত। নব্বই ফুট মত উঠে জায়গাটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' আদেশ দিলেন তিনি, 'ফ্লাডলাইটস অন, টি ভি অন।'

নব্বই ফুট উঠে গেল লেনিনগ্রাদ। একই জায়গায় চক্কর মারল কয়েকবার। কিন্তু লাভ হলো না। অন্ধকার, অস্বচ্ছ পানি। উজ্জ্বল আলো এবং ক্যামেরা, দুটোই অচল। একটানা রিডিং দিয়ে যাচ্ছে আইস মেশিন: চার থেকে ছয় ফুট।

'আরও খানিক ঘোরাঘুরি করে দেখব?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কমান্ডারের দিকে তাকাল রুস্তভ।

'লাভ হবে না,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কমান্ডার। 'বরফ ফুঁড়ে বেরোনোর চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'বরফ ফুঁড়ে!' ভুরু কুঁচকে কমান্ডারের দিকে তাকাল রুস্তভ। রাইকভের পরিকল্পনাটা রানারও মনঃপূত হলো না। সাংঘাতিক ঝুঁকির কাজ। রুস্তভ বলল, 'পাঁচ ছয় ফুট বরফ ফুঁড়ে বেরোতে চান? সম্ভব?'

'জানি না। নতুন নতুন সব ঝুঁকি নিতে হচ্ছে এখানে এসে। ভেবেছিলাম, টর্পেডোর ঘায়ে বরফের মাঝে ছোট্ট হলেও একআধটা ফুটো হবে। হলো না। আসলে ওপর দিকে তেমন চাপই সৃষ্টি করতে পারেনি অ্যামাটল। যেটুকু চাপ দিয়েছে, তাতে খানিকটা জায়গার বরফ ছ্যাঁতলা-ধরা সিলিঙের আস্তরের মত খসে পড়েছে মাত্র। জানি না, হয়তো সূক্ষ্ম চিড়ও ধরে থাকতে পারে বরফের ছাদে,' ওসিপভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের পজিশন কি?'

'এখনও টার্গেট এরিয়াতেই আছি।'

'উঠতে শুরু করো। বরফের পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত থামবে না।'

কতটা ধীরে এবং সাবধানে উঠতে হবে, বলে দিতে হলো না ডাইভিং অফিসারকে। বরফের গায়ে লেনিনগ্রাদের সেইল ঠেকার কোন শব্দই হলো না।

'এখানেই ধরে রাখো,' টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন রাইকভ। সেইলের নিচের দিকের অর্ধেকটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। অস্বচ্ছ পানির জন্যে ওপরের অংশটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ডাইভিং অফিসারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার, 'চাপ দাও, জোরে।'

ব্যালাস্ট ট্যাংকে বাতাস ঢোকার তীক্ষ্ণ গর্জন উঠল। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, কিছু ঘটল না। তারপর হঠাৎই পিঠে ভারী কঠিন কিছুর আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠল সাবমেরিন। এক মুহূর্ত পর আবার জোর এক ধাক্কা। টেলিভিশনের পর্দায় নতুন দৃশ্য ফুটল। বরফের চাঙড়ের দুই দিকের দুটো ধার দ্রুত সরে গেল দু'পাশে।

হাসি ফুটল ডাইভিং অফিসারের মুখে। কমান্ডারের কুঁচকে ওঠা কপালের ভাঁজ সমান হয়ে গেল। একান-ওকান হয়ে গেছে রুডেনকোর হাসি।

'জুলভার্নের গপ্পোয় সার পদার্থ ছিল,' বললেন কমান্ডার। 'কোয়ার্টার মাস্টার, ওপরে যাও তো। আবহাওয়ার খবর টবর কিছু শোনাও আমাদের।'

আবহাওয়া ভাল কি মন্দ জানার জন্যে অপেক্ষা করল না রানা। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওয়ালথার পি.পি.কে-টা বের করে নিল ব্রিফকেস থেকে। কিন্তু এবারে আর ফারের পোশাকের বিশেষ হোলস্টারে ঢোকাল না, ওখানে রাখলে প্রয়োজনের সময় বের করা বড় কঠিন। ক্যারিবু ট্রাউজারের বাইরের পকেটে রাখল সে অস্ত্রটা। চোখের পলকে ওটা বের করে আনতে যেন কোন অসুবিধে না হয়।

চার

ঠিক দুপুর। কিন্তু বাংলাদেশের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ ঝিমধরা দুপুর নয়। বাড়ির পাশের সজনে গাছে বসে কাক-শালিক ঝিমোয় না এখানে। এটা বরফের দেশ।

ব্রিজে বেরিয়ে এসেছে রানা। বাংলাদেশে শীতের মেঘ-করা রাতের আকাশে তারা দেখা না গেলে যতটা আলো থাকে ঠিক ততটাই আলো ছড়িয়ে আছে এখন। বাতাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সুঁচগুলো এখনও আছে, এখনও বিঁধছে হাড়ে-মজ্জায়, তবে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। গতি হারিয়েছে বাতাস, কিছুটা পিছিয়ে উত্তর-পুবে সরে যাবার তাল করছে। মাঝে মধ্যে হাড় জিরজিরে রোগশীর্ণ ফোকলা বুড়ির মত হিসিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু বিশ মাইলের বেশি গতি বাড়াতে পারছে না। ঝটকা খেয়ে বড় জোর দু'তিন ফুট লাফিয়ে উঠতে পারছে বরফের কণা, কিন্তু জোর নেই। আগের মত চোখ উপড়ে নেবার সামর্থ্য হারিয়েছে। আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন।

মোটমাট ওরা এগারোজন: রানা, কমান্ডার রাইকভ, ডাক্তার রুডেনকো এবং আরও আটজনের দলটা সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে নেমে এল বরফের ওপর। আটজনের চারজনের হাতে স্ট্রেচার। হতভাগ্য স্টেশনের আহতদের লেনিনগ্রাদে বয়ে আনতে হবে।

পুব দিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে লেনিনগ্রাদের সার্চলাইটের তীব্র আলো। মেরুর কালচে আকাশে প্রকাণ্ড দানবের বিশাল সাদা আঙুলের মতই মনে হচ্ছে সাদা আলোর রশ্মিটাকে। পথ হারানোর আশঙ্কা নেই আর এবারে, ভাবল রানা। বাতাস নেই, তুষার কণার দাপাদাপি বন্ধ, দশ মাইল দূর থেকেও এই আলো দেখা যাবে এখন।

সাথে মালপত্র তেমন নেই। কাজেই পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। আরও কয়েক পা এগিয়ে নিচু একটা বরফের দেয়াল ডিঙোতেই চোখে পড়ল ওগুলো। ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির অবশিষ্ট তিনটে কুঁড়ে—একটা আধপোড়া, এবং পাঁচটা কালো কুঁড়ের কঙ্কাল। নির্জন, নিঃশব্দ, স্তব্ধ।

'ওগুলোই?' রানার পাশে সরে এসে কানের কাছে বললেন রাইকভ, 'নভেলির কঙ্কাল! কী দৃশ্য!'

'জীবনে এমন দৃশ্য কখনও আর দেখবেন কিনা সন্দেহ,' বলল রানা।

এদিক-ওকি মাথা দোলালেন কমান্ডার, পা চালালেন। আর একশো গজ যেতে হবে।

সবাইকে নিয়ে একটা অক্ষত কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

গতবার যখন এসেছিল, তার চেয়ে অন্তত তিরিশ ডিগ্রী উত্তাপ বেড়েছে ঘরের ভেতরে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঠাণ্ডার তীব্রতা কমেছে। শুধু পিনিন আর

গ্যাকো জেগে আছে। ঘরের ভেতরে পোড়া তেল, জীবাণু-নাশক ওষুধ, আইয়োডিন, মরফিনের মিশ্র গন্ধ। আরেকটা চমৎকার কিন্তু অদ্ভুত গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। স্টোভে বিশাল এক লোহার পাত্রে ধীরে ধীরে কি যেন নাড়ছে গ্যাকো, গন্ধটা উঠছে সেখান থেকেই।

'এসে গেছেন,' দাওয়াত করা অতিথিকে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে যেতে দেখলে গৃহকর্তা যেমন খুশি হয়, তেমনি ভাবে রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলল গ্যাকো। 'চমৎকার সময় জ্ঞান! তা আসুন, বসে পড়ুন, মুরগী-মোসাল্লাম রেডি।'

'খাবারটা একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, গ্যাকো,' হালকা গলায় রানার হয়ে কথা বললেন কমান্ডার। পিনিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পা কেমন আছে, পিনিন?'

'ভাল, ক্যাপ্টেন। প্লাস্টার জড়িয়ে থাকার অস্বস্তিটুকু বাদ দিলে কমপ্লেন করার আর কিছুই নেই,' শান্ত কণ্ঠ পিনিনের। প্লাস্টার করা ঠ্যাংটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ডাক্তার জ্যাকভের হাতের কাজ চমৎকার। রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তা ডাক্তার সাহেব, গতরাতে আর কোন অসুবিধেয় পড়েননি তো?'

'পড়েছেন,' এবারেও রানার হয়ে কথা বললেন রাইকভ। 'যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। সেকথা যাক,' স্ট্রেচার বাহকদের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'এদিকে এসো। আগে পিনিনকে তোলো।' গ্যাকোর দিকে ফিরলেন, 'গ্যাকো, বাবুর্চিগিরি ক্ষ্যান্ত দাও। মাত্র দু'শো গজ দূরে রয়েছে লেনিনগ্রাদ। সবাই মিলে পৌঁছে যেতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

পেছনে খস খস শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডাক্তার জ্যাকভ কুমারভকে পায়ের ওপর খাড়া করে তোলার চেষ্টা করছে। গতরাতের চেয়েও দুর্বল মনে হচ্ছে কুমারভকে। ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখের ফাঁকফোকড় দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

'ক্যাপ্টেন কুমারভ,' রাইকভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। 'আর ইনি ডাক্তার জ্যাকভ। ইনি লেনিনগ্রাদের কমান্ডার, ক্যাপ্টেন লিউ রাইকভ।'

'আপনাদের দেখে খুশি হলাম, ক্যাপ্টেন,' বলল ডাক্তার জ্যাকভ। 'আর আপনি নিশ্চয়, ডাক্তার রুডেনকো?' হাসল সে, 'প্রচুর রোগী পাবেন এখানে, ডাক্তার সাহেব, ট্যাবলেটের স্টক কমাতে পারবেন কিছুটা।'

মেঝেতে পড়ে থাকা অনড় 'মানুষ-পুটুলি'গুলোর দিকে তাকালেন রাইকভ। ওরা জ্যান্ত কি মরা বোঝার উপায় নেই। হাসি মিলিয়ে গেছে কমান্ডারের মুখ থেকে। ক্যাপ্টেন কুমারভের দিকে চেয়ে ব্যথাভরা গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা দুঃখজনক, ক্যাপ্টেন!'

বিড় বিড় করে মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলল কুমারভ, কিন্তু মুখের ব্যান্ডেজের জন্যে বোঝা গেল না। ডান দিকটা বেশি পুড়েছে, বাঁ দিকের গাল অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু তবু চামড়া কুঁচকে আছে ওখানকার। চোখ দুটো বন্ধ এখন। বন্ধ পাপড়ির কাঁপুনি দেখেই তার ব্যথার পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

'মরফিন নেই আর?' জ্যাকভকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' ক্লান্ত শোনাল জ্যাকভের কণ্ঠ, 'একটাও নেই। সব খরচ হয়ে গেছে।'

'সারারাত ওষুধ নিয়ে চরকি পাক খেয়েছেন, ডাক্তার জ্যাকভ,' শান্ত গলায় সাক্ষ্য দিল পিনিন, 'আট ঘণ্টা। ডাক্তার সাহেব, গ্যাকো আর রুডিন একটা মিনিট বিরতি নেয়নি।'

ততক্ষণে মেডিক্যাল কিট খুলে ফেলেছে রুডেনকো। সেদিকে তাকিয়ে হাসল ডাক্তার জ্যাকভ—পরিশ্রান্ত, দায়িত্ব লাঘবের হাসি। রানা গত সন্ধ্যায় যেমন দেখেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অবসন্ন মনে হচ্ছে ডাক্তারকে। আট ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেছে। পিনিনের ভাঙা হাঁটু নিয়েই কাটাতে হয়েছে অনেক সময়। দাঁড়াতে পারছে না ক্যাপ্টেন কুমারভ, তাকে আবার বসিয়ে দিতে গেল জ্যাকভ। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে ভারী একটা দেহ নিয়ে সুবিধে করতে পারছে না। এগিয়ে গিয়ে হাত লাগাল রানা। ফ্রস্ট-বাইটে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া থুতনির দাড়ি নাড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বলল ডাক্তার, 'বেচারা!'

'আমাদের ওপর সব ছেড়ে দিন, ডাক্তার জ্যাকভ,' বললেন কমান্ডার রাইকভ। 'সাধ্যমত আপনি করেছেন, এখন বিশ্রাম নিতে হবে আপনাকেও। হ্যাঁ, একটা কথা,' মাটিতে পড়ে থাকা বস্তাগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, 'এদেরকে নড়ানো চড়ানো যাবে?'

'জানি না,' রক্তলাল চোখের কালি পড়া কোল দুই হাতে ডলল জ্যাকভ। 'আমি জানি না। দু'য়েকজন তো গত রাতেই চলে যাবার পাঁয়তারা করেছিল। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডাই এর জন্যে দায়ী। এই যে, এই দু'জন। নিউমোনিয়া, ধারণা করছি। বেঁচে যে আছে এখনও, এটাই আশ্চর্য!' একটু থেমে বলল, 'রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতাই নেই। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উত্তাপটুকু যোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে ওদের শরীর।'

'তাহলে এক্ষুণি সবাইকে টানাহেঁচড়া না করাই ভাল,' বললেন রাইকভ। 'মোটামুটি খাড়া আছে যারা তাদেরকেই আপাতত জাহাজে নেয়ার ব্যবস্থা হোক,' রুডেনকোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার, আগে কাকে কাকে নেয়া যায়?'

'পিনিন, ডাক্তার জ্যাকভ, ক্যাপ্টেন কুমারভ, আর এই যে···'

'আমি রুডিন, রেডিও অপারেটর,' নিজের পরিচয় দিল রুডিন। জোর করে নিজেকে টেনে তুলল। টলছে, তবু বলল, 'আমি হেঁটেই যেতে পারব···'

'তোমার কথা বলার দরকার নেই,' রুডিনকে থামিয়ে দিয়ে গ্যাকোর দিকে চাইলেন রাইকভ। 'তোমার ওই বাবুর্চিগিরি রাখো তো এবার, গ্যাকো। ওঠো, এদের সঙ্গে যাও। জাহাজ থেকে তারের সংযোগ আনার ব্যবস্থা করো। দুটো বড় হীটার লাগবে, বালবও জ্বালানো দরকার। কতক্ষণ লাগবে?'

'আমি একা?'

'যত খুশি সহকারী নিতে পারো।'

'পনেরো মিনিট। একটা টেলিফোনেরও বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারব, কমরেড।'

'ভালই হবে তাহলে। স্ট্রেচার নিয়ে এরা যখন আবার ফিরে আসবে, তুমিও আসবে সঙ্গে। কম্বল, চাদর, গরমপানি আনবে। পানির পাত্রগুলো কম্বল দিয়ে

জড়িয়ে নিও।' ডাক্তার রুডেনকোর দিকে ফিরলেন. 'আর কিছু লাগবে. ডাক্তার?'

'আপাতত লাগবে না. ক্যাপ্টেন।'

'তাহলে যাও. গ্যাকো. ওঠো।'

পাত্র থেকে চামচে করে খানিকটা ঘন আঠাল তরল পদার্থ তুলল গ্যাকো। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল. সাবধানে জিভের ডগায় ঠেকাল চামচের পদার্থটুকু। নাক কোঁচকাল থু থু করল. হতাশভাবে মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। 'অখাদ্য!' চামচটা পাত্রে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল সে। একজন স্ট্রেচার বাহকের দিকে এগিয়ে গেল।

মেঝেতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট আটজন লোকের মাঝে চারজনের জ্ঞান আছে। এরা হলো আলেক্সি মিলো—ট্রাক্টর ড্রাইভার, বাবুর্চি আনাতালি অভয় আর জমজ দুই ভাই নিকোলাই ও বুনিয়েন দিয়েচ। মোটামুটি পুড়েছে দুই ভাই, ফ্রস্ট-বাইটও ছাড়েনি এদের। তুলনামূলকভাবে অবস্থা ভাল ড্রাইভার আর বাবুর্চির। বাকি চারজন বেহুঁশ।

থার্মোমিটার আর স্টেথো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রুডেনকো। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল রানা। গভীর মনযোগে রোগীদের মাঝে নিউমোনিয়ার লক্ষণ খুঁজছে রুডেনকো। কেবিনের একবার এদিক একবার ওদিকে যাচ্ছেন রাইকভ। কখনও থেমে দাঁড়িয়ে দেখছেন রানা আর রুডেনকোর কাজ। সারাক্ষণই দুই হাত ঝাঁকাচ্ছেন রক্ত চলাচল অব্যাহত রাখার জন্যে। তাড়াহুড়োর জন্যে কিংবা মনের ভুলে রানার মত ফারের পোশাক পরেননি কমান্ডার। আইস বক্সের মত ঠাণ্ডা কেবিন। কমান্ডারের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা।

ঘরের দক্ষিণ কোণে কাত হয়ে পড়ে আছে একজন লোক। এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল রানা। লোকটার চোখের পাতা আধখোলা, মণির নিচের অংশটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে, বরফের মত সাদা কপালের চামড়া। সারা মুখের মধ্যে ব্যান্ডেজ নেই শুধু কপালেই।

'কে ও?' ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আন্দ্রেপভ। মিলাহাইল আন্দ্রেপভ,' জবাব দিল মিলো। 'সে-ও রেডিও অপারেটর, রুডিনের সহকারী। কেমন আছে?'

'নেই। বহু আগেই দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রানা।

'মারা গেছে?' তীক্ষ্ণ শোনাল রাইকভের কণ্ঠ।

কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

রুডেনকোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার, 'এদের কার কার অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ?'

'এই দু'জন,' জমজ দুই ভাইকে দেখিয়ে বলল রুডেনকো। 'থার্ডডিগ্রী বার্নস্। হাই টেম্পারেচার। অত্যন্ত দুর্বল, নাড়ির গতি ক্ষীণ। ফুসফুসে ফ্লুইড জমেছে।'

'জাহাজে নেয়া যায় না?'

'নড়াচড়া করাতে গেলেই মরবে,' বলল রানা।

'হুম। কিন্তু অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তো এখানে থাকতেও পারি না আমরা,' কি যেন ভাবলেন রাইকভ। তারপর বললেন. 'কোনভাবেই নেয়া যায় না ওদের.

না?'

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' বলল রুডেনকো। 'ডাক্তার রানার সঙ্গে আমি একমত। কিছুতেই নড়ানো যাবে না এদের এখান থেকে।'

শ্রাগ করলেন কমান্ডার, আর কিছু বললেন না।

স্ট্রেচার বাহকেরা ফিরে এল, তাদের পিছু পিছু এল গ্যাকো। জাহাজ থেকে তিনজন সহকারী নিয়ে এসেছে সে। তার, হীটার, ল্যাম্প, টেলিফোন নিয়ে এসেছে তারা। কয়েক মিনিটেই হীটার আর ল্যাম্পের যোগাযোগ করে ফেলা হলো জাহাজের জেনারেটরের সঙ্গে। রিসিভার তুলে ফোনে লেনিনগ্রাদের সঙ্গে কথা বলল গ্যাকো। কয়েক সেকেন্ড পরেই আলো জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল লাল আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল হীটারের কয়েল থেকে।

ড্রাইভার, বাবুর্চিকে স্ট্রেচারে তোলা হলো।

দ্বিতীয়বার স্ট্রেচার বাহকেরা চলে গেলে কোলম্যান ল্যাম্পটা তুলে নিল রানা, 'এটা আর দরকার নেই এখানে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

'বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি,' বলল রানা। 'বেশি দেরি হবে না।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন কমান্ডার, তারপর দরজার কাছ থেকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

বাইরে বেরিয়ে কুঁড়ের এক কোণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঘরের ভেতর ফোন বাজল। কেউ কথা বলতে চায় হয়তো কমান্ডারের সঙ্গে।

বিশেষভাবে তৈরি এইসব কোলম্যান ল্যাম্প। বাতাসে দপ দপ করে উঠল বাতির শিখা, কাত হয়ে লম্বা হয়ে গেল একদিকে, কিন্তু নিভল না। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে চিমনির গায়ে আঘাত হানছে বরফের কণা। আশ্চর্য শক্ত কাঁচ। কিছুই হলো না। কোলম্যান কোম্পানির প্রতি অন্যান্য অনেকবারের মত আরেকবার শ্রদ্ধা জাগল রানার মনে।

উত্তরের শেষ কুঁড়েটার দিকে কোণাকুণি পথে রওনা দিল রানা। কাছে পৌঁছে দেখল একেবারে অক্ষত রয়েছে কুঁড়েটা। ধোঁয়ার দাগ পর্যন্ত নেই দেয়ালে। এটার পাশেই ফুয়েল স্টোর, অথচ এই কুঁড়েটায় আগুন লাগেনি! নিশ্চয় বাতাস উল্টো দিকে বইছিল আগুন লাগার সময়ে, নইলে এই ঘরটারই সবার আগে পোড়ার কথা। আগুনের উৎপত্তি এই ফুয়েল স্টোর থেকেই।

অক্ষত কুঁড়েটার পাশে একটা শেড, একদিকে ঝুঁকে আছে। ছয় ফুট উঁচু, ছয় ফুট পাশে এবং লম্বায় আট ফুট। ধাক্কা দিতে সহজেই খুলে গেল দরজা। কাঠের মেঝে, দেয়াল আর সিলিঙে অ্যালুমিনিয়াম শীটের আবরণ। দেয়ালে বসানো বিশাল কালো রঙের হীটার। কানেকশনের বেরিয়ে থাকা তার দেখে সহজেই অনুমান করা যায় কোনদিকে কোথায় ছিল জেনারেটর হাউসটা। এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। হীটার আর তাপ নিরোধকের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যায় এক সময় দিন রাত গরম থাকত এই শেড। বিশাল ট্রাক্টর এঞ্জিনটা মেঝের পুরো জায়গা দখল করে প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত ঝিমোচ্ছে। ওটার ঝকঝকে চেহারা দেখেই বোঝা যায় ঘর গরম থাকার সময়ে ইগনিশান ছুঁলেই স্টার্ট হয়ে যেত এঞ্জিন। এখন অবশ্য এঞ্জিনের

সর্বনাশ করে দিয়েছে ঠাণ্ডা। দরজাটা আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ফিরল রানা। অক্ষত কুঁড়েটায় গিয়ে ঢুকল।

ধাতব টেবিল, বেঞ্চি, যন্ত্রপাতি, আর রিডিং নেবার এবং রেকর্ড করার যতরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা ঘর। বেশির ভাগ যন্ত্রই রানার অপরিচিত, এর জন্যে মাথাব্যথাও নেই তার। এটা আবহাওয়া অফিস, জানে সে, এবং এটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। দ্রুত কিন্তু সাবধানে ঘরটা খুঁজে দেখল সে একবার। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। এক কোণে একটা খালি কাঠের বাক্সের ওপর রাখা আছে একখানা ট্র্যান্সিভার। ওটার পাশেই ছোট একটা তেল চকচকে পালিশ করা বাক্সে পনেরোটা নাইফ সেল—সিরিজ কানেকশন করা। তার ওপরে দেয়ালের হুকে ঝুলছে একটা দুই ভোল্টের টেস্ট ল্যাম্প। ব্যাটারি কানেকশন করা পজিটিভ নেগেটিভ দুটো তারের একটার খোলা মাথা ছুঁয়ে দেখল রানা। তারপর টেনে নিয়ে টেস্ট ল্যাম্পের খোলা লীডে ছোঁয়াল খোলা তারের মাথা। কোন স্পার্ক নেই। পাওয়ারের লেশমাত্র নেই ব্যাটারিতে।

আবহাওয়া অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। পাশের দিকের শেষ কুঁড়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভালমত পুড়েছে এই কুঁড়ে। এটাতেই পুড়েছে সাতজন লোক, তার মধ্যে ছ'জনই মারা গেছে। বরফ শীতল বাতাসে পোড়া মাংসের সঙ্গে মেশানো ডিজেলের বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ, জোর করে বমি ঠেকাতে হয়। মড়া-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল রানা, তারপর ঢুকে পড়ল। ফারের হাত-মোজা খুলে ল্যাম্পটা রাখল একটা ছোট টেবিলের ওপর। পকেট থেকে টর্চ বের করে লাশগুলোর পাশে বসে পড়ল। প্রথমেই পরীক্ষা করল আজামাত কিরিমকে। না, মরেনি কিরিম। কথা রেখেছে গ্যাকো, ইঞ্জেকশনটা দিয়েছে। কিন্তু নাড়ীর গতি সাংঘাতিক রকম ক্ষীণ। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি জাহাজে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। বেঁচে আছে এখনও, কিন্তু আর কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না।

দীর্ঘ দশটা মিনিট পেরিয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে এক মেরুলাশঘরে কিছুতেই ভাল লাগার কথা নয় রানার। মর্গের দারোয়ানও এই দৃশ্য সইতে পারবে কিনা বলা যায় না। দীর্ঘদিন পানিতে থেকে থেকে পচে-ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া লাশ দেখেছে রানা, খনিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া লাশ দেখেছে, কিন্তু এখানকার এই পোড়া দৃশ্য আলাদা। বীভৎসতার দিক থেকে এসব লাশের সঙ্গে ওগুলোর কোন তুলনাই হয় না। অসুস্থ বোধ করছে সে। কাজ শেষ হয়নি এখনও। বেরিয়ে ছুট লাগাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করতে হচ্ছে।

ঠিক এই সময় দরজায় পদশব্দ শোনা গেল। ফিরে চাইল রানা। ভেতরে ঢুকছেন কমান্ডার রাইকভ। তাঁর পেছনে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, আহত হাতে উলের মোটা কিছু একটা জড়ানো।

হাতের টর্চলাইট নিভিয়ে দিলেন কমান্ডার। চোখ থেকে টেনে খুলে নিলেন স্নো-গগলস, তারপর মুখের মাস্ক খুললেন। চোখ কুঁচকে গেছে সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা নারকীয় দৃশ্য দেখে, বড় হয়ে গেছে নাকের ফুঁটো, রক্ত সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। রুস্তভ এবং রানা দু'জনেই বর্ণনা দিয়েছে তাঁর কাছে, কিন্তু দৃশ্যটা এত বীভৎস তা অনুমান করতে পারেননি তিনি। শঙ্কিত হলো রানা অসুস্থ হয়ে পড়বেন

না তো কমান্ডার? কিন্তু না, দ্রুত সামলে নিলেন তিনি, চিবুকে রক্ত ফিরে আসছে আবার ধীরে ধীরে।

'ডক্টর রানা,' ফিসফিস করে কথা বললেন কমান্ডার, যেন তাঁর ভয় জোরে কথা বললে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠবে। 'জলদি জাহাজে ফিরে যান। সোজা গিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকুন। আপনার সঙ্গে যাবে রুস্তভ। কোন গোলমাল চাই না আমি। আপনাকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এখন আমার। দরকার পড়লে রুস্তভের সঙ্গে গ্যাকো আর টাবকেও আপনার সঙ্গ নিতে বলব। বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা দু'জন।

'অসামাজিক কথাবার্তা বলছেন, কমান্ডার,' বলল রানা, 'আর ওই দু'জনের ওপর অবিচার করছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে বরফ হয়ে যাবে গ্যাকো আর টাবু।' ধীরে ধীরে ক্যারিবু ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাল রানা। পিস্তলটা ছুঁলো। রাইকভের দিকে চেয়ে বলল, 'খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা করছেন আপনি, কমান্ডার।'

রুস্তভের দিকে তাকালেন রাইকভ। চোখের ইশারায় দরজা দেখিয়ে কিছু বোঝালেন। আধ পাক ঘুরেই রানার কথা কানে যেতে থেমে গেল রুস্তভ।

'আমার কোন কথা শোনার নেই আপনার?' বলল রানা।

অস্বস্তি বোধ করছেন কমান্ডার। কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না।

'আপনাকে গ্রেফতার না করে পারছি না, ডক্টর রানা। সাধারণ একজন ডাক্তারের চাইতে অনেক অনেক বেশি বুদ্ধি রাখেন আপনি। আপনার কাজকর্মও ঠিক ডাক্তারীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। লেনিনগ্রাদে যেদিন প্রথম উঠলেন, আপনার গাল গল্প ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। এখন দেখছি আমার সন্দেহই সত্যি। কোথায় আপনার সেই বিশাল ডিশ এরিয়াল, ডাক্তার? রাডার মাস্ট কোথায়, আর কোথায়ই বা ইলেকট্রোনিক কম্পিউটার? কোথায় গেল ওগুলো? আলাউদ্দিনের দানব নিশ্চয় পা দেয়নি এই আবহাওয়া কেন্দ্রে?'

কমান্ডারের দিকে চেয়ে চুপচাপ থাকল রানা।

'আসলে ও-সবই আপনার মনগড়া, এখানে ওগুলোর অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না,' আবার বলে চললেন কমান্ডার, 'আপনি ডাক্তারী করতে আসেননি এখানে, অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। আপনি ডাক্তার কিনা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার। আমার জাহাজের জন্যে ভাবনা আছে আমার, নভেলির আহতদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার দায়িত্বও আমার ওপরে। কাজেই কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।'

'মস্কো থেকে আপনার ওপরওয়ালাদের আদেশ কিছুই নয়, না?' কথা বলল রানা, 'ওগুলোর কোন গুরুত্বই নেই?'

'আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই এত বেশি প্যাঁচালো মনে হচ্ছে, নিজের ওপরই আস্থা রাখতে পারছি না আমি,' থামলেন রাইকভ। ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনি একজন অত্যন্ত রহস্যময় লোক, ডক্টর রানা, এবং সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী।'

'খুব কঠোর আর অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করছেন, কমান্ডার।'

'সত্যি কথা সব সময়েই খারাপ লাগে। দয়া করে উঠবেন কি?'

'সরি। এখানকার কাজ এখনও শেষ হয়নি আমার।'

'আই সী। ইউরি...'

'আমার কিছু কথা বলার আছে। শুনবেন?'

'আরেকটা রূপকথা?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কমান্ডার, 'না। শুনব না।'

'এবং আমিও কাজ শেষ না করে যাচ্ছি না এখান থেকে।'

রুস্তভের দিকে চাইলেন কমান্ডার। আবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল রুস্তভ, কিন্তু আবার থেমে যেতে হলো তাকে।

'ঠিক আছে, ব্লাডহাউন্ডদের ডাকুন। কিন্তু ওদের মোকাবিলা করতে অসুবিধে হবে না আমার।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালেন কমান্ডার।

'মানে সহজ,' পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করল রানা। কোলম্যান ল্যাম্পের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল নীলচে ধাতু। নলের ছোট্ট কালো মুখটা আরও কালো দেখাচ্ছে।

'ওটা ব্যবহার করবার সাহস হবে না আপনার,' অনিশ্চিত শোনাল রাইকভের কণ্ঠ।

'অতটা নিশ্চিত হবেন না। বাইরের লোক দু'জনকে ডেকেই দেখুন।'

'ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই, ডাক্তার,' রূঢ় কণ্ঠে বলল রুস্তভ, 'আসলে অতটা বেপরোয়া হতে পারবে না তুমি।'

'বাজি ধরবে? ডাকো, বাইরের দু'জনকেও ডাকো।' সেফটি ক্যাচ অফ করার মৃদু ক্লিক শব্দ হলো। 'এসো, চেষ্টা করে দেখো এটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া যায় কিনা!'

'নড়ো না, ইউরি,' আদেশ দিলেন কমান্ডার, 'লোকটা সিরিয়াস। আপনার কম্বিনেশন-লক করা ব্রিফকেসে এই জাতীয় আরও খেলনা আছে নিশ্চয়, ডাক্তার?' তিক্ত কণ্ঠ রাইকভের।

'আছে। অটোম্যাটিক কারবাইন আছে, ছয় ইঞ্চি ন্যাভাল-গান আছে। কিন্তু এখনকার মত ছোট পরিস্থিতিতে এই ছোট খেলনাটাই যথেষ্ট। আমার কথা শোনার ইচ্ছে হচ্ছে?'

'ইচ্ছে হচ্ছে না, বাধ্য হচ্ছি!'

'বেশ। গ্যাকো আর টাবুকে চলে যেতে বলুন। বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু জমে গিয়ে লাভ হবে না ওদের। গ্যাকো কিছুটা জানে, কিন্তু যত কম জানবে, নিরাপদ বোধ করব আমি ততই।'

রুস্তভের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করলেন কমান্ডার। দরজার কাছে এগিয়ে গেল রুস্তভ, খুলল, সঙ্গীদের কিছু বলল, তারপর ফিরে এল আবার।

টেবিলে রেখে দিল রানা পিস্তলটা। বাঁ হাত থেকে টর্চটা ডান হাতে নিয়ে ডাকল, 'এদিকে আসুন। দেখুন আগে। এই যে আমার বন্ধু আজামাত কিরিম।'

দু'জনেই এগিয়ে এল। পিস্তল রাখা টেবিলটার পাশ দিয়ে চলে এল ওরা, কিন্তু একবার ফিরেও তাকাল না অস্ত্রটার দিকে। আজামাত কিরিমের পড়ে থাকা অজ্ঞান

দেহটা দেখাল রানা। গা-টা ছুঁয়ে দেখতে বলল। গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল রুস্তভ। 'বেঁচে আছে! বেঁচে আছে লোকটা!'

বিস্ফারিত হয়ে গেল কমান্ডারের চোখ জোড়া। পালস্ পরীক্ষা করে দেখলেন। বোঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা।

'আংটি, ওই সোনার আংটি···' বলতে বলতে থেমে গেলেন কমান্ডার।

'ওটার কথা বাদ দিন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, এদিকে দেখুন। এই যে এখানে। পরিষ্কার করে রেখেছি আমি।'

ঝুঁকে দেখে বললেন রাইকভ, 'ঘাড়টা ভেঙে গেছে নাকি?'

'তাই ভাবছেন?'

'ভারী কিছু পড়েছিল হয়তো। ঘরের পোড়া বীম···'

'কিন্তু এসব কুঁড়েতে কোন বীম নেই। ভাল করে ঘাড়টা পরীক্ষা করলে দেখবেন, দেড় ইঞ্চি জায়গা ছড়ে গেছে। না, কোন বীমের ঘষা খেয়ে নয়, আসলে গুলি খেয়েছে বেচারা। ঘাড় ফুটো করে বুলেট বেরিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু খুনীর তাড়াহুড়োর জন্যে গুলি ফসকেছে। নিতান্তই কপাল গুণে বেঁচে আছে এখনও।'

'সর্বনাশ!' এই প্রথমবার বিচলিত হতে দেখল কমান্ডারকে রানা। চোখ বড় বড় করে রানার দিকে চাইলেন। 'খুন! আপনি বলছেন লোকটাকে খুন করা হচ্ছিল?'

'কে?' কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল রুস্তভের গলা দিয়ে, 'কে? এবং কেন?'

'তা জানি না!' এদিক-ওদিক মাথা দোলাল রানা।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, 'একটু আগে জেনেছেন আপনি ব্যাপারটা, না?'

'গত রাতেই আবিষ্কার করেছি।'

'গত রাতে আবিষ্কার করেছেন।' কমান্ডারের ধীর কথার ধরন দেখেই অনুমান করা যায়, চিন্তার ঝড় বইছে তাঁর মাথায়। 'এবং তারপরে আপনার সঙ্গে অসংখ্যবার দেখা হয়েছে আমার, কথা হয়েছে··· কিন্তু···মাই গড, রানা, আপনি অমানুষ···'

'শিওর,' বলল রানা। ইঙ্গিতে টেবিলে রাখা পিস্তলটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা দেখছেন? প্রচণ্ড শব্দ করে যখন গুলি ফুটবে ওটা থেকে, ভয়ঙ্কর সেই খুনীর গলা থেকে যখন দেড় ইঞ্চি হাড় উড়িয়ে দেবে বুলেট, তখন আর অমানুষ থাকব না আমি। বিশ্বাস করুন কমান্ডার, লোকটাকে কুত্তার মত গুলি করে মারতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপবে না আমার, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপবে না।'

জোর করে আবেগ তাড়ালেন কমান্ডার। শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার ওয়ালথারটার দিকে তাকিয়ে রানার দিকে চাইলেন, 'ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কথা বাদ দিন, ডাক্তার। নিজের হাতে আইন তুলে নেবার অধিকার কারও নেই।'

'হাসাবেন না। মর্গে দাঁড়িয়ে ওসব ছেলেভোলানো কথা মানায় না। আরও কিছু জিনিস দেখার বাকি আছে এখনও আপনার। একটু আগে আবিষ্কার করেছি,' হাত তুলে আরেকটা পোড়া তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ড দেখাল রানা। 'একে ভাল করে দেখতে চান?'

'মাপ করবেন, আমি পারব না,' গলা শান্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন রাইকভ. 'আপনিই বলুন কি হয়েছে?'

ওখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাবেন। পরিষ্কার করে রেখেছি আমি। এই যে, এখানে নাকের একটু ওপরে ছোট ছিদ্রটা দেখতে পাচ্ছেন? মাথার পেছনের ছিদ্রটা কিন্তু অনেক বড়। একই অস্ত্র, একই ধরনের বুলেট, একই লোকের কাজ। গর্তের সাইজ দেখেই বলে দেয়া যায়, সফট নোজ বুলেট, শক্তিশালী অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হয়েছে। পয়েন্ট থ্রী এইট ক্যালিবারের কোল্ট লুগার কিংবা মাউজার।'

স্তব্ধ রাইকভ এবং রুস্তভ, দু'জনেই। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে টলে পড়ে যেতে পারে যে কোন সময়।

'কোণাকুণি বেরিয়েছে বুলেট,' বলে চলল রানা। 'বুলেটের গতিপথ দেখেই বলে দেয়া যায় গুলি চালানোর সময় শুয়ে কিংবা বসে ছিল খুনী।'

'দুটো খুন!' বিড় বিড় করে বললেন কমান্ডার, 'পুলিসকে জানানো দরকার!'

'হ্যাঁ,' বিকৃত শোনাল রানার কণ্ঠ, 'ফোনে ডাকুন থানা থেকে পুলিসকে। বলুন—দয়া করে কয়েক মিনিটের জন্যে একবার এখানে আসতে পারেন, সার্জেন্ট?'

'কিন্তু এসব দেখা আমাদের কাজ নয়,' গলায় জোর নেই কমান্ডারের। 'নভেলির বেঁচে থাকা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বই শুধু দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'নিশ্চয়ই লেনিনগ্রাদের ভালমন্দ দেখার দায়িত্বও আপনার। একজন খুনীকে জায়গা দিয়ে পুরো জাহাজসুদ্ধ লোককে বিপদে ফেলতে অস্বস্তি বোধ করবেন না?'

'কি বলতে চান?'

'এই আইস স্টেশনে কি করে আগুন লেগেছে বলে মনে হয় আপনার? অ্যাক্সিডেন্ট? কিন্তু জায়গা বুঝে ঘর বুঝে বুঝে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কেন? পরিকল্পনায় সামান্য ভুল করে ফেলেছে খুনী। আসলে ভাবতে পারেনি সে, অতি সন্দিগ্ধ এক আধজন লোককে উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে পাঠানো হতে পারে। ভেবেছিল, দুর্গম বরফের রাজ্যে এসে কে আর অত মাথা ঘামাবে। আপনি পছন্দ করুন আর না-ই করুন, কমান্ডার, খুনী উঠেছে আপনার জাহাজে। একজন কিংবা একাধিক।'

'কিন্তু তাদের সবাই আহত। অক্ষত কিংবা পোড়া দাগ নেই, এমন একজনও...'

'কি মনে হয় আপনার? পুরো সুস্থ দেহে জাহাজে উঠবে খুনী, অতই বোকা? দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানাবে—এই যে, এখানে আমি, স্টেশন নভেলিতে আগুন ধরিয়েছি, মানুষ খুন করেছি, এখন ধরো আমাকে?'

'কিন্তু অক্ষত থাকলেই তার ওপর লোকের সন্দেহ পড়বে কেন?' প্রশ্ন করে বসল রুস্তভ।

'তোমার ক্যাপ্টেনের মতই তোমাকেও গোয়েন্দাগিরির লাইন থেকে দূরে থাকার উপদেশ না দিয়ে পারছি না,' কর্কশ গলা রানার। 'যে এই অঘটন ঘটিয়েছে, সে তোমার মত অতটা সরল মনের মানুষ নয়। অতি উঁচুস্তরের ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সে। সব রকমের পরিস্থিতির কথা আগেই ভাবে এই ধরনের লোক, সবদিক বিবেচনা করে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। অন্যান্য আহতদের সঙ্গে ইচ্ছে করেই

নিজেকেও পুড়িয়ে নিয়ে মিশে গেছে সে তাদের ভিড়ে।'

'মাই গড!' ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে শুরু করেছে কিন্তু খেয়াল নেই যেন কমান্ডারের। 'নারকীয় পরিকল্পনা!' একেবারে হতচকিত হয়ে গেছেন তিনি ব্যাপার দেখে শুনে। আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু কিন্তু এখন কি করতে পারি আমি?

'পুলিস ডাকতে পারেন।'

'মানে?

'সহজ। যে কোন উঁচুদরের পুলিসের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে মস্কোর ওপর-মহল থেকে। আমাকে পাঠানোই হয়েছে এই বিশেষ দিকটা তদন্ত করে দেখার জন্যে।'

'এইবার মনে হচ্ছে সত্যি বলছেন আপনি, মাসুদ রানা,' চিন্তান্বিত, ধীর কণ্ঠে বললেন রাইকভ, 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় যা করেছেন, মিলে যাচ্ছে এতক্ষণে। দশ মিনিট আগেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তা আপনি কি কোন ধরনের "পুলিস ম্যান"?'

'ইন্টেলিজেন্স অফিসার। বিদেশী হলেও যাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারে কে.জি.বি.। বিশেষ দরকারের সময় ব্যবহারের জন্যে স্পেশাল আইডেনটিটি কার্ড রয়েছে আমার ব্রিফকেসে। এখন বিশেষ সময়। ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু আপনি, আপনি একজন ডাক্তার…'

'প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেয়া হয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের। ব্যস, ওই পর্যন্তই।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কমান্ডার, 'আগেই বলতে পারতেন একথা।'

'কিংবা পুরো লেনিনগ্রাদে ঘোষণা করে দিতে পারতাম। এবং সকালে উঠে হয়তো দেখতাম নিজের কেবিনে নিজের বিছানায় মরে পড়ে আছি। আপনাদের কাউকে বিশ্বাস করতে যাব কেন—কে খুনী জানি আমি? আপনার শার্লক হোমসগিরির জন্যে…যাকগে, ওসব কথা বাদ দিন। মস্কো থেকে পাওয়া আপনার ওপরঅলাদের নির্দেশ মত চললেই খুশি হব এখন।'

'কি নির্দেশ?' জানতে চাইল রুস্তভ।

'ডক্টর রানাকে সব রকমে সহযোগিতা করার নির্দেশ পেয়েছি সি.এন.ওর কাছ থেকে,' বললেন কমান্ডার। 'তিনি আরও জানিয়েছেন, অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ লোক ডক্টর রানা, এবং কোন ব্যাপারেই অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেন না। সাবমেরিন সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা আছে, কাজেই তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা যেন না করি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারিনি আমি।' রানাকে বললেন, 'আমার জায়গায় আপনি হলেও একই কাজ করতেন, ডক্টর…মানে…'

'মেজর রানা, কিংবা স্রেফ রানা,' মুচকি হাসল রানা। 'আপনার জায়গায় আমি হলে আদেশ মেনে চলাই উচিত মনে করতাম, কমান্ডার।'

'কার আদেশ? মস্কোর, না আপনার?'

'মস্কোর আদেশ, আমার অনুরোধ। কারণ, আমি একজন বিদেশী।'

'আপনার এক্সরেরের কথা বিশ্বাস করতে পারি তো?'

'এক বিন্দু মিছে নেই এতে প্রথমেও কিন্তু যা বলেছিলাম, কিছুটা বাড়িয়ে বলেছি; তবে সবই বানানো নয়। বেশ অনেকটা সত্য ছিল তাতে। একটা বিশেষ ইলেকট্রোনিক যন্ত্র সত্যিই ছিল এখানকার একটা কুঁড়েতে—আমেরিকান মিসাইলের কাউন্ট ডাউন আর লোকেশন জানাত ওটা, এখন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কোন ঘর বলে দিচ্ছি, দক্ষিণ সারির পশ্চিম থেকে দ্বিতীয়টা। আরও আছে। দিন-রাত একটা মস্ত রেডিও-সন্ডে বেলুন তিরিশ হাজার ফুট ওপরে উড়ত। কিন্তু কোন রেডিও ছিল না তাতে, ছিল একটা বিশাল এরিয়াল। বেলুনে হাওয়া ভরার জন্যে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটাতেই এতদূর ছড়িয়েছে আগুন। ফুয়েল স্টোরে থাকত সিলিন্ডারগুলো।'

'নভেলির কেউ ইলেকট্রোনিক যন্ত্রটার কথা জানত?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'দেখেছে সবাই, কিন্তু আসলে কি কাজ হত ওটা দিয়ে, অনেকেই জানত না। এদেরকে জানানো হয়েছে ওই মেশিনের সাহায্যে মহাশূন্যে কসমিক রে-র তদন্ত চলে। জানত মাত্র চারজন লোক। একজন আমার বন্ধু এবং আরও তিনজন লোক, দুর্ঘটনার দিন ওই মেশিন-ঘরেই ঘুমিয়েছিল তারা। ঘরটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এখন। অনুমান করতে পারছেন, আপনার সি.এন.ও কেন এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন?'

'চারজন লোক?' সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকালেন কমান্ডার। 'কোন্ চারজন, মেজর?'

'এই যে, এখানেই তো পড়ে আছে। এই সাতজনেরই চারজন।'

আরেকবার বিকৃত লাশগুলোর দিকে চাইলেন কমান্ডার, তারপর দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এখানে, আগেই টের পেয়েছে মস্কো, কি করে, জানেন?'

'একটা টপ সিক্রেট কোড ছিল আমার বন্ধুর কাছে। একজন ভাল রেডিও অপারেটরও ছিল সে। সিক্রেট কোডে কিছুদিন আগে খবর পাঠিয়েছিল সে, কেউ নষ্ট করে দিতে চাইছে মনিটর। এর বেশি কিছু জানাতে পারেনি এ সম্পর্কে। এর দিন দু'য়েক পরেই আরেক মেসেজে জানিয়েছে, গভীর রাতে রুটিন চেক করতে গিয়ে ফুয়েল স্টোরের বাইরে আক্রান্ত হয় কিরিম। তাকে আহত এবং অজ্ঞান করে ফেলে যায় আক্রমণকারী। জ্ঞান ফিরে এলে প্রথমেই ফুয়েল স্টোরে ঢুকে আজামাত দেখতে পায়, একটা হাইড্রোজেন সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিয়েছে কেউ, প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে সিলিন্ডার। বেলুনে করে এরিয়াল ওড়াতে না পারলে অকেজো হয়ে যাবে মনিটর, তাই গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছিল কেউ। ভাগ্য ভাল কিরিমের, বরফে জমে যাবার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। তাছাড়া এর ঠাণ্ডা সহ্য করবার ক্ষমতা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আগেও আরও কিছু ছোটখাট ঘটনার কথা জানিয়েছে কিরিম—ফলে টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগেই চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে বসেছে খুনী।'

'তার মানে, আপনার বন্ধু এবং তাঁর তিন সহকারী ছাড়াও আরও কেউ জানে

মনিটরটার কাজ কি,' বলল রুস্তভ। রাইকভের মতই পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে দ্রুত দৃষ্টি ফেরাল সে। 'আমার মনে হয় কি জানেন?—কোন পাগলের কাজ এটা। ম্যানিয়াক। তাছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় এমন নিষ্ঠুরভাবে পাইকারী খুন করতে পারে না কেউ!'

'মোটেই পাগল নয় এই খুনী,' বলল রানা। 'ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবে-চিন্তে, প্ল্যান করে খুন করেছে সে। বুলিনের হত্যাকারীকেও তুমি পাগল বলবে নাকি?'

চুপ করে রইল রুস্তভ, কথা হারিয়েছে।

'আমরা এখন কি করতে পারি, মেজর রানা?' জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

'প্রথম কথা জাহাজে ফিরে ভুলেও "মেজর" বলে ডাকবেন না আমাকে, ডাক্তারই বলবেন।'

'তা নাহয় ডাকলাম, কিন্তু আর কি সাহায্য করতে পারি আমরা?'

'কি সাহায্য করতে চান?'

'লেনিনগ্রাদের কমান্ডার পদটা অবশ্যই দেব না,' হাসলেন রাইকভ। কিন্তু হাসিটা হাসির মত মনে হলো না। 'এ ছাড়া আর যে কোন সাহায্য চাইবেন, নির্দ্বিধায় করব। শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন কি করতে হবে।'

'তার মানে, এবারে আমার কাহিনী বিশ্বাস হয়েছে?'

'হয়েছে।'

পাঁচ

ক্রমেই নির্জন হয়ে আসছে আইস স্টেশন নভেলি। আহতরা যে কুঁড়েটায় ছিল তাতে এখন শুধু দু'জন রোগী—যমজ দুই ভাই আর ডাক্তার রুডেনকো। জাহাজে তোলার সময় মিলাহাইল আর একজন ক্রু-এর লাশের সঙ্গে লাশ হিসেবেই চালিয়ে দেয়া হয়েছে আজামাত কিরিমকে। স্ট্রেচারে করে জাহাজে নিয়ে তোলা হয়েছে। সবাইকে জানানো হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়া হবে ওগুলো। বাঙ্কহাউসটা আরও বেশি যেন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে এখন। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য জিনিস-পত্র: কাপড়ের টুকরো, কাগজ, পোড়া তোষক, ছেঁড়া কম্বল, দস্তানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক আজেবাজে টুকরো-টাকরা অনেক কিছু।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। তার একটু পরেই ঢুকলেন কমান্ডার, তাঁর পেছনে রুস্তভ। একবার চেয়েই আবার রোগীদের দিকে মুখ ফেরাল রুডেনকো।

রোগীদের মুখ দরজার দিকেই ফেরানো। অজ্ঞান হয়ে আছে এখনও। সারা মুখে ফ্রস্ট-বাইটের ক্ষত।

পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাক্তারকে ডাকল রানা। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জানাল। কিন্তু ডাক্তার বলেই হয়তো, কিংবা অন্য কোন কারণে, কমান্ডার রাইকভ কিংবা রুস্তভের মত অবাক হলো না রুডেনকো, আঁতকে উঠে

আক্মাশ থেকেও পড়ল না। এমন ভাব দেখাল যেন এটা হয়, এসব হতে পারে। একে নিয়ে লেনিনগ্রাদের মোট চারজন লোককে জানাল রানা ব্যাপারটা জানাল এই জন্যে যে এদের সাহায্য তার দরকার হবে।

'সব তো শুনলে,' রানার কথা শেষ হলে বললেন কমান্ডার, 'আহত লোকগুলোকে কোথায় রাখা যায়, বলো তো?'

'ছড়িয়ে ছিটিয়ে,' বলল রুডেনকো। 'কোন এক জায়গায় জড়ো করে রাখলে সন্দেহ করে বসতে পারে আমাদের দোস্ত। তারচে অফিসারস কোয়ার্টার, ক্রুদের কোয়ার্টার, সিক-বে সব জায়গাতেই রাখতে হবে রোগীদের। আর আজামাত···আমার মনে হয় আপনার কেবিনে ওকে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ, ক্যাপ্টেন।'

'তাই করো গে। ডাক্তার জ্যাকভকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করো। লোকটা কাজ-পাগল। কিন্তু খবরদার, কিরিমের কথা জ্যাকভকেও জানাবে না। তুমি, আমি, রুস্তভ আর গ্যাকো ছাড়া জাহাজের সবাই জানবে, কিরিম মৃত। লাশ-ঘরে ডবল তালা লাগিয়ে চাবি আমার কাছে রেখে দেব। কাজেই আমার অনুমতি ছাড়া লাশ-ঘরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না কেউ, কোন লাশটা আছে, কোনটা নেই।'

'আহতদের পরনের কাপড়-চোপড় বদলে দিতে হবে। পুরানোগুলো কি করব?'

'হ্যাঁ, একটা পয়েন্ট,' ঘাড় কাত করলেন কমান্ডার। রানার দিকে একবার তাকিয়ে রুডেনকোকে বললেন, 'একটা কাপড়ও নষ্ট করবে না। যার যার কাপড়ে লেবেল লাগিয়ে নাম লিখে রাখবে। পরে পুলিসের কাজে লাগতে পারে।'

'দস্তানাগুলোর ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হবেন,' বলল রানা। 'পরীক্ষায় গান পাউডারের নাইট্রেটের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।'

ঘাড় কাত করল রুডেনকো।

'আরেকটা ব্যাপার,' হুঁশিয়ার করল রানা। 'কেউ যেন অস্বাভাবিক কিছু আপনার অজান্তে আপনাকে দিয়ে বইয়ে নিতে না পারে। এই যেমন ধরুন, আপনার পকেটে কেউ কিছু গুঁজে দিল, কিংবা মেডিক্যাল কিটে ভরে রাখল, তাহলে নিরাপদে জাহাজে চলে যাবে জিনিসটা।'

রানার কথা শেষ হবার আগেই নিজের পকেট তল্লাশি শুরু করে দিল ডাক্তার। কিন্তু কিছু নেই।

'রানার মত সন্দেহপ্রবণ মন নয় তোমার,' বললেন রাইকভ। 'তা এখন জাহাজে যাও। ইউরি, তুমিও যাও।'

রুস্তভ আর রুডেনকো চলে যেতেই কাজে নামল রানা। প্রথমেই এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল দুই ভাইকে, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে আছে ওরা। ঘরটায় তল্লাশি চালাল রানা। তাকে সাহায্য করলেন কমান্ডার। দেখা গেল তল্লাশির কাজ ভালই জানেন রাইকভ, কোনরকম ফাঁক নেই। পুরো ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অস্বাভাবিক কিংবা সন্দেহজনক কিচ্ছু পাওয়া গেল না।

'খামোকা কষ্ট করলাম,' হতাশ হয়েছেন কমান্ডার।

'এঘরে নেই,' ভাবছে রানা। 'আর কিছু না পেলেও পিস্তলটা তো পাওয়া যাবে! কোথায়? নিশ্চয় কাজ শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি জিনিসটা খুনী। কারণ তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া অস্ত্র হাতছাড়া করতে চায় না কখনও এই ধরনের লোকেরা। কখন আবার দরকার লেগে যায়, এই চিন্তা সরাতে পারে না কিছুতেই মন থেকে। তাহলে কোথায় আছে জিনিসটা? এই বাঙ্কহাউসের কোথাও নেই। তাহলে? বাকি রইল আবহাওয়া অফিস আর ল্যাবরেটরি।'

'পোড়া ঘরগুলোর যে কোনটার ধ্বংসস্তূপের কোথাও রেখে দিতে পারে,' বললেন রাইকভ।

'নাহ্। বরফে ক্ষতি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের। ধ্বংসস্তূপের কোথাও লুকিয়ে রাখলে ওই পিস্তল আর কোনদিন কাজে লাগাতে পারবে না সে। কাজেই ওসব জায়গায় রাখেনি। চলুন, আগে যাই আবহাওয়া অফিসে, দেখি খুঁজে।'

আবহাওয়া অফিসের প্রতিটি শেল্ফ, প্রতিটি বাক্স, আলমারি, সব দেখা হয়ে গেল। মেটাল কেবিনেটের ফাঁপা জায়গাগুলোও দেখা শেষ। যন্ত্রপাতিগুলো খুলে দেখার কথা ভাবছে রানা এই সময় হঠাৎ কমান্ডার বললেন, 'দাঁড়ান। একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। আসছি আমি।'

এক মিনিট পরেই ফিরে এলেন রাইকভ। হাতে কয়েকটা জিনিস। তাজা পেট্রোলের গন্ধ আসছে ওগুলো থেকে। ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে একটা পিস্তল—মাউজার অটোমেটিক, একটা ছুরি—ব্লেডের আগা ভাঙা, আর দুটো রাবার মোড়া প্যাকেট। না খুলেই বুঝতে পারল রানা, ভেতরে কি আছে। পিস্তলের জন্যে স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

'কোথায় পেলেন ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ট্রাক্টরের পেট্রল ট্যাংকে।'

তাজ্জব হয়ে গেল রানা।

'ওখানে খোঁজার কথা মনে এল কেন?'

'আপনার কথায়। বললেন, বরফে আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষতি হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে এল, সারা নভেলিতে একটাই জায়গা আছে, যেখানে কামড় বসাতে পারবে না বরফ। সাব জিরো টেম্পারেচারেও জমে না অ্যালকোহল আর গ্যাসোলিন। অ্যালকোহলের বোতলে পিস্তল ঢোকানো যাবে না, বাকি থাকল গ্যাসোলিন। গ্যাসোলিনের টিন নিরাপদ নয়, কারণ ওখান থেকে তেল নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এক মাত্র নিরাপদ জায়গা তাহলে ট্রাক্টরের গ্যাস ট্যাংক। ট্যাংকের ভেতরে খোঁজ করতেই পেয়ে গেলাম।'

'ভাল জায়গাই বেছেচে লোকটা, কিন্তু খুব ভাল নয়। তেল বরফ হয়ে যায়নি ঠিক, কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়েছে। আসলে ধাতুর ক্ষতি করে ঠাণ্ডা।'

'এই কথাটা জানে না হয়তো সে। আর যদি জানেও, এর চেয়ে ভাল জায়গা খুঁজে পায়নি।'

কমান্ডারের হাত থেকে পিস্তলটা নিল রানা। ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করল। খালি।

ভুরু কুঁচকে দেখছেন কমান্ডার, ভাবছেন, তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন,

'আপনার আঙুলের ছাপ বসে যাচ্ছে জিনিসটায়।'

'শুধু আমার আঙুলের ছাপই পাওয়া যাবে। পেট্রোলে চোবানোর পরই খুনীর হাতের ছাপ উঠে গেছে। তাছাড়া নিশ্চয়ই গ্লাভস পরে ছিল সে।'

'তাহলে এটা খুঁজছিলেন কেন শুধু শুধু?'

'সিরিয়াল নম্বর। যদি পুলিস পারমিট দেয়া থাকে এটার জন্যে সহজেই মালিককে খুঁজে বের করবে পুলিস।'

মাথা ভাঙা ছুরিটার দিকে চাইল রানা। আপন মনেই বলল, 'পিস্তলকে ঘৃণা করে অনেক খুনী। বড় বেশি শব্দ হয়, নিরাপদে কাজ সারতে ঝামেলা। কিন্তু তবু পিস্তল বেছে নিয়েছে খুনী। কেন? ছুরিটা ভেঙে গেছে বলে।' রাইকভের দিকে চেয়ে বলল, 'নরম ব্লেডের ছুরি। খুবই কাজের, কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে কিংবা হাড়ে লাগলে সহজেই ভেঙে যায়। সম্ভবত পাঁজরার হাড়ে আটকে গিয়েছে। হ্যাঁচকা টান মেরে খুলতে যাওয়ায় ভেঙে গেছে। একটা লাশের বুকের ভেতরে পাওয়া যাবে ছুরির ভাঙা ফলাটা।'

'মানে···মানে আপনি বলতে চাইছেন আরও একজন লোককে খুন করা হয়েছে? এই ছুরি দিয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্রথম শিকার। ছুরিটা ভেঙে যাওয়ার ফলেই অগত্যা পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে খুনী।'

'ছুরি দিয়ে কাকে খুন করল?'

'জানি না। জানার দরকারও মনে করছি না। কোন লাভ নেই।'

'হুঁহ!' আপন মনেই মাথা নাড়লেন কমান্ডার। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'চলুন যাই। বাঙ্কহাউস থেকে জাহাজে ফোন করি। কেউ এসে অজ্ঞান লোক দুটোর কাছে থাকুক। একেবারে জমে গেছি, জাহাজে ফেরা দরকার।'

'ফোন করার দরকার নেই। আপনি গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিন। ততক্ষণ আমি আছি। যান।'

'মেজর রানা, গত রাতেও সারারাত ঘুমাননি আপনি!'

'একটানা কয়েক রাত না ঘুমানোরও অভ্যেস আছে আমার। আপনি যান, এখানেই থাকছি আমি। বড় নির্জন নীরব জায়গা। অনেক কিছু ভাবতে হবে আমাকে এখন। ভাবনার উপযুক্ত জায়গা এটা। যান আপনি।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন কমান্ডার। বিদেশী এই লোকটাকে এখনও ঠিক বুঝতে পারেননি। কিন্তু আর তর্ক করলেন না। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভাবনার কথা বলে কমান্ডারকে ভাগিয়েছে রানা, আসলে ভাবার কোন দরকার নেই তার। সময়ও নেই। অজ্ঞান দুই ভাইয়ের পাহারায়ও থাকল না। টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়ে এল আবার ঘর থেকে। বাইরে মেরু-অন্ধকার নামছে। ভীষণ ক্লান্ত আর একাকী বোধ করছে সে এখন।

আবার ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকল রানা। বিকৃত লাশগুলোর কাছে আবার ফিরে যেতে মোটেই ভাল লাগছে না তার, কিন্তু উপায় নেই। এ ঘরেই আছে

কোথাও জিনিসগুলো, ও জানে। ভয়াবহ এই জায়গার বীভৎস পরিবেশকে এড়িয়ে চলবে মানুষ, সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই নিরাপদ জায়গা হিসেবে এই ঘরটাকেই বেছে নেবে খুনী, কোন সন্দেহ নেই।

ল্যাবরেটরির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি শেলফ, আলমারি। বিভিন্ন আকারের জার, বোতল, টেস্ট টিউব, স্কেল, বকযন্ত্র আর এমনি সব জিনিসে বোঝাই তাকগুলো। ওগুলোর দিকে একবার চোখ তুলেও তাকাল না রানা। সোজা এগিয়ে গেল ঘরের কোণের দিকে, লাশগুলো যেখানে পড়ে আছে। আশপাশের আলমারি আর শেলফগুলোর ওপর বার কয়েক টর্চের আলো ফেলল, দেখল। না, ওসব জায়গায় থাকতে পারে না, ভাবল রানা। আলো ফেলল নিচের দিকে। সাংঘাতিক পোড়া তালগোল পাকানো দুটো মাংসপিণ্ড, যা এককালে দুটো মানুষ ছিল, পড়ে আছে একটা ফ্লোরবোর্ডের ওপর। কয়েকটা লাশ ডিঙিয়ে ওদুটোর কাছে এগিয়ে গেল রানা। মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে উবু হলো। বাঁ হাতে ঠেলে ফ্লোরবোর্ডের ওপর থেকে সরাল পোড়া মাংসপিণ্ড দুটোকে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল একবার। বাঁ হাতেই ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা ধরে টান দিল।

ছোটখাট একটা সুপারমার্কেট বসানোর তাল করেছিল যেন কেউ। অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ঠাসা ফ্লোরবোর্ডের ভেতরটা। বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ড্রাই সুপের প্যাকেট, গরুর মাংস, ফল, শাকসব্জি—এই বরফের দেশে মানুষের দেহে প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর প্রোটিন সরবরাহ করতে পারে, এমনি ধরনের খাবারই আছে ওখানে। ছোট একটা প্রেশার-স্টোভ আর কয়েক গ্যালন কেরোসিনও আছে। পাত্রগুলোর পাশে দুই সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চকচকে নাইফ সেল, চল্লিশটা।

এখানে যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনাটা আবার নামিয়ে রাখল রানা। বেরিয়ে এল ল্যাবরেটরি থেকে

আবার আবহাওয়া অফিসে এসে ঢুকল সে। মেটাল কেবিনেটগুলোর পেছনের ফাঁপা বোর্ড সরিয়ে ভেতরটা দেখল। যা আশা করেছিল, নেই, কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস পেল। একটা ছয় ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সবুজ রঙ করা ধাতব বাক্স। একটা গোল কনট্রোলার বসানো, সুইচ এবং টিউনার দুটোরই কাজ করে। দুটো গ্লাসড্-ইন ডায়ালও বসানো আছে, কিন্তু কোন ধরনের চিহ্ন বা নম্বর নেই। বাক্সের এক পাশে একটা ছিদ্র, পিতলের পাতে ঢাকা।

সুইচ টিপে দিল রানা। সবুজ আলো জ্বলে উঠল একটা ডায়ালে। অন্য ডায়ালটায় কোন পরিবর্তন নেই। এটা এক ধরনের ম্যাজিক আই টিউনিং ডিভাইস, বুঝল রানা। কন্ট্রোল ঘুরিয়ে টিউনিং করতে লাগল সে, কিন্তু কোন কিছুই ঘটল না। তার মানে দ্বিতীয় ডায়ালটাকেও জ্যান্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখল সে। ছিদ্রটায় টেলিফোনের স্ট্যান্ডার্ড প্লাগের পিন খাপে খাপে ঢুকে যাবে, বোঝা যাচ্ছে। এই ধরনের জিনিস খুবই দুর্লভ, কিন্তু এর সঙ্গে রানার পরিচয় আছে। আমেরিকানরা একে বলে 'সারাহ' ডিভাইস। রেডিও সিগনালের দিকনির্ণয় করতে এর তুলনা হয় না। বিজ্ঞানীরা এটা ব্যবহার করেন অন্য কারণে। কোন মহাকাশ-ফেরতা স্পেস ক্যাপসুল সাগরের কোথায়

এসে পড়ল খুঁজে বের করেন তাঁরা এই যন্ত্রের সাহায্যে।

কিন্তু এই জিনিস কি কাজে ব্যবহৃত হত আইস স্টেশন নভেলিতে? আমেরিকানরা কোথায় রকেট কিংবা মিসাইল ছুঁড়ছে, খুঁজে বের করার কাজে লাগত ইলেকট্রনিক মনিটর, সহায়তা করত বেলুন এরিয়াল, কিন্তু এই খুদে স্মল-রেঞ্জ জিনিসটা কি কাজে লাগত, বোঝা যাচ্ছে না।

টেবিলে রাখা পোর্টেবল রেডিও ট্র্যান্সমিটার আর তার পাশের ক্ষয়িত-শক্তি নাইফ সেলগুলোর দিকে চাইল একবার রানা। ডায়ালিং কাউন্টারে ওয়েভ ব্যান্ড শো করছে এখনও নির্দেশক-কাঁটা, এই ওয়েভ লেংথেই লেনিনগ্রাদে সিগনাল পাঠিয়েছে রেডিও অপারেটর। এগিয়ে গেল রানা। নাইফ সেলগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিল। নতুন কিছুই নেই। সারি দিয়ে বসিয়ে সিরিজ কানেকশন করা হয়েছে ব্যাটারিগুলোকে। নিকেল-ক্যাডমিয়াম সেলগুলোর পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টিকারী রবারকোটেড তারের দস্তা-মোড়ানো মাথা নিয়ে আটকানো হয়েছে রেডিও টারমিনালের সঙ্গে। পেঁচিয়ে কিংবা ঝালাই করে নয়, আটকানো হয়েছে শক্তিশালী স্প্রিং-লোডেড স-টুথ ক্লিপ দিয়ে। লিলিপুট-কুমিরের চোয়ালের মত অবিকল দেখতে এই ক্লিপ। চমৎকার জিনিস। বিদ্যুৎ-শক্তি সামান্যতম অপচয় হবার জো নেই এই ক্লিপ ব্যবহার করলে।

ক্লিপ দুটো খুলে নিল রানা। টর্চের আলো ফেলে নুয়ে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল টারমিনাল। ক্লিপের দাঁতের দাগ আছে টারমিনালের গায়ে, অতি সূক্ষ্ম।

আবার গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল রানা। লাশ ডিঙিয়ে গিয়ে ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা তুলল। বসে পড়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগল নাইফ সেলগুলোকে। সেলের ক্যাপ এবং তলার পর্দায় তীক্ষ্ণ ধাতব কিছুর খোঁচা কিংবা ঘষা লাগার চিহ্ন বর্তমান। তারমানে ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও খুবই অল্প সময়ের জন্যে, কিন্তু ব্যবহার হয়েছে ঠিকই।

কয়েকটা ব্যাটারি তুলে পরীক্ষা করে দেখার পর আবার ওগুলো আগের জায়গায় রেখে দিতে গেল রানা। হাত থেকে খসে পড়ল একটা ব্যাটারি, ফ্লোরবোর্ডের মেঝেতে পড়ে ফাঁপা আওয়াজ হলো। আরে, নিচে আরও কুঠুরি আছে মনে হচ্ছে!

জিনিসপত্র সরিয়ে ধাতব মেঝেটা নিয়ে টানাটানি করতেই উঠে এল ওটা, আসলে মেঝে নয়, আরেকটা ঢাকনা। নিচে আরেকটা কুঠুরি আছে। সিলিন্ডারের মত জিনিসটা পাওয়া গেল ওখানেই। ছত্রিশ ইঞ্চি মত লম্বা আর ছয় ইঞ্চি ব্যাস। পিতলের স্টপকক আছে, প্রেশার গজ শো করছে 'ফুল'। ওটার পাশেই পড়ে আছে একটা প্যাকেট, আঠারো বাই আঠারো ইঞ্চি এবং চার ইঞ্চি পুরু। ওপরে স্টেনসিল করে লেখা: 'রেডিও-সনডে বেলুনস'। খাবার-দাবার, ব্যাটারি, হাইড্রোজেন সিলিন্ডার, বেলুন—বাহ্! চমৎকার সব জিনিস!

এখানে যা দেখার দেখে নিয়েছে। সব কিছু আবার আগের মত গুছিয়ে রাখল রানা। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা দিল।

বরফের দেশে আঁধার নেমেছে। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল বলে খেয়ালই করেনি, এখন ঠাণ্ডাটা টের পেল রানা হাড়ের মধ্যে। বাইরে বেরোনোর এক

সেকেন্ডের মধ্যেই হি-হি করে কাঁপতে লাগল। দ্রুত পা চালিয়ে এসে ঢুকল বাঙ্কহাউসে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। বিশাল হিটারটার ওপর এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

হাত-পা-গা কিছুটা গরম করে নিয়ে আবার উঠল রানা। টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল আবার। গতি বেড়েছে বাতাসের। ঠাণ্ডার সুঁচগুলো আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। গরম পোশাকের ফাঁক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, বিঁধছে জায়গামত।

পরের বিশ মিনিটে পুরো ক্যাম্প এলাকাটায় টর্চ হাতে আধ ডজন বার চক্কর দিল রানা। প্রতিটি চক্করে কয়েক গজ করে ব্যাস বাড়াল। ছয়বার চক্কর দিয়ে মাইলখানেক পথ অতিক্রম করেছে রানা, চিবুকে ফ্রস্ট-বাইটের হালকা আক্রমণ অনুভব করছে এখন। আচমকা সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে চামড়া, তারমানে পাকাপোক্তভাবে কামড় বসাতে যাচ্ছে ঠাণ্ডা। আর দেরি করলে অসুবিধা হবে। ফিরল রানা। দ্রুত পা চালাল ক্যাম্পের দিকে।

বাঙ্কহাউসের দিকে চলার পথে আবহাওয়া অফিস আর ল্যাবরেটরির পুব পাশ দিয়ে যাবার সময় টর্চের আলোয় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল বলে মনে হলো রানার। আবহাওয়া অফিসের পশ্চিম দেয়ালের নিচে এক জায়গায় বরফ একঘেয়ে ধূসর-সাদা নয়, মাঝে মাঝে কালো কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে। কোন দাগই এক বর্গ ইঞ্চির বেশি বড় নয়। এগিয়ে গেল রানা। বরফের এক ইঞ্চি নিচে সেঁধিয়ে আছে জিনিসগুলো। টর্চের আলোয় ঘোলাটে বরফের নিচ থেকে দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কারই বলতে হবে। আবহাওয়া অফিসের দেয়ালে আলো ফেলল রানা। তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। কিন্তু না, দেয়ালের কোথাও নেই কালো দাগ।

আবহাওয়া অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢুকল আবার রানা। বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, একটা হাতুড়ি আর স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে বেরিয়ে এল। কালো দাগওয়ালা বরফের একটা চাঙড় তুলে নিল হাতুড়ি আর স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে। সোজা নিয়ে চলে এল বাঙ্কহাউসে।

মিনিট দশেক চেষ্টা করে হীটারের পাশে ফেলে রেখে পুরো গলিয়ে ফেলা গেল বরফের চাঙড়। পানির সরু একটা ধারা এঁকেবেঁকে বইল বাঙ্কহাউসের মেঝেতে। হীটারের উত্তাপের সীমানা ছাড়িয়েই আবার বরফ হয়ে গেল পানির ধারা। কালো দাগটা কিন্তু আসলে দাগ নয়, পোড়া কাগজের টুকরো। হীটারের পাশেই পড়ে আছে। ঘরের বাইরে বরফের মাঝে পোড়া কাগজের টুকরো! ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হলো রানার কাছে।

এতক্ষণে দু'জন অজ্ঞান লোকের দিকে নজর দেবার সময় পেল রানা। এগিয়ে গিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখল। কম্বলের তলায় গরমই আছে ওদের শরীর। দেখে মনে হয় আরামে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার না হলেও এটুকু বোঝার শক্তি আছে রানার, আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় ওদেরকে স্থানান্তরিত করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এই প্রথম মনে পড়ল তার, লেনিনগ্রাদ থেকে লোক পাঠাননি কমান্ডার।

আসলে রাইকভও বুঝতে পেরেছেন, শুধু বসে বসে ভাবার জন্যে একাকী বাঙ্কহাউসে রয়ে যায়নি রানা, কিছু একটা করবে। যার জন্যে একাকী থাকার প্রয়োজন অনুভব করেছে সে। এটা বুঝতে পেরেই যমজ ভাইদের কাছে বসে

থাকার লোক পাঠানিনি। অনুমান করেছেন, ডাকবে রানা।

ঠিকই ডাকল রানা। ফোন তুলে লোক আসতে দেরি হচ্ছে কেন জানতে চাইল সে। লেনিনগ্রাদ থেকে দু'জন নাবিক এসে পৌঁছতেই জাহাজে ফিরে গেল।

ছয়

বিষণ্ন এক বিকেল। কেমন যেন থমথমে ভোঁতা পরিবেশ লেনিনগ্রাদের ভেতর। এতদিন উত্তেজনার ভেতর কাটিয়েছে জাহাজের প্রতিটি লোক, ভেবেছে, আইস স্টেশন নভেলির কথা। এখন স্টেশনের খোঁজ মিলেছে, আহতদের উদ্ধার করে জাহাজে নিয়ে আসা হয়েছে এমনিতেই সাবমেরিনে জীবন খুব একটা স্বাভাবিক বা আনন্দের নয়, তার ওপর এই বরফের দেশে অনিশ্চিত অবস্থার মাঝে কতগুলো পোড়া-আধপোড়া, ফ্রস্ট-বাইটের শিকার রোগীকে জাহাজে নিয়ে হালকা পরিবেশ আশাও করা যায় না। তাছাড়া ক্রুদের অনেকেরই বন্ধু টর্পেডোম্যান বুলিনের মৃত্যু হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। এখনও জাহাজেই আছে লাশটা। লোকেরা জানে, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও তিনটে লাশ। ক্রুদের কেবিনে রেডিও বাজছে না, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার মত মনের অবস্থা কারও নেই। পুরো জাহাজটাকে একটা বিশাল আলোকিত কবরের মত মনে হচ্ছে।

রুস্তভকে তার কেবিনেই খুঁজে পেল রানা। বাঙ্কের কিনারে চুপ করে বসে আছে লেফটেন্যান্ট, পরনে এখনও ফারের ট্রাউজার, কঠিন শীতল চেহারা। নীরবে বসে বসে রানাকে পারকা খুলতে দেখল রুস্তভ। খালি শোল্ডার হোলস্টারটা খুলে নিয়ে পারকার সঙ্গে হুকে ঝুলিয়ে রাখল রানা। ট্রাউজারের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করতেই হঠাৎ কথা বলল রুস্তভ, 'ওগুলো খুলো না, ডাক্তার। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'কোথায় যাচ্ছ…'

'কবর দিতে। নভেলির পোড়া লাশগুলোর কথা ভুলে গেলে? ওদেরকে কবর দিতে হবে না? কি হতভাগা বেচারারা! দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, আত্মীয়স্বজন কেউ দেখল না, কফিন নেই, কারও চোখের পানি নেই; ক'জন হতচ্ছাড়া নাবিক গিয়ে ক্রো বার দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করে তার ভেতরে শুইয়ে দিয়ে আসবে,' ঘড়ি দেখল সে, 'এতক্ষণে গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'কই, বাইরে কাউকে তো দেখলাম না!'

'খেয়াল করোনি হয়তো। পশ্চিম দিকেই গেছে ওরা?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। একই কথা ভাবছে দু'জনে। মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে পোড়া বিকৃত লাশগুলোর চেহারা।

খাপে পোরা রানার ওয়ালথারটার দিকে তাকাল একবার রুস্তভ। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে চোখের মণিতে। চাপা, কঠিন, ঠাণ্ডা গলায় বলল সে, 'শুয়োরের বাচ্চা! রানা,' কেমন যেন ছটফট করে উঠল রুস্তভ, 'ওই শয়তানের বাচ্চা এখনও

এই জাহাজেই আছে, না? প্লীজ, শুধু নামটা বলো, কে?'

'জানলে তোমার অপেক্ষায় থাকতাম?' নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। কথার মোড় ঘোরাল, 'হ্যাঁ ভালকথা, রুডেনকো রোগীদের কেমন দেখাশোনা করছে?'

'ভালই। একটু আগে ওর ওখান থেকে এসেছি।'

হাত বাড়িয়ে হোলস্টার থেকে আবার পিস্তলটা বের করে নিল রানা, আবার ক্যারিবু ট্রাউজারের পকেটে ভরে রাখল।

শান্ত কণ্ঠে বলল রুস্তভ, 'এখানেও?'

'এখানেই এখন বেশি দরকার এটা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। সার্জারির দিকে চলল। আর্ট গ্যালারির রঙীন একটা কার্টুন ছবির দিকে পেছন করে নিজের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে রুডেনকো। একটা খোলা বইয়ের পাতায় মন বসানোর চেষ্টা করছে। পেছনে দরজা বন্ধ করার শব্দে ফিরে চাইল সে।

'কি খবর?' স্তূপকরা পুরানো কাপড়গুলোর দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইনটারেস্টিং কিছু নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। দেখুন আপনি কিছু পান কিনা।'

মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে আহতদের গা থেকে খুলে নেয়া কাপড়চোপড়। ভাঁজ করে প্রতিটির গায়ে নিখুঁত লেবেল আটকানো হয়েছে। কাপড়ের গাদার পাশে কয়েকটা ছোট অ্যাটাচি কেস, আর কিছু পলিথিনের ব্যাগ রাখা। ওগুলোতেও লেবেল লাগানো।

'যমজ দুই ভাইয়ের খবর কি?'

'ভালই দেখে এসেছি। তবে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না,' কাপড়ের গাদার কাছে এসে বসে পড়ল রানা। জানে কিছু পাবে না, তবু একটা একটা করে প্যান্ট-শার্ট তুলে নিয়ে পকেট হাতড়াল। কিছু নেই। লাইনিঙের প্রতিটি ইঞ্চি টিপেটুপে দেখল, নেই ওখানেও। অ্যাটাচি আর পলিথিনের ব্যাগগুলো খুঁজল। খুঁজে দেখল আহতদের ব্যক্তিগত প্রতিটি জিনিস, শেভিং কিট, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, গোটা তিনেক ক্যামেরা। ক্যামেরার চেম্বার খুলে ভেতরটা দেখল, খালি। চোখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার জ্যাকভের মেডিক্যাল কেসটা ওর সঙ্গেই আছে?'

'কাউকে আপনি বিশ্বাস করেন না, না? এমনকি একজন ডাক্তারকেও না?'

'না।'

'আমিও না,' হাসল রুডেনকো। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো শুধু। 'আপনার ইভিল ইনফ্লুয়েন্স। জ্যাকভের ব্যাগটা এক ফাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। ভেতরের প্রতিটি জিনিস দেখেছি। এমনকি তলার পুরু চামড়ার আস্তরণও টিপেটুপে দেখেছি। সন্দেহজনক কিছুই নেই।'

'আমাকে আর হাতড়াতে হবে না তাহলে। তা আপনার রোগীরা কেমন আছে?'

'রোগী মানে তো পুরো এক হাসপাতাল। নয়জন···না না···' এদিক-ওদিক

দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল রুডেনকো, 'দশ। ভালই আছে। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে, এই স্বস্তিতেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়।' হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা কার্ডগুলো কাছে টেনে এনে সবচেয়ে ওপরেরটা তুলে নিল। দেখতে দেখতে বলে গেল, 'ক্যাপ্টেন কুমারভের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ভয়ের কিছু অবশ্য নেই, কিন্তু তার মুখের পোড়া ক্ষতগুলো সত্যিই জঘন্য হয়ে উঠেছে। তার ওপর ফ্রস্ট-বাইট। ডকে পৌঁছেই মস্কোয় প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠাতে হবে। দুই যমজ দিয়েচ-এর অবস্থা তো জানেনই। সুবিধে এই, যে বেশি পোড়েনি ওরা। নভেলির মেট-অফিসার দু'জনও তেমন পোড়েনি। কিন্তু ক্ষুধা আর শীতে সাংঘাতিক কাহিল হয়ে পড়েছে। উপযুক্ত খাবার খেয়ে, গরম কম্বলের তলায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে আগামী দু'দিনেই সেরে উঠবে, আশা করছি। কসমোপভ, আরেকজন মেট অফিসার, এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান সের্গেই বুয়েলের অবস্থা ওদের সবার চেয়ে ভাল। মডারেট বার্নস্, মডারেট ফ্রস্ট-বাইট। দেখে পরিষ্কারই বোঝা যায়, শীত আর ক্ষুধা কাহিল করতে পারেনি এদের দু'জনকে। অথচ দুই যমজ…যাকগে, একেক জনের সহ্য ক্ষমতা একেক রকম। বাকি—সিনিয়র রেডিও অপারেটর রুডিন, ডাক্তার জ্যাকভ, বাবুর্চি আনাতালি, ট্রাক্টর ড্রাইভার আলেক্সি…ও বলতে ভুলে গেছি, জেনারেটরের দেখাশোনাও সে-ই করত…এই চারজনের বেশ কয়েক জায়গায় পুড়েছে, ফ্রস্ট-বাইটও ছাড়েনি। একটু দুর্বল অবশ্যই, কিন্তু শীঘ্রিই খাড়া হয়ে উঠবে। বয়স কম এদের চারজনেরই, গ্রায়ে গতরেও তাগড়া জোয়ান। আসলে শয্যাশায়ী বলতে ক্যাপ্টেন কুমারভ আর যমজ দুই ভাই, এই তিনজনেই।' একটু থেমে আবার এদিক-ওদিক দেখে নিল ডাক্তার। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'আপনার দোস্তের তো বেড়ালের জান। কিছুতেই মরতে চান না। আশা করছি, খাড়া হতে বেশি দিন লাগবে না। বড়জোর সাত দিন। কিরিমের বেঁচে যাওয়াটা একটা অলৌকিক ব্যাপারই বলতে হবে। মুসলিমদের একটা প্রবাদ আছে শুনেছি: রাখে আল্লা মারে কে! প্রবাদটা ফলে যাচ্ছে আজামাত কিরিমের বেলায়। গুলি, শীত, আগুন—সব কাটিয়ে বেঁচে থাকবেন বলে যেন জেদ ধরেছেন ভদ্রলোক।'

দরজায় নক করে উঁকি দিলেন কমান্ডার রাইকভ। রানাকে দেখে বললেন, 'ফিরে এসেছেন?' তারপর রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছোট্ট একটা সমস্যা, ডাক্তার।' পেছনে তাকিয়ে সরে জায়গা করে দিলেন কমান্ডার। পেছন থেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল আইস স্টেশন নভেলির বাবুর্চি আনাতালি। রাশিয়ান নৌ-বাহিনীর পোর্ট অফিসারের পোশাক পরনে, আর কোন পোশাক তার গায়ে ফিট হচ্ছে না হয়তো। বাবুর্চিকে দেখিয়ে বললেন রাইকভ, 'কি করে জানি শুনে ফেলেছে ও, বাইরে এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি আমরা। ব্যস, এসে ধরেছে আমাকে। মৃত সঙ্গীদের শেষ বিদায় জানাতে যাবেই। মানা করি কি করে বলো? এমনিতেই শরীর খারাপ। অবশ্য তুমি যদি অমত…

'আমি একেবারেই রাজি নই, ক্যাপ্টেন,' বেশ জোরের সাথেই অমত প্রকাশ করল রুডেনকো।

'আপনার অমতে কিছুই এসে যায় না, ডাক্তার,' বাবুর্চির ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রেডিও অপারেটর রুডিন। 'আমরা যাচ্ছি। বিশেষ করে আমাকে তো

কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না। মিশকা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমার।'

'জানি, কেমন লাগছে আপনাদের,' সহানুভূতি ঝরল রুডেনকোর কণ্ঠে 'কিন্তু শরীরের যা অবস্থা! শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজে কিছুতেই মত দিতে পারি না। মহা সমস্যায় ফেললেন দেখি আমাকে!'

'আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন,' মোলায়েম গলায় বললেন কমান্ডার, 'ডাক্তারের কথা নাহয় শুনলে না তোমরা, কিন্তু আমার আদেশ তো আর অমান্য করতে পারবে না।'

'আপনি আমাদের মহা সমস্যায় ফেলছেন, কমরেড ক্যাপ্টেন,' বলল রুডিন, 'কিন্তু দলবেঁধে এসে আপনার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করছি না আমরা, কমরেড, করজোরে আরজি জানাচ্ছি।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে চাইলেন কমান্ডার, 'আরেকজন ডাক্তারের মতামত শোনা যাক?'

'ডাক্তার রুডেনকোর নির্দেশ অমান্য করা উচিত হবে না ওদের,' বলল রানা। 'কিন্তু সামান্য ব্যাপারে জাহাজে সিভিল-ওঅর বাধিয়েও লাভ নেই। পাঁচ-ছ'দিন যখন টিকে থাকতে পেরেছে ওরা, আর কয় মিনিট বাইরে কাটালে মরে যাবে না।'

'বেশ,' স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কমান্ডার, 'কিন্তু যদি এদের কারও কিছু হয়, আপনি দায়ী থাকবেন, ডক্টর মাসুদ রানা।'

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত জায়গা আইস ক্যাপ। কিন্তু এখানে, এই দুর্গম বরফের দেশে ড্রাম বাজিয়ে কফিন-শোভাযাত্রা আশাও করে না কেউ। লেনিনগ্রাদের আরামদায়ক উষ্ণতা থেকে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হঠাৎ বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই থর থর কাঁপুনি উঠল ওদের। গাঢ় থমথমে অন্ধকার চারদিকে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে তুষার-কণা। বাতাসের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদ নৃত্য শুরু হয়েছে তুষারেরও।

লেনিনগ্রাদের সার্চ লাইটের তীব্র আলো ভৌতিক ওই পরিবেশকে আরও ভৌতিক ঘোলাটে নাটকীয় করে তুলেছে। বরফ খোঁড়া গর্তগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে শোকার্তরা, মাথা নিচু। তাদের পায়ের কাছে গর্তে ক্যানভাস মোড়ানো লাশগুলো পড়ে আছে। বাইবেলের একটি শ্লোকও উচ্চারিত হলো না, বিড় বিড় করে কিছু বললেন কমান্ডার, কিন্তু তুষার মেশানো ঝড়ো বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দের জন্যে কিছুই বোঝা গেল না।

হঠাৎই শেষ হয়ে গেল সব কিছু। রাইফেল-স্যালুট নেই মৃতের সম্মানে, বিউগলের করুণ আওয়াজ নেই, শুধু নিঝুম শূন্যতার মাঝে ঝোড়ো বাতাসের আর্তনাদ। দ্রুত কাজ সমাধা করল মৃতের হিতাকাঙ্ক্ষীরা। তাড়াতাড়ি কিছু বরফের টুকরো গর্তে ফেলে কর্তব্য শেষ করল। ক্যানভাসের বেশির ভাগই উন্মুক্ত রয়ে গেছে। কিন্তু জানে ওরা, বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তুষারে ঢেকে যাবে গর্ত, কঠিন বরফে রূপ নিয়ে গর্তের চিহ্ন মুছে দেবে চিরতরে। বরফের ওই কবরে কে জানে কতদিন একই ভাবে রয়ে যাবে লাশগুলো। এখন যেভাবে রেখে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবেই। হয়তো, কে জানে, হাজার বছর

পরে কোন একদিন কোন কারণে বরফ সরে আসবে ওখান থেকে খোলা সাগরে, গলে যাবে টুপ করে বরফের কবর থেকে পানিতে খসে পড়বে লাশগুলো তলিয়ে যাবে মেরু-সাগরের নিচে।

জীবনে বিষণ্ণ করুণ পরিবেশ অনেক দেখেছে রানা, কিন্তু এমনটি দেখেনি কোনদিন। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে সে, আর যেন কোনদিন দেখতে না হয়। ভয়ঙ্কর একটা চাপা আক্রোশ ফুঁসছে তার বুকের ভেতর। নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল। কতখানি অমানুষ হলে এমন কাজ করতে পারে মানুষ? হাজার 'ইজম' এর দোহাই দিলেও রানা কোনদিন মানতে পারবে না এই অন্যায়, এই অমানুষিকতা—না কমিউনের, না ক্যাপিটালের।

মাথা নিচু করে, তুষার-মেশানো বাতাসের আক্রমণ এড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে জাহাজের দিকে রওনা দিল ওরা। বরফের গায়ে ঠেকে থাকা সাবমেরিনের সেইলের ছাদ বরফ-সমতল থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। প্রায় খাড়া এই সেইলের ছাদে ওঠার জন্যে লোহার সিঁড়িতে হ্যান্ড-গ্রিপ অবশ্যই আছে। দড়িও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পাশাপাশি, বাড়তি সুবিধের জন্যে। কিন্তু তবু উপরে ওঠা এখন ভয়ানক বিপজ্জনক। বরফ জমে জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে লোহার সিঁড়ি, হ্যান্ড-গ্রিপ। জমে লোহার শিকের মত কঠিন হয়ে আছে দড়ি। ওদিকে ঝোড়ো বাতাসের দাপট। সিঁড়ি বেয়ে সেইলে উঠতে গিয়ে যে-কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ঘটলও।

একের পর এক উঠে যাচ্ছে ওরা সিঁড়ি বেয়ে। ছয় ফুট মত উঠেছে রানা, তার ঠিক নিচেই ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সের্গেই বুয়েল। একটা হাত পুড়ে গেছে, কাজেই একা পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। ওপরে থেকে তাকে উঠতে সাহায্য করছে রানা। এই সময় মাথার ওপরে একটা চাপা চিৎকার শোনা গেল।

ওপর দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে, মনে হলো সেইলের কিনারে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে প্রাণপণ লড়ছে একটা ছায়া। কিন্তু পারল না। পিছলে নিচে পড়তে শুরু করেছে ছায়াটা। বিপদের গন্ধ পেয়ে গেছে রানা। চকিতে অনুমান করে নিল, ছায়াটা বুয়েলের ওপর এসে আছড়ে পড়তে পারে। তাহলে বুয়েলকে নিয়ে গড়িয়ে পড়বে নিচে। টেকনিশিয়ানের কব্জিতে হাতের চাপ বাড়াল রানা, হ্যান্ড-গ্রিপ ধরল যতটা সম্ভব আরও শক্ত করে।

রানার মাথা আর পিঠের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে গিয়ে নিচে বরফে আছড়ে পড়ল ভারী কিছু। ময়দার বস্তা পড়ার মত একটা চাপা শব্দের পর পরই শোনা গেল তীক্ষ্ণ আরেকটা আওয়াজ। প্রথমে দেহ, তারপরে মাথা, ভাবল রানা। হয়তো অনুমানই—নিশ্চিত হতে পারল না সে, এই দুটো শব্দের পর পরই অস্পষ্ট আরও একটা শব্দ শুনতে পেল বলে মনে হলো তার।

রানার ঠিক ওপরের লোকটাকে ডেকে বুয়েলের হাতটা ধরিয়ে দিল রানা, তারপর পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এল। যে-ই পড়েছে. কপালে দুঃখ আছে তার। সেইলের ছাদ থেকে এখন নিচের বরফে পড়া আর দোতলার ছাদ থেকে কংক্রিটের

মেঝেতে আছড়ে পড়া সমান কথা।

রানা বুয়েলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে দিতেই নিচে নেমে গেছে রুস্তভ। রানা সেখানে পৌঁছানোর আগেই টর্চ জ্বেলে ফেলেছে সে। দেখল রানা, একটা নয়, দুটো দেহ পড়ে আছে বরফের ওপর। নিথর, নিস্তব্ধ, কোন নড়াচড়া নেই। ডাক্তার রুডেনকো আর ডাক্তার জ্যাকভ।

'কি হয়েছিল, দেখেছ?' রুস্তভকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। খুব বেশি তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। এটুকু খেয়াল করেছি, ওপরে উঠেছিল রুডেনকো। কোন কারণে পড়ে গেছে, পড়ার সময় জ্যাকভকে নিয়ে পড়েছে। আমার পাশেই ছিল জ্যাকভ।'

'তার মানে রুডেনকোর জান বাঁচিয়ে দিল জ্যাকভ। ও নিচে পড়েছে, তার ওপর পড়েছে রুডেনকো। ছাদ থেকে সরাসরি নিচে পড়লে ছাতু হয়ে যেত তোমাদের ডাক্তার। তা স্ট্রেচারের জন্যে বলতে হয় এখন। দড়িতে স্ট্রেচার বেঁধে ওদের ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তুলতে হবে।'

'কেন, হুঁশ ফিরবে না?'

'একজনের ফিরবে, কিন্তু অন্যজনের একটু দেরি হবে। কোন্‌জন ঠিক জানি না। তীক্ষ্ণ শব্দটা শোনোনি? বরফে মাথা ঠুকে যাবার আওয়াজ।'

রুস্তভ চলে গেল স্ট্রেচারের জন্যে। রুডেনকোর পাশে গিয়ে বসল রানা। ডাফেল কোটের মাথার কাছটা একপাশে সরিয়ে দিল। মাথার ডান পাশে, কানের ইঞ্চিখানেক ওপরে তিন ইঞ্চি জায়গা নীলচে-কালো হয়ে গেছে। চামড়া ফেটে রক্তও বেরিয়েছে সামান্য, কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে আরও রক্ত বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে। আর ইঞ্চি দু'য়েক সামনের দিকে আঘাতটা লাগলে, বরফে আরেকটা কবর খোঁড়ার দরকার হত। রুডেনকোর খুলি অস্বাভাবিক শক্ত, অনুমান করল রানা।

ঘন ঘন হালকা ভাবে বইছে রুডেনকোর শ্বাস-প্রশ্বাস। তবে নাড়ির গতি ঠিকই আছে। জ্যাকভের অবস্থা রুডেনকোর চেয়ে ভাল। তার অ্যানোরাকের হুড টেনে সরিয়ে দিল রানা। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল। বাঁ দিকে মাথার খানিকটা জায়গা গোল হয়ে ফুলে উঠেছে। আছড়ে পড়ে বাড়ি খেয়েছে ওখানটাতেই। তার মানে তৃতীয় মৃদু শব্দটা ঠিকই শুনেছে রানা, অনুমান নয়।

দুই বেহুঁশ ডাক্তারকে স্ট্রেচারে বেঁধে নিতে মিনিট দশেক লাগল। ওদের দু'জনকে ভেতরে নেবার পর সিক-বেতে আরও কিছু কট এনে পাতা হলো। দুই ডাক্তারকে পাশাপাশি শোয়ানো হলো দুটোতে।

শঙ্কিত কমান্ডার রাইকভ রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করল রানা। প্রথমে ধরল রুডেনকোকে। ওর ব্যাপারে যথাসাধ্য করে ধরল জ্যাকভকে। সবে ক্ষতে আইয়োডিন লাগিয়েছে, এমনি সময় চোখ মেলল জ্যাকভ। মুখ বিকৃত করে চকিতে হাত নিয়ে গেল মাথার পেছনে। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু বাধা দিল রানা।

'ওহ, গড, আমার মাথা!' ককিয়ে উঠল জ্যাকভ। কয়েকবার চোখ বুজল-খুলল সে। তারপর একবার মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল রানার দিকে। সেখান থেকে পাশে

ফেরাল দৃষ্টি। রুডেনকোকে দেখে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। ফিসফিস করে বলল, 'বেঁচে আছে তো? কে এমন করল?'

'কি করল?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাইকভ।

'ডাক্তার রুডেনকোকে আমার ওপর ফেলল কে?'

'মনে করতে পারছেন না?'

'মনে?' অস্বস্তি বোধ করছে জ্যাকভ। 'না, না তো…' কটে শুয়ে থাকা রুডেনকোর দিকে আবার চোখ পড়তেই থেমে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ও…ডাক্তার রুডেনকো পড়েছিল আমার ওপর।'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা, 'ওকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন?'

'ধরার চেষ্টা? না। সময়ই পাইনি। চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। ও আমার ওপর এসে পড়ল, তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই,' রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেশি ব্যথা পেয়েছে?'

'পেতে পারত। কপাল ভাল, বেঁচে গেছে। আপনারও কপাল ভাল ডাক্তার, মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। তা, কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'না, তেমন কিছু না,' উঠে বসল জ্যাকভ, 'আপনাকে সাহায্য করব?'

'আপনাকে ওসব এখন ভাবতে হবে না,' বললেন কমান্ডার রাইকভ, 'খেয়ে নিয়ে ঘুম দিন। পাক্কা বারো ঘণ্টা। ওয়ার্ডরুমে খাবার দিতে বলে দিচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে ম্লান হাসল জ্যাকভ। কট থেকে নেমে দাঁড়াল। 'বারো ঘণ্টা ঘুম সত্যিই দরকার আছে আমার।'

মাথা ঝাড়া দিল জ্যাকভ। নিজেকে পায়ের ওপর খাড়া রাখার চেষ্টা করছে। একটু সুস্থির হয়ে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। চলে গেল ওয়ার্ডরুমের উদ্দেশে।

'এখন?' দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন রাইকভ।

'অনুসন্ধান করুন, পড়ার আগের মুহূর্তে রুডেনকোর কাছাকাছি কে ছিল। ওর জ্ঞান ফিরে এলে অবশ্য ওর মুখ থেকেই জানা যেতে পারে।'

'কি বোঝাতে চাইছেন?' রানার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার।

'ও কি আপনাআপনি পড়েছিল, নাকি ধাক্কা মারা হয়েছিল, জানতে হবে না?'

'ধাক্কা!' ভুরু কোঁচকালেন কমান্ডার, 'কে? কেন?'

'কে সাত-আটজন লোককে খুন করল নভেলিতে? কেন?'

'হুঁ!' আর কোন কথা বললেন না রাইকভ। দীর্ঘ এক মুহূর্ত রানার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

রুডেনকোর কাছে একটা চেয়ারে বসল রানা। কটে শুয়ে থাকা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে ভাবছে কিছু।

পনেরো মিনিট পরে ফিরে এলেন রাইকভ। ঘরে ঢুকেই পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন রানার সামনে।

'সুবিধে করতে পারেননি,' বলল রানা।

'টেলিপ্যাথি জানেন নাকি আপনি?' ম্লান হাসলেন রাইকভ। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, সুবিধে করতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি, চীফ টর্পেডোম্যান ফিউদর

সুমিপভ রুডেনকোর আগে ব্রিজে পৌঁছেছিল। আচমকা চিৎকার শুনে ঘুরে চেয়েই আবছা দেখতে পায় উল্টে পড়ে যাচ্ছে কেউ। অন্ধকারে কে পড়ছে, ঠিক ঠাহর করতে পারেনি সে। চিৎকারটা অবশ্য রুডেনকোর বলেই মনে হয়েছে সুমিপভের।'

'উল্টে পড়ল? আশ্চর্য!' আপনমনেই বলল রানা। 'শরীরের বেশির ভাগই সেইলের ব্রিজে উঠে এসেছিল রুডেনকোর। এই অবস্থায় উল্টে যাওয়া! পিছলে যেতে পারত, কিন্তু তাহলেও দু'হাতে কোমিং চেপে ধরে পতন ঠেকাতে পারত।'

'কোন কারণে ফিরে চেয়েছিল হয়তো,' বললেন রাইকভ। 'তাছাড়া সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে কোমিং, ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'রুডেনকো পড়ে যেতেই কিনারে ছুটে এসেছিল বুঝি সুমিপভ?'

'হ্যাঁ।'

'দশ ফুটের মধ্যে কাউকে দেখেছিল?'

'কি করে দেখবে? অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না, সে তো আপনিও জানেন। দুই ডাক্তার পড়ে যেতেই নিচে টর্চ জ্বলেছিল। ওই আলো আরও অন্ধ করে দিয়েছিল তখন সুমিপভকে। তাছাড়া কে আছে না আছে দেখার চেয়ে, স্ট্রেচার আনার চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছিল তখন তার কাছে।'

'তারমানে অন্ধকারেই থেকে গেলাম।'

'তাই-ই মনে হচ্ছে।'

রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবল রানা। কমান্ডারকে বলল, 'আজ রাতে গ্যাকোর কোন কাজ আছে?'

'কেন?'

'রুডেনকোকে আজ রাতে পাহারা দেবে।'

'পাহারা!' গলার স্বরে কোন পরিবর্তন নেই কমান্ডারের, তবে দুই চোখের পাতা অতি সামান্য একটু বুজে এল। 'তার মানে আপনি শিওর, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়?'

'জানি না, তবে কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ভয়ঙ্কর এক কিংবা একাধিক খুনী রয়েছে আমাদের মধ্যে। যদি সত্যিই রুডেনকোর ব্যাপারটা কোন দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে, আবার আঘাত আসবে তার ওপর। এবং এবারে আর মিস করতে চাইবে না খুনী।'

'কিন্তু একজন ডাক্তার কার কি বিপদের কারণ হতে পারে? রুডেনকো সম্পর্কে যতটা জানি আমি, ওর কোন শত্রু নেই।'

'আপনার প্রশ্নের এখুনি কোন জবাব দিতে পারছি না, কমান্ডার। কিন্তু গ্যাকোকে চাই আমি। রুডেনকোর পাহারায় থাকতেই হবে আজ ওকে।'

'পাবেন,' হাসলেন কমান্ডার। 'বেশি তর্ক করলে তো আবার মস্কোর ভয় দেখিয়ে বসবেন।'

রাইকভ চলে যাবার ঠিক দুই মিনিট পরেই এসে হাজির হলো গ্যাকো। হালকা-বাদামী রঙের শার্টের ওপরে সাবমেরিন-অফিসারের ওভারল পরেছে। মুখ-চোখ গম্ভীর। তার স্বভাব অনুযায়ী রানাকে দেখে হাসল না। রুডেনকোর কটের

দিকে একবারও তাকাল না গ্যাকো। সোজা এসে রানার সামনে দাঁড়াল, 'আমাকে ডেকেছ?'

'বসো, গ্যাকো।'

গ্যাকো বসল। তার প্যান্টের একদিকের পকেট উঁচু হয়ে ফুলে আছে। সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ওটা?'

এবারেও হাসল না গ্যাকো। বলল, 'সব সময়েই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখতে পছন্দ করি আমি।'

'এই বিশেষ যন্ত্রটা দেখি তো।'

দ্বিধা করল গ্যাকো। কি ভাবল, তারপর শ্রাগ করল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করে আনল জিনিসটা। চকচকে ইস্পাতের একটা পাইপ রেঞ্চ।

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল রানা।

'চমৎকার লোক তুমি, গ্যাকো,' বলল রানা, 'মানুষের মাথার খুলি কংক্রিটের তৈরি ভাবছ নাকি? এটা দিয়ে কারও মাথায় আলতো করে একটা টোকা দিলেই খুনের দায়ে দড়িতে ঝুলবে তুমি।'

টেবিলে রাখা মেডিক্যাল ট্রে থেকে এক রোল ব্যান্ডেজ তুলে নিল রানা। 'রেঞ্চের মাথায় গজ দশেক জড়িয়ে নিলে কার্যকারিতা কমবে একটু।'

'কি বলছ, ঠিক বুঝতে পারছি না,' যান্ত্রিক শোনাল গ্যাকোর কণ্ঠ।

'বুঝিয়ে দিচ্ছি,' গ্যাকোর অনুপস্থিতিতে এ-পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বলল রানা সংক্ষেপে। সবশেষে জানাল, 'রুডেনকোকে পাহারা দিতে হবে।'

কিছুই বলল না গ্যাকো। কিন্তু চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। এই প্রথম রুডেনকোর কটের দিকে চাইল। তারপর আবার চোখ ফেরাল রানার দিকে।

'তেমন মারাত্মক নয় রুডেনকোর আঘাত,' বলল রানা, 'তবে আজ রাতে হুঁশ না-ও ফিরতে পারে। দ্বিতীয়বারে আর ভুল করতে চাইবে না খুনী, পাকাপোক্ত কাজ করবে।'

নিজেকে আবার স্বাভাবিক করে নিয়েছে গ্যাকো। চেহারার মতই গলাটাও যান্ত্রিক, 'তারমানে আমাদের দোস্ত আবার আঘাত হানতে চাইবে?'

'চাইবে। আমি, কমান্ডার রাইকভ আর লেফটেন্যান্ট রুস্তভ ছাড়া এঘরে আর কারও প্রবেশ সহ্য করবে না আজ রাতে। তবে দেখো, মরে না যায় আবার। হুঁশ ফিরলেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে হবে।'

'রেঞ্চের মাথায় দশগজ ব্যান্ডেজ জড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছ তাহলে?'

'হ্যাঁ, এই নাও,' রেঞ্চ আর ব্যান্ডেজের রোল গ্যাকোর হাতে তুলে দিল রানা। 'আবার হুঁশিয়ার করছি, মেরে ফেলো না। কানের পেছনে আলতো একটা টোকা, ব্যস। পেছনের ওই পর্দাটার আড়ালে বসে থাকবে।' একটা হাত রাখল গ্যাকোর কাঁধে। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নভেলিতে কিরিমের দেখাশোনা করার জন্যে।'

রোল খুলে ব্যান্ডেজ জড়ানো শুরু করল গ্যাকো রেঞ্চের মাথায়। প্যাঁচাতে-প্যাঁচাতেই একবার চোখ তুলে চাইল পাশের কার্টুন-সজ্জিত বাল্কহেডের দিকে।

'ব্যাটা কখন আসবে, কে জানে!'

গ্যাকোকে রেখে বেরিয়ে এল রানা। খুনী হোক বা না হোক, ওরা তিনজন ছাড়া অন্য যে-ই গ্যাকোর সামনে পড়বে আজ রাতে, কপালে খারাবি আছে তার, ভাবল রানা। তবে এছাড়া আর কোন পথ নেই। সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে এখন। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো রানা, জানে না, রুডেনকোকে পাহারা দেবার জন্যে গ্যাকোকে রেখে এসে ভুল করেছে সে। জানে না, ভুল লোককে পাহারা দেবার জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করেছে।

এতই দ্রুত এতই আচমকা দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটল, সতর্ক হবার অবকাশও পেল না রানা।

কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র মেডিক্যাল স্টোরেজ রুম থেকে বের করা দরকার। রুডেনকো অজ্ঞান, তাই স্টোরে ঢোকার অনুমতি চাইল রানা রাইকভের কাছে এবং পেল।

কিন্তু প্রথমেই স্টোরে না ঢুকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ সারল রানা। স্টেশন নভেলিতে দুই যমজ ভাইকে দেখে ফিরে এল রাত দশটা নাগাদ। খুঁজে বের করল সাসকিনকে। তার কাছেই স্টোরের চাবি দিয়ে নিজের কেবিনে গেছেন রাইকভ। নির্জন কন্ট্রোলরুম, শুধু রানার অপেক্ষায় বসে আছে সাসকিন।

আগে আগে চলল সাসকিন, পেছনে রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা ইনারশিয়াল-নেভিগেশন রুমে। এখানে ঢুকলেই কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে রানার মনে। চারদিকের বিপুল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলোর মাঝে নিজেকে একটা ইলেকট্রনিক রোবট বলে মনে হয়।

ইলেকট্রনিক রুমের এক কোণে মেঝেতে একটা বিশাল হ্যাচ, এগিয়ে গিয়ে হ্যাচের লকটা খুলল সাসকিন। রানা আর সে ধরাধরি করে ওপরের দিকে টেনে তুলল ঢাকনিটা। একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন হবে, অনুমান করল রানা। একটা স্ট্যান্ডিং ল্যাচ-এ ঢাকনির হুক আটকে খাড়া করে রাখা হলো।

ঢাকনির ভেতরের পিঠে পর পর তিনটে আংটা ঝালাই করে লাগানো। নিচের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠার সময় এই আংটাকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইস্পাতের মই বেয়ে নেমে গেল সাসকিন। সুইচ টিপে লাইট জ্বালল। এরপর নেমে গেল রানা।

ছোট্ট স্টোর রুম। কিন্তু লেনিনগ্রাদের অন্যান্য ঘরের মতই জিনিসপত্রে ঠাসা। জিনিসপত্র বলতে এখানে ওষুধ আর মেডিক্যাল সাজসরঞ্জাম, সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। রুডেনকোর কাজ। প্রতিটি ওষুধের বাক্স, সাজসরঞ্জামের গায়ে নিখুঁত লেবেল আটকানো। তিন মিনিটেই প্রয়োজনীয় সব ওষুধ ইত্যাদি বের করে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরে ফেলল রানা। ব্যাগটা সাসকিনের হাতে দিয়ে আগে আগে মই বেয়ে উঠে গেল।

মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে নিচে হাত বাড়াল রানা। ব্যাগটা এগিয়ে দিল সাসকিন। লাইট নেভাল। মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। রানা বেরিয়ে গেলে সে উঠে আসবে।

ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে সাপোর্টিং আংটা ধরার জন্যে বাঁ হাত বাড়াল রানা। একটা আংটা চেপে ধরল। চাপ দিয়ে হ্যাচের বাইরে তুলতে গেল নিজেকে। কিন্তু বেরোনো হলো না। তার পরিবর্তে একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের ভারী ঢাকনিটা পড়ল দড়াম্ করে।

এক সেকেন্ডের কয়েক ভাগের এক ভাগ সময়ে নিজের অজান্তেই মাথাটা নিচু করে ফেলল রানা। তাইতেই বেঁচে গেল মাথা। যদি সরে আসতে না পারত, ঢাকনিটা পড়ত তার মাথায়, খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে যেত এতক্ষণে। বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু একেবারে অক্ষত রইল না। হ্যাচ-কোমিং-এ মাথার এক পাশ ডলা খেলো। ছড়ে গেল অনেকখানি জায়গা। আর বাঁ হাতের কব্জি পর্যন্ত চাপা পড়ল কোমিং ও ঢাকনার মাঝখানে।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল রানা। ব্যাগটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। পড়েছে গিয়ে সাসকিনের মাথায়।

'কি, কি হলো, ডাক্তার?' নিচ থেকে সাসকিনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল।

'লাইট জ্বালো। এসো, জলদি! ঢাকনি সরাতে সাহায্য করো আমাকে!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা।

'মধ্যমা আর কড়ে আঙুল গেছে আপনার, ডাক্তার রানা,' বলল জ্যাকভ। রানার বাঁ হাত নিজের হাতের তালুতে রেখে টিপেটুপে পরীক্ষা করছে।

'মানে?' পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার রাইকভ।

'ভেঙে গেছে। দু'জায়গায়।'

'ঠিক হবে তো?' উৎকণ্ঠা ঝরছে কমান্ডারের গলায়।

'তা হবে,' অনিশ্চিত শোনাল জ্যাকভের কণ্ঠ। 'তবে সময় লাগবে।'

আপনমনেই কি বিড় বিড় করলেন কমান্ডার। তারপর ঘুরে চাইলেন সাসকিনের দিকে। কঠিন গলায় বললেন, 'তোমার মত একজন দক্ষ জাহাজী এমন কেয়ারলেস হবে, ভাবিনি! ভাল করেই জানা আছে তোমার, স্ট্যান্ডিং ল্যাচে হ্যাচ কভার আটকানোর পর চেক করতে হয়। দেখতে হয় ঠিক আছে কিনা। চেক করোনি কেন?'

'করেছি, স্যার,' বলল সাসকিন। অসহায় বোধ করছে কেমন যেন, অস্বস্তি বোধ করছে। 'ল্যাচ আটকানোর ক্লিক শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি। এরপরও টেনেটুনে দেখছি। ঠিকমতই লেগেছিল ল্যাচ। হলপ করে বলতে পারি।'

'লেগেছিল? তাহলে খুলল কি করে?' ধমকে উঠলেন কমান্ডার। 'আসলে ভালমত লাগেনি ল্যাচ। ক্লিক শব্দ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভালভাবে আটকায়নি। তাই না?'

রানার হাতের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সাসকিন। কি জবাব দেবে?

এক মুঠো বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেট রানার হাতে তুলে দিল ডাক্তার জ্যাকভ। 'খেয়ে ফেলুন। আরাম পাবেন। আর এই যে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম, পানি লাগাবেন না,' প্রফেশনাল ভঙ্গিতে কিছু নিয়মমাফিক কথা যান্ত্রিকভাবে বলে গেল জ্যাকভ। তারপর জিভ কাটল। 'ছি-ছি, একজন ডাক্তারকে এসব কি বলছি!'

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি?' আবার ধমকে উঠলেন রাইকভ। 'যাও এখান থেকে! যত্তোসব অপদার্থ জুটেছে আমার কপালে!'

মাথা নিচু করে অপরাধীর মত বেরিয়ে গেল সাসকিন। সেদিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই শোনালেন কমান্ডার, 'গাফিলতি! কাল সকালে বিচার করব এর!'

'আমিও যাই, ঘুমোইগে,' নিজের ব্যাগ আর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে উঠে চলে গেল জ্যাকভ।

'হয়তো কাল সকালে নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'তারপরের দিন কিংবা আরও কয়েকদিন পরের কোন সকালে দুর্ব্যবহারের জন্যে সাসকিনের কাছে মাপ চাইতে হবে আপনাকে, কমান্ডার।'

'মানে?' সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকালেন রাইকভ। ভুরু কুঁচকে গেছে। বরফের মত শীতল চোখের দৃষ্টি।

'ঝুঁকি নিয়েছিল কেউ,' বলল রানা। 'তবে বেশি নয়, কারণ ওই সময়ে সাবমেরিনের বেশির ভাগ লোকই ঘুমিয়ে গেছে। কন্ট্রোল রুমও নির্জন ছিল। সুযোগটা নিয়েছে সে। খাবার সময় আপনার কাছে স্টোর রুমে যাবার অনুমতি চেয়েছিলাম। ওই সময় ওখানে ছিল সে, আপনি অনুমতি দিয়েছেন শুনেছে। খাওয়া শেষ হলে ঘুমোতে চলে গেছে বেশিরভাগ লোক। আমি গিয়েছি নভেলিতে। সাসকিন চাবি নিয়ে বসে ছিল আমার অপেক্ষায়। সে ছাড়া দ্বিতীয় আরও একজন বসে ছিল। আমি স্টেশন থেকে ফিরে এসে সাসকিনকে নিয়ে স্টোর রুমে নেমে গেলে নিঃশব্দে হ্যাচের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওষুধ নিয়ে আমি আগে উঠে আসব কি সাসকিন উঠে আসবে, জানত না সে, ওই জায়গাটায় জুয়া খেলেছে। আমি আগে উঠলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে, আর যদি না-ই আসি, তো তেমন কিছু যায় আসে না। শুধু বুলিনের মত আরেকটা জীবন অকারণে যাবে। আসলে, আমরা স্টোরে নেমে যাবার পর ল্যাচ খুলে দেয়া হয়েছিল, কমান্ডার।'

'এখুনি যাচ্ছি আমি,' খেপার মত বললেন কমান্ডার। 'যে-ই কাজটা করে থাকুক, কেউ না কেউ তাকে দেখেছে। তদন্ত করে দেখলে...'

'খামোকা সময় নষ্ট করবেন, কমান্ডার,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'অত অসাবধান সে নয়। তাছাড়া এখুনি হৈ চৈ করলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। আরও বেশি সাবধান হয়ে পড়বে সে, ডুব মারবে গভীর পানিতে। তখন তাকে খুঁজে বের করাই কঠিন হবে।'

'তাহলে নভেলির সব ক'টাকে ধরে কোন কেবিনে তালা বন্ধ করে রাখব। বন্দরে পৌঁছার আগে ছাড়ব না একজনকেও।'

'সেক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ওই খুনীকে কোনদিনই হয়তো খুঁজে পাব না। তাকে মুক্ত রাখতে হবে, তার নিজের পথে চলতে দিতে হবে। অনেক মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে আমাদের আসল লোকটিকে।'

'কিন্তু এটা হতে দিতে পারি না। খুনী মুক্ত থাকলে, জাহাজসুদ্ধ সবাইকে বিপদে ফেলতে পারে'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, কমান্ডার।'

'কি করতে বলছেন তাহলে?'

'সকালে উঠেই তদন্ত কমিশন বসাব। জিজ্ঞাসাবাদ করব নভেলির প্রত্যেকটি লোককে। অবশ্য খুনখারাবির কথা বলব না কিছু। জিজ্ঞেস করব কি করে আগুন লাগল, দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটল, ইত্যাদি ইত্যাদি। সতর্ক থাকলে হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু আবিষ্কার করেও ফেলতে পারি ওদের কথা থেকে।'

'তাই ভাবছেন, না?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন কমান্ডার, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি খুনখারাবির কথা না বললেও খুনী ঠিকই অনুমান করে ফেলেছে আপনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন নইলে এই আঘাত আসত না আপনার ওপর।'

'সন্দিগ্ধ হয়েছি বলেই আমাকে খুন করতে চেয়েছে, ভাবছেন?'

'এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?'

সেজন্যেই কি রুডেনকো মরতে মরতে বেঁচেছে, মনে করছেন? ডাক্তার তো আমার মত লোক নয়।'

'কি জানি! ওর ব্যাপারটা আসলেই দুর্ঘটনা হতে পারে।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু এর উল্টো ব্যাপারটাই বেশি বিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার। দেখা যাক, আগামীকাল কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা। চেষ্টা করে যেতে হবে।'

রানা নিজের কেবিনে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেল। রুস্তভ ঘুমে অচেতন। লাইট জ্বালিয়ে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাল না রানা। কাপড়চোপড় কিছুই খুলল না, শুধু পা থেকে জুতো খুলে ফেলল। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা কম্বল টেনে নিল গলা পর্যন্ত।

ঘুমোল না রানা। ঘুমোতে পারছে না। অসহ্য ব্যথা ... ভাঙা আঙুলে। দুই বার পকেট থেকে জ্যাকভের দেয়া বেদনা-নাশক ট্যাবলেট বার করল, দু'বারই না খেয়ে আবার পকেটে রেখে দিল।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে রানা। সিদ্ধান্তে এসে গেছে, কেউ, কোন কারণে চাইছে না লেনিনগ্রাদে কোন ডাক্তার থাকুক। কিন্তু কেন? আরও আধ ঘণ্টা নিজের মনের কাছেই উত্তরটা খুঁজল রানা, তারপর হঠাৎই উঠে বসল বিছানায়। জুতো পরল না। মোজা পায়েই রওনা দিল সিক-বের দিকে

নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, আবার নিঃশব্দেই ভেজিয়ে দিল পাল্লা। একটা অল্প পাওয়ারের লাল আলো জ্বলছে ঘরে। ম্লান আলোয় নিজের কটে রুডেনকোকে পড়ে থাকতে দেখল রানা সুইচ টিপে ছাতে বসানো আলো জ্বালল সে। আচমকা তীব্র আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘর, চোখ মিট মিট করল রানা।

পর্দাটার দিকে তাকাল একবার। সামান্যতম দুলছে না। একেবারে নিথর, ঝুলছে অনড় হয়ে।

'বাড়ি মেরে বসো না, গ্যাকো। আমি, রানা।'

পর্দা এক পাশে সরিয়ে বেরিয়ে এল গ্যাকো। ডান হাতে আলতোভাবে ঝুলছে ব্যান্ডেজ-জড়ানো রেঞ্চটা। চেহারায় হতাশা।

'তোমাকে আশা করিনি,' বলল গ্যাকো। 'হাতটা নিশপিশ করছে, কারও মাথায়...' রানার হাতের দিকে চোখ পড়তেই চমকে থেমে গেল, 'রানা, তোমার

হাত! কি হয়েছে?'

'আমাদের দোস্ত একটু মজা করেছে, এই আর কি,' হাসল রানা। 'আমার বেঁচে থাকাটা পছন্দ হচ্ছে না তার কোন কারণে।'

কি ঘটেছে, সংক্ষেপে জানাল রানা।

'এই জাহাজে, রুস্তভকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করো তুমি, গ্যাকো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পিনিন,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল গ্যাকো।

'কাউকে না জাগিয়ে, চুপচাপ লুকিয়ে তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারো?'

কোন প্রশ্ন করল না গ্যাকো। শুধু বলল, 'সে হাঁটতে পারে না, তুমি জানো রানা।'

'ওকে বয়ে আনার মত গায়ের জোর তোমার আছে।'

হাসল গ্যাকো। ফিরে এল তিন মিনিট পরেই। পিনিনকে নিয়ে এসেছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল রানার সব কথা বুঝিয়ে বলতে। তারপর গ্যাকোকে জানাল, আর রুডেনকোকে পাহারা দিতে হবে না। বেরিয়ে গেল দু'জন।

নিজের কেবিনে আবার ফিরে এল রানা।

এখনও ঘুমিয়ে আছে রুস্তভ। লাইট জ্বালতেও বিন্দুমাত্র নড়ল না, একইভাবে ঘুমিয়ে রইল।

ধীরে ধীরে ফারের পোশাক পরল রানা। বাঁ হাত অকেজো, প্রচণ্ড ব্যথা। কাপড় পরতে খুবই অসুবিধে হলো। ব্রিফকেস খুলে ট্রাক্টরের অয়েল ট্যাংকে রাখা মাউজার পিস্তল, রবার-মোড়ানো ম্যাগাজিন দুটো আর ভাঙা ছুরিটা বের করল। ট্রাউজারের পকেটে জিনিসগুলো রেখে ব্রিফকেস বন্ধ করে লাইট নেভাল। আবার বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে।

কন্ট্রোলরুমে ঢুকে দেখল একজন অফিসার ডিউটি দিচ্ছে। কমান্ডারের নতুন নির্দেশ হয়তো, ভাবল রানা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল অফিসার। আহত দুই যমজ ভাইকে দেখতে যাচ্ছে, অফিসারকে জানাল রানা। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই অফিসারের, শুধু একদিকের একটা ভুরু অতি সামান্য উঠল-নামল একবার।

বাঙ্কহাউসে এসে দুই যমজ ভাইকে পরীক্ষা করল রানা। দু'জনেরই অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ওদের পাহারায় নিয়োজিত দু'জন ক্রুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল আবার। কিন্তু প্রথমেই লেনিনগ্রাদে ফিরে গেল না। ট্রাক্টর শেডে গিয়ে ঢুকল। পকেট থেকে পিস্তল, ম্যাগাজিন আর ভাঙা ছুরি বার করে আবার রেখে দিল পেট্রোল ট্যাংকে।

তারপর ফিরে গেল সাবমেরিনে।

সাত

'এসব প্রশ্ন করতে আমারও ভাল লাগছে না ' কণ্ঠে মধু ঢালছে রানা, 'কিন্তু কি করব। সরকারী আদেশ। আমি এবং আপনারা সবাই সরকারী লোক। কি করে নভেলিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে জেনে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেডিওতে কর্তৃপক্ষকে জানানোর আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, ঘর ভর্তি লোকের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আগুনটা লাগল কি করে, জানা আছে কারও?'

নিজেকে শুধু ডাক্তারই নয়, নভেলির আহত আর লেনিনগ্রাদের ক্রু-অফিসারদের কাছে সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলে ঘোষণা করেছে রানা একটু আগে। রানার কথা মেনে নিয়েছে বেশির ভাগ লোকেই। আহতদের উদ্ধার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবে সরবরাহ মন্ত্রণালয়, এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর আহত লোকের চিকিৎসার জন্যে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, এ তো সহজ কথা। কাজেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে খুব একটা অসুবিধে হলো না রানার।

'আগুন যে লেগেছে এটা প্রথম আবিষ্কার করি আমি,' একটু দ্বিধা করে বলল নভেলির বাবুর্চি, আনাতালি অভয়। এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু উন্নতির পরিষ্কার লক্ষণ চেহারায়। হলঘরে এই সকালে উপস্থিত নভেলির আহত আটজনের মতই রাতের ঘুম, উন্নতমানের খাবার আর গরম পোশাক চাকচিক্য এনেছে অভয়ের চেহারায়ও। অবশ্য পোড়াক্ষত আর ফ্রস্ট-বাইটের দাগগুলো বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন কুমারভকেও এই সকালে আর ততটা কাহিল মনে হচ্ছে না। মাত্র আধঘণ্টা আগে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে গোগ্রাসে খাবার গিলেছে সে।

'রাত দুটো হবে তখন,' বলে গেল অভয়, 'আগুন ভালমতই ধরে গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি...'

'কোথায় ঘুমোচ্ছিলে তুমি?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রান্নাঘরে। ওটাকেই ডাইনিং হলও বানিয়েছিলাম আমরা। উত্তর সারির পশ্চিম মাথার ঘরটা।'

'একাই ঘুমোচ্ছিলে?'

'না। মিকো, খায়রভ আর ননেটিও ছিল আমার সঙ্গে। ঘরের একপাশে শুয়েছিলাম আমি আর মিকো। দুইদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা দুটো বিশাল আলমারি। খাবার আর রান্নার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম রাখা ওগুলোতে। ঘরের অন্যপাশটা টেবিল পেতে ডাইনিং হল হিসেবে ব্যবহার হত। এখানেই শুয়েছিল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান দু'জন, মানে খায়রভ আর ননেটি।'

'দরজার কাছাকাছি ছিল ওরা?'

'ঠিকই ধরেছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, খুক-খুক করে কাশতে শুরু করেছি। ঘরের পুবের দেয়ালে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

মিকোকে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই উঠে দৌড় দিলাম। দরজার কাছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার। থাবা মেরে ব্র্যাকেট থেকে খুলে আনলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বিকল হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, কাজ করল না। আবার ছুটলাম। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে ঘর। আন্দাজে ছুটে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিলাম খায়রভ আর ননেটিকে, চেঁচিয়ে বেরিয়ে যেতে বললাম। বেরিয়ে যাবার সময় আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল মিকো। ক্যাপ্টেন কুমারভকে খবর দিতে বললাম তাকে।'

'ক্যাপ্টেন কুমারভকে জাগিয়েছিলে তুমি?' মিকোকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওঁর খোঁজেই যাচ্ছিলাম। পুরো এলাকাটাই তখন জ্বলছে দাউ দাউ করে, যেন দাবানল। বিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে আগুনের শিখা! বাতাসে পোড়া তেলের ঝাঁঝাল গন্ধ। তেলের ড্রাম বার্স্ট করল, এদিক-ওদিক তেল ছিটকাল। প্রতিটা বিন্দুর সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছিটকে পড়ল আগুন। এই আগুন আর তেল এড়িয়ে অনেক ঘুরে যেতে হয়েছিল আমাকে।'

'পুব দিক থেকে বাতাস বইছিল?'

'দক্ষিণ-পুব। কিংবা বলা যায় পুব-দক্ষিণ-পুব। যাই হোক, জেনারেটর হাউসের ওদিক দিয়ে অনেকখানি ঘুরে গিয়েছিলাম আমি, বাঙ্কহাউসে। ওখানেই আমাদের পেয়েছেন।'

'তারপর ক্যাপ্টেনকে জাগিয়েছিলে?'

'আগেই জেগে গেছেন তিনি, বেরিয়ে চলে গেছেন। আর জাগবেন না কি, যেভাবে তেলের ড্রামগুলো ফাটছিল! মরা জিন্দা হয়ে যায় কান ফাটানো সেই বিচ্ছিরি শব্দে! ক্যাপ্টেন আর···এই যে ও, বুয়েল, এঁরা দু'জন ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে মেজর কিরিমের ঘরের আগুন নেভাতে চেষ্টা করছেন তখন প্রাণপণে।'

'ফুয়েল স্টোরের সোজা পশ্চিমের ঘরটা তো?'

'হ্যাঁ। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ব্যস্ত ক্যাপ্টেন, কিন্তু এতই উত্তাপ, কাছে ঘেঁষতে পারছেন না বাতাসে ক্রমাগত তেল ছিটকাচ্ছে, এক্সটিংগুইশার ফোমই জ্বলছে বলে মনে হলো আমার, আগুন নেভাবে কি!'

'আগের প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক,' হাত তুলে বলল রানা, 'আগুন লাগল কি করে?'

'নিজেরাই হাজার বার আলোচনা করছি আমরা,' কথা বলল ডাক্তার জ্যাকভ। 'কিন্তু হদিস পাইনি। তবে অনুমান করেছি, আগুনটা শুরু হয়েছে ফুয়েল স্টোর থেকে। কিন্তু কি করে আগুন লাগল,' দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়াল ডাক্তার, 'না, ডাক্তার, আমরা জানি না। কিন্তু এখন আর ওসব জেনে, কোন লাভ আছে কি?'

'আছে, অবশ্যই আছে। এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, ব্যবস্থা নিতে হবে এরপর থেকে। দুর্ঘটনার কারণটা জানার জন্যেই বিশেষ করে পাঠানো হয়েছে আমাকে,' মিকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আচ্ছা, মিকো, ফুয়েল স্টোর আর জেনারেটর ঘরের দায়িত্ব ছিল তোমার ওপর। আগুন লাগার ব্যাপারে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'না। ইলেকট্রিক স্পার্ক হওয়া সম্ভব হতে পারে···কোন একটা ড্রামে ছিদ্র হয়ে

গিয়ে হয়তো অয়েল ভেপার উঠছিল। ওই ঘরে দুটো বড় বড় হীটার ছিল, ঘরের টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রীতে রাখার কাজে লাগত। তেলের বাষ্পকে হীটারের আগুন কোনভাবে ইগনাইট করেছিল কিনা কে জানে! কিন্তু আমার এই পাগলামি-চিন্তা বিশ্বাস করে বসবেন না যেন আবার।'

'সিগারেটের আগুনও কিন্তু তেলের বাষ্পে আগুন ধরাতে পারে।'

রক্ত জমল মিকোর মুখে। দেখুন কমরেড, আমাকে আমার কাজ শেখাবেন না। সিগারেটের আগুন! কচি খোকা নাকি আমি যে এই সহজ কথাটা জানব না? ফুয়েল স্টোরে বসে সিগারেট খাব...আপনি...'

'রাগারাগির কিছু নেই, মিকো,' নরম গলায় কথা বলল রানা, 'আসলে তোমাকে কিছু বলছি না আমি, শুধু সম্ভাবনাটার কথা ভাবছি।' অভয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মিকোকে তো ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠালে। তারপর?'

'রেডিওরুমের দিকে ছুটলাম। ঘরটা রান্নাঘরের দক্ষিণে. আর হ্যাঁ, মেজর কিরিমের ঘরের পশ্চিমে...'

'ল্যাবরেটরির টেকনেশিয়ান দু'জন? ডাইনিং হল ছাড়ার আগে শিওর হয়েছিলে, খায়রভ আর ননেটি জেগেছে?'

'না, ডাক্তার,' চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল অভয়। একটু কুঁজো হয়ে গেছে কাঁধ, চেহারা ভাবশূন্য। 'আমার দোষেই মারা গেছে ওরা। সাংঘাতিক পরিস্থিতি তখন ডাইনিং হলের ভেতরে দক্ষিণের দেয়াল জ্বলছে, ঘরের ভেতরে জ্বলন্ত তেল, ধোঁয়া পর্যন্ত যেন জ্বলছে। শ্বাস নিতে পারছিলাম না। কিন্তু সত্যি বলছি, ওই আগুনের মাঝেই দু'জনকে ডেকেছি আমি, জোরে চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়েছি।'

'আমি শুনেছি তার চিৎকার,' সাক্ষী দিল মিকো। 'সে সময় ওর পাশেই ছিলাম আমি।'

'ধাক্কা দিয়ে আর অপেক্ষা করিনি,' আগের কথার খেই ধরল অভয়, 'সোজা বেরিয়ে এসেছি। জানের ভয় সবারই আছে। আমি ভেবেছিলাম, আমার পেছনে পেছনেই বেরিয়ে আসছে খায়রভ আর ননেটি। কিন্তু তখন নিজের জান বাঁচানো ছাড়াও অন্য চিন্তা রয়েছে আমার মনে। অন্য ঘরের লোকদের হুঁশিয়ার করতে হবে, সামনে ছুটেছি শুধু, পেছনে তাকাইনি। হঠাৎই কি মনে করে পেছনে তাকিয়ে দেখি, ওরা নেই। দেরি হয়ে গেছে তখন।'

'রেডিওরুমের দিকে ছুটেছিলে, না?' আপনমনেই বলে রুডিনের দিকে তাকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানেই তো তুমি ঘুমোতে, না, রুডিন?'

'হ্যাঁ। আমি এবং আমার সহকারী, মিলাহাইল,' মৃত সহকারীর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুডিন। 'ঘরের পার্টিশানের ওপারে, মানে পুবের অংশে ছিলেন ডাক্তার জ্যাকভ। সামান্য পরিসর, কিন্তু তাতেই ওষুধপত্র, বিছানা আর আইস স্যাম্পল টেস্ট করার যন্ত্রপাতি রাখতেন ডাক্তার।'

'ওই ঘরটার পুবের অংশেই প্রথমে আগুন ধরার কথা, তাই না ডাক্তার?' আচমকা জ্যাকভকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরেও ছিল তাই ' স্বীকার করল জ্যাকভ। 'ঘুমের মাঝেই শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল আমার। প্রথমে মনে করেছিলাম দুঃস্বপ্ন, কিন্তু চোখ মেলে দেখি আমার

ওপর ঝুঁকে আছে ছেলেটা, মিলোর কথা বলছি। চেঁচাচ্ছে আর কাঁধ ধরে ঝাকাচ্ছে আমাকে। কি বলছিল, মনে করতে পারছি না, তবে নিশ্চয় আগুন লাগার কথাই বলছিল। কিন্তু তখনও অনুভূতি পরিষ্কার হয়নি আমার। পরক্ষণেই প্রচণ্ড চড় খেলাম দুই গালে। আমাকে পুরোপুরি জাগানোর চেষ্টা করেছে ছেলেটা। এরপর ভাল করে কিছু না বুঝেই লাফিয়ে উঠলাম। সব ডাক্তারদেরই যেমন হয়, হাতের লাঠি বা ছাতার মত, নিজের অজান্তেই আগে মেডিক্যাল কিটটা হাতে নিলাম। আরও কিছু যন্ত্রপাতি নেব কিনা ভাবার আগেই আমাকে ধাক্কা মেরে, প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল মিলো,' স্মৃতিচারণ করল ডাক্তার, 'তার মত ছেলে হয় না!'

'মিলাহাইলকে জাগাল কে?'

'অভয়,' জবাব দিল রুডিন। 'আমাকে আর মিলাহাইলকে...' দু'জনকেই ও জাগিয়েছে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে মারতে সমানে চেঁচিয়েছে। ও না এলে আমি আর ডাক্তার এতক্ষণে বরফের তলায় শুয়ে থাকতাম! ঘরের বাতাস সাংঘাতিক বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। অভয় আসতে আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলেই কাজ শেষ হয়ে যেত আমাদের। মিলাহাইলকে ডাক্তারকে জাগাতে বলেই দরজা খুলতে গিয়েছি আমি।'

'শুনে মনে হচ্ছে, তালা দেয়া ছিল দরজায়?'

'আটকে গিয়েছিল, তালা না। দিনের বেলায়ই বরফ জমে পাল্লা আটকে যায়, আর এ তো রাতের বেলা। ঘুমোতে যাবার আগে হীটার বন্ধ করে দিয়ে স্লীপিং-ব্যাগে ঢুকতাম আমরা, ফলে দরজায় বরফ জমত আরও বেশি। শুধু আমাদের ঘরই নয়, নভেলির সব ঘরের দরজায়ই এমন বরফ জমত। প্রায়ই আটকে যেত পাল্লা। সকালে কঠিন বরফের আস্তরণ ভেঙে দরজা খুলতে হত।'

'তারপর কি হলো?'

'দৌড় দিলাম,' বলল রেডিওম্যান। 'কালো ধোঁয়া আর তেলের উড়ন্ত ফোয়ারার জন্যে কিছু দেখতে পেলাম না। গজ বিশেক যাবার আগে বুঝলামই না, আসলে কি ঘটছে। পুরো ক্যাম্প এলাকায় আগুন! রাত দুটোয় বরফের দেশে আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখেন পুরো ক্যাম্পে শুধু আগুন আর আগুন, মাথা ঠিক থাকবে? কিন্তু আশ্চর্যই বলতে হবে, প্রথমেই একটা চিন্তা আমার মাথায় ঢুকল, এস.ও.এস. পাঠাতে হবে। আবার ফিরে গিয়ে ঢুকলাম রেডিও হাউসে।'

'আমাদের জীবনের জন্যে রুডিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ,' এই প্রথম কথা বলল বুয়েল। গোলাপী গালের এই লোকটা বেস-এর চীফ-টেকনিশিয়ান ছিল।

'থামো তো!' ধমকে উঠল রুডিন। 'কারও গুণকীর্তন গাইবার সময় এটা নয়!'

'আমাকে বলতে দাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল বুয়েল। 'ডাক্তার রানা ফুল রিপোর্ট চাইছেন আমাদের কাছে।' রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন কুমারভের পিছুপিছুই বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছি। মিকো ঠিকই বলেছে, কোন কাজই হচ্ছিল না। আগুন নেভাব কি, কাছেই এগোতে পারছিলাম না আমরা। ভয়ঙ্কর আগুনের জন্যে কাছেই যেতে পারছিলাম না, অথচ জানি আমরা, ভেতরে মেজর কিরিমসহ চারজন লোক আটকা পড়েছে। ওদের বের করে আনার কোন উপায় দেখছিলাম না।

রেডিওরুমের কি অবস্থা আমাকে দেখতে বললেন ক্যাপ্টেন। একটার ফোম শেষ হয়ে গিয়েছে, আরেকটা এক্সটিংগুইশার আনার জন্যে যাচ্ছেন তিনি, একথাও বললেন।

'রেডিও হাউসেও ভালমতই আগুন লেগেছে। ছুটে পশ্চিমের দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, উপুড় হয়ে পড়ে আছেন ডাক্তার জ্যাকভ, তাকে তোলার চেষ্টা করছে অভয়। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল অভয়, হাত লাগাতে বলল। একা টেনে সরাতে পারছে না সে ডাক্তারকে। এগিয়ে গেলাম। এই সময় ছুটে এল রুডিন। রেডিও হাউসের দরজার দিকে যাচ্ছে। পাগল হয়ে গেল নাকি রুডিন, অবাক হলাম! কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে আমাদের সরে যেতে বলল ও। বলল, যে করেই হোক পোর্টেবল রেডিওটা বের করে আনতে হবে। সব ক'টা তেলের ড্রাম শেষ, জেনারেটর শেষ, খাবার ঘরে আগুন লেগেছে। খবরটা জানিয়েই খোলা দরজা দিয়ে রেডিও হাউসে ঢুকে গেল রুডিন। আগুন জ্বলছে দরজার ফ্রেমে। ছাদ জ্বলছে, বেড়া জ্বলছে। যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। হু-হু করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। কি করে যে জ্যান্ত বেরিয়ে এল আবার সে সেটাই আশ্চর্য!'

'এজন্যেই ওর-মুখ আর হাত এমন পুড়েছে?' শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার রাইকভ। দূরে, ওয়ার্ডরুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন তিনি। এই আলোচনায় তাঁর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু সব কথা তাঁরও শোনা দরকার, এজন্যেই তাঁকে এখানে থাকতে অনুরোধ করেছে রানা।

'হ্যাঁ, কমরেড ক্যাপ্টেন।'

'রুডিনের প্রমোশন আর ঠেকানো গেল না,' মন্তব্য করলেন কমান্ডার।

'চুলোয় যাক প্রমোশন!' প্রায় খেঁকিয়েই উঠল রুডিন। 'আমার সঙ্গীদের কি হবে, শুনি? আমার তো সামান্য পুড়েছে মাত্র, কিন্তু মিলো? ও তো পুড়ে মরেই গেছে। তাকে কি প্রমোশন দেয়া হবে? কি করেছে ও, জানেন? ফিরে এসে রেডিও হাউসে ঢুকে দেখি, মেইন ট্র্যান্সমিটারের সামনে বসে আছে মিলো। শান্ত, স্থির। রেগুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে এস.ও.এস. পাঠাচ্ছে। ওদিকে আগুন ধরে গেছে তার কাপড়ে। টেনে-হিঁচড়ে চেয়ার থেকে নামিয়ে আনলাম ওকে, কয়েকটা নাইফ সেল নিয়ে বাইরে ছুটে যেতে বললাম। পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটারটা আর এক বাক্স ব্যাটারি নিয়ে আমিও ছুটলাম দরজার দিকে। ভেবেছি, আমার পেছনেই আসছে মিলো, কিন্তু আগুনের গর্জন আর ড্রাম বিস্ফোরণের শব্দে তার পায়ের আওয়াজ শুনলাম না। চোখে না দেখলে তখনকার দৃশ্য বলে বোঝানো কঠিন। ছুটে দূরে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে রেডিও আর ব্যাটারির বাক্স নামিয়ে রাখলাম। তারপর দ্বিতীয়বার ফিরলাম। অজ্ঞান হয়ে বরফের ওপর পড়ে আছেন ডাক্তার, তাঁর হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা করছে অভয়। মিলোকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। কিন্তু মিলোর কোন খবর দিতে পারল না সে। সোজা ছুটলাম দরজার দিকে। এই সময়ই আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়…'

'আকাশ ভাঙেনি,' ভুল শুধরে দিল বুয়েল। 'মেরেছিলাম ওকে আমি। পেছন থেকে কানের ওপর। নইলে আত্মহত্যা করত সে।'

'হুঁশ ফিরে পাবার পর তোমাকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছিল,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল রুডিন। 'বেচারা মিলো...'

'তা তো হবেই,' মুখ বাঁকাল বুয়েল। 'উপকারীকে বাঘে খায় তো। এমন জানলে হাতের সুখ মিটিয়ে নিতাম আরও কয়েকটা ঘুসি মেরে। সে যাকগে, তারপর কি হলো বলছি। ডাক্তার জ্যাকভের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল অভয়। খায়রভ আর ননেটির কথা মনে পড়ে গেছে তার। আরও কয়েকজন এসে জমায়েত হয়েছে আমাদের পাশে, তাদের মাঝে খায়রভ আর ননেটি নেই। ব্যস, ছুটল অভয়। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দরজার জায়গায় নাচানাচি করছে আগুন, ধোঁয়া বেরোচ্ছে গল গল করে। অভয়ের পিছু পিছু ছুটেছিলাম আমি। ওর ভাবগতিক বিশেষ সুবিধে মনে হলো না। রুডিনের মত এরও একই ইচ্ছে হয়েছে বুঝতে পেরে সেই একই ব্যাপার করলাম। লোককে পেটানোর নেশায় পেয়েছিল যেন। মারলাম তার কানের ওপর এক ঘুসি। ব্যস, চিৎপটাং।' অভয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুঃখিত আনাতোলি, কিছু মনে করো না। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে তখন। উপায় ছিল না।'

ডান কানের নিচে চোয়ালে হাত বোলাল অভয়। 'বড় শক্ত হাত তোমার, সের্গেই। এখনও ব্যথা আছে।'

'অভয়কে নিয়ে সরে এলাম নিরাপদ দূরত্বে,' আবার বলে গেল বুয়েল। 'এই সময় সুলভকে নিয়ে এসে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন কুমারভ। মেইন বাঙ্কহাউসে ঘুমিয়েছিল সুলভ। ক্যাপ্টেন বললেন, সমস্ত ফায়ার এক্সটিংগুইশার বরফে জমে গেছে, অকেজো। রেডিওরুমে মিলো আটকা পড়েছে, শুনলেন ক্যাপ্টেন। সুলভকে নিয়ে আবার গিয়ে ঢুকলেন বাঙ্কহাউসে। দু'জনে দুটো কম্বল পানিতে ভিজিয়ে দৌড়ুলেন রেডিও হাউসে। ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সরে দাঁড়াতে বললেন আমাকে ক্যাপ্টেন।' ম্লান হাসল বুয়েল, 'ক্যাপ্টেন কুমারভ কাউকে কোন আদেশ দিলে অমান্য করার উপায় থাকে না।'

থেমে দম নিল বুয়েল, তারপর আবার বলল, 'ভেজা কম্বল মাথায় ফেলে নিজেদের ঢেকে নিলেন ক্যাপ্টেন আর সুলভ। রেডিও হাউসে গিয়ে ঢুকলেন। কয়েক সেকেন্ড পরই মিলোকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। দু'জনেই জ্বলছেন মশালের মত। সুলভের কি হলো বুঝতে পারলাম না, বেরিয়ে এল না সে। ওদিকে মেজর কিরিমের ঘর আর বাবুর্চিখানার ছাদ ধসে পড়েছে। দুটো ধ্বংসস্তূপের কাছেও ঘেঁষা যাচ্ছে না। ভেতরের লোকগুলোকে আর বের করার দরকার নেই, বুঝলাম।'

'গুড,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'অগ্নিকাণ্ডের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছ তুমি। তারপর কি হলো?'

'দায়িত্ব নিলাম আমি,' কথা বলল জ্যাকভ, 'অবশ্য তেমন কিছু করতে পারিনি। ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই, কি করতে পারতাম? সবাইকে নিয়ে আগুনের কাছ থেকে সরে গেলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, ধীরে ধীরে নিভে এল আগুন। তেলের ড্রাম বিস্ফোরণের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। সবাইকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম বাঙ্কহাউসে। কিন্তু চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম

না। মিজে যথেষ্ট পুড়েছে, কিন্তু আমার সহকারী হিসেবে চমৎকার কাজ দেখাল রুডিন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যাদের, বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মিলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বুঝলাম, বাঁচানো যাবে না। এরপর আর কি?'

'পরের কয়েকটা দিন আর রাত খাবার পেলেন না কিছু, এই তো?'

'কিচ্ছু না। উত্তাপও নেই। জেনারেটর নেই, হীটার জ্বলবে কোত্থেকে? আলোও নেই, কোলম্যান ল্যাম্প ছাড়া। বরফ গলিয়ে খানিকটা খাবার পানি বের করতে পেরেছিলাম। সবাইকে আদেশ দিয়েছিলাম, যা কিছু পাওয়া যায় জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকতে। তাপ আর এনার্জি বাঁচানোর প্রয়োজন ছিল।'

'তোমারও খুব দুরবস্থা গেছে, রুডিন ' বলল রানা। 'মারাত্মক পোড়া-জখম নিয়ে এস.ও.এস. পাঠিয়েছ।'

'আমি একা নই,' বলল রুডিন। 'ডাক্তার জ্যাকভ নির্দেশ দিয়েছেন, এস. ও. এস. বন্ধ করা যাবে না। সমর্থ সকলেই পালা করে মেসেজ পাঠাবে। কঠিন কিছুই নয়। ব্যারেন্ট সাগরে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল বুয়েল। ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারও মেসেজ পাঠাতে সাহায্য করেছেন। মিকো আর অভয় তো রেডিওর সামনে বসেই সময় কাটিয়েছে। কসমোপভও প্রথম দিন হাত লাগিয়েছে, কিন্তু পুড়ে অন্ধ হয়ে গেছে বেচারা। চোখের যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত আর পারেনি।'

'পুরোপুরি আপনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন, না ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না না। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা শুধু···ওই সময়টা কেমন এক বিমূঢ়তার মাঝে কাটিয়েছেন ক্যাপ্টেন। তারপর শকটা কাটিয়ে উঠে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমি তো শুধু বড়ি গেলাতে জানি। নেতাগিরি করার লোক আলাদা, বিশেষ করে ওই ভয়াবহ সময়ে তো সঠিক পরিচালনা একটা সাংঘাতিক···না, কমরেড না, আমার ধাত পুরো আলাদা। ক্যাপ্টেন কুমারভই এ ব্যাপারে উপযুক্ত লোক।'

'কিন্তু আপনার কাজকর্মও প্রশংসার যোগ্য,' স্বীকার করল রানা। হলের প্রতিটি লোকের মুখের দিকে চাইল একবার করে। নভেলির আহতদের উদ্দেশে বলল, 'ডাক্তারকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেন না আপনারা। ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনাদের। সে যাই হোক, বেঁচে যে ফিরে আসতে পেরেছেন, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন।' একটু থেমে বলল, 'তবে আগুন লাগার কারণ আর বুঝি বের করা গেল না।' মিকোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগুন লাগার কারণ হিসেবে তোমার ধারণা নেহায়েত পাগলামি নয়, মিকো। তবে একটা শিক্ষা হয়েছে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের। ভবিষ্যতে ক্যাম্পের একশো গজের মধ্যে আর ফুয়েল স্টোর রাখবে না কেউ।'

মীটিং এখানেই শেষ করল রানা।

সিক-বেতে ফিরে এসেছে ডাক্তার জ্যাকভ। হুঁশ ফিরেছে রুডেনকোর। ওঠার চেষ্টা করেছে, কিন্তু জোর করে শুইয়ে রেখেছে তাকে জ্যাকভ। সামনে যথেষ্ট কাজ, কিন্তু সামাল দেয়ার যোগ্যতা জ্যাকভের আছে। পোড়া ক্ষতের ব্যান্ডেজ বদলানো, পিনিনের ভাঙা হাঁটুর এক্স-রে করা, ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হবে তাকে আগামী দুই ঘণ্টায়।

নিজের কেবিনে ফিরে এল রানা। ব্রিফকেস খুলে একটা ছোট্ট ওয়ালেট বের করল। ব্রিফকেসের তালা আবার লাগিয়ে দিয়ে এসে ঢুকল রাইকভের কেবিনে। লক্ষ করল হাসি নেই কমান্ডারের মুখে। অথচ যাত্রার শুরুতে রানাকে দেখলেই মুখ হাসি হাসি করে তুলতেন কমান্ডার।

রানাকে দেখেই কোনরকম ভূমিকা না করে কথা বলে উঠলেন রাইকভ, 'দুই যমজ ভাইকে যেমন করে হোক জাহাজে তুলতে চাই আমি। তাহলে যত তাড়াতাড়ি বন্দরে ফিরে যেতে পারব, মঙ্গল হবে সবার জন্যে। আপনার তদন্তে কোন ফল হবে না, বুঝতে পারছি। বন্দরে পৌছে যতক্ষণ না পুলিস ডাকতে পারছি, শান্তি পাব না। লেনিনগ্রাদে ভয়ঙ্কর খুনীকে নিয়ে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছি না আমি, মেজর।'

'তিনটে জিনিস,' ডান হাতের তিনটে আঙুল দেখাল রানা। 'এক, যমজ দুই ভাইকে জাহাজে তুলতে আরও কিছু দেরি করতে হবে। দুই, পুলিস এই মহা ধুরন্ধর খুনীর টিকিও ছুঁতে পারবে না। এবং তিন, আজকের জিজ্ঞাসাবাদে কিছু লাভ হয়েছে। তিনজন লোক সন্দেহমুক্ত হয়ে গেছে আমার কাছে।'

'কিছু একটা মিস করেছি নিশ্চয়ই আমি।'

'না। আমি এমন কিছু জানি, যা আপনার জানা নেই। ল্যাবরেটরিতে একটা ফ্লোরবোর্ডের নিচে চল্লিশটা নাইফ সেল আছে। তাজা, কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে।'

'আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'খামোকা কাউকে কিছু বলতে নিষেধ আছে আমাদের।'

'লোকের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না তাহলে আপনার?'

'লজ্জা দিচ্ছেন। কাজের কথায় আসি, ওই ব্যাটারি সেলগুলো কে ব্যবহার করেছিল, প্রশ্ন জাগে না মনে? এস.ও.এস. পাঠাতে যারা বাঙ্কহাউস ছেড়েছে তাদেরই কেউ ব্যবহার করেছে ওই ব্যাটারি। বাঙ্কহাউস থেকে নড়তে পারেনি দুই যমজ ভাই, আর ক্যাপ্টেন কুমারভ। বাকি রইল মিকো, অভয়, ডাক্তার জ্যাকভ, বুয়েল, কসমোপভ আর রুডিন। এই ছয়জনের মধ্যেই কেউ একজন খুনী।'

'নাইফ সেলগুলো কি কাজে ব্যবহার করেছিল?' জানতে চাইলেন রাইকভ। 'আর যদি তাদের কারও তাজা ব্যাটারি আছে জানা থাকত, কেন খামোকা শক্তি শেষ হয়ে আসা ব্যাটারি ব্যবহার করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?'

'সব প্রশ্নেরই জবাব থাকে,' ঘুরিয়ে কথা বলল রানা। 'সব প্রশ্নেরই জবাব পাবেন। তার আগে এটা দেখুন,' ওয়ালেটের ভেতর থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করল সে। বাড়িয়ে ধরল কমান্ডারের দিকে।

'হুঁম,' পড়ে কার্ডটা আবার ফেরত দিতে দিতে বললেন কমান্ডার, 'কাউন্টার এসপিওনাজ। স্পেশাল এজেন্ট—খাস কে.জি.বি-র! কিন্তু প্রয়োজন না পড়লে তো পরিচয় পত্র দেখায় না স্পাইরা?'

'তিনটে কারণ,' আবার তিন আঙুল দেখাল রানা। 'আমার ওপর বিশ্বাস জন্মাতে চাই আপনার, কারণ আপনার সাহায্য আমার দরকার। এত সবকিছুর মূল

কারণটাও জানা দরকার এখন আপনার। পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি স্যাটেলাইট মিসাইল-ট্র্যাকার ক্যামেরার নাম শুনেছেন কখনও?'

'চমৎকার গালভরা নাম,' বিড়বিড় করলেন রাইকভ, 'না।

'কসমস বা সামোস-এর নাম শুনেছেন? স্যামোস ফাইন্ডার?

স্যাটেলাইট অ্যান্ড মিসাইল অভজারভেশন সিসটেম?' মাথা ঝাঁকালেন রাইকভ। 'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু এসবের সঙ্গে নৃশংস এক খুনীর কি সম্পর্ক?'

সম্পর্কটা জানাল রানা বিস্তারিত। একবারও বাধার সৃষ্টি না করে গভীর মনোযোগে শান্তভাবে রানার প্রতিটি কথা শুনলেন কমান্ডার। তারপর চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'উত্তর জানা হয়ে গেছে আপনার, বুঝতে পারছি। কিন্তু কে? হারামজাদাকে এখুনি ধরে হাতকড়া লাগাচ্ছেন না কেন?'

'হাতকড়া লাগাবেন?'

'লাগাব মানে?' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, 'কেন, আপনার ইচ্ছে নেই?'

'জানি না এখনও। তবে, আমার মনে হয় ওকে একটু সময় দেয়া উচিত। ওকে ধরার আগে দলের রাঘব বোয়ালগুলোর নাম ঠিকানা জেনে নিতে চাই আমি। তাছাড়া, খুনী একজন না হয়ে একাধিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে সব ক'টাকে ধরা দরকার।'

'একাধিক খুনী,' বিড় বিড় করলেন কমান্ডার। হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালেন। দুই হাতের কনুই টেবিলে ঠেকিয়ে তালুতে চিবুক রাখলেন। কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'যাকে আপনি চিনেছেন, তাকেই এখন ধরা দরকার। বরফের তলা দিয়ে শত শত মাইল যেতে হবে আমাদের। ছয়জন লোককে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়, মেজর। সাবমেরিন সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও যে-কোন মুহূর্তে আমাদের সর্বনাশ করে বসতে পারে ম্যানিয়াকটা।'

'সাবমেরিন ক্ষতি করে আমাদের মারতে চাইলে সে-ও বাঁচতে পারবে না, কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'মাথা খারাপ লোকের ওপর বিশ্বাস রাখা বোকামি।'

'জাহাজসুদ্ধ সবাইকে মেরে সাঁতরে বাড়ি ফিরবে বলতে চাইছেন, নাকি একা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ভাবছেন?'

চুপ করে রইলেন কমান্ডার, জবাব দিলেন না।

'বুঝেছেন তো ব্যাপারটা? এবার তাহলে শোনা যাক, ছয়জনের কাকে সন্দেহ হয় আপনার,' বলল রানা।

'সকালে কথা বলার সময় প্রতিটি লোকের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি আমি। মন দিয়ে সবার কথা শুনেছি। তা, রুডিনকে কেমন লাগে আপনার?'

'কেন, রেডিও অপারেটরের সঙ্গে ব্যাটারির যোগ আছে বলে সন্দেহ করছেন? কিন্তু রেডিও ব্যবহার করতে ওর মত ট্রেইনড লোকের দরকার হয় না। দু'দিনেই যে-কোন আনাড়িকে নাইফসেল ব্যবহার করে রেডিও মেসেজ পাঠানো শিখিয়ে দিতে পারি আমি।'

'রুডিনের পক্ষেই ব্যাটারি চুরি করা সব চেয়ে সহজ,' বললেন রাইকভ।

'অবশ্য হ্যাঁ, জ্যাকভের জন্যেও সহজই ছিল। কারণ রেডিও হাউসেই থাকত সে।'

'তারমানে রুডিন আর জ্যাকভকে সন্দেহ করছেন আপনি?'

'আপনি করছেন না?'

'করছি। কিন্তু আপনার মত সন্দেহ করলে ছয়জনের কাউকেই বাদ দেয়া যায় না। ফ্লোরবোর্ডের তলায় প্রচুর খাবার পড়ে আছে। বাবুর্চিখানায় ঘুমোত মিকো আর অভয়। দু'জনের পক্ষেই খাবার চুরি করা সহজ। ফ্লোরবোর্ডের তলায় হাইড্রোজেন সিলিন্ডার আর রেডিও-সন্ডে বেলুনও আছে। ল্যাবরেটরিতে ঘুমোত বুয়েল আর কসমোপভ। তাদের দু'জনের পক্ষে এইসব জিনিস সরানো খুবই সম্ভব। তাই না?'

'বড় গোলমেলে ব্যাপার!' কে খুনী ঠিক করতে না পেরে, অস্থির হয়ে উঠেছেন কমান্ডার, 'নাকি ইচ্ছে করেই মাথা খারাপ করছেন আমার?'

'আমি করছি না। বলছি, শুধু একটা ঘটনা বা কারণে কাউকে খুনী সাব্যস্ত করে বসা অনুচিত। রুডিনকে সন্দেহ করছেন, অথচ সে-ই নিজের জীবনের মায়া না করে রেডিও হাউসে ঢুকেছিল ট্র্যান্সমিটার বাঁচানোর জন্যে। এর পরেও আরও মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিল। বুয়েল ওকে আটকে না রাখলে মিলাহাইলকে বাঁচাতে গিয়ে মারাই যেত হয়তো। ভেজা কম্বল গায়ে মাথায় জড়িয়ে ঢুকেও রেহাই পায়নি সুলভ।

'তাছাড়া মিলাহাইলকে নাইফ সেলগুলো নিয়ে বেরোনোর নির্দেশ দিয়েছে রুডিন। নিজের ভেতরে দুর্বলতা থাকলে ব্যাটারির কথা উল্লেখ করত কি সে? মিলাহাইল আবিষ্কার করে ফেলত না, বেশ কিছু সেল চুরি গেছে? আরেকটা ব্যাপার, অভয় বলেছে রেডিও হাউসের দরজা বরফ জমে আটকে গিয়েছিল। আপনি মনে করেন দরজা ওভাবে আটকা থাকা সত্ত্বেও ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ভেতরে থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রুডিন? আত্মহত্যা করার জন্যে?'

'ওকালতি করে রুডিনকে সন্দেহমুক্ত করে দিচ্ছেন তো?' ধীরে ধীরে বললেন রাইকভ। 'জানি, এখন আর জ্যাকভের বিপক্ষে বলেও সুবিধে করতে পারব না, ওর পক্ষেও দাঁড়িয়ে যাবেন,' হাসলেন কমান্ডার।

'ওকালতি করার কোন দরকারই নেই আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ না পেলে কারও ঘাড়েই খুনের দায় চাপিয়ে দেয়া যায় না। জ্যাকভের কথাও কিছু বলি। রেডিও হাউস থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে দরজার কাছেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে। রুডিনের মত সে-ও একই ঘরে ছিল। বরফে দরজা আটকে আছে কি নেই, না জেনে আগুন লাগানোর মত বোকা সে-ও নয়। এমনি ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপারই তার স্বপক্ষে যাবে। তবে তার স্বপক্ষে সব চেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা হলো সেইল থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। ও ছিল রুডেনকোর নিচে। আপনার কি মনে হয় নিচে থেকে টান মেরে রুডেনকোকে নিজের ওপর ফেলেছে জ্যাকভ? আত্মহত্যার এতই শখ চেপেছিল?'

'আগেই তো বলেছি, রুডিন আর জ্যাকভের বিপক্ষে আপনার সঙ্গে তর্ক করে পারব না,' বললেন রাইকভ।

'ওরা যদি সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, ওদের বাঁচানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার

নেই। তবে একজন উকিল যেভাবে ব্যাপারটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করত, আমি তাই করছি মাত্র।'

'মিকো,' ধীরে ধীরে বলে গেলেন রাইকভ, 'কিংবা বাবুর্চি অভয়—এদের ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগেনি আপনার কাছে? ঘরের পুবে, দরজার কাছ থেকে দূরে ঘুমিয়েছিল দু'জনে। অথচ দরজার কাছাকাছি থেকেও ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে গেল খায়রভ আর ননেটির, পুড়ে মারা গেল। অভয় নাকি চেঁচিয়ে, ধাক্কা মেরে জাগানোর চেষ্টা করছে ওদের, পারেনি। কেন? আগুন লাগার আগেই মরে গিয়েছিল, কিংবা অজ্ঞান? এমনও তো হতে পারে, খাবার সরাচ্ছিল মিকো আর অভয়, দেখে ফেলে খায়রভ-ননেটি, ব্যস, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় ওদের। তাছাড়া পিস্তল, গুলি আর ভাঙা ছুরিটার কথাই ধরুন। ওগুলো লুকানোর জায়গাটা বড় অদ্ভুত। ট্রাক্টরের পেট্রোল ট্যাংক। ভেবে দেখুন, মিকো ট্রাক্টর ড্রাইভার। আরও একটা ব্যাপার, ক্যাপ্টেন কুমারভকে জাগাতে যেতে যেন ইচ্ছে করেই দেরি করেছে মিকো। বাঙ্কহাউসে যেতে তার অসুবিধে হচ্ছিল আগুনের জন্যে, অথচ রেডিও হাউসে গেল অভয়, সহজেই। তার কথায় আরও গোলমাল আছে। বলছে, বাঙ্কহাউসে যাবার সময় নাকি তেলের ড্রাম বার্স্ট করেছে। যদি তাই হয়, আগুনটা লাগল কিভাবে? এত মারাত্মক আগুন? আগুন লেগেছে দেখেই ক্যাপ্টেন কুমারভকে সতর্ক করতে ছুটল মিকো, যেন এছাড়া তার আর করার কিছুই ছিল না!'

'চমৎকার, কমান্ডার, দারুণ! দারুণ কতগুলো পয়েন্ট তুলে ধরেছেন! কিন্তু মিকোর বিপক্ষে একটু বেশি বলে ফেললেন না? সে যদি সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, এভাবে বোকার মত কথা বলে ফেঁসে যাবে?'

'কি করে আগুন লাগল এটা তদন্ত হবে ভাবেনি হয়তো সে। কিংবা ভেবেছিল নভেলিতে যে খুন-খারাবি হয়ে গেছে, তা টেরই পাবে না কেউ, কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু আগুন কি করে লাগল এটাই মূল প্রশ্ন ছিল আমার। দেখুন কমান্ডার, আগেও বলেছি, আবার বলছি: সাংঘাতিক ধুরন্ধর এক খুনীর পেছনে লেগেছি আমরা। এত সহজে তাকে ধরা যাবে না। অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে এই ধরনের লোকেরা। কি কি বাধা বিপত্তি আসতে পারে, সেসব আগেই ভেবে নিয়ে তবে কাজে নামে। নিজের মত কিংবা তার চেয়েও বুদ্ধিমান কেউ নেই, একথা ভুলেও ভাবে না তারা। কাজেই প্রতিটি ঘটনা ঘটানোর আগে চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করে দেখে নেয় ভুল হচ্ছে কি হচ্ছে না।'

'কি জানি। মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে!' ভারী গলায় বললেন রাইকভ। 'কপাল ভাল আমার, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন চালানোর মত সহজ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। কিন্তু মেজর, বাবুর্চি অভয়ের ব্যাপারটা?'

'মিকোর সঙ্গে তার যোগসাজশ আছে ভাবছেন?'

'যদি ধরি একই ঘরের চারজনের মধ্যে দু'জনকে খুন করা হয়েছে, তাহলে জীবিত অন্য দু'জনের ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে না? আর কসমোপভ এবং বুয়েলের কথা কি ভাবছেন?'

'টাফ, বুদ্ধিমান। ওরা দু'জন যদি খুনী হয়ে থাকে, জালে ছেঁকে তোলা কঠিন

হবে।'

রানার চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন কমান্ডার। লেনিনগ্রাদ এক হাজার ফুট পানির তলায় নেমে যাবার সময় যেমন দেখেছিল রানা, তেমনি দৃষ্টি ফুটেছে রাইকভের চেহারায়। এক দিকের একটা ভুরু অতি সামান্য উঠল নামল। ধীর শান্ত গলায় বললেন কমান্ডার, 'ঠিক আছে, নভেলির আহতদের বন্দী করছি না আমি। ছাড়াই থাকুক খুনী। জানি না কেন, কিন্তু আপনার ওপর একটা গভীর আস্থা অনুভব করছি, মেজর রানা। আশা করি শেষ পর্যন্ত আপনার ওপর আমার এই আস্থা অটুট থাকবে। কিন্তু মেজর, একটা ব্যাপার, একটা কথা খচ-খচ করছে মনে।'

'পোড়া লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরানোর পরামর্শ দিল কে, যাতে বিকৃত লাশের তলায় প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখতে পারা যায়, এই তো আপনার প্রশ্ন?'

ম্লান হাসলেন রাইকভ। 'ঠিক ধরেছেন। নভেলির লোকদের এই প্রশ্নটা করলেই তো অনেক সহজ হয়ে যায় অনেক কিছু।'

'না, কঠিন হয়ে যায়। নভেলিতে খুন-খারাবি হয়েছে একথা জেনে গেছি আমরা, এটা জানে না এখনও খুনী। এই প্রশ্নটা করলেই সন্দেহ হয়ে যাবে তার। আমার যা মনে হয়, আদেশটা দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুমারভ।'

কয়েক মাস আগে হলে, আকাশে থাকত মেরু সূর্য, দিনটা হত উজ্জ্বল ঝকমকে। কিন্তু এখন আকাশে সূর্য নেই। বৎসরের এই শেষভাগে এই ল্যাটিচিউডে সূর্য থাকার কথাও নয়। কিন্তু তবু চমৎকার আবহাওয়া, এই বরফের রাজ্যে যতটা চমৎকার হওয়া সম্ভব ততটাই। নভেলিকে আবিষ্কার করে রানা আর রুস্তভ লেনিনগ্রাদে রওনা দেবার পর ছত্রিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। তখনকার সঙ্গে এখনকার আবহাওয়ার তুলনা করলে সত্যিই ব্যাপারটা অলৌকিকভাবে ঘটেছে বলেই মনে হয়। পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছে ছুরির মত ধারাল পুবাল-বাতাস। বরফ-কুচির উড়ন্ত নদী যেন নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে। কুড়ি ডিগ্রী উঠে গেছে উত্তাপ। পৃথিবীর এই বরফ-চাঁদিতে দৃষ্টিও চলছে এখন বেশ অনেক দূর, এর বেশি আশা করা যায় না শীতকালে।

অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিবেশে লেনিনগ্রাদের সীমিত পরিসরে বন্দী থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে নাবিকেরা। মুক্ত বাতাসে খোলা জায়গায় বেড়ানোর কিছুটা অন্তত সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, হারাতে রাজি নয় তারা। আরও একটা ব্যাপার, আইস স্টেশন নভেলি তাদের দারুণ কৌতূহলের বস্তু। এতদিন এত কষ্ট করে এত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কোন জায়গায় এসে পৌঁছাল লেনিনগ্রাদ, যদি দেখতে চায় দোষ দেয়া যায় না নাবিকদের। তাছাড়া নাবিকদের অনেকেই এর আগে আইস-ক্যাপে আসেনি, পা রাখা তো দূরের কথা। কাজেই তারা নামতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ জানাল না নিজেদের ইচ্ছে। নাবিকদের মনের ইচ্ছে চোখ দেখেই অনুমান করে ফেলেছেন যেন রাইকভ, তাদের অনুমতি দিলেন নামার। বেলা এগারোটা নাগাদ প্রায় খালিই হয়ে গেল সাবমেরিন।

দুপুরের একটু আগে সিক-বেতে এসে ঢুকল রানা। সেখানেই পাওয়া গেল

ডাক্তার জ্যাকভকে। এমন মুড নিয়ে আছে সে সেখানে, যেন লেনিনগ্রাদের এই এলাকাটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পোড়া ঘা আর ফ্রস্টবাইটের ক্ষতগুলো অনেকখানি ভাল হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই।

'এই যে, ডাক্তার,' বলল রানা, 'ডাক্তারি তেমন জমল না মনে হচ্ছে?…কেমন আছে রোগীরা?'

'রোগী আর কই!' হতাশ হয়েছে যেন জ্যাকভ, 'রুডেনকো আর শুয়ে থাকছে না। মেরু-ভালুকের মত প্রাণশক্তি তার, উঠে পড়েছে। ক্যাপ্টেন কুমারভ এখনও তেমন সুস্থ হননি, তবে ভয়ও নেই আর। বাকিগুলো তো একেবারেই সেরে গেছে। কার চিকিৎসা করব? চমৎকার খাবার, গরম বিছানা আর নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরেছে বুঝতে পেরেই আসলে ভাল হয়ে গেছে সবাই। দেশে এই ধরনের রোগী সংখ্যায় বেশি হলে আমাদের না খেয়ে মরতে হত।'

'অথচ দেখুন কাণ্ডটা,' যেন রোগীদের ব্যাপারে জ্যাকভের মতই রানাও অবাক হয়েছে। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বাঙ্কহাউসে ওদেরকে যদি বলতেন শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবে ওরা, পাগলই ঠাউরাত আপনাকে।'

'আসলে কি জানেন, মনের জোর বড় জোর। অনেক সময় অনেক কঠিন রোগও অবিশ্বাস্যভাবে সেরে যায় শুধু রোগীর মনের জোরের কারণেই। অন্যকে বলে আর কি করব, আপনি তো, মশাই, আরও অবাক করেছেন আমাকে। দুটো ভাঙা আঙুল নিয়ে ঘুরছেন, কথা বলছেন, একেবারে স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয়নি! অবশ নাকি আপনার হাত? ব্যথা করে না?'

'করে,' স্বীকার করল রানা। 'একেক সময় ব্যথার চোটে হাতটাই কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে।'

'আসুন তো আরেকবার দেখি। ব্যান্ডেজটা বেঁধে দিই নতুন করে।'

দেখল জ্যাকভ। রানার ধারণা, ডাক্তার বলেই তেমন একটা মোলায়েম হাতে কাজ করল না জ্যাকভ, কিংবা অনুমান করল রানার বোধশক্তি বলতে কিচ্ছু নেই। তাই নিছক বীরত্ব দেখানোর জন্যেই যেন দাঁত-মুখ খিঁচে চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে রইল রানা, লেনিনগ্রাদের ইস্পাতের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকে অনেক কষ্টে বিরত রাখল নিজেকে।

কাজ শেষ করে ভুরু কুঁচকে রানার দিকে চাইল জ্যাকভ, 'আমি শিওর, ডাক্তার রানা, বোধশক্তি বলতে কিচ্ছু নেই আপনার দেহে। যার যা কাজ, রোগী ছাড়া ডাক্তার বাঁচে? ওই দুই ব্যাটা যমজ ভাই না থাকলে হাঁপিয়েই উঠতাম এতক্ষণে। দেখি যাই, একবার দেখে আসা দরকার ওদের।'

'চলুন আমিও যাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমাদের মন্তব্যের জন্যে অধীর হয়ে আছেন কমান্ডার রাইকভ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে চান তিনি।'

'কেন?' গলায় আগ্রহ জ্যাকভের, 'শুনে মনে হচ্ছে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন কমান্ডার?'

'বরফ। বরফকে বিশ্বাস নেই। যে কোন মুহূর্তে অঘটন বাধিয়ে বসতে পারে। বুজে আসতে শুরু করলে কাজই সেরেছে। আগামী কতদিন এখানে আটকে

থাকতে হবে লেনিনগ্রাদকে কে জানে! দু'এক বছর আরও থাকার ইচ্ছে আছে নাকি এখানে আপনার?'

হাসল জ্যাকভ। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে 'বরফের তলায় কতদিন থাকতে হবে আমাদের? মানে, খোলা সাগরে কবে নাগাদ পৌঁছুবে লেনিনগ্রাদ?'

'রাইকভ বলেছেন চব্বিশ ঘন্টা। তবে তেমন পরিস্থিতি হলে চব্বিশ দিনও থাকতে হতে পারে। না না, অত উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। ওপরের চেয়ে বরফের তলাটা অনেক বেশি নিরাপদ, মানে বিপদের সম্ভাবনা কম।'

সন্তুষ্ট হতে পারল না জ্যাকভ, কিন্তু আর কোন কথাও বলল না। নিঃশব্দে নিজের মেডিক্যাল কিটটা তুলে নিল। এগিয়ে চলল কন্ট্রোল রুমের দিকে। পিছু নিল রানা।

ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন কমান্ডার রাইকভ। রানা আর জ্যাকভকে নিয়ে খোলা হ্যাচ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। স্টেশন নভেলির দিকে চলল তিনজনে।

পথে বেশ কিছু নাবিকের সঙ্গে দেখা হলো তাদের, লেনিনগ্রাদে ফিরে যাচ্ছে তারা। মুখ ভার। কেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। নভেলির কঙ্কাল নিশ্চয় খুব সুদৃশ্য বস্তু নয়।

আবহাওয়ার অকস্মাৎ পরিবর্তনে উত্তাপ বেড়ে গেছে। তার ওপর চব্বিশ ঘন্টা একটানা হীটার চালু থাকায় বাঙ্কহাউসের ভেতরটা একটু বেশিই গরম হয়ে উঠেছে। দেয়াল গরম হয়ে যাওয়ায় এক ফোঁটা বরফ নেই বাইরের দিকে, সব গলে পড়েছে। হুঁশ ফিরেছে দুই যমজের একজনের, নিকোলাইয়ের। বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসেছে সে, গরম সুপ খাচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে দু'জন প্রহরী-নাবিকের একজন।

'বাহ্!' রাইকভের দিকে ফিরল রানা 'একজন তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।'

'হুঁ,' রানার কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল জ্যাকভ। এগিয়ে গিয়ে বুনিয়েনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর সোজা হয়ে কমান্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'অত্যন্ত অসুস্থ। একে নাড়ানো যাবে না, ক্যাপ্টেন।'

'আমি যদি দায়িত্ব নিই,' ভোঁতা শোনাল কমান্ডারের কণ্ঠ, 'অনুমতি দেবেন তো, ডাক্তার?'

রাইকভের কথাগুলো কেমন যেন ব্যবসায়ীসুলভ যান্ত্রিক মনে হলো রানার কাছে। কিন্তু কমান্ডারকে দোষ দিতে পারল না সে। জ্যাকভ এখনও সন্দেহ মুক্ত হয়নি তাঁর চোখে।

রাইকভের হয়ে যেন মাপ চাইল রানা, জ্যাকভের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার-ভঙ্গিতে শ্রাগ করল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল বুনিয়েনের ওপর তার পক্ষে সম্ভব সব রকমে পরীক্ষা করে সোজা হয়ে কমান্ডারের দিকে চাইল 'ডাক্তার জ্যাকভ ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন। বুনিয়েন সত্যিই অসুস্থ। তবে আমার মনে হয় তাকে জাহাজে স্থানান্তর করা যাবে।'

'ডাক্তার রানা বুনিয়েন আপনার রোগী নয়। তার চিকিৎসার ভারও আপনার ওপর নয়,' প্রতিবাদ করল জ্যাকভ।

'জানি আমি দুঃখিত, ডাক্তার। কিন্তু লেনিনগ্রাদ আর নাবিকদের কথাও ভাবতে হবে। একজনের জন্যে পুরো জাহাজসুদ্ধ সবার জীবনের ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই আমার ' শান্ত কণ্ঠ কমান্ডারের।

'কিন্তু...'

'আর কোন কিন্তু নয়। বললামই তো, বুনিয়েনের দায়িত্ব আমি নিলাম,' বললেন কমান্ডার। 'ডাক্তার জ্যাকভ, বুনিয়েনের স্থানান্তরের ব্যাপারটা আপনি দেখাশোনা করলে সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করব। সাহায্যকারী হিসেবে যে ক'জন লোক দরকার, নিন।'

অগত্যা রাজি হলো জ্যাকভ, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে। তবে বুনিয়েনের জাহাজে স্থানান্তরের ভার উপযুক্ত লোকের হাতেই দিয়েছেন কমান্ডার।

বুনিয়েন আর নিকোলাইকে লেনিনগ্রাদে নিয়ে যাবার পর হীটার, টেলিফোন, তার, ইত্যাদি জাহাজে ফিরিয়ে নিতে দেরি হলো না। শেষ লোকটা সাবমেরিনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর গুটি গুটি পায়ে গিয়ে ঢুকল ট্রাক্টর শেডে।

পেট্রোল ট্যাংকে ভাঙা ছুরিটা আছে ঠিকই, কিন্তু পিস্তল আর গুলির ম্যাগাজিন দুটো গায়েব হয়ে গেছে। যে এই জিনিসগুলো নিয়ে গেছে সে ডাক্তার জ্যাকভ নয়। কারণ লেনিনগ্রাদ থেকে বেরোনোর পর থেকে জাহাজে আবার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ জ্যাকভের সঙ্গে আঠার মত লেগেছিল রানা।

বিকেল তিনটেয় ডুব দিল লেনিনগ্রাদ।

বরফের তলা দিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণে, খোলা সাগরের উদ্দেশে

আট

দ্রুত, ভালভাবেই কেটে গেল বিকেলটা। অনেক কষ্টে বরফ ভেদ করে উঠেছিল লেনিনগ্রাদ, প্রায় দু'দিনের মত একই জায়গায় কাটিয়ে ডুব দিয়েছে আবার। গত দুটো দিন মোটেই আনন্দে কাটেনি, কিন্তু তবু হ্যাচ বন্ধ করে সাবমেরিন ডুব দিতেই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল রানার বুকের ভেতর জায়গাটার মায়া বসে গিয়েছে মনে। তার চরিত্রের সঙ্গে দুর্গম এই অঞ্চলটার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে, কেমন যেন গোপন সুতোর টানে আকর্ষণ করে ওকে ঠিক বলে বোঝানো যায় না।

আরও একটা কারণ আছে রানার খারাপ লাগার। কতগুলো লোককে ফেলে এসেছে ওরা পেছনে—কতগুলো নিরপরাধ লোক, স্বাভাবিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে যাদের দেরি ছিল। এই দুর্গম অঞ্চলে এসে কাজ করছিল জীবিকার জন্যে,

পরিবার-পরিজন থেকে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু কারও স্বার্থে লেগে গেল। এমন কেউ, যার ক্ষমতা আছে। যদিও জানে, এরা নির্দোষ, হুকুমের চাকর মাত্র—তবু শেষ করে দিল। কি দাম মানুষের জীবনের?

রানার মনে অস্বস্তি। ঠিক একই কারণে অস্বস্তি আরও কয়েকজনের মনেও: কমান্ডার রাইকভ, লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, গ্যাকো, পিনিন এবং ডাক্তার রুডেনকো। এরা ছয়জন জানে, লেনিনগ্রাদে রয়েছে এক বা একাধিক ভয়ঙ্কর খুনী। সামান্যতম প্রয়োজনেই যে আবার আঘাত হেনে বসতে পারে, যে-কোন সময়।

নভেলির অতিথিরা লেনিনগ্রাদের ভেতরটা ঘুরেফিরে দেখার অনুমতি চেয়েছে কমান্ডারের কাছে। ইচ্ছে ছিল না মোটেই, কিন্তু তবু রানার পরামর্শে বলতে গেলে বাধ্য হয়েই অনুমতি দিয়েছেন রাইকভ।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিদের সাবমেরিন দেখানোর দায়িত্ব নিল রুস্তভ। সঙ্গে রইল রানা, ইচ্ছে করেই। আশা, বলা যায় না, কোন দরকারী সূত্র আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে খুনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকলে।

পুরো জাহাজটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিদের দেখাল রুস্তভ, দুটো জায়গা বাদে: রিঅ্যাকটর রুম এবং ইনারশিয়াল-নেভিগেশন রুম।

দু'জন বিশেষ অতিথির ওপর কড়া নজর রাখল রানা সর্বক্ষণ।

রাতের খাওয়া শেষ। সিক-বেতে গিয়ে ঢুকল ডাক্তার জ্যাকভ, সঙ্গে রানা। রোগীদের দেখাশোনায় মন দিল জ্যাকভ, পাশে পাশে রইল রানা। সাহায্য করল সাধ্য অনুযায়ী। ডাক্তার হিসেবে খুবই ভাল জ্যাকভ, নিজের কাজ বোঝে। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে রোগীদের ব্যান্ডেজ বদলাল, যার যা দরকার তার জন্যে ঠিক তা-ই করল। বেশির ভাগ সময় কাটাল ক্যাপ্টেন কুমারভকে নিয়ে। রুডেনকোর কানের নিচেটা পরীক্ষা করল, ওষুধ লাগাল, হালকা রসিকতা করল। রুডেনকো দুর্বল, তাই আপাতত কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। লেনিনগ্রাদের মাত্র কয়েকজন লোক জানে, কমান্ডার রাইকভের ঘরের দুটো চাবির একটা দেয়া হয়েছে রুডেনকোকে। প্রয়োজন মত সবার অজ্ঞাতে রুস্তভ কিংবা গ্যাকোর সাহায্য নিয়ে কমান্ডারের ঘরে গিয়ে ঢোকে সে, তালা আটকে ভেতরে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আবার বেরিয়ে আসে সবার অলক্ষ্যে। বাইরে থেকে ঘরের তালা আটকে দিয়ে শুয়ে পড়ে সিক-বেতে এসে, নিজের কটে।

নিউক্লিয়নিকস ল্যাবরেটরিতে খানিকটা জায়গার মালপত্র সরিয়ে দুটো বিছানা পাতা হয়েছে। দুই যমজ ভাইকে এনে রাখা হয়েছে এই দুই বিছানায়।

এতই আলতোভাবে এতই সাবধানে দুই ভাইকে আনা হয়েছে যে কোনই ক্ষতি হয়নি তাদের। এই কাজের জন্যে পুরো প্রশংসা প্রাপ্য জ্যাকভের।

বুনিয়েনও হুঁশ ফিরে পেয়েছে এখন। মারাত্মক-পোড়া ডান বাহুতে ভয়ানক যন্ত্রণা, জ্যাকভকে ঢুকতে দেখেই জানাল সে।

বুনিয়েনের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাকভ। রানাও পাশে এসে দাঁড়াল। বুনিয়েনের পোড়া হাতটা তুলে পরীক্ষা করল ডাক্তার। বীভৎসভাবে পুড়েছে। চামড়া বলতে কিচ্ছু নেই। ক্ষতের ওপরের বিচ্ছিরি দুর্গন্ধময় আস্তরণ ধীরে ধীরে

পরিষ্কার করে নিল জ্যাকভ। লাল দগদগে ক্ষত। অ্যালুমিনিয়ামের তস্তরিতে করে আনা মলম বের করল জ্যাকভ। ক্ষতের ওপর খুব সাবধানে আলতো করে মাখাল মলম। তারপর ব্যান্ডেজ বাধল শক্ত করে। ব্যথা-নিবারক ইঞ্জেকশন দিল। কিছু ঘুমের বড়িও গেলাল রোগীদের পাহারায় থাকা লোককে কড়া নির্দেশ দিল, যেন বুনিয়েনের সামান্যতম পরিবর্তনও জ্যাকভের গোচরে আনা হয়

রাতের মত কাজ শেষ করে ঘুমোতে চলে গেল জ্যাকভ।

রানাও নিজের কেবিনে এসে ঢুকল। গত কয়েক রাত ধরে তার ঘুম নেই। পরিশ্রান্ত, ভীষণ পরিশ্রান্ত সে। শরীরে আর কুলাচ্ছে না।

কেবিনে ঢুকে দেখল রানা, নিজের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রুস্তভ।

ডাক্তার জ্যাকভের দেয়া ঘুমের বড়ি না খেয়েও মড়ার মত ঘুমাল রানা।

রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ ঘুমে জড়ানো, ক্লান্তি কাটেনি, মনে হলো মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ঘুমিয়েছে। মন কিন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছে।

এত জোরে শব্দ হচ্ছে, কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য প্রচণ্ড শব্দে বাজছে মাথার ওপর সাউন্ডবক্স, অ্যালার্ম হুইসেল। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সের ওয়ার্নিং হুইসেলের মতই উঁচু-নিচু স্কেল, কিন্তু আরও তীক্ষ্ণ, আরও জোরাল। বদ্ধ পরিসরে যা নয় তার চেয়েও জোরে শোনা যাচ্ছে আওয়াজ।

ওদিকে বাঙ্ক.থেকে নেমে কাপড় পরতে শুরু করেছে রুস্তভ। কাপড় পরে কোনমতে জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে দ্রুত হাতে ফিতে বাঁধতে লাগল।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল রানা। হুইসেলের প্রচণ্ড শব্দে কান ঝালাপালা, চেঁচিয়ে কথা বলতে হলো তাকে।

'আগুন!' কঠিন শোনাল রুস্তভের কণ্ঠ, 'জাহাজে আগুন লেগেছে। আর লাগল কিনা বরফের তলায়!'

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে রানার কট পেরিয়ে ছুটে গেল রুস্তভ। বেরিয়ে গিয়ে জোরে ঠেলা মেরে দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল।

যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল হুইসেলের প্রচণ্ড কর্কশ চিৎকার। শব্দ থেমে যাবার পর হঠাৎই বড় বেশি নিস্তব্ধ, বড় বেশি নিঝুম মনে হলো জাহাজটাকে। অনুভব করল রানা, সামান্যতম কাঁপুনিও নেই লেনিনগ্রাদে। বিশাল এঞ্জিন স্তব্ধ হয়ে গেছে। আরও একটা ব্যাপার অনুভব করল রানা, শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ-ঠাণ্ডা একটা ছোঁয়া উঠে আসছে ওপরে।

এঞ্জিন বন্ধ হলো কেন, বুঝতে পারল না রানা। এত তাড়াতাড়ি কি কারণে বন্ধ হয়ে গেল নিউক্লিয়ার এঞ্জিন? এবং এরপর কি ঘটবে?—হঠাৎ মনে হলো রানার, রিঅ্যাক্টর রুম থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়নি তো। অপার্থিব উজ্জ্বল নীল সবুজ আর বেগুনী সেই জ্বালানি ইউরেনিয়ামের স্তূপে যদি আগুন লাগে তো কি হবে?—জানে না রানা। জানার দরকারও নেই। মৃত্যুটা সম্ভবত অনেক বেশি দ্রুত হবে সেক্ষেত্রে।

উঠে পড়ল রানা। কাপড় পরতে লাগল ধীরে সুস্থে, কোন তাড়াহুড়ো নেই।

ভাঙা আঙুলের জন্যে কাপড় পরতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু সেজন্যে নয়, আসলে দেরি করছে সে ইচ্ছে করেই। জাহাজে আগুন লেগেছে, হয়তো ধ্বংস হতে যাচ্ছে রিঅ্যাকটর। একে রক্ষা করতে হলে রাইকভের ট্রেনিং পাওয়া ক্রুদের তাড়াহুড়ো করা দরকার। ওরা যদি কিছু করতে না পারে, 'কোথায় আগুন, কোথায় আগুন' বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটানোই সার হবে রানার, জাহাজ বাঁচানোর জন্যে তেমন কিছুই করতে পারবে না সে।

রুস্তভের কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার তিন মিনিট পরে কন্ট্রোল রুমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে নাকেচোখে যেন থাবা মারল তীব্র ঝাঁঝাল ধোঁয়া। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। শোনা গেল রাইকভের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, 'ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিন।'

পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ভাল করে চাইতেই পারছে না। এক মুঠো মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেন তার চোখে। কালো, বিচ্ছিরি-গন্ধ, ঘন, ভারী ধোঁয়ায় ঘর ভরা। গলা জ্বালা করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। চোখ মিটমিট করে কোনমতে তাকাল রানা, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে শুরু করেছে। যার যার নিজের চেয়ারে বসে আছে নাবিক-অফিসারেরা। কেউ হাঁসফাঁস করছে, কেউ কাশছে, কেউ অস্ফুট গলায় গাল দিচ্ছে ধোঁয়াকে, সবার চোখেই পানি, কিন্তু আতঙ্কিত নয় কেউ।

'দরজার বাইরে থাকলেই ভাল করতেন, ডাক্তার,' শুষ্ক কণ্ঠে কথা বললেন রাইকভ। 'দরজা খুলে দিলে অবশ্য কমে যাবে, কিন্তু ধোঁয়া এখানেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছি।'

'কোথায় আগুন লেগেছে?'

'এঞ্জিন রুমে,' নিজের বাড়ির ব্যালকনিতে বসে যেন আবহাওয়ার খবরাখবর জানাচ্ছেন রানাকে কমান্ডার, এমনি ভাবসাব। এই লোকটির বিপদে ধৈর্য-ধরার ক্ষমতা দেখে অন্যান্য অনেকবারের মত আরেকবার বিস্মিত হলো রানা। 'তবে এঞ্জিন রুমের কোথায়, জানি না এখনও। ব্যাপারটা খারাপই বলতে হবে, বিশেষ করে এই ধোঁয়া। আগুন কতটা মারাত্মক, বুঝতে পারছি না। এঞ্জিনিয়ার অফিসার জানাচ্ছে, এঞ্জিন রুম গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

'এঞ্জিন,' বলল রানা, 'বন্ধ হয়ে গেছে। কোন গোলমাল…'

রুমাল দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে এগিয়ে গিয়ে একটা লোককে কি বললেন কমান্ডার। রবারের স্যুট পরে মুখে মাস্ক লাগিয়েছে লোকটা।

'ধোঁয়ায় সেদ্ধ হব না আমরা,' রানার দিকে ফিরে সান্ত্বনা দিলেন রাইকভ। হাসছেন। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আণবিক পাইল কোন গোলমাল করবে না। যদি কোন গোলমাল দেখা দিতে চায়, এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে ইউরেনিয়াম রড থেমে যাবে, বন্ধ করে দেবে রিঅ্যাকশন। এখন অবশ্য এঞ্জিনটা আমরাই থামিয়ে দিয়েছি। এঞ্জিন রুমে ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, রিঅ্যাকটর ডায়াল কিংবা কন্ট্রোল রডের গভর্নার, কিচ্ছু না। বাধ্য হয়েই এঞ্জিন অফ করে রাখতে হয়েছে। ধোঁয়ার জ্বালায় এঞ্জিন রুম থেকে ক্রুরা বেরিয়ে চলে

এসেছে। সবাই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে স্টার্ন রূমে।'

হাঁপ ছাড়ল রানা। বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হচ্ছে না ওরা, কিংবা আণবিক রিঅ্যাকশনে বাষ্প জাতীয় কিছুও হয়ে যাচ্ছে না। আপাতত শুধু দম বন্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে পারলেই হলো।

'আমরা কি করছি তাহলে এখন?' জানতে চাইল রানা।

'এখুনি ভেসে ওঠা উচিত। কিন্তু মাথার ওপর চোদ্দ ফুট বরফ।'

রবার স্যুট আর মাস্ক পরা লোকটার দিকে ফিরে কিছু নির্দেশ দিলেন রাইকভ। লোকটার হাতে ডায়াল লাগানো একটা ছোট বাক্স। সেটার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কমান্ডার। রানার দিকে ফিরে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, ডক্টর রানা,' বলে লোকটার সঙ্গে এগিয়ে চললেন। নেভিগেটরের চার্ট ডেস্ক পেরিয়ে, আইস মেশিনের ধার দিয়ে এগিয়ে গেলেন ভারী দরজাটার দিকে। দরজার ওপারে প্যাসেজের প্রান্তে এঞ্জিন রূম, তার নিচে রিঅ্যাকটর কম্পার্টমেন্ট।

ভারী দরজার হুড়কো খুলল স্যুট পরা লোকটা। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলতেই জট পাকানো গাঢ় কালো ধোঁয়া এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কন্ট্রোল রূমে। চোখের পলকে ছিটকে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল লোকটা। ওইটুকু সময়েই প্যাসেজে ধোঁয়ার পরিমাণ নিরীক্ষণ করলেন কমান্ডার, পরক্ষণেই ধাক্কা মেরে আবার লাগিয়ে দিলেন পাল্লা। আবার কন্ট্রোল পজিশনে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে রুফ-মাইক্রোফোন খুলে আনলেন।

'ক্যাপ্টেন বলছি,' গম গম করে উঠল রাইকভের কণ্ঠ বদ্ধ ঘরে, 'এঞ্জিন রূমে আগুন লেগেছে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গা থেকে শুরু হয়েছে জানতে পারিনি এখনও। কি করে লাগল: ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল নাকি ফুয়েল থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই আগুন তাও জানি না। র‍্যাডিয়েশন লীক করেছে কিনা, পরীক্ষা করতে লোক গেছে,' একটু থামলেন কমান্ডার। বুঝল রানা, স্যুট পরা লোকটার হাতের বাক্সটা গাইগার কাউন্টার জাতীয় কিছু। আবার কথা বললেন রাইকভ, 'যদি নেগেটিভ বোঝা যায়, স্টীম লীক করেছে কিনা জানার চেষ্টা করব। যদি তা-ও নেগেটিভ হয়, আগুনের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে, জানতে হবে। খুবই কঠিন কাজ, কারণ এঞ্জিন রূমে ভিজিবিলিটি জিরো। এঞ্জিন রূমের সমস্ত ইলেকট্রিক সার্কিট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমনকি বাতিও জ্বলছে না—কে জানে, বাতাসে অ্যাটোমাইজড ফুয়েলের অস্তিত্ব আছে কিনা! তাহলে বিস্ফোরণ ঘটবে। অক্সিজেন-ইনটেক ভালভগুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, একেবারে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এঞ্জিন রূমকে। ভেতরের বদ্ধ বাতাসে যেটুকু অক্সিজেন রয়েছে জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যাবে, সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

'ধূমপান নিষিদ্ধ এখন,' ফোনে নির্দেশ দিতে লাগলেন কমান্ডার, 'হীটার, ফ্যান, এবং কথা বলার লাইন ছাড়া অন্য সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সুইচ অফ রাখতে হবে। অতি প্রয়োজনীয় দু'একটা ছাড়া সমস্ত বাতির সুইচ অফ করতে হবে। যে যেখানে আছ, নেহায়েত দরকার না পড়লে নড়বে না। পরিস্থিতির যে-কোন রকমের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে জানাব আমি।'

কেউ একজন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, টের পেল রানা। ফিরে চেয়ে দেখল

ডাক্তার জ্যাকভ। হাসি হাসি ভাবটা মুখ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে ডাক্তারের। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় রানাকে বলল 'বাপরে বাপ, ধোঁয়া কি! নভেলি থেকে উদ্ধার পেয়ে খুব একটা লাভ হলো মনে হচ্ছে না এখন। আর কমান্ডারের এইসব নির্দেশ··· সিগারেট খাওয়া চলবে না, ফ্যান বন্ধ, আলো থাকবে না, চলাফেরা বন্ধ—কফিনে এসে ঢুকলাম নাকি রে, বাবা!'

'বাধ্য হয়েই এই নির্দেশ দিতে হয়েছে,' জবাবটা দিলেন রাইকভই। জ্যাকভের কথা কানে গেছে তাঁর। 'নিউক্লিয়ার সাবমেরিনে এর চেয়ে বড় বিপদ আর নেই, বরফের তলায় জাহাজে আগুন। সাধারণ সাবমেরিনের চাইতে অবস্থা অনেক বেশি খারাপ আমাদের। ওই সব জাহাজে প্রচুর ব্যাটারি তৈরি রাখা হয়। দরকার পড়লে শুধু ব্যাটারির শক্তিতে এঞ্জিন চালিয়েই মাইলের পর মাইল চলে যাওয়া যায়। অ্যাটমিক সাবমেরিনে ব্যাটারির বিশেষ দরকার পড়ে না। কাজেই আমাদের ব্যাটারির স্টক খুবই কম।'

'তা বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল জ্যাকভ, 'কিন্তু ধূমপান আর নড়াচড়ায় নিষেধ···'

'সেই ব্যাটারি,' বাধা দিয়ে বললেন রাইকভ। 'ব্যাটারির স্টক বেশি থাকলে এসবের কোন প্রয়োজন পড়ত না। এঞ্জিন বন্ধ, জেনারেটর বন্ধ। ব্যাটারিতে চলছে এখন বাতাস-পরিশোধন যন্ত্র। লাইট, ভেন্টিলেশন, হীটিং সবই চালাতে হচ্ছে ব্যাটারির সাহায্যে। বিদ্যুৎ বেশি খরচ করলে শীঘ্রিই ফুরিয়ে যাবে ব্যাটারি, সত্যি সত্যিই কফিনে পরিণত হবে লেনিনগ্রাদ। বাতাস বিশুদ্ধ রাখার প্রয়োজনে ধূমপান করা যাবে না। বেশি নড়াচড়া করলে প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি পরিমাণে বেরোবে। বদ্ধ জায়গায় এই গ্যাসের আধিক্য দেখা দিলে কি ঘটবে আপনি আমার চেয়ে বেশি ভাল বোঝেন। কিন্তু বিদ্যুৎ বাঁচানোর সব চেয়ে বড় কারণ, হীটার জ্বালানো, পাম্প চালানো এবং রিঅ্যাকটরের মোটর আবার স্টার্ট দেবার জন্যে আমাদের বিদ্যুৎ দরকার। যদি রিঅ্যাকটর স্টার্ট করার আগেই সমস্ত ব্যাটারি শেষ করে ফেলি—তা ডাক্তার, আপনার কি ইচ্ছে জানি না, কিন্তু আমাকে দেশে ফিরতেই হবে।'

'মানুষকে হতাশার সংবাদ দিতে জুড়ি নেই আপনার, কমান্ডার,' অনুযোগ করল জ্যাকভ।

'ডাক্তাররা কখনও হতাশ হয় না বলেই জানতাম,' শুষ্ক হাসি হাসলেন কমান্ডার। 'আপনি কি বলেন, ডাক্তার রানা?'

'আসলে পেনশন ভোগ না করে মরার ইচ্ছে নেই আপনার, কমান্ডার,' বলল রানা।

'এতদিন খেটেখুটে পেনশন ভোগ করতে না পারলে মরেও কি শান্তি হবে?' সত্যিই যেন পেনশনের জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এমনিভাবে কথা বললেন রাইকভ। 'একটা পলিনাইয়া পেতেই হবে, যে করেই হোক। ভাসিয়ে তুলতে হবে লেনিনগ্রাদকে। হ্যাঁচ খুলে ধোঁয়া বাইরে বের করে দেব যতটা সম্ভব হয়। তারপর ডিজেল এঞ্জিন স্টার্ট দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে এঞ্জিন রূমের সমস্ত ধোঁয়া টেনে খেয়ে ফেলবে ওটা। ভাসতে না পারলে মহা বিপদই হবে।'

'কম্পাসগুলো কি ব্যাটারিতে চলে?' জানতে চাইল রানা।

'ভাল কথা মনে করেছেন,' বললেন রাইকভ। 'ব্যাটারির শক্তি কমে গেলে, আমাদের তিনটে স্পেরী জাইরো-কম্পাস আর ইনারশিয়াল-গাইডেন্স মেশিন N6A অকেজো হয়ে যাবে। আমরাও হারিয়ে যাব। এই বরফের রাজ্যে, এই ল্যাটিচুডে চুম্বক-কম্পাস কোনই নিশানা দেখাবে না, চক্রাকারে ঘুরবে শুধু কাঁটা।'

'আমরাও চক্রাকারেই ঘুরব তখন,' চিন্তিত শোনাল জ্যাকভের কণ্ঠ, 'ঘুরতেই থাকব,ঘুরতেই থাকব···কমান্ডার, নভেলিতে থাকাই অনেক ভাল ছিল আমাদের জন্যে।'

'এখনও মরিনি আমরা, ডাক্তার···হ্যাঁ, রুস্তভ?' ঘরে এসে ঢুকেছে রুস্তভ, তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

'ভ্যালেনকভ, কমরেড, আইস মেশিনের কাছে বসে আছে। ওকে একটা মাস্ক দেয়া যায়? চোখ আর মেলে রাখতে পারছে না বেচারা, অনবরত পানি পড়ছে।'

'যা দরকার দাওগে,' বললেন রাইকভ। 'ওর চোখ অকেজো হওয়া চলবে না। গ্রাফ পড়তে হবে। কড়া নজর রাখতে বলো আইস মেশিনের ওপর। বরফে চুলের মত সূক্ষ্ম চিড়ও যেন চোখ না এড়ায়। আট-ন' ফুট পুরু বরফের স্তর পাওয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

'টর্পেডো?' জানতে চাইল রুস্তভ। 'গত তিন ঘণ্টায় ওগুলো ব্যবহার করার মত পাতলা বরফ পাওয়া যায়নি। যে হারে এগোচ্ছে লেনিনগ্রাদ, আগামী তিন মাসেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবু যাই, দেখি, কি হয়। আমিও থাকছি ভ্যালেনকভের সাথে, আমার এই হাতটার জন্যে কোন কাজই করতে পারছি না।'

'তবু যথেষ্ট করছ তুমি। ধন্যবাদ। যাবার আগে এঞ্জিনম্যান ভাসিলিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড স্ক্রাবার এবং মনোক্সাইড বার্নার বন্ধ করে দিতে বলো। যতটা সম্ভব শক্তি বাঁচাতে হবে আমাদের। সাবমেরিনের পূর্ব পুরুষেরা তাদের চালকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত, তার খানিক স্বাদ আমরাও পেয়ে নিই, কি বলো? শীঘ্রিই অনুভব করবে, একটানা বিশ ঘণ্টা পানির তলায় থাকতে বাধ্য হলে কতটা আরাম পেত আগেকালের সাবমেরিনাররা।'

'অসুস্থদের ভীষণ অসুবিধে হবে,' বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন কুমারভ, দুই যমজ, ভাল বাতাস না পেলে ওদের কি অবস্থা হবে কে জানে!'

'দুঃখিত, ডাক্তার রানা,' সত্যিই দুঃখ প্রকাশ পেল রাইকভের কণ্ঠে। 'অক্সিজেন একেবারে কমে গেলে শুধু সিক-বে আর ল্যাবরেটরিতে বিশুদ্ধ বাতাসের ব্যবস্থা করব,' আচমকা দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল এক ঝলক তীব্রগন্ধী কালো ধোঁয়া। মাস্ক আর রাবার স্যুট পরা লোকটা ঘরে এসে ঢুকেছে। টলটলায়মান অবস্থা ওর। রাইকভ সহ আরও দু'জন লোক তড়িৎগতিতে ছুটে গেল। কমান্ডার আর একজন দু'পাশ থেকে দুই বাহু চেপে ধরল মাস্ক পরিহিতের, অন্যজন ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজার ভারী পাল্লা।

টেনে লোকটার মুখ থেকে মাস্ক খুলে আনলেন কমান্ডার। ইয়েভজেনি টাবু। টর্পেডো রুমে সেদিন এই লোকই রানার সঙ্গী হয়েছিল। এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে গ্যাকো আর টাবুর মত লোকই দরকার, ভাবল রানা।

সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে টাবুর মুখ। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে।

চোখের মণি উল্টে কপালের দিকে উঠে গেছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। কন্ট্রোল রুমের বিষাক্ত বাতাসও এখন বিশুদ্ধ পাহাড়ী বাতাসের মত লাগছে তার কাছে।

তিরিশ সেকেন্ডেই মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল টাবুর। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। হেলান দিয়ে মলিন হাসি হাসল সে।

'সরি, ক্যাপ্টেন,' জোরে জোরে শ্বাস টেনে বলল টাবু। 'এঞ্জিন রুমে এখন যা অবস্থা, এই মাস্ক তেমন কোন কাজেই আসেনি। নরকের নমুনা কিছুটা দেখে এসেছি,' আরেকবার জোরে শ্বাস টানল সে। হাসল। 'তবে সুসংবাদ আছে। নো র‍্যাডিয়েশন লীক।'

'গাইগার কাউন্টারটা কোথায়?' শান্তভাবে জানতে চাইলেন রাইকভ।

'হারিয়ে গেছে, কমরেড। সত্যি বলছি, ওখানে তিন ইঞ্চি দূর থেকেও কিছু দেখা যায় না। একটা মেশিনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, কাউন্টারটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে কোথায়। তবে যা দেখার আগেই দেখে নিয়েছি।' কাঁধ থেকে ক্লিপ খুলে ফিল্ম ব্যাজ বের করল টাবু, 'এতে আছে, কমরেড।'

'জলদি ডেভেলপ করে নিয়ে এসো,' পাশে দাঁড়ানো একজনকে আদেশ দিলেন রাইকভ। টাবুকে বললেন, 'দারুণ দেখিয়েছ, জেনি। যাও, মেস রুমের দিকে চলে যাও। এখানকার চেয়ে পরিষ্কার বাতাস ওখানে।'

টাবু উঠে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেভেলপ হয়ে গেল ফিল্ম। ডেভেলপারের হাত থেকে ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিলেন কমান্ডার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়েই মুখ তুলে হাসলেন, 'ঠিকই বলেছে জেনি। নো র‍্যাডিয়েশন লীক।'

এই সময় কন্ট্রোল রুমের সামনের দরজা খুলে গেল। ধোঁয়ার মধ্যেও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে চিনতে পারল না রানা।

'চীফ টর্পেডোম্যান সুমিপভের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি, কমরেড,' বলল গ্যাকো।

'ধরে নিতে পারি, টাবুর দায়িত্ব পালন করতে এসেছ, নাকি?'গ্যাকোর পেটের কথা আগেই বলে দিলেন রাইকভ।

'টাবুর অবস্থা খারাপ। আমি ছাড়া আর কে যাবে, কমরেড?'

'আরও লোক নিশ্চয়ই...'

'গ্যাকোই যাক না,' সুপারিশ করল রানা। 'ওই স্মোক মাস্ক বিশেষ সুবিধের না। এক কাজ করুক, আন্ডারওয়াটার অক্সিজেন সেট নিয়ে যাক।'

'স্টীম লীক চেক করতে বলছেন তো আমাকে, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করল গ্যাকো।

'ইলেকশনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে ভোট দিয়েছ, এবং একার ভোটেই জিতে গেছ,' বললেন কমান্ডার। 'হ্যাঁ, স্টীম লীক।'

'ওই স্যুটটা পরে গিয়েছিল টাবু?' মেঝেতে পড়ে থাকা রাবার স্যুটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্যাকো।

'হ্যাঁ। কেন?'

'স্টীম লীক করলে ময়েশ্চার লেগে থাকতে পারে স্যুটে। দেখেছেন, কমরেড?'

'তা পারে। কিন্তু ভয়ানক গরমে আবার শুকিয়েও যেতে পারে। আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কোরো না।'

'এই যে যাচ্ছি, কমরেড' তাড়াতাড়ি বলে উঠল গ্যাকো। রুস্তভের দিকে ফিরে হাসল। 'আইস ক্যাপে টেক্কা দিয়েছিলেন, লেফটেন্যান্ট, কিন্তু এবার? এবার মেডেল ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছি আমি।'

একটু দাঁড়াও, গ্যাকো,' বলল রুস্তভ। কমান্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার একটা পরামর্শ আছে, ক্যাপ্টেন। ওখানে ঢুকে মাস্ক খুলতে পারবে না ও, কাজেই কি ঘটছে না ঘটছে আমাদের বলে জানাতে পারবে না। এক কাজ করতে পারে। প্রতি চার-পাঁচ মিনিট পর পর এঞ্জিন টেলিগ্রাফের সাহায্যে কল-সাইন পাঠাতে পারে। তাহলেই আমরা বুঝব, ও ভালই আছে। কল-সাইন না পেলেই আরেকজনকে পাঠানো যাবে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন রাইকভ।

স্যুট এবং অক্সিজেন অ্যাপারেটাস পরে নিয়ে চলে গেল গ্যাকো এই নিয়ে তিনবার এঞ্জিন রুমের দিকে যাবার দরজাটা খোলা হলো। বার বার খোলায় গাঢ় কালো ধোঁয়া ঢুকে বিষাক্ত করে তুলল কন্ট্রোল রুমের আবহাওয়া। চোখ খুলে রাখাই মুশকিল। কমান্ডারের নির্দেশে একজন কিছু গগলস সাপ্লাই করে গেল। কেউ কেউ মাস্ক পরল।

ফোন বাজল এই সময়। রিসিভার তুলল রুস্তভ, কথা বলল, তারপর রেখে দিল আবার।

'মোমিনভ, স্যার,' বলল রুস্তভ। লেফটেন্যান্ট তুর্গেই মোমিনভ মেইন-প্রোপালশন অফিসার। 'অসুস্থ হয়ে পড়ায় ম্যান্যুভার রুম থেকে স্টার্ন রুমে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখন ঠিকই আছে বলছে। স্মোক মাস্ক কিংবা ব্রীদিং অ্যাপারেটাস পাঠাতে পারব কিনা জানতে চেয়েছে তার এবং আরেকজনের জন্যে। হ্যাঁ বলে দিয়েছি আমি।'

'মোমিনভ নিজে তদন্ত করলে আন্তরিক খুশি হব আমি,' বললেন রাইকভ। 'কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।'

'আমিই নিয়ে যাচ্ছি জিনিসগুলো,' বলল রুস্তভ। 'আইস মেশিনের ওপর অন্য আর কাউকে নজর রাখতে বলে দিচ্ছি।'

রুস্তভের আহত হাতের দিকে তাকালেন রাইকভ। দ্বিধা করলেন, তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে। কিন্তু যাবে আর আসবে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল রুস্তভ। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস খুলে নিল। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এই কয় মিনিটেই। কপালে ঘাম।

'এঞ্জিন রুমে আগুন রয়েছে,' বলল রুস্তভ। 'একেবারে নরক। স্ফুলিঙ্গ কিংবা শিখা দেখলাম না। দেখব কি! যা গাঢ় ধোঁয়া! ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুনও দুই ফুট দূরে

থেকে দেখা যাবে না।'

'গ্যাকোকে দেখেছ?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'না। রিং করেনি?'

'দু'বার করেছে। কিন্তু...' এই সময় রিং হওয়ায় থেমে গেলেন রাইকভ তারপর বললেন, 'ওই যে, গ্যাকো। ভালই আছে বোঝা যাচ্ছে, স্টার্ন রুমের অবস্থা কি, ইউরি?'

'এখানকার চেয়ে অনেক খারাপ আহত লোকগুলোর অবস্থা শোচনীয় বিশেষ করে বুনিয়েন। দরজা বন্ধ করার আগেই কি করে জানি প্রচুর ধোঁয়া ঢুকে পড়েছে।'

'এয়ার-স্ক্রাবার স্টার্ট দিতে বলো ভাসিলিকে। শুধু ল্যাবরেটরির জন্যে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে আরও তিনবার বাজল এঞ্জিন রুম টেলিগ্রাফ। কন্ট্রোল রুমের বন্ধ বাতাস আরও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শ্বাস নেয়া ভীষণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পুরো সাজ-পোশাক পরে ফায়ার ফাইটিং টীম এসে প্রবেশ করেছে কন্ট্রোল সেন্টারে। এই সময় আবার খুলে গেল পেছনের দরজা।

গ্যাকো। দাঁড়ানো দেখেই বুঝতে কষ্ট হয় না, অত্যন্ত দুর্বল। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস আর স্যুট খুলতে সাহায্য করা হলো তাকে। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। কপালে, মুখে, ঘাড়ে ঘামের বন্যা। কিন্তু খুশিতে জ্বল জ্বল করছে তার চোখ। দাঁত বের করে হাসছে গ্যাকো।

'স্টীম লীক না, ক্যাপ্টেন,' এই কয়টা শব্দ বলার ফাঁকেই তিনবার জোরে শ্বাস নিতে হলো গ্যাকোকে। 'কিন্তু আগুন কোথায় দেখে এসেছি। মেশিনারি স্পেসের নিচের দিকে। স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে পুরো জায়গাটায়। অল্প শিখাও আছে। আগুন লেগেছে হাই-প্রেশার টারবাইনে। শীথিং-এ আগুন জ্বলছে।'

'মেডালটা শেষ পর্যন্ত কেড়েই নিলে তুমি, গ্যাকো,' বললেন রাইকভ। 'আর কেউ না দিলেও, আমি তোমাকে একটা মেডাল উপহার দেব।' অপেক্ষারত ফায়ারম্যানদের দিকে ফিরলেন কমান্ডার। 'শুনেছ? স্টারবোর্ড টারবাইন একেকবারে চারজন করে যাও। পনেরো মিনিটের বেশি থাকবে না কোন গ্রুপ প্রথম গ্রুপের দলপতি, ওসিপভ, তুমি। সঙ্গে নেবে ছুরি, ক্রু হ্যামার, প্লায়ারস, ক্রো-বার, সিও-টু। শীথিংটা ভেজাবে আগে, তারপর টেনে খুলে আনবে। স্টীম পাইপের ব্যাপারে হুঁশিয়ার। যাও।'

চলে গেল ওরা। রাইকভকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তেমন কিছু হয়নি মনে হচ্ছে? কতক্ষণ লাগবে? দশ-পনেরো মিনিট?'

'অতটা সহজ হবে না। আমাদের কপাল ভাল হলে তিন-চার ঘণ্টায় হয়ে যাবে। অসংখ্য জটিল যন্ত্রপাতির মাঝে রয়েছে জিনিসটা। ভালব, টিউব. কন্ডেনসার, আর কয়েক মাইল লম্বা প্যাঁচানো-ঘোঁচানো স্টীম পাইপ রয়েছে সাংঘাতিক গরম। ছোঁয়া লাগালেই চামড়া রেখে আসতে হবে। তার ওপর ওই বিশাল টারবাইন হাউজিং, এর চারপাশে পুরু ইনসুলেশন শীথিং জড়ানো। যে এঞ্জিনিয়ার ফিট করেছে, ভালমতই করেছে, যেন সহজে উঠে না আসে। আগে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে আগুন নিভিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপরও সহজ

হবে না। একটা করে পোড়া শীথিং-এর টুকরো খুলে আনা হবে, ভেতরে তেল রয়েছে বলে আবার জ্বলে উঠবে সেটা দপ করে।'

'তেল?'

'গোলমালটা তো ওখানেই,' ব্যাখ্যা করে বোঝালেন রাইকভ। 'যেখানেই যে যন্ত্রপাতি ঘোরানোর দরকার হবে, লুব্রিকেটর অয়েল লাগবেই। ওখানে যন্ত্রপাতিরও অভাব নেই, তেলেরও অভাব নেই। শীথিং-এ তেল নেই, কড়াকড়িভাবে হাইড্রোস্কোপিক করা, কাজেই তেলের জন্যে খাঁখাঁ করছে হতচ্ছাড়া ইনসুলেশনগুলো। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেল পেলেই তেমনি টেনে নেয় শীথিং। কাছাকাছি পেলে তো কথাই নেই। ব্লটিং পেপারের কালি খাওয়ার মত করে শুঁষে নেবে।'

'আগুন লাগার কারণটা কি হতে পারে?'

'স্পন্টেনিয়াস কমবাশ্‌শন। এ ধরনের ব্যাপার আগেও ঘটেছে। এ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার মাইল চলেছে লেনিনগ্রাদ। এই সময়ের মধ্যে তেলে নিশ্চয়ই মাখামাখি হয়ে গেছে শীথিং। নভেলি ছাড়ার পর থেকে টপ স্পীডে চলেছে, মারাত্মক গরম হয়েছে এঞ্জিন। ব্যস, আগুন ধরে গেছে হতচ্ছাড়া ইনসুলেশনে…' হঠাৎ মনে পড়ায় রুস্তভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মোমিনভের কাছ থেকে এখনও কোন খবর এল না?'

'এল না তো।'

'বিশ মিনিট হয়ে গেল না?'

'বেশি। তবে আমি যখন ফিরে আসি, মোমিনভ আর রিনিস্কি তখন স্যুট পরছে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিন রুমে যায়নি। যাই হোক স্টার্ন রুমে রিঙ করে দেখি।' ফোন করল রুস্তভ। কথা বলল, ওপাশের বলা কথা শুনল, তারপর থমথমে মুখে রিসিভার রেখে কমান্ডারের দিকে চাইল, 'স্টার্ন রুম জানাচ্ছে, পঁচিশ মিনিট আগে গেছে ওরা। এঞ্জিন রুমে গিয়ে দেখে আসব, ক্যাপ্টেন?'

'এখান থেকে এক পা নড়বে না…'

এক ঝটকায় পেছনের দরজা খুলে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল দু'জন লোকের একজন—তাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে অন্যজন। ধোঁয়া ঢুকল। ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রুস্তভ।

আগন্তুক দু'জন মাস্ক খুলে নিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল যে লোকটা, সে মোমিনভ। তাকে ধরে ধরে এনেছে একজন নাবিক, তাকে চিনতে পারল রানা। ওসিপভের সঙ্গে যাওয়া ফায়ার-ফাইটারদের একজন।

'লেফটেন্যান্ট মোমিনভের সঙ্গে আসতে বলেছেন আমাকে লেফটেন্যান্ট ওসিপভ,' বলল ফায়ার-ফাইটার, এনার অবস্থা খারাপ, কমরেড ক্যাপ্টেন।' মোমিনভকে দেখিয়ে কমান্ডারকে বলল সে।

ঠিকই বলেছে ফায়ার-ফাইটার। মোমিনভের অবস্থা কাহিলই। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, টলছে। চেহারা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে সে। ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো তাকে।

'রিনিস্কি,' কোনমতে মাথা খাড়া রেখেছে মোমিনভ। 'পাঁচ মিনিট…পাঁচ মিনিট আগে…'

'কি হয়েছে?' দ্রুত কথা বললেন রাইকভ, 'রিনিস্কির কি হয়েছে?'

'পড়ে গেছে। নিচে, মেশিনারি স্পেসে। সঙ্গে সঙ্গেই নেমে গিয়েছি আমি, তোলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু চেঁচিয়ে উঠেছে রিনিস্কি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায়…' হঠাৎ মোমিনভের মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল। গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলা হলো তাকে। জ্ঞান হারিয়েছে।

'মেজর ফ্র্যাকচার সম্ভবত,' বলল রানা। 'ইন্টারনাল ইনজুরিও হতে পারে।'

'সর্বনাশ!' বললেন রাইকভ, 'ফ্র্যাকচার! মেশিনারি স্পেসে!' রুস্তভের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন, 'ইউরি, মোমিনভকে ক্রুদের মেসে নিয়ে যাও,' তারপর আপনমনেই বিড় বিড় করলেন আবার, 'ফ্র্যাকচার!'

'আমাকে মাস্ক আর স্যুট দিন,' কমান্ডারকে বলল ডাক্তার জ্যাকভ, 'ডাক্তার রুডেনকোর ইমার্জেন্সী কিট নিয়ে আসছি আমি সিক-বে থেকে।'

'আপনি?' এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললেন রাইকভ, 'আপনাকে তো যেতে দিতে পারি না আমি…'

'ওসব নেভীর আইন-কানুনের কথা বাদ দিন এখন,' শান্তকণ্ঠে বলল জ্যাকভ। 'আমি একজন রাশান, একজন ডাক্তার, আপনাদের সঙ্গে একই জাহাজে আছি। যদি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়, আপনাদের পাশাপাশিই সাঁতরাতে হবে আমাকেও।'

'কিন্তু…'

'আর কোন কিন্তু নেই, আমি যাচ্ছি,' জোর গলায় বলল জ্যাকভ। ঘুরে চলে গেল সিক-বের দিকে।

রানার দিকে তাকালেন রাইকভ। চোখে গগলস, কিন্তু তাঁর মুখের উদ্বিগ্ন ভাব নজর এড়াল না রানার। দ্বিধাজড়ানো গলায় বললেন কমান্ডার, 'ডাক্তার জ্যাকভ যাবে…'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, আপনিও জানেন। ডাক্তার রুডেনকো সুস্থ থাকলে তাকে অবশ্যই পাঠাতেন আপনি। তাহলে জ্যাকভ যাবে না কেন? ডাক্তার হিসেবে সে খুবই ভাল।'

'ওখানে যাননি আপনি, ডাক্তার রানা, তাই বলতে পারছেন। ওটা একটা ধাতব-জঙ্গল। ওই মেশিনারি স্পেসে বসে একটা ভাঙা আঙুল জোড়া দেবারও উপায় নেই, মেজর ফ্র্যাকচার তো দূরের কথা।'

'আমার মনে হয় না, ওখানে ভাঙা হাড়ে স্প্লিন্ট বাঁধতে যাবে ডাক্তার। রিনিস্কিকে একটা ইঞ্জেকশন দেবে বড়জোর। মই বেয়ে তুলে আনার সময় আর চেঁচাবে না বেহুঁশ রিনি[illegible]

মাথা ঝাঁকালেন রাইকভ, ঠোঁট কুঁচকালেন, তারপর আইস ফ্যাদোমিটার পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

'অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে, না রুস্তভ?' বলল রানা।

'খুবই খারাপ,' [illegible] রুস্তভ 'এমনিতে লেনিনগ্রাদের ভেতরের বাতাসে ষোলো ঘণ্টা চলে [illegible] এখন, অর্ধেক বাতাসই শ্বাস নেবার অযোগ্য হয়ে

পড়েছে। যা আছে, তাতে আর ক'ঘণ্টা চলবে, কে জানে! বাতাস-পিউরিফায়ার না চালালে মেশিন স্পেসে ফায়ার-ফাইটারদের কাজ করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাছাড়া আলো নেই। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস পরে ফ্লাডলাইটের আলোতেও পরিষ্কার দেখা যায় না, তার ওপর রয়েছে ধোঁয়া। বাতাস বিশুদ্ধ করার যন্ত্রটা চালানোর ঝুঁকি নেয়া যাচ্ছে না। বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে গেলে ছড়িয়ে যাবে এঞ্জিন রুমের আগুন।'

'শুনে মনে শান্তি পাচ্ছি খুব,' বলল রানা। 'তা রিঅ্যাকটর চালানো হবে কখন?'

'আগুন নিভিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর।'

'কমান্ডার বলেছেন, আগুন নেভাতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে।'

'আরও বেশি লাগলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

মেডিক্যাল কিট হাতে নিয়ে কাশতে কাশতে এসে কন্ট্রোল সেন্টারে ঢুকল জ্যাকভ। এসেই স্যুট আর ব্রীদিং অ্যাপারেটাস পরতে শুরু করল। অ্যাপারেটাস ব্যবহারের পদ্ধতি তাকে শিখিয়ে দিল রুস্তভ। দ্রুত শিখে নিল ডাক্তার।

'তাড়াতাড়ি কাজ সারবেন, ডাক্তার,' বললেন রাইকভ। 'মনে রাখবেন, এ ধরনের কাজের জন্যে ট্রেনিং নেই আপনার। দশ মিনিটের বেশি কোনমতেই থাকবেন না।'

মোমিনভকে নিয়ে এসেছিল যে লোকটা, সে-ই জ্যাকভকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু দশ মিনিট নয়, চার মিনিটের মাথায়ই ফিরে এল ওরা। না, বেহুঁশ রিনিস্কিকে আনেনি। বরং আধা-বয়ে আধা-হেঁচড়ে অজ্ঞান জ্যাকভকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফায়ার-ফাইটার।

'ঠিক কি হয়েছিল, বলতে পারব না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফায়ার-ফাইটার। নিজের চাইতে তিরিশ পাউন্ড বেশি ভারী একটা অজ্ঞান দেহকে বয়ে এনে একেবারেই হাঁপিয়ে উঠেছে সে। 'এঞ্জিন রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। আমি আগে আগে ছিলাম, হঠাৎ আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ডাক্তার। কোন কিছুতে হোঁচট খেয়েছিলেন হয়তো। আমি পড়ে গেলাম। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ালাম। টর্চ জ্বেলে দেখি আমার পায়ের কাছে পড়ে আছেন ডাক্তার, অজ্ঞান। মাস্কটা ছুটে এক পাশে সরে গেছে। চেপেচুপে মাস্কটা আবার ডাক্তারের মুখে বসিয়ে দিয়েছি যতটা সম্ভব।'

'ঘটনাটা কি!' বিড় বিড় করল রুস্তভ। 'মেডিক্যাল প্রফেশনের লোকদের ওপর প্রসন্ন নয় যেন লেনিনগ্রাদ!' সামনের দরজার দিকে বয়ে নেয়া জ্যাকভের বেহুঁশ দেহটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমৎকার হয়েছে এখন। তিনজন ডাক্তারের দু'জন অকেজো, একজন ডাক্তার হিসেবে অকর্মা।'

ফিরে চেয়ে রুস্তভের কথা শুনলেন কমান্ডার, কিন্তু কিছু বললেন না।

'রিনিস্কিকে কোন্ ইঞ্জেকশন দিতে হবে,' কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'জানেন কিছু? কোথায় আছে ওষুধটা?'

'জানি না।'

'রুডেনকো ছাড়া লেনিনগ্রাদের আর কেউ জানে?'

'জানে না।'

রুডেনকোর কেমিক্যাল কিট খুলল রানা। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ আর একটা শিশি বের করল। খানিকটা তরল ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে নিজের বাঁ হাতের কব্জিতে ব্যান্ডেজ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সূচ ঢুকিয়ে দিল। ওষুধ পুশ করতে করতে বলল, 'পেইন কিলার। হাতটা একেবারে অকেজো নয়। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ঠিকই ব্যবহার করতে পারব।' গ্যাকোর দিকে চাইল রানা। বিষাক্ত বাতাসেও নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে গ্যাকো। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' উঠে দাঁড়াল গ্যাকো। হাত বাড়িয়ে চেয়ারে রাখা ব্রীদিং অ্যাপারেটাস তুলে নিয়ে বলল, 'ভয় নেই, ডাক্তার। আপনার পাশে গোল্ড মেডালিস্ট টর্পেডোম্যান ম্যাক্সিম গ্যাকো থাকলে...'

'এখনও সুস্থ অনেক লোক হাতে আছে আমার, ডাক্তার রানা,' বললেন রাইকভ।

'না, ওদের দিয়ে হবে না। গ্যাকোকেই দরকার। ওরও উপকার হবে এতে। একই দিনে দু'দুটো মেডাল পেয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা আমি দেব।'

হেসে মাথার ওপর দিয়ে মাস্কটা নামিয়ে টেনে আনল গ্যাকো।

দুই মিনিট পরেই গ্যাকোকে নিয়ে এঞ্জিন রুমে ঢুকল রানা।

বদ্ধ, ভ্যাপসা গরম এঞ্জিন রুমে। জোরাল টর্চের তীব্র আলোয় আঠারো ইঞ্চির বেশি দৃষ্টি চলছে না। ব্রীদিং অ্যাপারেটাস অবশ্য ঠিকমতই কাজ করছে, কোন রকম অস্বস্তি বোধ করছে না রানা।

রানার বাহু ধরে একটা মইয়ের মাথার কাছে নিয়ে গেল গ্যাকো। বুঝল রানা, মইয়ের তলা মেশিনারি স্পেসে গিয়ে ঠেকেছে। নিচে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের তীব্র হিসহিসানি শোনা যাচ্ছে।

নিচে সামনের দিকে বিশাল টারবাইনে ঝুলে থেকে জ্বলছে দুটো শক্তিশালী ফ্লাডলাইট। সেই আলোয় ছয় ফুট ব্যাস পর্যন্ত জায়গা আলোকিত হয়ে আছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে নয়, আবছা। গাঢ় কালো ধোঁয়ার জন্যে এত আলোতেও বাধা পাচ্ছে দৃষ্টি।

আঙুল তুলে শীথিং কোথায় দেখাল রানাকে গ্যাকো সাদা ফেনা এক্সটিংগুইশার থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে গিয়েই শীথিং ইনসুলেশনের গায়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিক্ষেপ করেই পিছিয়ে আসছে এক্সটিংগুইশারধারীরা, তাদের পেছনে অপেক্ষমাণ লোকগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। বিদঘুটে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শীথিং ছিঁড়ে তুলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইনসুলেশনের টুকরো ছিঁড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে দপ করে আবার আগুন জ্বলে উঠছে ওগুলোতে। পেছন থেকে বিদ্যুৎ গতিতে এক্সটিংগুইশার চালিয়ে মুহূর্তে ওই আগুন নিভিয়ে দিচ্ছে ফায়ার-ফাইটাররা। তারপর আবার সামনে বাড়ছে শীথিং ছেঁড়ার দায়িত্ব যাদের, তারা। বার বার একই ভাবে চলছে এই প্রক্রিয়া।

ঠিকই বলেছেন কমান্ডার রাইকভ, ভাবল রানা, কাজটা মোটেও সহজ নয়। চার ঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানোর কাজ শেষ হলে নিজেদের ভাগ্যবানই মনে

করতে হবে। কিন্তু চার ঘণ্টা পরে লেনিনগ্রাদের ভেতরের বাতাসের কি অবস্থা হবে, একবার ভেবেই চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল সে।

গ্যাকো আর রানাকে মই বেয়ে নামতে দেখল প্রথমে ওসিপভ। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কতগুলো পাইপ কন্ডেনসার আর অসংখ্য ধাতব যন্ত্রপাতির মাঝের ছোট্ট পরিসর। এই পরিসরে পা ফেলে ফেলে কোনমতে এগিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা, তাই এখানে পথ।

পেঁচানো কিছু পাইপ আর কন্ডেনসারের মাঝে একটু খোলামত জায়গায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে রিনিস্কি। টর্চের আলোতে দেখল রানা, রিনিস্কির গগলসের তলায় চোখের মণি কপালের দিকে উঠে গেছে, চোখের নিচের দিকের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। ওর গগলসের সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে নিল রানা নিজের মাস্ক।

'পা ভেঙেছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

কোনমতে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল রিনিস্কি।

'বাঁ পা?'

একই ভাবে জবাব দিল রিনিস্কি। তারপর অতি কষ্টে বাকা হয়ে হাত বাড়িয়ে কোথায় ভেঙেছে দেখাল। মেডিক্যাল কিট খুলে কাঁচি বার করল রানা। রিনিস্কির ডান বাহুর কাছে পোশাকের খানিকটা কেটে সরিয়ে ফেলল। দ্রুত হাতে সিরিঞ্জ আর ওষুধের শিশি বের করে ইঞ্জেকশন দিল ওর বাহুর খোলা অংশে। দুই মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়ল রিনিস্কি।

অজ্ঞান রিনিস্কিকে মই বেয়ে ওপরে তুলে আনতে সাহায্য করল দু'জন ফায়ার-ফাইটার। তারপর রানা আর গ্যাকো ধরাধরি করে রিঅ্যাকটর রুমের ওপর দিয়ে প্যাসেজ পার করে তাকে নিয়ে চলল। টের পেল রানা, তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে গেছে। পা কাঁপতে শুরু করেছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর।

কন্ট্রোল রুমে পৌঁছেই টেনে মাস্ক খুলে ফেলল রানা। অস্বস্তিকর ভাবে হাঁচতে-কাশতে লাগল। চোখের পানি দর দর করে নামছে গাল বেয়ে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এখান থেকে বেরিয়েছে, ফিরে এসে এইটুকু সময়েই এখানকার আবহাওয়ার অস্বাভাবিক অবনতি টের পেল রানা।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার,' বললেন রাইকভ। 'ওখানে কি অবস্থা?'

'খারাপ, তবে অসহ্য নয়। একটানা দশ মিনিটের বেশি থাকা উচিত নয় ওখানে ফায়ার-ফাইটারদের।'

'ফায়ার-ফাইটাররা সংখ্যায় অনেক। ঠিক আছে, দশ মিনিটের বেশি থাকতে বারণ করব ওদের যে-কোন দলকে।'

ধরাধরি করে দু'জন নাবিক সিক-বেতে নিয়ে গেল রিনিস্কিকে। অপেক্ষাকৃত ভাল বাতাস গ্রহণের জন্যে মেস রুমে যাবার নির্দেশ দিলেন কমান্ডার গ্যাকোকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিক-বেতে রানার সঙ্গে তার থাকাই স্থির হলো।

রানার ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য পেশ করল গ্যাকো, 'একটা হাতের চেয়ে তিনটে হাত অনেক বেশি কাজে আসবে, রানা। আপাতত আমার হাত দুটোকে নিজের ভাবতে কোন অসুবিধে হবে না নিশ্চয়?'

গ্যাকোর দিকে চেয়ে হাসল রানা।

নিজের কটে আধশোয়া হয়ে বিড় বিড় করছে আর কমান্ডারের গুষ্টি উদ্ধার করছে ডাক্তার রুডেনকো। তার মত সুস্থ মানুষকে কটে শুয়ে অসুস্থ করে তোলার জন্যে রাইকভের প্রতি আক্ষেপের অন্ত নেই তার। ক্যাপ্টেন কুমারভ ঘুমাচ্ছে।

রিনিস্কিকে পরীক্ষা-টেবিলে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রানা। বলল, 'ডাক্তার, আর কটে শুয়ে থাকার দরকার নেই। একটু হাত লাগালে ভাল হয়। লোকটা স্কিপিং করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পা ভেঙেছে।'

'বেঁচে থাকো, বাবা, বেঁচে থাকো,' রিনিস্কিকে আশীর্বাদ করতে করতে কট থেকে নেমে এল রুডেনকো।

যতটা আশঙ্কা করা হয়েছে ততটা খারাপ নয় রিনিস্কির পায়ের অবস্থা। কম্পাউন্ড নয়, ক্লীন ফ্র্যাকচার, টিবিয়া।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বাজল টেলিফোন। ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল গ্যাকো, শঙ্কিতভাবে চাইল ক্যাপ্টেন কুমারভের দিকে। তীক্ষ্ণ ক্রী-ং-ং শব্দে তার ঘুম ভাঙেনি দেখে নিশ্চিন্ত হলো। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কিছু শুনল গ্যাকো, তারপর ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে রাখল ক্রাডলে।

'কন্ট্রোল রুম,' কঠিন হয়ে উঠেছে গ্যাকোর চেহারা। দুঃসংবাদ, অনুমান করল রানা। 'কমান্ডার আপনাকে জানাতে বলেছেন, ডাক্তার রানা, যমজ ভাইদের একজন, বুনিয়েন, মারা গেছে। দুই মিনিট আগে।' হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়াল গ্যাকো, 'আরেকটা মৃত্যু।'

'না,' থমথমে কঠিন গলায় বলল রানা, 'আরেকটা খুন।' ঘড়ি দেখল, সকাল সাড়ে ছ'টা।

নয়

বরফ শীতল এক কফিনে পরিণত হয়েছে লেনিনগ্রাদ। সকাল সাড়ে ছয়টায়, আগুন লাগার সাড়ে চার ঘণ্টা পর লেনিনগ্রাদে বাড়ল আরেকটা লাশ। কন্ট্রোল রুমে বসা কিংবা মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকগুলোর লাল চোখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করল রানা, আর বড়জোর এক কি দুই ঘণ্টা বাদে বুনিয়েনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে লেনিনগ্রাদের আরও অনেকে। বেলা দশটা নাগাদ সত্যি সত্যিই কফিনে পরিণত হবে লেনিনগ্রাদ। স্টীলের কফিন, যার ভেতরে একটা জীবন্ত লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।

জাহাজ হিসেবে এখনি মৃত্যু ঘটেছে লেনিনগ্রাদের। বিশাল এঞ্জিন চলার কম্পন, জেনারেটরের চাপা গুম-গুম, এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটের গম্ভীর গুঞ্জন, ইলেকট্রিক পাখার বাতাস কাটার শোঁ-শোঁ আওয়াজ, বাবুর্চিখানায় ধাতব পাত্র ঠোকাঠুকির শব্দ, মানুষের কথা বলা, নড়াচড়া, সব স্তব্ধ। এসব ছিল যেন সাবমেরিনের হৃৎপিণ্ডের শব্দ, থেমে গেছে এখন। লেনিনগ্রাদের ফুস ফুস আক্রান্ত হয়েছে যেন। মানুষরূপী রক্তকণিকারা হাঁসফাঁস করছে বাতাসের অভাবে।

এখনও কয়েকদিন চলার মত অক্সিজেন আছে লেনিনগ্রাদের বিশাল গ্যাস ট্যাংকগুলোতে, অথচ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ বিল্ট-ইন ব্রীদিং সিসটেমে তৈরি কিছু ব্রীদিং সেট আছে জাহাজে, ট্যাংক থেকে সরাসরি অক্সিনাইট্রোজেন মিকশ্চার টেনে নিতে সক্ষম ওগুলো, কিন্তু মাত্র কয়েকটা এই যন্ত্র দিয়ে কি কাজ হবে! তবু এগুলোর ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে। পালা করে প্রতিবারে একটানা দুই মিনিট শ্বাস নিতে পারছে লেনিনগ্রাদের লোকেরা।

মাঝেমধ্যে ট্যাংক থেকে সরাসরি অক্সিজেন চুইয়ে বের করা হচ্ছে, সামান্য ক্ষণের জন্যে। এতে লাভ তো হচ্ছেই না, বরং অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেশার বেড়ে গিয়ে শ্বাস নেয়া আরও কষ্টকর হয়ে উঠছে। শক্তির অভাবে এয়ার সারকুলেটিং সিসটেম চালু করা যাচ্ছে না, ফলে বিশুদ্ধ অক্সিজেন অতিরিক্ত বিষাক্ত বাতাসের কারণে কোন কাজেই লাগতে পারছে না। ওদিকে ধোঁয়ার পরিমাণ আরও বেড়েছে। এঞ্জিন রূমের আগুন নিভে গেছে, কিন্তু লাল হয়ে ওঠা স্মোলডারিং ইনসুলেশন আধো জ্বলন্ত অবস্থায় আরও বেশি ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

কিন্তু লেনিনগ্রাদের ভেতরে সব চেয়ে বড় শত্রু হলো কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস। ভয়াবহ তীক্ষ্ণ থাবা মেলে ক্রমেই আয়তনে বাড়ছে শিকারের টুঁটি টিপে ধরার জন্যে।

এর ওপর আছে ঠাণ্ডা। সমস্ত স্টীম পাইপ বন্ধ, হীটার জ্বলছে না। বাইরের সাবফ্রীজিং টেম্পারেচার এখন ভেতরেও কামড় বসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই হি-হি কাঁপুনি উঠে গেছে লেনিনগ্রাদের ভেতরের অধিবাসীদের। সেন্টিগ্রেড স্কেলে জিরোর দুই ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে ভেতরের উত্তাপ।

এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু এঞ্জিন রূমে কাজ বন্ধ হচ্ছে না। আহত ক'জন ছাড়া অন্য সবাই পালা করে গিয়ে গিয়ে কাজ করছে এঞ্জিন রূমে, সাহায্য করছে ফায়ার-ফাইটারদের। ডাক্তার জ্যাকভের জ্ঞান ফিরেছে। জোর করেও আটকানো যাচ্ছে না তাকে। এঞ্জিন রূমে কাজ করতে গিয়ে প্রতিবারে প্রতি গ্রুপেরই কেউ না কেউ জ্ঞান হারাচ্ছে, কিংবা অন্য কোন অসুবিধেয় পড়ছে। লেনিনগ্রাদে সবচেয়ে উন্নতমানের ব্রীদিং অ্যাপারেটাস ক্লোজড-সার্কিট অ্যাপারেটাস পরে নিয়ে বার বার এঞ্জিন রূমে আহতদের সেবা করতে যাচ্ছে সে। অন্তত পনেরো বার যাওয়া আসা করেছে জ্যাকভ ইতিমধ্যেই। খুবই কাজের জিনিস এই ক্লোজড-সার্কিট অ্যাপারেটাস। তাই এত বারে এঞ্জিন রূমে যাওয়া আসা ছুটোছুটি করেও খাড়া রয়েছে সে।

পৌনে সাতটা নাগাদ কন্ট্রোল সেন্টারে এসে ঢুকল চীফ টর্পেডোম্যান সুমিপভ। মেঝেতে রাইকভ আর রুস্তভের পাশে বসে থেকে দরজা খুলে সুমিপভকে ঢুকতে দেখল রানা, ধোঁয়ার জন্যে আবছাভাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে রাইকভের কাছে এসে পৌঁছুল সুমিপভ। মুখে কোন ধরনের মাস্ক নেই, শীতে কাঁপছে থর থর করে।

'কিছু একটা করতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেন,' গলা দিয়ে ভোঁতা আওয়াজ বেরোল সুমিপভের। সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে যেন কেউ তার কণ্ঠনালী। 'সাতজন জ্ঞান হারিয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ।'

'ধন্যবাদ, চীফ,' সুমিপভের মতই রাইকভের মুখেও মাস্ক নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁরও। গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোচ্ছে। 'কিছু একটা শীঘ্রিই করব আমরা।'

'অক্সিজেন,' বলল রানা। 'অক্সিজেন ছড়াতে বলুন না।'

'অক্সিজেন?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন রাইকভ, 'না। এমনিতেই অ্যাটমোস্ফেরিক প্রেশার অনেক বেশি হয়ে গেছে।'

'প্রেশারে মারা যাবে না কেউ,' গলা, বুক, চোখ জ্বলছে রানার। গলার ভেতরটা খসখসে শুকনো মনে হচ্ছে। নিজের কানেই নিজের স্বর অদ্ভুত শোনাচ্ছে। 'কিন্তু কার্বন-মনোক্সাইড আরও বেড়ে গেলে মারা যাব সবাই।'

কি যেন ভাবলেন রাইকভ। মনে মনে হিসেব করে নিলেন কিছু। তারপর মাইক্রোফোনে আদেশ দিলেন, 'অক্সিজেন। অক্সিজেন বাড়িয়ে দাও।'

কন্ট্রোল রুমে অক্সিজেন ঢোকার হিস হিস শব্দ উঠল। কানের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল রানা, ক্রমেই বাড়ছে চাপ। কিন্তু শ্বাসপ্রক্রিয়ার কোন উন্নতি টের পেল না।

যেখান দিয়ে এসেছিল, সেদিক দিয়েই বেরিয়ে গেল সুমিপভ। ফিরে এল আবার কয়েক মিনিট পর। খবর নিয়ে এসেছে, এবারে জ্ঞান হারিয়েছে আরও পাঁচজন।

সুমিপভের মতই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তার সঙ্গে গেল রানা। অবশিষ্ট যে কয়টা ক্লোজড-সার্কিট সেট রয়েছে ওগুলো পালা করে এক মিনিট ধরল প্রতিটি অজ্ঞান লোকের নাকে মুখে। হুঁশ ফিরল ওদের ঠিকই, কিন্তু সেট সরিয়ে নেবার কয়েক মিনিট পরেই আবার জ্ঞান হারাল। এভাবে কিছু হবে না। অন্য কোন উপায় বের করা যায় কিনা পরামর্শের জন্যে রাইকভের কাছে ফিরে এল ওরা আবার।

কন্ট্রোল সেন্টারের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রানা। বেগুনী হয়ে এসেছে মুখের রঙ। কার্বন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়ার পরিষ্কার লক্ষণ। রাইকভকে জিজ্ঞেস করে জানল রানা, এখনও এঞ্জিন রুম থেকে ফেরেনি ডাক্তার জ্যাকভ।

প্লটিং টেবিলের পায়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন রাইকভ। তাঁর পাশে শুয়ে আছে রুস্তভ। রানাও শুয়ে পড়ল রুস্তভের পাশে। ম্লান হাসলেন কমান্ডার।

'কেমন আছে ওরা, ডাক্তার?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার। ফ্যাসফেঁসে মৃদু কণ্ঠস্বর।

'আর এক ঘণ্টাও টিকবে না,' জানাল রানা। 'কার্বন-মনোক্সাইড বিষে মরার খবর পাবেন শীঘ্রিই।'

'এত তাড়াতাড়ি?' লাল, ফোলা, পানি গড়ানো চোখে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ।

'এত তাড়াতাড়ি! কার্বন-মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ায় মারা যেতে দেরি করে না লোকে। এক ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন, পরের এক ঘণ্টায় আরও অন্তত পঞ্চাশ জন লোক মারা যাবে।'

'নাহ্, আর ঠেকানো যায় না,' বিড় বিড় করে বললেন রাইকভ। রুস্তভকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের প্রপালশন অফিসার কোথায়?'

'ডেকে আনছি,' নিজেকে টেনে তুলল রুস্তভ। মৃত্যুশয্যা থেকে প্রিয়জনদের শেষ বক্তব্য শোনানোর জন্যে যেন প্রাণপণে উঠল কোন বুড়ো মানুষ।

ঠিক এই সময় এঞ্জিন রুমের দিকে যাবার দরজাটা ঝটকা মেরে খুলে গেল। সারা গায়ে তেল কালিতে মাখামাখি, সাংঘাতিক ক্লান্ত একটা লোক ঘরে প্রবেশ করল। তার পেছনে একই অবস্থায় ঢুকল আরও কয়েকজন।

সামনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ, 'ওসিপভ?'

'হ্যাঁ কমরেড,' কোন মতে টেনে মাস্কটা খুলে নিল নেভিগেটিং অফিসার লেফটেন্যান্ট ওসিপভ। ধোঁয়া নাকে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশতে শুরু করল। দুলে উঠল দেহ।

ওসিপভকে সামলে নেবার সময় দিলেন কমান্ডার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদিককার অবস্থা কি?'

'ধোঁয়া বেরোনো বন্ধ করে ফেলেছি, স্যার,' দুই গাল থেকে চোখের পানি মেশানো ঘাম মুছল ওসিপভ। ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে। 'শীথিং পুরোপুরি খুলে নেয়া হয়েছে।'

'বাকি কাজ সারতে কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট দশেকের কাজ। কিন্তু যা অবস্থা, এক ঘণ্টা লাগলেও অবাক হব না।'

'থ্যাংক ইউ, ওসিপভ,' দরজার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন রাইকভ। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে রুস্তভ আর মোমিনভ।

'এই যে মোমিনভ,' প্রপালশন অফিসারকে দেখেই বললেন রাইকভ। 'টার্বো জেনারেটর চালু করতে কত সময় লাগবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না, স্যার,' লাল চোখ মোমিনভের। কাশল। বুক চেপে ধরে শ্বাস নিল জোরে জোরে। মুখ বিকৃত। 'তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালাতে চেষ্টা করব।'

টলতে টলতে চলে গেল মোমিনভ। জোর করে নিজেকে খাড়া করলেন রাইকভ। ব্রডকাস্ট পাওয়ার সাপ্লাই করার আদেশ দিলেন রুস্তভকে। হুক থেকে মাইক্রোফোন খুলে আনলেন। আশ্চর্য শান্ত, পরিষ্কার, জোরাল গলায় কথা বলে উঠলেন। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের জন্যে হাঁসফাঁস করছে তাঁর ফুসফুস, কিন্তু কোন আজব কৌশলে সামলে নিয়েছেন যেন নিজেকে।

'কমান্ডার বলছি,' বলে চললেন রাইকভ, 'এঞ্জিন রুমের আগুন নেভানো হয়েছে। পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করার চেষ্টা চলছে। সমস্ত ওয়াটার-টাইট দরজা খুলে দাও। পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত খুলেই রাখবে। তোমাদের সবার কাজের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মাইক্রোফোনটা আবার আগের জায়গায় রেখে রুস্তভের দিকে ফিরলেন, 'এখনও বিপদ কাটেনি। রিঅ্যাক্টর চালু করার মত যথেষ্ট শক্তি ব্যাটারিতে আছে কিনা কে জানে!'

'শক্তি থাকলে কতক্ষণ লাগবে চালু করতে?' জানতে চাইল রানা। 'টার্বো জেনারেটর আর এয়ারপিউরিফাইং ইকুইপমেন্টের কথা বলছি আমি। এই বিষাক্ত বাতাস পরিষ্কার করতেই বা কতক্ষণ লাগবে মেশিনের?'

'আশা করছি আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।'

'আসলে দেড় ঘণ্টা,' কর্কশ থমথমে রানার গলা। 'এঞ্জিন রুমের আবর্জনা পরিষ্কার করার আগে জেনারেটর চালু করা যাচ্ছে না। ওসিপভ বলেছে, ওগুলো পরিষ্কার করতে এক ঘণ্টা লাগবে। সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখবে ওদিকে মোমিনভ। এঞ্জিন রুম পরিষ্কার হলেই কাজ শুরু করবে। আধ ঘণ্টা লাগবে জেনারেটর চালু করে, অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালু করে বাতাস ঠিক করতে। মাই ডিয়ার, কমান্ডার,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'বিপদ তো কাটেইনি, বরং শুরু হয়েছে। আগামী দেড় ঘণ্টায় লেনিনগ্রাদের প্রতি চারজন মানুষের একজনকে হারাতে হবে আমাদের।'

হাসলেন রাইকভ। গলায় ইচ্ছাকৃত রহস্য ঢেলে বললেন, 'মনোক্সাইড পয়জনিঙে কেউ মারা যাবে না, ডাক্তার। আর পনেরো মিনিট পরেই ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস টানব আমরা।'

রুস্তভ আর রানা দু'জনে চোখাচোখি করল। দু'জনেরই চোখে বিষণ্ণতা ছায়া ফেলেছে। কিন্তু কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়ায় এর আগে মানুষের পাগল হয়ে যাবার কথা, কই, কখনও শোনেনি তো দু'জনের কেউই!

ওদের গোপন চোখাচোখি নজর এড়াল না কমান্ডারের। জোরে হেসে উঠতে গিয়েই কেশে ফেললেন। অনেকক্ষণ ধরে চলল তাঁর জোর খক খক কাশি। চোখ দিয়ে অনবরত পানি গড়াতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পরে অনেক কষ্টে কাশি থামালেন কমান্ডার।

'গিয়েছিলাম আরেকটু হলেই,' গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না আর রাইকভের। 'না, না, চেহারাকে অমন করে বিকৃত করবেন না…ভয় পেয়ে যাব তাহলে…হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন তো কেন ওয়াটার-টাইট সমস্ত দরজা খুলে দেবার আদেশ দিয়েছি?'

চুপ করে রইল রানা। জানে না সে।

রানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রুস্তভের দিকে তাকালেন কমান্ডার 'ইউরি?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়াল রুস্তভ। জানে না সে-ও।

'এঞ্জিন রুমকে ডাকো,' রুস্তভকে বললেন রাইকভ। 'বলো, ডিজেল চালু করে দিক।'

'ঠিক আছে, স্যার,' শুষ্ক গলায় বলল রুস্তভ। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

'লেফটেন্যান্ট ইউরি রুস্তভ বুঝতে পারছে না, তার ক্যাপ্টেন পাগল হয়ে গেছে কিনা,' রুস্তভের দিকে পেছন ফিরে বলে গেলেন রাইকভ। 'লেফটেন্যান্ট রুস্তভ এটা নিশ্চয় জানে না, রাক্ষসের মত বাতাস অ্যাবজর্ব করে ডিজেল এঞ্জিন, জাহাজের সামনের দিকে ট্যাংক থেকে বিশুদ্ধ বাতাস ছাড়ার আদেশ দিয়েছি আমি। ডিজেল এঞ্জিন রয়েছে জাহাজের পেছন দিকে। বাতাসে অক্সিজেন আছে, কিন্তু মানুষের শ্বাস নেবার জন্যে সঠিক পরিমাণ নয়। বিষাক্ত বাতাসে ডিজেল এঞ্জিনের কোন ক্ষতি হয় না, ঠিকমত চলতে চাইবে না অবশ্য, কিন্তু চলবে, বন্ধ হবে না। জাহাজের বিষাক্ত বাতাস টেনে নেবে এঞ্জিন, ওদিকে সামনের দিক থেকে পরিষ্কার বাতাস ছড়িয়ে পড়বে ধীরে ধীরে। লেফটেন্যান্ট হয়তো জানতে চাইবে, আরও আগে কেন এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করিনি আমি? জবাব হলো, বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে

গেলেই দাউ দাউ করে আগুন আরও বেশি জ্বলে উঠত। এখন আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, কাজেই অক্সিজেন ছাড়াতে অসুবিধে নেই। ডিজেল এঞ্জিন মাত্র কয়েক মিনিট চালালেই বিষাক্ত বাতাসের কবল থেকে মুক্তি পাব আমরা। আমি পাগল হয়ে যাইনি, আশা করি বুঝতে পেরেছে লেফটেন্যান্ট।'

কোন জবাব নেই দেখে ঘুরে চাইলেন রাইকভ। কিন্তু রুস্তভ নেই। চলে গেছে আগেই।

তিন মিনিট পেরিয়ে গেল। ডিজেল স্টার্ট দেবার শব্দ শুনতে পেল রানা। বার কয়েক কেশে প্রতিবাদ জানিয়ে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। পরে জানা গেছে ডিজেল এঞ্জিনের আশপাশে কয়েক বোতল ইথার ছড়িয়ে নিয়েছিল এঞ্জিনিয়ার, তাই এত সহজে চালু হয়ে গিয়েছিল ওটা।

মিনিট দু'য়েক অনিয়মিত ভাবে চলল এঞ্জিন, তারপর স্বাভাবিক হয়ে এল আওয়াজ। বিষাক্ত বাতাসকে পাত্তাই দিচ্ছে না। আশ্চর্য! দ্রুত সরে যেতে লাগল কন্ট্রোল রুমের ধোঁয়া। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছে ঘর। জ্বলন্ত একটি মাত্র ল্যাম্পের আলোতেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন ঘরের সবকিছু।

আরও কয়েক মিনিট পরেই ঘটল যেন অলৌকিক ঘটনা। ধীরে ধীরে আরও পরিষ্কার আরও নিখুঁত শোনাল ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ। সহজেই শ্বাস নিতে পারছে এখন রানা, কন্ট্রোল রুমের প্রতিটি লোক। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিষাক্ত বাতাস, সামনের দরজা দিয়ে এসে তার জায়গা দখল করেছে বিশুদ্ধ বাতাস। বাতাসে এখনও সামান্য কার্বন-মনোক্সাইড আছে, কিন্তু সেটুকুকে এখন কেয়ার করছে না কেউ।

নিমেষে যাদুকরের জীয়ন কাঠি ছুঁইয়ে দেয়া হয়েছে যেন জাহাজের প্রতিটি লোকের শরীরে। মৃত্যুপথ যাত্রীরা নড়েচড়ে উঠে চোখ মেলল। উঠে বসল কেউ কেউ। চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু শ্বাসকষ্ট নেই, অবিশ্বাস্য হলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই কারও। জোরে জোরে শ্বাস টানছে সবাই। বুক ভরে টেনে নিচ্ছে মিষ্টি পরিষ্কার বাতাস। বাতাসের এই স্বাদ এর আগে যেন পায়নি ওরা।

এয়ার-প্রেশার রেকর্ডিং গজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার রাইকভ। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পনেরো পাউন্ড লেখা ঘরে এসে গেল কাঁটা, কমতে লাগল আরও। আরও উচ্চ চাপে কম্প্রেশ্‌ড এয়ার ছাড়ার আদেশ দিলেন কমান্ডার। ধীরে ধীরে আবার উঠতে লাগল কাঁটা। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যেতেই ডিজেল বন্ধ করার আদেশ দিলেন রাইকভ।

'কমান্ডার রাইকভ,' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। 'অ্যাডমিরাল হতে যতখানি সুপারিশের দরকার, তার চেয়েও বেশি করব আমি আপনার জন্যে। এবং আমার বিশ্বাস আমি বিদেশী বলেই বিশেষ গুরুত্ব দেবে মস্কো আমার কথায়।'

'ধন্যবাদ,' হাসলেন রাইকভ। 'আসলে আমাদের কপাল খুবই ভাল।'

সত্যিই কপাল ভাল, মনে মনে স্বীকার করল রানা। লিউ রাইকভের অধীনে চলবে যে সাবমেরিন, আর তাতে যারা চড়বে তাদের কপাল ভাল না হয়ে উপায় নেই।

মোটর আর পাম্প চলার শব্দ হলো। নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট জ্যান্ত করার চেষ্টা

চালাচ্ছে মোমিনভ।

সকাল ঠিক আটটায় ফোনে সংবাদ দিল মোমিনভ, টারবাইন ব্লেড ঘোরানো যাবে। আবার চলার উপযোগী হয়েছে লেনিনগ্রাদ।

একটানা তিন ঘণ্টা ধীর গতিতে এগিয়ে চলল লেনিনগ্রাদ। পুরো দমে চলছে এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট। ভেতরের বাতাস পুরোপুরি স্বাভাবিক হবার আগে এভাবেই চলার নির্দেশ দিয়েছেন রাইকভ।

বাইরের খোলা বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে সবাই। অবস্থাটা বুঝেছেন কমান্ডার। কাজেই আইস মেশিনে পলিনাইয়া খোজার নির্দেশ বহাল রেখেছেন তিনি।

বিকেল চারটে নাগাদ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল মেশিনারি স্পেস। তদন্ত করতে গেলেন কমান্ডার রাইকভ। টারবাইনের বিশেষ জায়গায় শীথিং ইনসুলেশন নেই। এঞ্জিন ধীরে চালানো ছাড়া উপায় নেই এখন। ডকে ফিরে না গেলে আর শীথিং লাগানো সম্ভব নয়।

সারাটা দিন একটানা ঘুমিয়ে কাটাল রানা।

সন্ধে সাতটায় একটু পরে ঘুম থেকে উঠল সে। শেভ করল, স্নান সেরে কাপড়-চোপড় পরে নিল। ওয়ার্ডরুমে এসে সাপার সেরে নিল ধীরে সুস্থে।

নয়টার একটু আগে কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকল রানা। ওখানেই দেখা পেল রুস্তভের। এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কমান্ডার কোথায়?'

'তাঁর কেবিনে।'

'কমান্ডার আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। গোপনে।'

চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল রুস্তভ। মাথা ঝাঁকাল, তারপর নিজের দায়িত্ব নেভিগেটারের ওপর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কেবিনের দরজায় নক করল রুস্তভ। ভেতর থেকে ডাকলেন কমান্ডার। রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রুস্তভ। প্রথমেই আজামাত কিরিমকে পরীক্ষা করল রানা। জ্ঞান ফেরেনি বটে, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আর পাল্‌স্ দেখে টের পেল, দ্রুত উন্নতি হচ্ছে ওর অবস্থার। তিন-চার দিনের মধ্যেই যদি উঠে দাঁড়ায়, অবাক হবে না রানা। হঠাৎ সোজা রাইকভের দিকে ফিরে কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল সে, 'কে খুনী, জানি আমি এখন। কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে চাই। সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে আপনাদের।'

গত তিরিশ ঘণ্টা ধরে বহুবার নানান ব্যাপারে চমকিত হয়েছেন রাইকভ। এবারে আর চমকালেন না। চিন্তিত দৃষ্টিতে একবার রুস্তভের দিকে তাকালেন। চার্ট দেখছিলেন, সেটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই সাহায্য করব, মেজর রানা। প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে, এর আগে কোন খুনীর সাক্ষাৎ পাইনি তো,' শান্ত গলায় কথা বললেন কমান্ডার, কিন্তু ধূসর চোখ দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা, কঠিন। 'আটজন লোকের খুনীকে স্বচক্ষে দেখাটা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই হবে মনে হয়।'

'আমাদের কপাল ভাল যে মাত্র আটজনকেই খুন করতে পেরেছে সে,' বলল

রানা। 'আজ সকালে শ' ছাড়িয়ে যেত, শুধু আপনার জ্বালায় পারল না বেচোরা।'

রাইকভ আর রুস্তভের বিস্মিত ভাবটা নজর এড়াল না রানার।

'কি বলতে চান?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

'আমাদের বন্ধুটি শুধু পিস্তলই নয় ম্যাচের বাক্সও সাথে রাখে,' বলল রানা। 'গত রাতে এঞ্জিন রুমে ওই ম্যাচ নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে।'

'বলতে চাইছ কেউ একজন জাহাজে আগুন লাগাতে চেয়েছিল?' অবিশ্বাস ভরা চোখে রানার দিকে তাকাল রুস্তভ 'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমি পারছি,' বললেন রাইকভ। 'খুনী সম্পর্কে মেজর রানা যা-ই বলবেন, অবিশ্বাস করব না আমি। কারণ, আমার ধারণা এই খুনী একজন বদ্ধ-পাগল। অন্যদের ধ্বংস করার জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া সে করে না।'

'পাগল নয় সে,' বলল রানা। 'শুধু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেলেছিল

'যাই হোক, এখুনি তাকে ধরতে না পারলে আরও কি করে বসবে কেউ বলতে পারে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কি কি করতে হবে বিস্তারিত বলল রাইকভ আর রুস্তভকে।

রাত দশটা। লেনিনগ্রাদের ওয়ার্ড রুমে এসে জমায়েত হয়েছে ওরা: গ্যাকো, পিনিন, ক্যাপ্টেন কুমারভ, ডা. জ্যাকভ, নিকোলাই, অভয়, মিকো, কর্সমোপভ, রুডিন এবং বুয়েল। ওয়ার্ড রুমের টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই, গ্যাকো আর পিনিন ছাড়া। গ্যাকো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে আছে পিনিন। তার হাতে একটা পুরানো খবরের কাগজ।

কমান্ডার রাইকভের পেছন পেছন ওয়ার্ড রুমে এসে ঢুকল রানা। রাইকভকে দেখে ঘরের অনেকেই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করলেন কমান্ডার।

সবাই নীরব রইল, ডাক্তার জ্যাকভ ছাড়া। খুশি খুশি গলায় কথা বলল সে, 'গুড ইভনিং, ক্যাপ্টেন। আশা করি ভালই আছেন। তা, এত রাতে এভাবে মীটিং ডাকার কারণটা জানতে পারি?'

রাইকভ কোন জবাব দিলেন না।

কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। তারপর বলল, 'মীটিং আমি ডেকেছি, ডাক্তার, ক্যাপ্টেন নন।'

'আপনি?' ঠোঁট কামড়াল ডাক্তার। 'আপনি কেন?'

'তার আগে একটা কথা জানাচ্ছি আপনাদের, আমি ডাক্তার নই। ছিলামও না কোনকালে। আমি একজন কাউন্টার ইনটেলিজেন্স এজেন্ট। পদবী মেজর। বাংলাদেশী। মস্কোর অনুরোধে এসেছি এখানে।'

প্রতিক্রিয়া চেয়েছিল রানা, পেল ঠিকই। নিঃশব্দে বসে রইল সবাই। সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

সবার আগে সামলে নিল জ্যাকভ। 'কাউন্টার এসপিওনাজ। স্পাই দেখার বড় ইচ্ছে ছিল, আজ সে আশা পূরণ হলো দেখছি! তা কেন, কেন আমাদের সবাইকে

এখানে ডেকেছেন, ডাক্তার, থুড়ি, মেজর মাসুদ রানা?'

'তেমন কিছু না। সামান্য খুনখারাবির একটা ব্যাপার ছিল, এই আর কি।'

'খুন!' জাহাজে ওঠার পর এই প্রথম কথা বলল ক্যাপ্টেন কুমারভ। এখনও দুর্বল, কথা বলার ধরনে সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়। 'খুন?'

'নভেলির কাছাকাছি বরফের তলায় দু'জন লোক শুয়ে আছে, একজনকে গুলি করা হয়েছে, অন্যজনকে ছুরি মারা হয়েছে। তৃতীয় আরেকজনকেও গুলি করা হয়েছিলো, কিন্তু কপাল গুণে বেঁচে গিয়ে এখন এই জাহাজেই আছেন...'

'কে, কে বেঁচে গেছে?' রানার কথার মাঝেই দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার জ্যাকভ।

'আসছি সে কথায়,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তা আপনারা কি বলেন? গুলি করে কিংবা ছুরি মেরে মানুষ হত্যাকে খুন বলে না?'

টেবিলের ধার খামচে ধরল জ্যাকভ। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল আবার চেয়ারে। অন্যদের চেহারা দেখেই অনুমান করে নিল রানা, বসে আছে বলে মনে মনে খুশিই তারা, নইলে ধপাস করে বসতে হত চেয়ারে।

'সত্যি বলতে কি,' নাটকীয়তার খাতিরে নাটকীয়ভাবেই বলল রানা, 'এই ঘরে আপনাদের মাঝেই বসে রয়েছে সেই খুনী।'

পিনপতন নীরবতা নামল ওয়ার্ড রুমে।

দশ

'প্রথমেই,' বক্তৃতার ঢঙে শুরু করল রানা, 'ক্যামেরা অপটিকস সম্পর্কে কিছু বলে নিই আপনাদের। কারও কারও হয়তো জানা আছে বিষয়টা, তবু শুনুন। জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্যামেরার সঙ্গে মানুষ খুনের সম্পর্ক কি? আছে, আছে। এই বিশেষ জিনিসটিই নভেলির এতগুলো লোকের প্রাণনাশের কারণ।'

সবার ওপর একবার নজর বুলাল রানা।

'কতখানি স্পষ্ট হবে ছবি, সেটা নির্ভর করে ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল লেংথ, অর্থাৎ ফিল্ম থেকে লেন্সের দূরত্বের ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ক্যামেরার উন্নতির জন্যে জোর চেষ্টা চালিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবজারভেটরির বাইরের যে-কোন ক্যামেরার ম্যাকসিমাম ফোকাল লেংথ ছিল পঞ্চাশ ইঞ্চি। তাই দিয়েই বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে রিকনিস্যান্স বিমান থেকে ছবি তোলা হত। শক্তিশালী ক্যামেরার প্রয়োজনীয়তা সে-ই প্রথম বেশি করে অনুভব করল মানুষ। বিমানে যেসব ক্যামেরা বসানো হত তখনকার দিনে, তার সাহায্যে দশ মাইল ওপর থেকেও একটা সুটকেসের সমান যে-কোন জিনিসের পরিষ্কার ছবি তোলা সম্ভব হত। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না মানুষ—না রাশিয়ান, না আমেরিকান।

'অতএব কিছুটা উন্নতি হলো ক্যামেরার। বিমান থেকে ব্যবহার করবার

ব্যাপারে লেন্সের ফোকাল লেংথ নিয়ে অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীরা। পঞ্চাশ থেকে বাড়িয়ে আড়াইশো ইঞ্চি ফোকাল লেংথ হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে ক্যামেরার ব্যারেল লম্বা করতে হয় বিশ ফুট। এত্তোবড় দানবীয় এক ক্যামেরা বিমানে বা উপগ্রহে বসানো দুঃসাধ্য। ভেবে ভেবে এক নতুন পদ্ধতি বের করল তারা। ফোল্ডেড-লেন্স প্রিন্সিপ্‌ল্‌ কাজে লাগিয়ে ক্যামেরার ব্যারেল বড় না করেও কৌশলে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফোকাল্‌ লেংথ বাড়িয়ে নিল অনেকখানি।

'১৯৫০ সাল নাগাদ ফোল্ডেড-লেন্স পদ্ধতিতে ফোকাল লেংথ পাওয়া গেল একশো ইঞ্চি। তখন দশ মাইল ওপর থেকে শুধু সুটকেস নয়, একটা সিগারেট প্যাকেটের পরিষ্কার ছবিও তোলা সম্ভব হলো। আরও দশ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বসল পারকিন-এলমার রোটি স্যাটেলাইট মিসাইল ট্র্যাকার—যার ফোকাল লেংথ দাঁড়িয়েছে পাঁচশো ইঞ্চি। এর সমান ক্ষমতার একটা ব্যারেল টাইপ ক্যামেরা তৈরি করলে লম্বায় হত চল্লিশ ফুট। যাই হোক, এই ক্যামেরার এতই ক্ষমতা—দশ মাইল ওপর থেকে মাটিতে পড়ে থাকা চিনির একটা দানার ছবি তুলতেও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।'

থামল রানা। শ্রোতাদের মাঝে কোনরকম অমনোযোগিতা আছে কিনা লক্ষ করল। নেই। এর আগে আর কোন বক্তা শ্রোতার এমন গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে তার।

'বাইশ বছর পর,' আবার শুরু করল রানা, 'অবিশ্বাস্য রকম শক্তিশালী আরেক ক্যামেরা আবিষ্কার করে বসল এক রাশান বিজ্ঞানী। ক্যামেরার নাম রাখল, পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি মিসাইল ট্র্যাকার। এর ফোকাল লেংথ কত, প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়নি কখনও, জানি না আমিও। তবে এইটুকু জানি, এই ক্যামেরার সাহায্যে তিনশো মাইল ওপর থেকে অন্ধকারে ফেলে রাখা একটা সাদা পিরিচেরও স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব। যে-কোন ছোট আকারের স্যাটেলাইটে বসিয়ে দেয়া যায় এই অটোম্যাটিক ক্যামেরা।

'ক্যামেরাটা বসানোর কথা ছিল দু'টনি রাশান স্যাটেলাইট 'কসমস নাইন'-এ। কিন্তু বসানো হলো না। না, নষ্ট হয়ে যায়নি, হাইজ্যাক হয়ে গেল সেটা, প্রকাশ্য দিবালোকে, খোদ মস্কো থেকে, একটা পোলিশ বিমানে করে। বলা বাহুল্য, এটা সোজা চলে যায় আমেরিকানদের হাতে।

'মাত্র চার মাস আগে সামোস-ফাইভ নামে একটা আমেরিকান স্যাটেলাইটে বসানো হয় এই ক্যামেরা। দিনে সাতবার করে চক্কোর দিচ্ছে সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দিয়ে, এই ভাবেই চলার কথা অনির্দিষ্ট কাল ধরে। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই কয়েক বছরে যা জানতে পারত না সে-সমস্ত খবর জানা হয়ে গেল ওদের। অসংখ্য ছবি তুললো পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি। কিসের ছবি, জানেন? উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে যে ক'টা রাশান-মিসাইল-লঞ্চিং বেস আছে, সবগুলোর ছবি। একদিকে লঞ্চিং-বেসের ছবি তুলেছে পারকিন-আলমভ পেত্রোস্কি, অন্যদিকে একই সময়ে একই স্যাটেলাইট থেকে সোজা আকাশ পানে চেয়ে তারার ছবি তুলেছে আরেকটা ছোট, সাধারণ ক্যামেরা। উদ্দেশ্য সহজ। ম্যাপ মিলিয়ে চেক করে দেখলেই প্রত্যেকটা বেসের একজ্যাক্ট পজিশন পেয়ে যাচ্ছে তারা। তারপর সেদিক

পানে একটা করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল তাক করে রাখলেই কেল্লা ফতে। যুদ্ধ না করেই জিতে যাওয়ার মত অবস্থা।

'কিন্তু খুশি হবার সুযোগটা আর পেল না তারা। কারণ মিসাইল তাক করবার আগে ছবিগুলো হাতে পেতে হবে তো। সেই ব্যাপারে গোলমাল দেখা দিল। স্যাটেলাইট থেকে রেডিও ট্র্যান্সমিশনের সাহায্যে ছবিগুলো সংগ্রহ করলে অনেক সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ডিটেইলস বাদ পড়বে, ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাবে। কাজেই নিখুঁত ছবি পেতে চাইলে ছবি নয়, ফিল্মটা হাতে পাওয়া চাই। আর স্যাটেলাইট থেকে ফিল্ম পেতে চাইলে দুটো মাত্র উপায় আছে। এক: স্যাটেলাইটকে মাটিতে নামিয়ে আনা, আর অন্যটা হচ্ছে: স্যাটেলাইট আকাশেই থাকল, ইজেক্ট করিয়ে ক্যাপসুলের ভেতরে করে ফিল্মটা শুধু মাটিতে নামিয়ে আনা হলো। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অনেক রকম অসুবিধে আছে। তাই প্রথমটাই বেছে নিল মার্কিনীরা।

'নিউইয়র্কের দু'শো মাইল পুবে আটলান্টিক মহাসাগরে স্যাটেলাইট নামানোর পরিকল্পনা নেয়া হলো। কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিল স্যাটেলাইট। সামান্য গোলমাল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে স্যাটেলাইটের এক পাশের রেট্রো রকেট চালু করা যায়নি। তার মানেটা কি, বুঝতে পারছেন আপনারা কিছু?'

'বুঝতে শুরু করেছি,' নরম গলায় কথা বলে উঠল বুয়েল। 'ভিন্ন কক্ষপথে চলতে শুরু করেছে তখন স্যাটেলাইট, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাতালের মত টালমাটাল অবস্থা হলো ওটার। নিজের কক্ষপথ থেকে সরে গেল। গোঁত্তা মেরেই উল্টোপাল্টা ছুট লাগাল বিপথে।

'স্যাটেলাইটকে বাগ মানাতে না পেরে অগত্যা ঠিক করল মার্কিনীরা, ইজেক্ট করে ফিল্ম ক্যাপসুল নামিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায় নামানো যায়? রেট্রো রকেট খারাপ হয়ে যাবার পর দেখা গেল, মহাসাগরগুলোর ওপর দিয়ে উড়ছে ওটা। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা তার খেদমতগার কোন দেশের ওপরে আসছে না স্যাটেলাইট। পরীক্ষা করে দেখা গেল, চেষ্টা করলে গতি কিছুটা কমানো যায় স্যাটেলাইটের, কিন্তু তাতেও নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। ওটার কক্ষপথে পড়ছে নিরপেক্ষ একমাত্র এলাকা—উত্তর মেরুপ্রদেশ। চিন্তাভাবনা চলল ওদের। কেউ কেউ বলল সাগরের কোথাও ক্যাপসুল নামানোর ব্যবস্থা হোক। কিন্তু এতে অসুবিধে আছে। ধুলোর ঘর্ষণ আর গরম থেকে রক্ষা করার জন্যে ক্যাপসুলের খোসায় অ্যালুমিনিয়ম আর পাইরোসিরাম-এর ভারী প্রলেপ লাগানো থাকে। ভারী জিনিস। পানিতে পড়লেই টুপ করে ডুবে যাবে, অর্থাৎ চিরতরে হারাতে হবে জিনিসটা। তাই ঝুঁকি নিল না মার্কিনীরা। স্থলভাগের ওপর যখন আসতেই চাইছে না স্যাটেলাইট, বাকি রইল শুধু উত্তরের পোলার আইস ক্যাপ। স্থির হলো, এখানেই নামাতে হবে ক্যাপসুল।'

'কাজেই ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির কাছাকাছি ক্যাপসুল নামানো ঠিক করল মার্কিনীরা, তাই না?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার জ্যাকভ।

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন। তবে যখন এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখনো জন্ম হয়নি নভেলির, স্টেশন গড়ার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছে মাত্র। মার্কিনীরা দেখল এই সুযোগ, এই আবহাওয়া কেন্দ্রেই ক্যাপসুল নামানো সবচেয়ে বেশি সুবিধের হবে। স্টেশনটা যদিও রাশানদের, কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই. নিজেদের একজন যোগ্য

লোক ওখানে মোতায়েন করা গেলেই অনায়াসে ক্যাপসুলটা সংগ্রহ করতে পারবে।

'স্টেশন গড়তে গিয়ে আমেরিকার আণবিক-শক্তিচালিত সেরা আইসব্রেকার "লিটভা"র সাহায্য পেল রাশানরা—অযাচিতভাবেই। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি আছে তারা, ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলে, "লিটভা" ধরতে গেলে প্রায় গড়েই দিয়ে গেল স্টেশন নভেলি, নজির স্থাপন করল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার।

'এই ভাবে জন্ম হলো আইস স্টেশন নভেলির। অপেক্ষা করে রইল মার্কিনীরা। আট সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হলো তাদের। তারপর এল সেইক্ষণ, ভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সরাসরি নভেলির ওপরের আকাশে এসে গেল স্যাটেলাইট সামোস-ফাইভ।'

'এদিকে রাশিয়া কিছু জানে না?' জিজ্ঞেস করল কৌস্তভ।

'সব জানে। মার্কিনীরা কি চায়, কি তাদের আসল উদ্দেশ্য, হিসেব-কিতেব করে সেসব অনেক আগেই আঁচ করে ফেলেছে রাশানরা। তারাও প্রস্তুত হয়ে গেছে সবদিক থেকে। অপেক্ষা করছিল তারাও।

'আবহাওয়া বিষয়ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঙ্গে দু'মাস আগেই যে একটা বিশেষ মনিটর নামানো হয়েছে নভেলিতে, সেটা খেয়াল করেনি কেউ। স্যাটেলাইট থেকে ক্যাপসুল ইজেক্ট হলেই রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে খবরটা জানতে পারবে মনিটর, জানবে মেজর আজামাত কিরিম।' নভেলির উদ্ধার প্রাপ্তদের দিকে একে একে তাকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'মনিটরের কথা নিশ্চয়ই এই প্রথম শুনলেন আপনারা?' উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রতিটি লোকের চেহারায় কিছু খুঁজল, তারপর বলল, 'জানতেন না, বুঝতে পারছি। আসলে জানানো হয়নি আপনাদের। খুবই গোপনীয় ব্যাপার। নভেলিতে জানত শুধু চারজন লোক। আজামাত আর তার তিন সঙ্গী, একই ঘরে ঘুমোত চারজনে। চারজনের তিনজনই এখন মৃত। জীবিত একজনের নাম শুনবেন? তার নাম আজামাত কিরিম। এখনও অজ্ঞান, তবে বেঁচে যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমান্ডারের কেবিনে তোলা হয়েছে তাকে সবার অলক্ষে।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁ হয়ে গেছে টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলোর মুখ। টেবিলের ধার খামচে ধরেছে কেউ কেউ; দুই চোখ বিস্ফারিত। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল রানা।

'নভেলিতে মার্কিন গুপ্তচর রয়েছে, এটা জানা ছিলো কিরিমের,' বলে চলল রানা। 'কিন্তু কে, সেটা তখনও জানা যায়নি। নভেলির প্রতিটি লোকের ফার্স্ট ক্লাস সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স রয়েছে। অথচ এদেরই মধ্যে কেউ একজন হঠাৎ এতবেশি বড়লোক হয়ে যাবে, যে রাশিয়া থেকে কোনভাবে পালাতে পারলেই বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে। মস্কোও জানে একথা, কিন্তু এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি—কারণটা পরে বলছি।

'বিশেষ এক ধরনের একটা পোর্টেবল মনিটর ছিল আমেরিকান স্পাইয়ের কাছে। এটা এক ধরনের রেডিও ডিভাইস, স্যাটেলাইট থেকে খসে পড়ার সঙ্গে

সঙ্গে ক্যাপসুলের ভেতরের একটা বিশেষ রেডিও চালু করে দেবে এই ডিভাইস। একটা বিশেষ ওয়েভ লেংথে সংকেত পাঠাতে শুরু করবে ক্যাপসুলের ভেতরের রেডিও। করেওছিল। এতই নিখুঁতভাবে ইজেক্ট করেছিল স্যাটেলাইট, তিনশো মাইল ওপর থেকেও লক্ষ্যস্থলের ঠিক এক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছিল ক্যাপসুল। আইস ক্যাপের ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মাঝেও ক্যাপসুল খসে পড়ার খবর গুপ্তচর সাহেবকে ঠিকই জানাল মনিটর। এই ডিভাইসের সাহায্যেই গাঢ় অন্ধকারেও ক্যাপসুল খুঁজে পেতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না তার। ফিরে এল সে আবার স্টেশনে, নিজের কেবিনে। নভেলির আশপাশে বরফের তলায় কোথাও নিশ্চয়ই চাপা পড়ে আছে এখন ওই মনিটর।' থামল রানা। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝিয়ে বলতে পারছি তো? বিশেষ করে স্পাই সাহেবকে জিজ্ঞেস করছি।'

'সহজ ভাষায়ই তো কথা বলছেন, মেজর রানা,' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'এখানের কারোই বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'বেশ, অসুবিধে না হলেই ভাল,' বলল রানা। 'তা কপাল খারাপই বলতে হবে আজামাত আর তার তিন সঙ্গীর। কারণ মনিটরের সাহায্যে তারাও ঠিক সময়েই জেনে গেছে, ক্যাপসুল ইজেক্ট করেছে স্যাটেলাইট। ওটাকে আনতে যাবেই কেউ, জানে তারা, কিন্তু কে যাবে জানা নেই। কাজেই চোখ রাখার ব্যবস্থা করল আজামাত। একজন লোক নিযুক্ত করল, কোন্ কেবিন থেকে কে বেরিয়ে যায় দেখার জন্যে। দুর্যোগের রাত, মারাত্মক ঠাণ্ডা, বরফ-ঝড় মুখে নিয়ে বইছে প্রচণ্ড দমকা বাতাস। তার ওপর গাঢ় অন্ধকার। এতসবের মাঝে কে কোন্ ফাঁকে কোথায় বেরিয়ে গেল, নজর রাখা সত্যিই বড় কঠিন ব্যাপার। আমার মনে হয় বেরিয়ে যাবার সময় স্পাই সাহেবকে দেখতে পায়নি আজামাতের লোক। ক্যাপসুল নিয়ে যখন ফিরল, তখন দেখেছে। কিংবা স্পাইয়ের কেবিনে আলো জ্বলছে দেখে অনুসন্ধান করতে এগিয়ে গেছে। হয়তো দেখেছে, ক্যাপসুল থেকে ফিল্ম বার করছে স্পাই। বোকার মত কাজ করেছে তখন লোকটা। আসলে ফিরে গিয়ে আজামাতকে সব কিছু জানানো উচিত ছিল তার। তা না করে সোজা স্পাইকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। এবং সেখানেই মারাত্মক ভুলটা করেছে সে, যা শোধরাবার সুযোগ আর পায়নি। ঘ্যাচ করে পাঁজরার ফাঁকে ঢুকে গেছে ইস্পাতের ফলা।' নভেলির উদ্ধারপ্রাপ্তদের ওপর আরেকবার চোখ বোলাল রানা। 'কে, বলুন তো কে এই বিশেষ কাজটি করেছিলেন?' কেউ কোন কথা বলল না। রানা বলল, 'যে-ই করে থাকুন, অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। নইলে ছুরি মারতে গিয়ে ফলা ভেঙে ফেলতেন না। হ্যাঁ, লাশের পাঁজরায় ছুরির ভাঙা ফলাটা পেয়েছি আমি।' রাইকভের দিকে তাকাল রানা।

কমান্ডার জানেন মিছে কথা বলল রানা। কিন্তু এই মিথ্যে বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, ভেবে চুপ করে রইলেন, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপল না একবারও।

'ওদিকে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে আজামাত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। লোকটাকে পাঠাল, কিন্তু এত দেরি করছে কেন ফিরতে? শেষ পর্যন্ত আর থাকতে

না পেরে আরেকজনকে পাঠাল সে ব্যাপার কি দেখার জন্যে। এদিকে বিপদের গন্ধ পেয়েছে আমাদের দোস্ত, সতর্ক হয়ে গেছে। যে-কোন রকম সম্ভাবনার জন্যে তৈরি সে তখন। জানে, ধরা পড়ে যাচ্ছে, আজামাত নিজে আসবে কিংবা অন্য কোন লোক পাঠাবে খোঁজ নিতে। কাজেই দ্বিতীয় লোকটা ঘরে ঢোকা মাত্র খুন হয়ে গেল। পায়ের কাছে পড়ে আছে প্রথম লোকটার লাশ, এটা দেখার পর দ্বিতীয় লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না খুনী। তার কাছে শুধু ছুরিই নয়, একটা পিস্তলও ছিল। এবার ব্যবহার করেছে সে ওটা।'

'দ্বিতীয় লোকটাও ফিরে না গেলে সতর্ক হয়ে পড়বে, তৃতীয় কাউকে একা পাঠানোর ঝুঁকি আর নেবে না আজামাত: এবার হয় সে নিজে আসবে, নয়তো একাধিক লোক পাঠাবে খবর নিতে, আশঙ্কা করল খুনী। আক্রান্ত হওয়ার চাইতে আক্রমণ করাটাই এখন উচিত কাজ হবে, ভাবল সে। পিস্তল হাতে সোজা চলে গেল আজামাতের কেবিনে। আজামাত এবং তার ঘুমন্ত সঙ্গীকে গুলি করল নির্মমভাবে। জেগে ছিল বলেই হয়তো মাথা এক পাশে কাত করে ফেলেছিল আজামাত। গুলি লাগেনি ঠিকমত, বেঁচে গেছে। কিন্তু ঘুমন্ত লোকটি মারা গেছে। পরীক্ষা করে তার মাথায় বুলেটের ছিদ্র দেখেছি আমি। এতগুলো খুন করেও হয়তো পারই পেয়ে যেত, কিন্তু খুনীর কপাল খারাপ। মেজর আজামাত কিরিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম মাসুদ রানা।' নিজের বুকে গোটা দুই টোকা দিল রানা।

'আ-চ্-ছা-আ-আ!' চায়না-ব্লু চোখ কপালে তুলে ফিসফিসিয়ে বলল জ্যাকভ।

'খুন করার পরই নিজের কুকাজ ঢাকা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল খুনী। উপায় একটাই ছিল, লাশগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা। নিজের কেবিনে পড়ে থাকা লাশ দুটোকে আজামাতের ঘরে এনে ফেলল সে। তারপর ফুয়েল স্টোর থেকে দুটো ড্রাম টেনে এনে ঘরের দেয়ালে তেল ছিটাল। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কাজ করেছে সে। মেজরের ঘরটাই শুধু নয়, ফুয়েল স্টোরেও আগুন লাগিয়েছে। এমনভাবে ঘটনা সাজিয়েছে, যেন সবাই ভাবে ফুয়েল স্টোর থেকেই আগুনের উৎপত্তি হয়েছে।'

টেবিলের চারপাশ ঘিরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সবাই। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে।

'কৌতূহল একটু বেশিই আমার,' বলে চলল রানা। 'প্রথমেই খটকা লাগল, অসুস্থ, ক্লান্ত, মারাত্মক পোড়া আহত কিছু লোক লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরানোর পরিশ্রমটুকু কেন করল? ভেবে বার করলাম, কেউ একজন তাদের বুঝিয়েছে, এটাই করা উচিত। পোড়া বিকৃত কতগুলো লাশ পড়ে থাকলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে চাইবে না কেউ, এটাই স্বাভাবিক। আর এটাই চাইছিল খুনী, সন্দেহ হলো আমার। খুঁজতে শুরু করলাম। দেখি ভাল বুদ্ধি করেছে—লাশ দিয়ে ঢেকে রেখেছে ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা। ওটার নিচে কি পেলাম জানেন? চল্লিশটা জ্যান্ত নাইফ সেল, প্রচুর খাবার, একটা রেডিও-সনডে বেলুন, আর বেলুনে ভরার জন্যে রাখা হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা সিলিন্ডার। নাইফ সেলগুলো পেয়ে অতটা অবাক হইনি। কিন্তু তাজা ব্যাটারির সঙ্গে ওই সব জিনিসও পেয়ে যাব, না, অতটা আশা করিনি আমি।

'দুটো জিনিস বিপক্ষে গেছে খুনীর, ফলে তার প্ল্যান মাফিক কাজ হয়নি। এক মেজর আজামাত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে, আশা করেনি সে। আর দুই: আচমকা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গিয়েছিল আবহাওয়া। আবহাওয়া ভাল থাকলে ক্যাপসুলটা বেলুনে বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিত খুনী। আকাশ থেকেই ছোঁ মেরে জিনিসটা তুলে নিত কোন আমেরিকান বিমান। বিমানের লোকদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগের জন্যেই নাইফ সেলগুলো সরিয়ে রেখেছিল সে। রেডিও ওয়েভ গোপন করা যায় না, তাই যোগাযোগের জন্যে বিশেষ কোড ছিল তার কাছে, কাগজে লেখা। যখন দেখল যোগাযোগ করার আর কোন দরকার নেই, আকাশে বেলুন ওড়ানো যাবে না, কোড লেখা কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল খুনী। এবারেও ছোট্ট একটা ভুল করল। পোড়া টুকরোগুলো দূরে কোথাও না ফেলে উড়িয়ে দিল বাতাসে। মেট হাউসের কাছে বরফে চাপা পড়েছিল ওগুলো, খুঁজে বের করেছি আমি।

'ভাল ব্যাটারি ব্যবহার করে ইচ্ছে করলেই লেনিনগ্রাদের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ রাখতে পারত খুনী, কিন্তু রাখেনি। বরং খেয়াল রেখেছে যেন শক্তি শেষ হয়ে আসা ব্যাটারিই ব্যবহৃত হয়। ইচ্ছে করেই অস্পষ্ট এস. ও. এস. পাঠিয়েছে। আমরা দেরিতে পৌঁছি, এটাই চেয়েছিল সে। আশা করেছিল, কিছুক্ষণের জন্যে আবহাওয়া ভাল হয়েও যেতে পারে, তাহলে বেলুন ওড়াতে পারবে। নভেলিতে আগুন লেগেছে; আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেনের সমস্ত রেডিও স্টেশন ব্রডকাস্ট করেছে এই খবর, নভেলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রাশান, ব্রিটিশ আর আমেরিকান প্লেন, বরফ ভেঙে তোলপাড় করে আইস স্টেশনটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে মার্কিন আইস ব্রেকার "লভো", রেডিও মারফত সব খবরই পেয়েছে খুনী। আবহাওয়া উন্নতির কোন লক্ষণই নেই দেখে রেডিওতেই তার দোসরদের প্লেন পাঠাতে নিষেধ করেছে। জানিয়েছে, সঙ্গে ফিল্মগুলো নিয়ে লেনিনগ্রাদেই উঠে যাবে সে।'

'একটু, মেজর রানা,' হাত তুলে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ, 'আপনি বলতে চাইছেন, এই জাহাজেই আছে এখন ওগুলো?'

'না থাকলেই অবাক হব, কমান্ডার,' বলে গেল রানা। 'এই ফিল্মের জন্যেই সম্ভবত সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে লেনিনগ্রাদের ওপর। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন দেরি করানো হচ্ছে, আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি এখনও। দেরি করানোর জন্যে বন্দরে থাকতে কারসাজি করা হয়েছিল, লেনিনগ্রাদের টিউব ডোর খুলে রেখেছিল কেউ। দেরি করানোর জন্যেই আগুন লাগানো হয়েছে এঞ্জিন রুমে।'

'কে?' জানতে চাইলেন কমান্ডার।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। বলল, 'যে-ই হোক, লেনিনগ্রাদ ধ্বংস হয়ে যাক, এটা চায়নি সে। একথা আগেও একদিন বলেছি আপনাকে, এক ধরনের ম্যানিয়াক ছাড়া নিতান্ত বাধ্য না হলে খুন করে না লোকে। নভেলির পাইকারী খুনখারাবিও, আমার মনে হয় নিতান্ত বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে খুনীকে।'

'কে, মেজর রানা?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল সের্গেই বুয়েল, 'কে খুনী? জানেন আপনি?'

জানি। আসছি সে কথায়। নভেলির ছয়জনকে সন্দেহ করেছিলাম প্রথমে। ক্যাপ্টেন কুমারভ আর যমজ দুই ভাই শয্যাশায়ী ছিল, তারা বাদ। চলাফেরার মোটামুটি ক্ষমতা ছিল বুয়েল, রুডিন, ডাক্তার জ্যাকভ, কসমোপভ অভয় আর মিকোর। প্রচুর ভাবলাম। ধীরে ধীরে জানা হয়ে গেল উত্তর। খুন এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই রাশান সামরিক আদালতে তোমার বিচার হবে, বন্ধু। তুমি সাংঘাতিক বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত।' জ্যাকভের দিকে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বলল রানা।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তারপর ধীরে ধীরে রানার কথা আর দৃষ্টির মানে বুঝে নিয়ে ঘাড় ফেরাল ডাক্তার জ্যাকভের দিকে।

ধীরে, অতি ধীরে উঠে দাঁড়াল জ্যাকভ। আস্তে করে দুই পা এগিয়ে এল রানার দিকে। নীল চোখ দুটো বিস্ফারিত, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রানার কথা, এমনি ভাব চেহারায়।

'আমি?' প্রায় ফিসফিসিয়েই বলল জ্যাকভ। ডান হাতের তর্জনী ঠেকাল নিজের বুকে। 'আমি? আপনি পাগল হয়ে গেছেন ডাক্তা···মেজর রানা। আপনি পাগল···'

মারল ওকে রানা। ভেতরে পুষে রাখা ভয়ঙ্কর ক্ষোভ দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওর নাকে-মুখে।

দুই হাতে নাক-মুখ চেপে ধরে ছিটকে পেছনে গিয়ে পড়ল ডাক্তার। সেই মুহূর্তে জ্যাকভকে খুন করার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল রানা। তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে তার চোখ থেকে।

টেবিলের ধারে বসে থাকা লোকগুলো সামান্যতম নড়ল না। স্তব্ধ হয়ে দেখছে তারা। বিমূঢ় হয়ে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়।

চিত হয়ে পড়েছে জ্যাকভ। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে বসল, জোর করে নিজেকে খাড়া করল পায়ের ওপর। মুখে-চোখে ব্যথার ছাপ। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরল ঠোঁটে। টলতে টলতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল আবার আগের চেয়ারে।

'ডাক্তার,' জ্যাকভকে বলল রানা। 'নিজের হাতে তোমাকে খুন করার সুযোগ পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম আমি। কিন্তু নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারছি না এখন। ফাঁসির দড়িতে ঝুলেই মরতে হবে তোমাকে। আমার আন্তরিক ইচ্ছে, দড়ির ফাঁসে কোনরকম গোলমাল ঘটে গিয়ে তোমার মরণটা যেন অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক, অনেকক্ষণ যেন লাগে তোমার দম বেরোতে।'

মুখ থেকে রুমাল সরাল জ্যাকভ।

'বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন আপনি,' থেঁতলানো দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনমতে কথাগুলো বের করল জ্যাকভ। ইতিমধ্যেই সাংঘাতিক ফুলে গেছে তার ঠোঁট। 'আবোল তাবোল বকছেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'অভিনয় করছ, করো। কিন্তু জেনে রাখো, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই চিনেছি আমি তোমাকে। যা বলছি তা প্রমাণ করে দিতে পারব।'

'কি বললেন? গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে আপনি জানেন কে খুনী, অথচ···'

কমান্ডারের কণ্ঠে ক্ষোভ।

'বাধ্য হয়েছি, কমান্ডার,' বলল রানা। হঠাৎই নিজেকে বড় বেশি ক্লান্ত মনে হলো। খুব তাড়াতাড়ি এখন সব কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক, তাই চাইছে। একটা লম্বা ঘুম চাইছে এখন তার শরীর। 'আপনাকে বললেই সঙ্গে সঙ্গে ওকে কয়েদ করে রাখতেন। কিন্তু শুধু একা ওকে নয়, পুরো স্পাই-রিঙটাকেই ধরতে চেয়েছি আমি। আমার কথা শেষ হয়নি এখনও, কমান্ডার, আরও আছে। দয়া করে শুনুন কিছু যুক্তি দেখাতে দিন।

'আচ্ছা, একটা ব্যাপারে খটকা লাগেনি আপনার?—আগুন লাগার পরেও ঘুমিয়েই ছিল জ্যাকভ। ভেবে দেখুন, তার নাকি দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ধোঁয়ায় ভর্তি ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দরজার কাছে ঠিক চলে এসেছে, একটুও অসুবিধে হয়নি। ওদিকে আবার ঘর থেকে বেরিয়েই হুঁশ হারিয়ে পড়ে গেল। কি আশ্চর্য! ঘরের ভেতরে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়েও জ্ঞান হারাল না, অথচ বাইরে, যেখানে খোলা বাতাসে ভালভাবে দম নিতে পারছিল সেখানেই এসে কিনা বেহুঁশ হলো। আসলে ঘটনাটা কি জানেন? সবাইকে ওর জানানো দরকার, ওই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছে, বড় নাজুক মানুষ সে, বিপদ-আপদে হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, তার মত ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি খুব কম লোকেরই আছে।'

'ওর বিপক্ষে এটা কোন প্রমাণ হলো না,' বললেন কমান্ডার রাইকভ।

'আমি প্রমাণ দিচ্ছি না,' বলল রানা। 'পয়েন্ট উল্লেখ করছি মাত্র। এখন দুই নম্বর পয়েন্ট। অভয়, তুমি তোমার দুই বন্ধু খায়রভ আর ননেটিকে জাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছ, কিন্তু জাগেনি ওরা। কি করে জাগবে, আমাদের জ্যাকভ ডাক্তার যদি ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখে? কি ব্যবহার করেছিলে ডাক্তার, ইথার না ক্লোরোফরম? যা-ই ব্যবহার করে থাক, করেছিলে মেজর আজামাতকে খুন করার পর। তারপর আগুন লাগিয়েছ। তুমি জানতে, উদ্ধারকারীরা আসতে অনেক দেরি হবে, কারণ এই দুর্গম মেরুতে খবর পেলেই কিছু আর হুট করে চলে আসতে পারে না কেউ। এই সময়টা যাতে উপোস না দিতে হয় এজন্যে আগেভাগেই খাবার সরিয়ে রেখেছিলে। অন্যেরা যদি না খেতে পেয়ে মরে যায়ই, যাবে, তাতে তোমার কি, তাই না? ভেবে ভেবে কিন্তু খাবার রাখার নিরাপদ জায়গাই বের করেছিলে। ঢেকে রেখেছিলে খায়রভ আর ননেটির লাশ দিয়ে। আচ্ছা, অভয়, তোমার একটুও খটকা লাগল না, দু'জন লোককে জাগানোর জন্যে অত ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করলে, অথচ কেন ওরা জাগল না? অবশ্য তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। ওই রকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্লোরোফরম কিংবা ইথারের গন্ধ চাপা পড়ে গিয়েছিল পোড়া ডিজেলের গন্ধে।' থামল রানা, তারপর বলল, 'এতেও অবশ্যি কিছুই প্রমাণ হয় না।

'এবারে তিন নম্বর পয়েন্ট। এই তো, আজ সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন কুমারভকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, পোড়া লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরাবার আদেশ নাকি উনিই দিয়েছিলেন। তবে,' জ্যাকভের দিকে চাইল রানা, 'পরামর্শটা অবশ্যই ডাক্তার সাহেবের। লাশের সঙ্গে বাস করলে মানুষের নাকি কী কী সব মারাত্মক

ব্যারাম হয়। তাছাড়া পোড়া বিকৃত লাশ দেখলে নাকি মন ভেঙে যাবে আহতদের। কাজেই লাশগুলো না সরালেই নয়। আসলে যে খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাশ দিয়ে ঢাকা না দিলেই নয়, এটা তো আর বলতে পারবে না মুখ ফুটে। ঠিকঠাক বলছি তো সব, জ্যাকভ? নাকি কোন ভুল আছে?

'চতুর্থ পয়েন্ট। জ্যাকভ বলেছে, আগুনটা কি করে লাগল এটা জেনে নাকি কোন লাভ নেই। আমরা জানলে অসুবিধে আছে তো তার। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে যে। জ্যাকভ, আগুন লাগানোর আগেই ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো জ্যাম করে রেখেছিলে, তাই না? মিকো বলেছিল সেদিন, ও বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা দেবার পর ফাটতে শুরু করে তেলের ড্রাম। ঠিকই বলেছে সে। নাকি, ডাক্তার?'

'আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ জোরদার হচ্ছে, মেজর,' শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাকভ। 'এই মুহূর্তে ঠেসে ধরে আপনাকে কোন কেবিনে বন্দী করে রাখা উচিত। পাগলকে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।'

'পাঁচ নম্বর পয়েন্ট। নভেলিতে লেনিনগ্রাদকে দেরি করাতে চেয়েছিলে কেন বুঝতে পারছি না। তবে দেরি করাতে চেয়েছিলে বলেই আমাকে আর রুডেনকোকে সরাতে চেয়েছিলে। আমরা যদি বলি যমজ দুই ভাইকে জাহাজে তোলা যাবে, কমান্ডার তোমার কথা শুনবেন না, তুমিও লেনিনগ্রাদকে দেরি করাতে পারবে না, এই তো?

'লাশ কবর দেবার অনুষ্ঠানে জোর জবরদস্তি করে গেলে যদি কিছু সন্দেহ করে বসি আমরা, এই জন্যে অন্য লোককে দিয়ে কমান্ডারকে অনুরোধ করিয়েছে জ্যাকভ। প্রথমে অনুরোধ করেছে অভয়, তারপরে রুডি কমান্ডার, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকেনি আপনার কাছে? যখনই শুনেছে জ্যাকভ, বরফে লাশ কবর দেয়া হবে, তখুনি প্ল্যানটা করে ফেলেছে সে। লেনিনগ্রাদের সেইল কেমন পিচ্ছিল হয়েছিল, দেখেছে সে। রুডেনকোকে শেষ করা যায় কিভাবে, সেটাও ভেবেছে। এরপর সহজ কাজ। কবর দিয়ে ফেরার পথে রুডেনকোর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে সে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রুডেনকোর নিচে থেকেছে। দড়ি ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখছিল রুডেনকো, জ্যাকভও। সময় বুঝে দড়িতে জোরে একটা দোলা দেয় জ্যাকভ। সেইলের ছাতে ওঠার আগের মুহূর্তে শুধু দড়ির ওপর নির্ভর করেছিল বলেই আচমকা দোলা সইতে পারেনি। রুডেনকো, পড়ে যায়। কি চালাক এই জ্যাকভ ডাক্তার! নিজে নিচে থেকেছে। ফলে ওকে নিয়ে নিচে পড়েছে রুডেনকো। নিজের ওপর থেকে সন্দেহ দূর করবার কি সুন্দর ফন্দী! এতে অবশ্য নিজের জীবনের ওপরও যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিল সে, স্বীকার করতেই হবে। দু'জনের পতনের শব্দ ছাড়াও তৃতীয় আরেকটা চাপা শব্দ কানে এসেছিল আমার। জুতোর ডগা দিয়ে মানুষের খুলি, মানে রুডেনকোর কানের পাশে লাথি মারাতেই ওই শব্দ হয়েছিল। এর ফলে তোমার পায়ের আঙুল মচকায়নি তো, জ্যাকভ?'

'পাগলের কথার জবাব দিয়ে আর কি করব,' যান্ত্রিক শোনাল জ্যাকভের কণ্ঠ। 'বকর বকরই সার। প্রমাণ করতে পারবেন না কিছু।'

'চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। হ্যাঁ, রুডেনকো তোমাকে নিয়ে নিচে পড়েছে,

কথাটা সত্যি। তুমিও স্বীকার করেছ। মাথায় চোটও পেয়েছ, দেখেছি আমরা। কিন্তু ওই সামান্য চোটেই হুঁশ হারিয়ে ফেললে? মটকা মেরে পড়েছিলে, না? বেহুঁশ হবার ভান করেছিলে। এরপরেই ভুলটা করলে তুমি। হুঁশ ফিরে পাবার ভান করলে, উঠে বসলে। এবং নেহাতই বোকার মত মুখ ফসকে বলে ফেললে কথাটা। কথাটা আপনার মনে আছে না, কমান্ডার?'

'আমার মাথা আর খারাপ করবেন না,' তিক্ত শোনাল রাইকভের কণ্ঠ। 'স্মৃতিশক্তি তেমন ভাল না আমার।'

'ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। জ্যাকভ বলেছিল: বেঁচে আছে তো? কে এমন করল? আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন: কি করল? কটে শুয়ে থাকা ব্যান্ডেজ বাঁধা রুডেনকোকে চেনা যাচ্ছিল না, তার কি হয়েছে বলেওনি তাকে কেউ, অথচ কোন্ অলৌকিক উপায়ে যেন জানতে পারল জ্যাকভ পাশের কটে শুয়ে আছে রুডেনকোই। বলে উঠল: ডাক্তারকে আমার ওপর ফেলল? কে? মনে পড়েছে তো এবার, কমান্ডার?'

'ঠিক বলেছেন, মেজর, কে পড়েছে তার ওপর জানা ছিল জ্যাকভের, কিন্তু পাশের কটে রুডেনকো আছে সেটা তো জানার কথা নয়!' ডাক্তারের দিকে কঠিন, শীতল দৃষ্টিতে চাইলেন কমান্ডার। 'ঠিকই বলেছেন, ও, ও…'

'খুনী। রুডেনকোর পর পরই আমার ওপর নজর দিল জ্যাকভ ডাক্তার। মেডিক্যাল স্টোর থেকে কিছু ওষুধপত্র আনার অনুমতি চেয়েছিলাম আমি আপনার কাছে, ওয়ার্ড রুমে তখন ছিল ও। শুনেছে। ব্যস, সময় মত পিছু নিয়েছে আমার। হ্যাচ কভারের হুড়কো খুলে রেখে সরে পড়েছে। রুডেনকোর মত মরতে মরতে বেঁচে গেলাম আমিও। দুই-দুইবার ব্যর্থ হলো জ্যাকভ। এরপর আসছি বুনিয়েনের কথায়। বুনিয়েনকে নড়ানো যাবে না, মরে যেতে পারে, এসব বলে ওকে নভেলিতেই রাখতে চেয়েছিল জ্যাকভ, কিন্তু তার কথা শুনলেন না আপনি, কমান্ডার…'

'ঠিকই বলেছিলাম,' বলল জ্যাকভ। আশ্চর্য শান্ত ভাবগতিক। 'যা বলেছিলাম তাই হয়েছে, মারাই গেছে বুনিয়েন।'

'হ্যাঁ, মারা গেছে,' স্বীকার করল রানা। 'কারণ ওকে মেরে ফেলেছ তুমি। এবং ওকে মেরে তোমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছ আমাকে। কি করে মেরেছ, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তার আগে আরেকটা ব্যাপার। বুনিয়েনের দোহাই দিয়ে লেনিনগ্রাদকে আটকাতে না পেরে অন্য উপায় ধরলে তুমি। চেয়েছিলে এক, কি দুই ঘণ্টা দেরি করাবে। কিন্তু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেললে। প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। এঞ্জিন রুমে সামান্য একটু অগ্নিকাণ্ডের বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলে তুমি, ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলে, যাতে রিঅ্যাকটর বন্ধ করে দেয়া হয়। সিকবেতে বসেই এক সুযোগে তৈরি করে নিয়েছিলে ডিলেইড-অ্যাকশন কেমিক্যাল ফিউজ যাতে আগুন ধরালে প্রচুর ধোঁয়া বেরোয়। মাঝরাতে, যখন প্রায় নির্জন হয়ে পড়েছে এঞ্জিন রুম, ফিউজ নিয়ে গেলে সেখানে তুমি। কি করে গেলে, সেকথাও বলছি। সাংঘাতিক, সাংঘাতিক চালাক তুমি ডাক্তার, এবং সেই পরিমাণ ভয়ঙ্কর।'

এবং নিষ্ঠুর, বললেন রাইকভ।

'হ্যাঁ নিষ্ঠুর। সেই সন্ধ্যায় রোগীদের দেখাশোনা করেছে সে। আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। বুনিয়েনের পোড়া ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। তারপর রোগীদের পাহারায় যে ছিল, তাকে বলেছে বুনিয়েনের যে-কোন অসুবিধের কথা যেন সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয় জ্যাকভকে। জানানো হয়েও ছিল। এঞ্জিন রূমের একজন স্টাফের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি আমি, সেই রাতে দেড়টা নাগাদ এঞ্জিন রূম প্যাসেজওয়ে ধরে বুনিয়েনকে দেখতে যাচ্ছিল জ্যাকভ। মেশিনারি-স্পেসে ফিউজ ফেলার সুযোগ পেয়েছিল সে ওখান দিয়ে যাবার সময়েই। তার পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হত, কিন্তু গোল বাধাল শীথিং। তেল-খাওয়া জিনিসটাতে ধরে গেল আগুন। তারপর কি হলো, আপনারা জানেন।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত জ্যাকভের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কমান্ডার। তারপর রানার দিকে চেয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। 'আপনার এই কথাটা ঠিক মানতে পারছি না, মেজর। বুনিয়েনের অবস্থা খারাপ না-ও হতে পারত। তাহলে জ্যাকভের পরিকল্পনা ঠিক থাকত না। অনিশ্চয়তায় ভরসা করে না জ্যাকভের মত লোক।'

'করেও নি,' স্বীকার করল রানা। 'সিক-বের রেফ্রিজারেটর খুঁজলেই এর জবাব পেয়ে যাবেন। একটা অ্যালুমিনিয়মের পাত রাখা আছে তাতে। ওই পাতে জ্যাকভ ডাক্তারের আঙুলের ছাপ পাবেন। পাতের এক পিঠে মলম মাখানো। কিন্তু মলমের আগে আর একটা জিনিস মাখিয়ে নিয়েছিল পিশাচটা। সোডিয়াম ক্লোরাইড, মানে, সাধারণ লবণ। বুনিয়েনকে ব্যথার ইঞ্জেকশন দিয়েছে জ্যাকভ। তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে এই ওষুধের কার্যকারিতা। ওদিকে তার দেহের তাপে পাতলা হয়ে লবণ মিশে গেল মলমের সঙ্গে। ঘায়ের সংস্পর্শে এল এই লবণ। ওষুধের অ্যাকশন ফুরোতেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল বুনিয়েন। চেঁচিয়ে উঠতেই ডাকা হলো ডাক্তারকে। ব্যান্ডেজ না পাল্টে আরও একটা ব্যথার ইঞ্জেকশন পুশ করল পিশাচটা। ধোঁয়ায় মারা যায়নি বুনিয়েন, মারা গেছে শকে। গোটা হাতে অসহ্য জ্বলুনি…ধকল সইবার শক্তি ছিল না তার শরীরে।

'জ্যাকভ ডাক্তার যে কতটা নীচ চরিত্রের লোক, কল্পনা করতে পারবেন না, কমান্ডার। মহত্ত্ব দেখাতে এঞ্জিন রূম থেকে রিনিস্কিকে তুলে আনতে গিয়েছিল সে। আসলে ওটা ছিল টাটকা বাতাসে যাবার কৌশল। এঞ্জিন রূমের গরমের মধ্যে গিয়ে ইচ্ছে করেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেছে। টেনে খুলে ফেলেছে মাস্ক। দশ-পনেরো সেকেন্ড যে কেউ দম না নিয়ে থাকতে পারে। তাই থেকেছে সে, তারপরই তুলে আনা হয়েছে ওকে। তখন ওকে পরিষ্কার বাতাসে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন আপনি, কমান্ডার। এটাই চাইছিল জ্যাকভ।'

'কিন্তু এর পরেও বার বার এঞ্জিন রূমে যাওয়া-আসা করেছে জ্যাকভ,' বললেন কমান্ডার।

'অবশ্যই করেছে। কিন্তু কেন, জানেন? ক্লোজ-সার্কিট ব্রীদিং সেট পরে আমাদের সবার চেয়ে অনেক আরামে থেকেছে সে। আহতদের সেবা করার ভাঁওতা দিয়ে আসলে সেবা করেছে নিজের। দারুণ এক লোক হে তুমি, ডাক্তার।

তোমার মত স্বার্থপর, নীচ, জঘন্য লোক জীবনে দেখিনি আমি।'

কোন কথা বলল না জ্যাকভ।

'ফিল্মগুলো কোথায়, জ্যাকভ?'

'কিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না,' শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাকভ। 'বিশ্বাস করুন, আপনি ভুল করছেন। সব আপনার অবাস্তব কল্পনা।'

'অ্যালুমিনিয়মের পাতে লবণ এবং তোমার আঙুলের ছাপও কি অবাস্তব কল্পনা?'

'যে-কোন ডাক্তার ভুল করতে পারে!'

'তা পারে। কিন্তু লবণ ওষুধ নয়। ফালতু কথা বাদ দিয়ে ফিল্মগুলো কোথায় বলে ফেলো তো চট্ করে।'

'প্লীজ, দোহাই আপনার, আমাকে আর জালাবেন না,' স্পষ্ট ক্লান্তি ফুটল জ্যাকভের গলায়।

'এবার আপনার যা খুশি করতে পারেন, কমান্ডার,' রাইকভের দিকে তাকাল রানা। ইচ্ছে করলে ঝেড়ে প্যাঁদানি দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে কয়েদখানায় ভরে রাখতে পারেন।'

'অবশ্যই কয়েদ করব,' হাসি হাসি গলায় বললেন কমান্ডার। 'গ্যাকো আর রুস্তভকে কিন্তু ঠেকাতে পারব না আমি, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে তার কেবিনে যেতে চাইবে ওরা।'

'কেউ দেখা করতে যাবে না কারও কেবিনে,' কথা বলে উঠল রুডিন। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। আরও একটা জিনিস তাকিয়ে আছে রানার দিকে—বিচ্ছিরি চেহারার একটা মাউজার; কিভাবে যেন চলে এসেছে রুডিনের হাতে।

গোটা ঘরে পিনপতন স্তব্ধতা।

রানার দুই ভুরুর ঠিক মাঝ বরাবর তাক করল রুডিন পিস্তলটা।

এগারো

'কি বুঝলে, মেজর সাহেব?' হাসল জ্যাকভ। ফোলা ঠোঁটের জন্যে বিকৃত দেখাল হাসিটা। 'বিরাট গোয়েন্দা সেজে গিয়েছিলে! কত তাড়াতাড়ি পাল্টে যায় পাশার ছক, তাই না? কিন্তু, খবরদার, কেউ কোনরকম বোকামি করবে না। পিস্তলে খুব ভাল হাত রুডিনের। খুব ভাল জায়গায় আছে ও, ঘরের সবাইকে কভার করতে কোন অসুবিধা নেই।'

রুমাল দিয়ে আলতো করে ঠোঁটের রক্ত মুছল জ্যাকভ। উঠে দাঁড়াল। হাল্কা পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল রানার পেছনে। রানার পোশাকের সম্ভাব্য জায়গাগুলো দ্রুত হাতে টিপেটুপে দেখে নিল।

'নেই,' বলল জ্যাকভ। 'তুমি বড়ই আনাড়ি লোক, রানা। কেমন স্পাই তুমি,

একটা পিস্তল পর্যন্ত নেই! ঘোরো এখন, ঘুরে দাঁড়াও। দরকার হলেই তোমার শিরদাঁড়ায় গুলি ঢোকাতে পারে যেন রুডিন।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। বিজয়ীর হাসি হাসল জ্যাকভ।

আঘাতটা এল হঠাৎই। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড চড় খেলো গালে! পর পর দু'বার। উল্টোহাতের চড়। পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল রানা নিজেকে। রক্তের স্বাদ পেল জিভে।

'কিছু মনে কোরো না, রানা, বড় উশখুশ করছিল মনটা,' সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল জ্যাকভের গলায়। 'বেশ আরাম পাচ্ছি এখন।'

'ও, রুডিনই তাহলে খুনী?' রানার গলার স্বর ভারী। 'গুলি করেছে ও-ই?'

'করেছি, তবে সবাইকে নয়,' জবাব দিল রুডিন। 'আমি আর জ্যাকভ ভাগাভাগি করেই কাজ সেরেছি।'

'ক্যাপসুল আনতে তাহলে তুমিই গিয়েছিলে,' আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝেছি, সেজন্যেই ফ্রস্ট-বাইটে মুখের অবস্থা কাহিল হয়েছে তোমার।'

'হারিয়ে গিয়েছিলাম,' মুচকি হেসে বলল রুডিন। 'ইতচ্ছাড়া স্টেশনটা খুঁজে পাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রায়।'

'জ্যাকভ আর রুডিন!' বুয়েলের কণ্ঠে বিস্ময়। 'বন্ধুদের খুন করেছে এরা! পিশাচ, খুনী, জানোয়ার…'

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। চুপ থাকো,' রুডিনের দিকে ফিরে আদেশ দিল জ্যাকভ, 'কারও প্রশ্নের কোন জবাব দেবে না। নিজেকে হীরো বানানোর দরকার নেই আমাদের। বাংলাদেশের বোকা স্পাইটার মত বকর বকর করে কাউকে বোঝানোর দরকার নেই, কত চালাক আমরা। কমান্ডার রাইকভ, ফোনটা তুলে নিন। কন্ট্রোল রুমকে জাহাজের মুখ ঘোরানোর আদেশ দিন। সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে বলুন।'

'বড় বেশি আশাবাদী তুমি, জ্যাকভ,' শান্তকণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'একটা সাবমেরিন হাইজ্যাক করতে চাইছ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'রুডিন,' বলল জ্যাকভ। 'রুস্তভের পেটে নিশানা করো। আমি পাঁচ গোণার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপবে। এক…দুই… তিন…'

পরাজিত সেনাপতির মত একটা হাত তুললেন রাইকভ। এগিয়ে গেলেন ওয়াল টেলিফোনের কাছে। প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে, রিসিভার যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে দাঁড়ালেন রানার পাশে। চাইলেন। কমান্ডারের চোখে রানার প্রতি সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা কোনটাই অবশিষ্ট নেই। ঘরের অন্যান্যদের দিকে চাইল রানা। জ্যাকভ, রুস্তভ আর গ্যাকো দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে হাঁ করে বসে আছে পিনিন, কোলের ওপর রাখা খবরের কাগজ। অন্যেরা আগের মতই যার যার চেয়ারে। সবার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুডিন, পিস্তল-ধরা হাতটা স্থির, নিষ্কম্প। কারও চেহারায় বীরত্বের কোন লক্ষণ নেই। স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন ওরা। কিছু ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না।

'একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন হাইজ্যাক করার মধ্যে উত্তেজনা আছে, এবং নিঃসন্দেহে লাভজনক কাজ, কমান্ডার রাইকভ,' বলল জ্যাকভ। 'কিন্তু সীমা লংঘন

করব না আমি। জায়গামত পৌঁছে আপনাদের ছেড়ে চলে যাব। আইস ক্যাপের মাত্র কয়েক মাইল দূরে অপেক্ষা করছে একটা জাহাজ, তার ডেকে অপেক্ষা করছে একটা হেলিকপ্টার। খোলা সাগরে বেরিয়েই একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে লেনিনগ্রাদের পজিশন জানিয়ে মেসেজ পাঠাবেন আপনি। হেলিকপ্টার এসে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে আর রুডিনকে। একটা উপদেশ দিচ্ছি আপনাকে, খোঁড়া এঞ্জিন নিয়ে এরপর জাহাজটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন না। ওটা একটা ডেস্ট্রয়ার। এই এঞ্জিন নিয়ে ওটার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবেন না আপনি কোনদিন।'

'ফিল্মগুলো কোথায়, জ্যাকভ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমাদের নাগালের বাইরে। ঠিক সময় মত পৌঁছে যাবে ডেস্ট্রয়ারে।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'দুঃখিত। আগেই তো বলেছি, রানার মত বকর বকর করতে পারব না। কোন প্রফেশনাল বোকার মত বাহাদুরী করে না কখনও, কি কৌশলে কি করেছে জানায় না কাউকে।'

'সরিয়েই ফেললে শেষ পর্যন্ত!' তিক্ততা ঝরল রানার কণ্ঠ থেকে। ফুলে গেছে ঠোঁট। ভারী লাগছে কথাগুলো।

'হ্যাঁ, তুমি হেরেই গেলে শেষ পর্যন্ত, স্পাই সাহেব। পারলে না ঠেকাতে।' হাসল জ্যাকভ।

'হাসছ!' অবাক কণ্ঠে বলল রানা। 'সাতজন! সাতজন লোককে হাসিমুখে পরপারে পাঠিয়ে...'

'হাসিমুখে?' বেছে বেছে শব্দ চয়ন করে কথা বলল জ্যাকভ, 'না, বন্ধু, হাসিমুখে নয়। আমি একজন প্রফেশনাল, এবং কোন প্রফেশনালই বিনা কারণে খুন করে না। নিতান্ত বাধ্য হয়েই খুন করেছি আমরা সাতজনকে।'

'এই নিয়ে দু'বার প্রফেশনাল শব্দটা ব্যবহার করেছ তুমি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তার মানে হিসেবে কিছুটা ভুল হয়েছে আমার। এই খেলা তুমি নতুন খেলছ না। ক'বছর?'

'পনেরো বচ্ছোর, খোকা,' শান্ত জ্যাকভ, 'আমি আর রুডিন—মস্কোতে আমেরিকার সেরা অপারেটর।'

'সাতটা খুন করেছ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল জ্যাকভের চোখ। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'কেন, কিসের দ্বিধা? অবশ্যই খুন করেছি। কেন?'

'তুমি, রুডিন?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' সন্দেহ ফুটেছে রুডিনের চোখে।

'জবাব দিতে অসুবিধে আছে? নাকি ভয় পাচ্ছ বলতে?' চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, ভুরু কুঁচকে তার দিকেই তাকিয়ে আছে জ্যাকভ। কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে, টের পেয়েছে যেন জ্যাকভ।

'ভয় পাব কেন?' খোঁচা খেয়ে খেপে গেল রুডিন। 'অবশ্যই খুন করেছি। দরকার হলে আরও করব।'

'যাক, স্বীকার করলে তোমরা শেষ পর্যন্ত! এগারো জন লোকের সামনে। এভাবে মুখ ফসকানো উচিত হয়নি তোমাদের। আসলে আমার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ ছিল না, যার সাহায্যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায়। কাজেই কিছু সাক্ষীর সামনে খুনের স্বীকারোক্তি করিয়ে নিলাম। এবার আর রক্ষা নেই তোমাদের। তা, জ্যাকভ ডাক্তার, তোমার হেলিকপ্টার আর আসছে না কিন্তু। ফাঁসিতে ঝুলে মরাই লেখা আছে তোমাদের কপালে।'

'ব্যাটা উন্মাদ হয়ে গেল নাকি!' ধমকে উঠল জ্যাকভ। গলার স্বরে উদ্বেগ। 'ব্লাফ দিয়ে বাজিমাতের চেষ্টা হচ্ছে বুঝি, স্পাই সাহেব?'

জ্যাকভের কথায় কান দিল না রানা। বলল, 'শুনে বিস্মিত হবে, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে রুডিনের ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছি আমি। জিজ্ঞেস করতে পারো, ডাক্তার, ধরলাম না কেন তাকে? ধরলে নিজেদের কুকর্মের কথা সোজাসুজি অস্বীকার করতে দু'জনেই। তার চেয়ে এখনকার এই খেলাটাই কি ভাল খেলিনি?'

'ছাগলটার কথায় কান দিও না,' রুডিনকে সাবধান করল জ্যাকভ। 'ব্লাফ দিচ্ছে। আগে তোমাকে মোটেই সন্দেহ করেনি ও। করলে এভাবে পাশার ছক উল্টে যেত না।'

'যখনি বুঝেছি তুমি খুনী, ডাক্তার, আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি সহকারী আছে তোমার। রুডিনের সঙ্গে একই কেবিনে ঘুমাতে তুমি, কাজেই, ওকে হাতে না রাখলে কুকর্ম করতে পারতে না। যদি রুডিন তোমার সহকারী না হত, তো ওকেও খুন করতে হত তোমার। অগ্নিকাণ্ডের রাতে তোমাদের কেবিনে দুই-দুইজন লোককে খুন করলে, অথচ রুডিনকে বাঁচিয়ে রাখলে, এ হতে পারে না। আরও কিছু ব্যাপার জানি আমি। বলছি। আসলে সে রাতে তোমার কেবিনের দরজা বরফ জমে জ্যাম হয়ে যায়নি। অভয় যখন দরজা ধাক্কাচ্ছিল, তোমরা দু'জনেই ভেতর থেকে পাল্লাটা গায়ের জোরে ঠেলে রেখেছিলে। এবং তা করে অভয়কে ভুল বোঝাতে চেয়েছিলে।

'মিলাহাইলকেও খুন করেছ তোমরা। ওর ঘাড়ে একটা লাল দাগ দেখেছি আমি। গ্যাকোকেও দেখিয়েছি। মানুষ খুন করতে দেখে ফেলেছিল নিশ্চয়ই মিলাহাইল, কাজেই শেষ করে দিয়েছ তাকেও। ঘাড়ে আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলেছিলে ছেলেটাকে, তারপর ফেলে রেখেছিলে আগুনের ভেতরে। কিন্তু তোমরা ভাবনি, ক্যাপ্টেন কুমারভ জ্বলন্ত ঘরের ভেতরে ঢুকে বের করে আনবেন তাকে।

'পিলে চমকে গেল তোমাদের। যদি হুঁশ ফিরে পায় মিলাহাইল, তাহলে সব ভেস্তে যাবে। মিলাহাইলের ব্যাপারটা তখন খেয়াল করেনি কেউ। করার অবস্থাও ছিল না। বাঙ্কহাউসের প্রতিটি লোক ক্ষুধায় আর পোড়া ঘায়ে কাতর। আমরা যখন পৌঁছে গেলাম, বেপরোয়া হয়ে উঠলে তুমি, জ্যাকভ। হুঁশ ফিরে পাবার লক্ষণ দেখাচ্ছিল মিলাহাইল। আমি সঙ্গে করে প্রচুর মরফিন নিয়ে গিয়েছিলাম, সব পুশ করলে মিলাহাইলের গায়ে। মরফিন কি হলো ভেবে অবাক হয়েছিলাম তখন, কিন্তু এখন নই। অতিরিক্ত মরফিন পুশ করলে, এবং রোগী মারা গেলে সেটাকেও খুন বলে, না ডাক্তার?'

'আসলে যা ভেবেছি, তার চেয়ে মাথায় অনেক বেশি বুদ্ধি রাখো তুমি, মাসুদ রানা,' শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাকভ। 'তোমাকে হিসেব করতে একটু ভুলই করে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কিচ্ছু যায় আসে না।'

'যায় আসে না? অবাক করছ আমাকে, ডাক্তার। আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে পরিষ্কার ভাবে জানি তুমি আর রুডিন খুনী। তারপরেও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের অ্যারেস্ট না করে এখানে এই ওয়ার্ড রুমে জমায়েত হয়েছি। কেন?'

'কারণ সোজা, তুমি জানতে না রুডিনের কাছে পিস্তল আছে।'

'তাই, না?' রুডিনকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ঠিক জানো তো, তোমার হাতের খেলনাটা কাজ করবে?'

'এই ধরনের ধোঁকাবাজি অনেক পুরানো হয়ে গেছে, দোস্ত,' হালকা গলায় বলল জ্যাকভ।

'আমি ভাবছিলাম কি, পেট্রলে থেকে থেকে খেলনাটার জোড়ার সমস্ত লুব্রিকেটিং অয়েল ধুয়ে গেছে বুঝি,' জ্যাকভের মতই হালকা গলায় বলল রানাও।

রানার কাছে ঘেঁষে এল জ্যাকভ। কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। 'জানো তাহলে তুমি সবই, রানা?'

'ট্রাকটরের পেট্রোল ট্যাংকে ওটা খুঁজে পেয়েছেন আসলে, কমান্ডার রাইকভ,' বলল রানা। 'তোমার ব্যাগে ভরে ওটা নিয়ে আসার ঝুঁকি তুমি নাওনি, ডাক্তার। তোমার ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, একজন প্রফেশনাল খুনী তার পিস্তল বেশিক্ষণ কাছছাড়া রাখে না। আমি জানতাম, সামান্যতম সুযোগ পেলেই পিস্তলটা তুলে আনার জন্যে শেডে যাবে তুমি। কাজেই আবার পেট্রল ট্যাংকে জিনিসটা রেখে দিয়ে এসেছিলাম।'

'ভীষণ খারাপ লোক তো আপনি, মেজর!' রেগেই গেলেন কমান্ডার। 'নাকি আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা?'

'দুঃখিত, কমান্ডার,' জ্যাকভের দিকে তাকাল রানা। 'পিস্তলটা রাখার আসল কারণ কি জানো? তোমার সহকারী কেউ আছেই, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া। আমি পিস্তলটা রেখে আসার পরও স্টেশনে গিয়েছিলে তুমি। জোঁকের মত তোমার সঙ্গে লেগে ছিলাম আমি। তারপর তুমি সাবমেরিনে ফিরে এলে। আমি রয়ে গেলাম স্টেশনেই। সবাই লেনিনগ্রাদে ফিরে আসার পর গিয়ে পেট্রল ট্যাংকে দেখলাম পিস্তলটা নেই। তুমি আনোনি, তাহলে কে আনল? সহকারী আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় আর এরপর?'

'তোমাকে মেরেই ফেলতে হচ্ছে, রানা,' রুডিনের দিকে চাইল জ্যাকভ। 'অত্যন্ত ডেঞ্জারাস লোক তুমি।'

সোজা রানার দুই চোখের মাঝে টিপ করল রুডিন।

'রুডিন, দোহাই তোমার, আমার কথা শোনো,' বলল রানা। 'পিস্তল নামাও। নইলে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে কোন ডাক্তারের সাহায্য দরকার হবে তোমার।'

মুখ খিস্তি করে গাল দিল রুডিন।

গ্যাকোর দিকে ফিরল রানা। 'কি করতে হবে জানো তুমি, গ্যাকো।'

চকিতে সব ক'টা মুখ ফিরল গ্যাকোর দিকে। একটা বাল্কহেডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্যাকো। ভাবান্তর নেই চেহারায়।

রুডিনও ফিরে চেয়েছে। নিজের অজান্তেই মাউজারের মুখ ঘুরে গেছে গ্যাকোর দিকে। বদ্ধ পরিসরে পিস্তলের গুলি ফোটার আওয়াজ একটু বেশি করেই কানে বাজল। চেঁচিয়ে উঠল রুডিন। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেছে। বাঁ হাতে চেপে ধরল ভাঙা ডান কব্জি।

রানার ওয়ালথারটা খবরের কাগজের তলা থেকে বের করে আনল পিনিন। ছোট্ট একটা গোল ফুটো হয়ে গেছে কাগজটার এক জায়গায়। শিল্পীর চোখে রুডিনের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখল যেন, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক এভাবেই ঘটুক চেয়েছিলেন আপনি, না মেজর?'

'হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই। হাতের টিপ তোমার চমৎকার, পিনিন। ভেরি গুড!' প্রশংসা করল রানা।

'দারুণ দেখিয়েছ হে, ল্যাঙড়া মিয়া,' রুডিনের হাত থেকে খসে পড়া মাউজারটা তুলে নিয়েছে গ্যাকো। জ্যাকভের দিকে তাক করে বলল, 'বেসামাল দেখলেই ট্রিগার টিপব। যদি মেকানিজম কাজ না করে, এটা দিয়ে পিটিয়ে ভাঙব তোমার মাথাটা।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যান্ডেজের রোল বের করল সে। ছুঁড়ে দিল জ্যাকভের দিকে, 'ঘটনা এই-ই ঘটবে, মোটামুটি শিওর ছিলাম আমরা, বুঝতে পারছ। কাজেই ব্যান্ডেজও সঙ্গে রেখেছি। নাও, তোমার বন্ধুকে একটু সাহায্য করো।'

'তুমি করো গে,' খ্যাঁক করে উঠল জ্যাকভ। রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠস্বর।

রাইকভের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল গ্যাকো, পিস্তলটা দেখিয়ে বলল, 'ডাক্তার জ্যাকভের মাথায় এটা ভাঙবার যদি একটু অনুমতি দিতেন, কমরেড...'

'অনুমতি দেয়া গেল,' মুচকি হেসে বললেন রাইকভ।

কিন্তু গ্যাকো এগোবার আগেই ব্যান্ডেজ নিয়ে কাজে লেগে গেল জ্যাকভ।

পুরো এক মিনিট নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। ব্যান্ডেজ বাঁধতে গিয়ে ইচ্ছে করেই রুডিনকে ব্যথা দিল জ্যাকভ। ঝাল ঝাড়ছে। সব ভেস্তে যাওয়ায় সবার ওপর রাগ।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করল জ্যাকভ। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ফিল্মগুলো কোথায় কি করে সরাল ওরা!'

'সহজেই,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'একটা ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে ফিল্মগুলো ভরে একটা হলুদ ডাই মার্কার বেঁধে দিয়েছে ব্যাগের সাথে। তারপর গ্যালির গারবেজ-ডিসপোজাল ইউনিটে সেটা ফেলে রেখেছে। সাবমেরিন খোলা সমুদ্রে বেরোলেই পাম্প করে বের করে দেবে বাইরে—এই ছিল প্ল্যান। রেডিওর সাহায্যে আগেই জানিয়ে রেখেছে ডেস্ট্রয়ারকে ঠিক কোথায় ভেসে উঠবে ব্যাগটা। গ্যাকোকে খেয়াল রাখতে বলেছিলাম। আজ বিকেলে রুডিনকে গ্যালিতে যেতে দেখেছে গ্যাকো, হাতে ব্যাগটা ছিল। বেরিয়ে এসেছে খালি হাতে। বরফের নিচ থেকে খোলা সাগরে বেরোলেই চট করে এক ফাঁকে টিপে দেবে পাম্পের

বোতাম। সাথে সাথেই ভেসে উঠবে মার্কার সুদ্ধ ব্যাগ। কয়েক হাজার বর্গগজ ছড়িয়ে যাবে পানির ওপর হলুদ রঙ। ডেস্ট্রয়ারের হেলিকপ্টার সহজেই খুঁজে পাবে ওটাকে। এরাও নিশ্চিন্তে লেনিনগ্রাদে চড়ে চলে যাবে গদানস্ক হয়ে মস্কোতে—হয়তো বীরত্বের মেডেলও পেয়ে যাবে এক-আধটা। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার।

'আরেকটা কথা,' বলে চলল রানা, 'লেনিনগ্রাদকে দেরি করাচ্ছে কেন জ্যাকভ, বুঝতে পারিনি বলেছিলাম। এখন বুঝেছি। আবহাওয়া খারাপ, যখন ওরা বুঝল প্লেনে করে ফিল্ম উদ্ধার সম্ভব নয়, তখন, মানে, বেশ দেরিতে ডেস্ট্রয়ারটাকে আসতে বলেছিল জ্যাকভ। জায়গা মত পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল ওটার, তাই আমাদের দেরি করাবার চেষ্টা। নভেলি ছেড়ে চলে আসার পর লেনিনগ্রাদের পজিশন জানিয়েছে সে, রেডিওতে যোগাযোগ রেখেছে ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে। সেখান থেকে আরও একটু দেরি করাবার নির্দেশ আসাতেই আগুন দিয়েছিল এঞ্জিন রুমে।'

'বুঝলাম,' ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার। 'দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ডেস্ট্রয়ারটা। দেব নাকি একটা টর্পেডো মেরে?'

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন না,' হাসল রানা।

আবার মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার। 'এখন গারবেজ ডিসপোজাল ইউনিট থেকে ব্যাগটা বের করি কি করে?'

'বের করার দরকার নেই,' বলল রানা। 'জায়গা মত পৌঁছে আমরাই টিপে দেব বোতামটা।'

'কেন?' চমকে উঠলেন কমান্ডার।

'আমি চাই, ব্যাগটা ওরা পেয়ে যাক। ফিল্মগুলো ডেভেলপ করে প্রিন্ট করার পর সি.আই.এ-চীফ কলভিনের মুখের চেহারাটা কেমন হয় দেখবার সুযোগ পেলে বড় ভাল লাগত। জ্যাকভ, নিজেকে খুবই চালাক ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু যদি জানতে অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ লোক আমি, তাহলে অতটা বাড়াবাড়ি করতে না। পিনিনের পা-টা এক্স-রে করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে, ভেবেছিলে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না যে ওরই ব্যান্ডেজের নিচে করে চালান দেয়া হয়েছে ফিল্মগুলো নভেলি থেকে লেনিনগ্রাদে। ওর প্লাস্টার কাস্ট খুলেছিলে কেন? প্লাস্টিকের খামে পোরা ফিল্মগুলো বের করে নিতে, না? লুকানোর সত্যিই চমৎকার জায়গা বের করেছিলে তুমি, জ্যাকভ। সবই লক্ষ করেছি আমি।

'প্লাস্টার কাস্টে ব্যবহৃত ব্যান্ডেজ ইত্যাদি খুলে নিয়ে খামটাসুদ্ধ ওয়েস্ট ট্রেতে ফেলে রাখলে তুমি। তারপর এক সুযোগে টুক করে খামটা নিয়ে পকেটে ভরলে।' হেসে উঠল রানা। কমান্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু বেচারা জানেও না, আগের রাতেই পিনিনকে সিক বে-তে আনিয়েছিলাম আমি, দু'ঘণ্টা ধরে প্লাস্টার খসিয়ে ফিল্মগুলো বের করে নিয়ে আবার প্লাস্টার করেছিলাম। প্লাস্টার করার আগে অন্য ফিল্ম ভরে দিয়েছিলাম ঠিক জায়গা মত। আসলে নিজেকে খামোকা প্রফেশনাল ভেবেছ তুমি, ডাক্তার। তোমার সি.আই.এ. বন্ধুরা রাশান লঞ্চিং-বেসের ছবি কোনদিন পাবে না।'

অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে উঠল জ্যাকভ। ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল রানার

কিন্তু পারল না। পা বাড়াতেই চাঁদির ওপর বাড়ি খেল মাউজারের বাঁটের। দড়াম করে ধাতব মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে—অজ্ঞান।

ঝুঁকে জ্যাকভকে পরীক্ষা করল গ্যাকো। তারপর সোজা হয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'কোন কাজ করে এত আনন্দ জীবনে পাইনি আমি, মেজর। ও হ্যাঁ, ডাক্তার রুডেনকোর ক্যামেরায় ছবি তুলে, ফিল্মগুলো প্লাস্টিক খামে ভরার সময়ও প্রাণ খুলে হেসেছি।'

'কিসের ছবি?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না কমান্ডার রাইকভ।

দিলখোলা হাসি হাসল গ্যাকো। সিক-বের দেয়ালে ডাক্তারের টাঙানো সব কমিক ছবি। ইয়োগী বীয়ার, ডোনাল্ড ডাক, প্লুটো, পপি, স্নো-হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফ। দেয়ালের সমস্ত ছবি তুলেছি টেকনিকালারে,' আবার হাসল সে। 'ছবি দেখে বড় আনন্দ পাবে সি.আই.এ-চীফ।'

এই সময় কন্ট্রোল রুম থেকে খবর এল, মাথার ওপরে পলিনাইয়া দেখা যাচ্ছে।

ভেসে ওঠার হুকুম দিলেন কমান্ডার রাইকভ।

বুক ভরে শ্বাস নেয়ার জন্যে এখন কিছুটা তাজা বাতাস দরকার।

* * *